Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাধ্যায়ের বক্তৃতা

১ম ভাগ

মূল্য ১৷০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1.3

PRESENTED

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

LIBRARY
No. ~~11/217~~
11/195
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

১১/২৩৭

Rs 5.00

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varan

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ...
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান *

হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া রাজর্ষি রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞান যখন এ দেশে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিলেন, তখন শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইঁহারা তাঁহার সহিত কত বাগ্বিতণ্ডা করিলেন, কিন্তু শাস্ত্রবিচারে সকলকেই তাঁহার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। তিনি আপনার তীক্ষ্ণ মনীষাবলে বাদিমাত্রের বাদ খণ্ডন করিলেন বটে, কিন্তু সেই যে তাঁহার সময়ে বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্তও তাহার নির্ব্বাণ হয় নাই। কোন একজন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক যদি হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে সকল লোকের মনে ধ্রুববিশ্বাস এই উপস্থিত হয় যে, ইনি অবশ্য হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে বলিতে আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমরা যে ভূমিতে দণ্ডায়-মান, সেখানে লোকের মনে এ প্রকার বিরুদ্ধ সংস্কার থাকা কখন উচিত নয়। সকলেরই জানা প্রয়োজন যে, যে দিন হইতে নব-বিধানে ব্রাহ্মধর্ম্ম নবীন আকার ধারণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে বিবাদানল নির্ব্বাণ হইয়াছে, শান্তির রাজ্য সমাগত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, জৈন, পারসিক, সমুদায় ধর্ম্মকে আদরের সহিত আলিঙ্গন করে, যে ধর্ম্মের মূলে হিন্দুভাব প্রোথিত, সে ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধে দণ্ডায়মান হইবে, ইহা কি কখন

* এই চৈত্র আলবার্ট হলে উপাধ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভব ? পৃথিবীর চারিদিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আর এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ; এক দল আর এক দলকে কি প্রকারে পরাস্ত করিবে, তাহারই জন্য ব্যস্ত ; কিন্তু আমরা যে বিধানের রাজ্যে বাস করিতেছি, সেখানে এরূপ কলহ বিবাদের অবকাশ নাই। আমরা চিরশান্তির রাজ্যে বাস করিতেছি। স্বদেশ বিদেশ কোথাও কাহারও সঙ্গে আমাদের বিবাদের বিষয় নাই। ইউরোপ আমেরিকায় সর্ব্বত্র আমাদের ধর্ম্মের গৌরব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এবং ইহা যে সকল জাতির মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিয়া দিবে, তাহার আশা সকলেরই মনে উদ্দীপন করিয়াছে।

"হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান" বিষয়ে কিছু বলিব বলিয়া আমি এখানে উপস্থিত। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের মন হইতে বিরুদ্ধ সংস্কার দূর করিবার জন্য আরম্ভে আমায় এতগুলি কথা বলিতে হইল। সকলের জানা উচিত, নিন্দার পক্ষ অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান বলিতে আসা হয় নাই, কোন্ দিকে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের গতি হইলে কল্যাণ হইবে, ইহাই প্রদর্শন করা এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য। কালের প্রভাবে এখন হিন্দুসমাজের মধ্যে সুমহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত। এ পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই ক্রমিক পরিবর্ত্তনে হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ হইবে, ইহা অনেকের ধারণা। যখন ধর্ম্ম থাকা আর না থাকা শাস্ত্রের উপরে নির্ভর করে হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন, অথচ শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধিসকল দেশের অগ্রগামী ব্যক্তিগণ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ভঙ্গ করিতেছেন, তখন হিন্দুধর্ম্ম মৃত্যুমুখে নিপতিত, ইহা আর কেন তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না? তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, শাস্ত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
১১।৭৫ ১১।২৭

PRESENTED

যাহা নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা চিরদিন একইপ্রকার আছে ও থাকিবে, উহা অণুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, পরিবর্ত্তন করিলেই ধর্ম্ম বিপদ্‌গ্রস্ত, নাস্তিক্য অপরিহার্য্য। ইঁহাদের এই বিশ্বাস যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম আর দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, কেন না শিক্ষাপ্রভাবে হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র যেরূপ আহার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে, তাহাতে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বিপদ্‌গ্রস্ত কেন, নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ কথা বলা কিছু অত্যুক্তি নহে যে, এমন হিন্দুগৃহ অতি বিরল, যেখানে প্রকাশ্যে না হউক, অপ্রকাশ্যে পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা পরিবর্ত্তনবিমুখ ব্যক্তিগণের বিচারে উহার হিন্দুত্ব বিনষ্ট হয় নাই। এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া যাঁহারা ভয় পাইতেছেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বলাবল ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করেন নাই। তাঁহারা মনে করিতেছেন, হিন্দুধর্ম্ম চিরকাল একই প্রকার আছে, একই প্রকার ছিল। এই ভ্রম তাঁহাদিগের এরূপ ভয়ের কারণ। হিন্দুধর্ম্ম ক্রমিক উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে, সুতরাং নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, ইহা যদি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ভয়ের যে কোন কারণ নাই সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রথমতঃ দেখা উচিত যে, স্বয়ং শাস্ত্রকারেরা উন্নতির পর উন্নতি স্বীকার করিয়াছেন কি না? স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে,

> যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
> উভয়োর্যন্ন দৃষ্টন্তু তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে ॥

বেদে যাহা দৃষ্ট হয় না, স্মৃতিতে তাহা দৃষ্ট হয়, বেদ ও স্মৃতিতে যাহা দৃষ্ট হয় না, পুরাণ তাহা বর্ণন করিয়া থাকেন। এ কথা বলাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পর পর নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে সময়ে বিদেশীয়গণের সংস্রবে আসিয়া বিদেশীয় শিক্ষাপ্রভাবে হিন্দুগণের আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই, সেই সময়ে যদি ক্রমিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন যখন আমাদের দেশে বিদেশীয় শিক্ষা বিদেশীয় সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে, তখন যে অতি সত্বর বহু পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কি আছে? ঋষিগণ তাঁহাদের সময়ে জনসমাজের যখন যে প্রকার পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়াছেন সেই পরিবর্ত্তনানুযায়ী ব্যবস্থা সকল নিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা আর কে না স্বীকার করিবেন? তাঁহারা জনসমাজের পরিবর্ত্তনের মূলে বিধাতার হস্তদর্শন করিতেন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহারই ইচ্ছানুবর্ত্তন করিয়া সেই সমুদায় পরিবর্ত্তনকে শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। এক এক জন অসাধারণ প্রজ্ঞানেত্র ঋষি নূতন জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া অনেকগুলি নিন্দনীয় রীতির উচ্ছেদ করিয়াছেন, বা উচ্ছেদের পন্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, মহাভারতাদি পাঠ করিয়া ইহা আর কে না স্পষ্ট দেখিতে পান? বহু দিনের বদ্ধমূল এক একটি রীতির উচ্ছেদ অতীব কঠিন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু জনসমাজের মন যখন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া আইসে, তখন সে রীতির উচ্ছেদ একজন প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ অবহেলায় সাধিত করেন। এইরূপে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, সে সকল অবনতি নহে উন্নতি। যদি কখন অবনতি ঘটে, আবার উন্নতির সোপানে আরূঢ় করিবার জন্য যত্ন হয়। হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে ইহাও হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত না দিলে, সাধারণের এ সম্বন্ধে সংশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা নাই, এজন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। বৈদিক ও তৎপর সময়ে * এই রীতি ছিল যে, কোন এক জন বিশিষ্ট লোক গৃহে আসিলে তাঁহার উদ্দেশে একটি গো হনন করা হইত। এই রীতি হইতে অতিথি 'গোঘ্ন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ গোশব্দ সামান্য পশুবাচকরূপে গ্রহণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, মধুপর্কে বা যজ্ঞে কখন গো হনন করা হয় নাই, অপরজাতীয় পশুচ্ছেদন করা হইত। এরূপ প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করা বিফল, কেননা মধুপর্কে নির্দ্দিষ্ট "মহোক্ষ" শব্দ গো ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। গোমেধযজ্ঞে গো হনন করিয়া তাহাকে ছত্রিশ ভাগ করা হইত এবং এক এক ভাগ যজ্ঞের সহায়ক ব্যক্তি-গণকে, যজমানপত্নী ও যজমানকে প্রদত্ত হইত। এই ভাগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, "কণ্ঠঃ সকাকুদঃ প্রতিহর্ত্তুঃ" কাকুদ সহকারে কণ্ঠ প্রতিহর্ত্তার প্রাপ্যাংশ। গোমেধে নিহিত পশু গো ভিন্ন যদি অন্য কিছু হইত, তাহা হইলে 'কাকুদ' শব্দ ব্যবহার করিবার কোন কারণ ছিল না। ককুৎ বা ঝুঁটি গোজাতীয়ের লক্ষণ, এজন্য ককুদ্মান্ বলিতে বৃষ ভিন্ন অন্য কোন পশু বুঝায়

---

* সংজ্ঞাপ্যতে বৎসতরী সর্পিষান্নঞ্চ পচ্যতে।
শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিগৃহানাগতোঽসি জুষস্ব নঃ॥

মহবীর চরিতের এই লেখা দেখাইয়া দেয় যে, বৈদিক ও বৈদিক সময়ের পর এ রীতি প্রচলিত ছিল। যখন লোকের মনে এ রীতির প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হয় তখনই উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই জন্যই নির্ণয়সিন্ধুকার লিখিয়াছেন, "মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায় প্রকল্পয়েৎ" ইতি বিধানেঽপি লোকবিদ্বিষ্টত্বাদননুষ্ঠানম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। "মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ"—মধুপর্কে পশুবধ পরসময়ে নিষেধ হইলেও আজপর্য্যন্ত বৈদিকানুষ্ঠানে এ রীতি যে প্রচলিত আছে, তাহা আমাদিগের দেশের বিবাহপদ্ধতি দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। বর বিবাহার্থ আগমন করিলে সম্প্রদাতা বরণ করিয়াই একটি গোকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া বন্ধন করেন। এ গোটি ভোজনের আয়োজন। কিন্তু পূর্ব্বকালে এই রীতি ছিল যে, অভ্যাগত ব্যক্তি অনুমতি করিলে আবদ্ধ গোর বন্ধন মোচন করিয়া লওয়া হইত, আর অপর কোন মাংসে অভ্যাগত ব্যক্তির ভোজন-কার্য্য সম্পন্ন করাইতে হইত। বিবাহপদ্ধতিতে এই রীতি অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে। কেন না সম্প্রদানানন্তর নাপিত আসিয়া বলিতে-ছেন, 'গৌর্গৌঃ'। নাপিত এস্থলে সেকালের অধ্বর্য্যুশ্রেণীর মধ্যে গণ্য। সে সেই বদ্ধ গরুকে ছেদন করিবে কি মুক্ত করিয়া দিবে, বরের নিকটে অনুমতি চাহিতেছে। বর তাহাকে মুক্ত করিয়া দিতে * বলিলেন, সুতরাং গোর জীবন রক্ষা পাইল। কবিগণ এই ব্যাপারটিকে একটি উপহাসের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, 'গৌর্গৌরিতি ব্যাহৃতম্' নাপিত গো গো শব্দ উচ্চারণ করিল কেন জান? তুমি আজ হইতে মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া গোত্ব লাভ করিলে এই অভিপ্রায়ে।

---

* বর বলিলেন "ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণ পাশাদ্দ্বিষন্তং মে ভিন্ধেহি ত্বং হন্ত-মুষ্য চোভয়োরুৎসৃজ গামত্তু তৃণানি পিবতোদকম্।" এই কথা শুনিয়া যখন নাপিত গরুর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল, ইহাকে বধ না করা হয় এই উদ্দেশ্যে বর এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন "ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসা হঽদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ। প্রণুবোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগা মদিতিং বধিষ্ট॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল অভ্যাগত ব্যক্তির আগমনে গোহনন করা হইত তাহা নহে, গৃহস্থের মৃত্যু হইলে তাঁহার সঙ্গে একটী গাভী দগ্ধ করা হইত। এই গাভীটী অনুস্তরণী শব্দে অভিহিত। গো অভাবে ছাগী অনুস্তরণী করা বিধেয় *। এই অনুস্তরণী ছেদন পূর্ব্বক এক একটি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শবের মস্তক ও মুখ উহার মেদ দ্বারা আচ্ছাদন এবং উহার এক এক অঙ্গ শবের তত্তদঙ্গে স্থাপন করিবে ; তদনন্তর সমগ্র শরীর চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দিবে †। এই ব্যবহারটি কাত্যায়ন ঋষি এই বলিয়া অনিত্য করিলেন যে, "নবাস্থি সন্দেহাৎ।" দাহান্তে যখন যজমানের অস্থিগুলি সঞ্চয়ন করিতে হয়, তখন কোন্‌গুলি যজমানের অস্থি, কোন্‌গুলি অনুস্তরণীর অস্থি এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় ; সুতরাং অনুস্তরণী না দেওয়াই শ্রেয়স্কর। মৃত ব্যক্তির অস্থি সঞ্চয়ন করিয়া সমাহিত করা সেকালে রীতি ছিল। অস্থি সমাহিত না করিলে মৃত ব্যক্তির স্বর্গগমন প্রতিরুদ্ধ হইত। যদি ভুলক্রমে যজমানের অস্থি সঞ্চয়ন না করিয়া অনুস্তরণীর অস্থি সঞ্চয়ন করিয়া সমাহিত হয়, তাহা হইলে যজমানের স্বর্গে গমন ঘটিল না। যখন এরূপ ঘোর সন্দেহের বিষয় আছে তখন সে স্থলে অনুস্তরণী না দেওয়াই ভাল,

---

* অনুস্তরণীম্। ৪।২।৪ (আশ্বলায়ন সূত্র) ; গাম্। ৪।২।৫। ; অজাং বৈকবর্ণাম্। ৪।২।৬। কৃষ্ণামেকে। ৪।২।৭ ; সব্যে বাহৌ বদ্ধ্বাহনু সঙ্কালয়ন্তি। ৪।২।৮।

† অনুস্তরণ্যা বপামুৎখিদ্য শিরোমুখং প্রচ্ছাদয়েৎ 'অগ্নের্ব্বর্ম্ম পরিগোভির্ব্যয়স্ব ইতি"।৪।৩।১৯। বৃক্কা উদ্ধৃত্য পাণ্যোরাদধ্যাৎ "অতিদ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ" ইতি দক্ষিণে দক্ষিণম্ সব্যে সব্যম্।২০। হৃদয়ে হৃদয়ম্।২১। ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাত্যায়ন এই যুক্তিতে অনুস্তরণীর ব্যবস্থাকে অনিত্য করিয়া দিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, কালে মৃত ব্যক্তির সহিত গো দগ্ধ করার প্রথা একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল।

এ সমুদায় অপেক্ষা "পুরুষমেধ" অতি ভীষণ জুগুপ্সিত বৈদিক যজ্ঞপ্রণালী। এই যজ্ঞে নর ও নারী উভয়কেই ছেদন করিয়া বলিদান করা হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, তস্কর, যজ্ঞাগ্নি-নির্ব্বাপক, ক্লীব, বিধিভঙ্গকারী, পুংশ্চলী প্রভৃতি কোন জাতি বা কোন পদের নর নারী ইহাতে পরিত্যক্ত হইত না। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারী পর্য্যন্ত এক শত আশিটি এই যজ্ঞে বলি-সংখ্যা *। এই যজ্ঞ কোন্ সময় এদেশ হইতে প্রথমতঃ তিরোহিত হইল বলা বড় সুকঠিন! কেন না শ্রীকৃষ্ণ যখন জরাসন্ধকে ভৎর্সনা করেন, তখন মানুষ বধ করিয়া শঙ্করের অর্চ্চনা কোথাও দৃষ্ট হয় না, এই কথা বলেন। তাঁহার বিশেষ আপত্তি এই যে, সবর্ণ ব্যক্তি সবর্ণ জনগণকে যজ্ঞার্থ পশু করিয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ভগীরথের উক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি আটটি সর্ব্বমেধ ও সাতটি নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন †। শঙ্করের উদ্দেশ্যে নরবলিদান দৃষ্ট হয় না৷ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ইহাতে এই প্রতীত হয় যে, শঙ্করের অর্চ্চনায় নরবলি ছিল না, কেন না যে সকল বৈদিক দেবতার উদ্দেশে নরবলি দেওয়া হইত, তাহা-দের মধ্যে শঙ্করের কোন নামোল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণের সময়ে যে

---

* ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভেত, ক্ষত্রায় রাজন্যম্, মরুদ্ভ্যো বৈশ্যম্ ইত্যাদি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও বাজসনেয় সংহিতা।

† ত্রিংশদগ্নীনহং ব্রহ্মন্নযজং যচ্চ নিত্যদা। অষ্টাভিঃ সর্ব্বমেধৈশ্চ নরমেধৈশ্চ সপ্তভিঃ॥ অনুশাসন পর্ব্ব ১০৩ অ, ৩৬ শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu. Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

নরমেধ উঠিয়া গিয়াছে তাহা প্রতীত হয় না। কেন না শ্রীকৃষ্ণের সমসময়ে ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে তপস্যা, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পাপ মোচন করিতে উপদেশ দেন। এই উপদেশ মধ্যে রাজসূয় ও অশ্বমেধের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বমেধ ও নরমেধ অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে *। ইদানীন্তনকাল পর্য্যন্তও যে নরবলিদানের প্রথা ছিল, তাহা যজ্ঞমধ্যে গণ্য নহে। মহাভারতের সময়ে গোমেধ ছিল কি না, ইহা জিজ্ঞাস্য বটে। এ সময়ে গোমেধ উঠিয়া গিয়াছে, ইহাই অনুমান করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। কারণ শান্তিপর্ব্বের ২৬৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে বিচখ্যুনামা রাজা হইতে গোহিংসা নিবৃত্ত হয়। এই বিচখ্যু নৃপতি কোন্ বংশে কোন্ সময়ে উৎপন্ন, ইহা বলিতে পারা যায় না। মধুপর্কে গোবধ বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, ঠিক কোন্ সময়ে অপ্রচলিত হইল ইহা নির্ণয় সহজ নহে।

নারীগণের বেদাধ্যয়নাদিবিষয়ে বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী সময়ও অনুকূল ছিল। মনু নারীগণসম্বন্ধে বিবাহকেই উপনয়নসংস্কারের তুল্য করিয়া সেবাধর্ম্মকেই তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বেদাধ্যয়নাদিসদৃশ অনুষ্ঠেয় বিষয় করিয়াছেন, কিন্তু স্মার্ত্তসময়েও যে কোন কোন নারী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নে জীবনাতিপাত করিতেন না, ইহা মনে হয় না। যতদিন বৈদিক যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, ততদিন পত্নীর যজ্ঞাধিকার ছিল, এবং তিনি যজ্ঞোপবীতিনী হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দিতেন ইহা বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে †।

---

* রাজসূয়াশ্বমেধৌ চ সর্ব্বমেধঞ্চ ভারত। নরমেধঞ্চ নৃপতে ত্বমাহর যুধিষ্ঠির॥ অশ্বমেধপর্ব্ব ৩অ, ৮ শ্লোক।

† প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীম্। গোভিল সূত্র।

পুরাকল্পেষু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনন্তথা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত এই প্রমাণে নারীগণের বেদাধ্যয়নে অধিকার স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। বৈদিক সময়ে নারীগণের পাণ্ডিত্যের পরিচয় আমরা বিশেষরূপে দেখিতে পাই। যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, তাঁহারা শাস্ত্রচিন্তায় তত্ত্বচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। পরসময়বর্ত্তী নারীগণ যে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বেদাধ্যয়নে তাঁহারা অনধিকারিণী হইয়াও অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকার অবশ্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে সময়ে সময়ে যে হিন্দুধর্ম্মে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তবে এই সকল পরিবর্ত্তন সর্ব্বসময়ে উন্নতির জ্ঞাপক বলিতে পারা যায় না। এক সময়ে ঋষিগণের মধ্যে ঘোরতর ব্যভিচার উপস্থিত হয়। মদ্যপান অগম্যাগমনাদিতে ঋষিকুল একেবারে কলঙ্কিত হইয়া উঠে। এই উপলক্ষ করিয়া কুমারিকাতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,

পুরা দারুবনে কেচিৎ ঋষয়ঃ কামমোহিতাঃ।
পরস্ত্রিয়ং ধর্ষয়ন্তি দ্রব্যং খাদন্তি নিত্যশঃ॥ ইত্যাদি।

ঋষিগণের ঈদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া বিষ্ণু নিতান্ত ভীত হইলেন। তিনি শিবের নিকট গিয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বিষয় বর্ণন করিলেন। শিব অতি তেজস্বী পুরুষ, তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, আমি কালীতারামন্ত্র উৎপাদন করিয়া এই মন্ত্রে এই সকল ব্যক্তিকে দীক্ষিত করিব এবং তদ্দ্বারা ভোগের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে পুনরায় স্বপথে আনয়ন করিব। সমাজের ঘোর পতনের অবস্থায় যে তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
111195

সন্দেহ নাই ; কেন না স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থে শাম্বপুরাণোক্ত যে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

বেদাদ্‌ভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।
ক্রমেণ শ্রৌতসিদ্ধার্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ ॥

"বেদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিতেও একান্ত বিমুখ, এরূপ স্থলে পুনরায় বৈদিক আচরণে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য ব্রাহ্মণ তন্ত্র আশ্রয় করিবে।" ঘোর ব্যভিচারী পতিত ভ্রষ্ট লোকদিগকে বৈদিকাচারে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য যে ধর্ম্মে উপায় উদ্ভাবন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, যে ধর্ম্ম সময়োচিত বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া নিয়তকাল অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে প্রবেশ করিয়াছে, যে ধর্ম্মে সকল প্রকারের অবস্থোপযোগী বিধি নিয়ম আচরণ রীতি দৃষ্ট হয়, সে ধর্ম্ম বর্ত্তমান কালের পরিবর্ত্তিত অবস্থোপযোগী অনুশাসন প্রদর্শন করিতে অক্ষম হইবে, ইহা কেবল অলীকবচন নহে, স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রতি একান্ত অনাস্থা।

বর্ত্তমান সময়ে কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে সকল পরিবর্ত্তন শাস্ত্রবিরোধী কি না, সে সকল পরিবর্ত্তনে হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ হইল কি না, এ সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সকল পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে একটি পরিবর্ত্তন প্রথম আলোচ্য। এ পরিবর্ত্তন ব্রাহ্মসমাজস্থাপন। ব্রাহ্মসমাজের নামে আজও অনেকের মনে ঘৃণা আছে, কিন্তু এ ঘৃণা নিতান্ত অমূলক। এদেশের ঋষিগণের আরাধ্য ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ ঘৃণিত হইলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রকে যাঁহারা এত সমাদর করেন, তাঁহারা ব্রহ্মের আরাধনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য ব্রাহ্মনামে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন, ইহা নিতান্ত অযুক্ত ব্যবহার। তাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মদিগের দ্বারা তাঁহাদের ধর্ম্মের মহাবিপ্লব সমুপস্থিত, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মহাশত্রু, কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহারা যাঁহাদিগকে শত্রু মনে করিতেছেন, তাঁহাদিগের মাননীয় পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য ঋষিগণ তাঁহাদিগকে শত্রু মনে করিতেছেন না, বরং তাঁহারা মনে করিতেছেন, যে ব্রহ্মজ্ঞান বহুযত্নে তাঁহারা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বংশানুক্রমে যে জ্ঞান উজ্জ্বল রাখিবার জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞান এদেশে পুনরুদ্দীপন জন্য ব্রাহ্মগণ প্রাণগত যত্ন করিতেছেন। যদি হিন্দু বলিয়া কাহারও অভিমান করিবার বিষয় থাকে, তাহা হইলে আমাকে বলিতে হয়, আমরা হিন্দুর হিন্দু, কেন না আমাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মে এমন কিছু নাই, যাহা উচ্চতম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আর্য্যধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই অনুরোধে হিন্দুর হিন্দু বলিলাম। ফলতঃ হিন্দুশব্দ অশাস্ত্রীয়, কোন শাস্ত্রে হিন্দু নাম নাই। হিন্দুনাম মুসলমানগণের প্রদত্ত। মুসলমান ভাষায় হিন্দুশব্দের অর্থ দাস, দস্যু ও চোর। হিন্দুশব্দে কৃষ্ণবর্ণও বুঝায়। হিন্দুনাম পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যনাম গ্রহণ করিলে হৃদয় উদার হয়, পৃথিবীস্থ সকল আর্য্যের সহিত নিকটসম্বন্ধ অনুভূত হয়, ভিতরকার শোণিত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এত পরিবর্ত্তনের মধ্যে যদি হিন্দুনাম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণের সম্ভাবনা কিছুই নাই।

হিন্দু সমাজের ভিতর হইতে ব্রাহ্মসমাজের উত্থান, ইহা যতই কেন অসামান্য বলিয়া মনে হউক না, এতদপেক্ষা অসামান্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11|217 11|175

পরিবর্ত্তন হিন্দুসমাজে ঘটিয়াছে। বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সকলই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল, সকলেই এই জ্ঞানকে সর্ব্বোচ্চ স্থান অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং শাস্ত্রের ভূমিতে দাঁড়াইয়া কেহ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিবাদ করিবেন, তাহার অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যে সকল পরিবর্ত্তনের পক্ষে স্মৃত্যাদি শাস্ত্র স্পষ্ট বিরোধী তাহা আসিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিল কি প্রকারে, কেনই বা তাহার প্রতিরোধ করিবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর নন, ইহার গূঢ় হেতুই বা কি, এ সকল এ দেশের অল্প লোকেই ভাবিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা এ বিষয় ভাল করিয়া ভাবিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, পূর্ব্বকালে যাঁহার প্রভাবে বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এখনও তাঁহারই প্রভাবে এ সমুদায় পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অনেকে বলিবেন, বহুকাল হইল ভারতবর্ষ ম্লেচ্ছ রাজগণের অধীন হইয়াছে, সুতরাং রাজপ্রভাবে ঈদৃশ পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। যদি তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, এ রাজপ্রভাবের মূল কোথায়? রাজগণের মধ্যে ঈশ্বরের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য অবস্থান করিতেছে, ঈশ্বরের শক্তি তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া জনসমাজের উপরে কার্য্য করিতেছে, ঈশ্বর স্বয়ং সিংহাসনে না বসাইলে কাহারও সামর্থ্য নাই যে, আপনি রাজপ্রভাব লোকদিগের উপরে বিস্তৃত করেন, এ চিন্তা প্রতি হিন্দুর মনে স্থান পাইলে উহা শাস্ত্রানুযায়ী হইবে, এবং দেশের প্রভূত কল্যাণের হেতু হইবে। এই রাজপ্রভাব প্রথমতঃ রাজভাষা শিক্ষার দিকে লোককে নিয়োগ করে। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুগণ পার্সি ও আরব্য ভাষা অকাতরে শিক্ষা করিতেন, সময়ে সময়ে এই ভাষা শিক্ষার ফল এই হইত যে, কেহ

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ প্রকাশ্যে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, কেহ বা অন্তরে মুসলমান হইয়া সমাজের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতেন, গোপনে মুসলমানগণের রীতিতে উপাসনা করিতেন। তবে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পারস্য বা আরব্য ভাষাতে নিতান্ত নিপুণ হইয়াও, সে ভাষা পাঠকালে বিজাতীয় ঈশ্বরবাচক শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও বিজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াও, অপরের মুখে কোরাণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগের অপ্রবৃত্তি। এখন মুসলমান রাজ্যের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আরব্য পারস্য ভাষার তিরোধান হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজী ভাষা এখন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত।

কূর্ম্ম পুরাণের এ অনুশাসন আজ ছয় শত বৎসরের অধিককাল হইতে এ দেশে অনাদৃত হইয়া আসিতেছে। ম্লেচ্ছগণ অনার্য্যজাতি নহেন, তাঁহারা পতিত আর্য্য এ কথা বলিয়াও রক্ষা পাইবার উপায় নাই, কেন না পতিতের সহিত অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্য্যের সম্বন্ধ রাখা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ, উহাতে পতিত হইতে হয় *।

শাস্ত্রে যাহা স্পষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছে, সমুদায় ভারতবর্ষের উচ্চ বংশীয় লোকেরা নিরন্তর তাহার অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহাতে শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা পাইল কোথায়? আর হিন্দুত্বই বা অক্ষুণ্ণ রহিল কি প্রকারে? মহাভারতের সময়ে যুধিষ্ঠিরাদি যবনভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, এ কথা বলিলে এ সময়ে তাহা চলিবে কেন? উহা যে পরবর্ত্তী শাস্ত্রকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। এখন কেবল ম্লেচ্ছভাষা

---

* যাজনং যোনিসম্বন্ধং তথৈবাধ্যাপনং দ্বিজঃ। কৃত্বা সদ্যঃ পতেৎ জানন্ সহভোজনমেবচ॥ অজ্ঞানাদথবা মোহাৎ কুর্য্যাদধ্যাপনং দ্বিজঃ। সংবৎসরেণ পতভি সহাধ্যয়নমেবচ॥ কূর্ম্মপুরাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা নহে, যেখানে ম্লেচ্ছেরা অধ্যাপক অথবা ম্লেচ্ছগণের সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়া তদ্ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে, সেই স্থানে অধ্যয়ন করিবার জন্য দেশীয় যুবকেরা নিতান্ত ব্যাকুল। এই অশাস্ত্রীয় পাতিত্যসাধক ব্যবহার একেবারে দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে, সহস্র যত্ন করিয়াও আর এই পাতিত্যসাধক ব্যবহার হইতে কেহ দেশ রক্ষা করিবেন তাহার উপায় নাই। এখন উচ্চতম শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিম্নতর শাস্ত্রের নিষেধ অকর্ম্মণ্য করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই নিষ্কৃতি।

মনু যাহা বলেন, তাহার নিকটে সকল শাস্ত্রকারের মস্তক অবনত করিতে হয়, তাঁহার সাহায্য বিনা বর্ত্তমান ব্যবহার শাস্ত্র-সম্মত কিছুতেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। এখনকার অগ্রগামী অনেক লোক মনুর প্রতি নিতান্ত বিরক্ত। তাঁহার Criminal Law (দণ্ডবিধি) অত্যন্ত কঠোর, পক্ষপাতদোষে দূষিত, এজন্য তাঁহার প্রতি অনেকে কটাক্ষপাত করেন। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্র তর্ক করিলে তাহার মুখে উষ্ণ তৈল ঢালিয়া দেওয়া হইবে, এ সকল ব্যবস্থা শুনিলে এখন শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে; কিন্তু মহাভারতের পূর্ব্ব-বর্ত্তী সময়ের ব্যবহার এ সময়ের সঙ্গে তুলনা করা কিছুতেই উচিত নয়। সে সময়ে এরূপ রাজবিধি নিবদ্ধ করিবার কি প্রয়োজন ছিল, এখন কি প্রকারে বুঝা যাইবে? সুতরাং এই সকল কঠোর ও ন্যায়বিধির বিরোধী দণ্ডাজ্ঞা সকল আলোচনা করিয়া মনু যে সকল উচ্চ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রতি অনাদর কিছুতেই শোভা পায় না। আমাদের নিয়ম এই যে, আমরা সকল শাস্ত্রের উচ্চ-তমাংশ গ্রহণ করি, নিম্নতমাংশের দোষগুণবিচারে প্রবৃত্ত হই না, কেন না তাহাতে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা। এই নিয়মাবলম্বনে মনুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহায্যে বর্ত্তমান ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহাই দেখা যাউক। মনু বলিয়াছেন,

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

কল্যাণকরী বিদ্যা যদি ইতরজাতি হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে, অন্ত্যজ জাতি হইতেও পরম ধর্ম্ম গ্রহণ যদি ব্যবস্থাসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এখনকার ব্যবহার মনুর অভিপ্রায়সম্মত, ইহা কে আর অস্বীকার করিবেন? কল্লূক ভট্ট এই শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্ট করিবার জন্য মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,

প্রাপ্য জ্ঞানং ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াদ্বা বৈশ্যাৎ শূদ্রাদপি নীচাদতীক্ষ্ণম্।
শ্রদ্ধাতব্যং শ্রদ্দধানেন নিত্যং ন শ্রদ্ধিনং জন্মমৃত্যু বিশেতাম্॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও * যাঁহারা নীচ তাঁহাদিগের হইতে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করা যাইতে পারে, ইহা যদি শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে এখনকার পরিবর্ত্তিত আচরণ শাস্ত্রবিরোধী কি প্রকারে নির্ণীত হইতে পারে? বরং এই কথা বলা যাইতে পারে, যাঁহারা বিদ্বেষপরবশ হইয়া উৎকৃষ্টতম জ্ঞান ম্লেচ্ছের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে ঘৃণা বা পাতিত্যসাধক মনে

* শ্লোকস্থ 'নীচ' শব্দ শূদ্রশব্দের বিশেষণ করিয়া অর্থ করিলেও কিছু ক্ষতি হয় না। কারণ পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে চারিবর্ণমাত্রের উল্লেখ থাকিলেও পৃথিবীতে যত বর্ণ আছে সকলই এই চারি বর্ণের অন্তর্গত, ইহা যখন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, তখন ম্লেচ্ছগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইয়া শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইতেছেন। উপরে 'নীচ' শব্দ স্বতন্ত্র করিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন এই যে, শাস্ত্রমতে ম্লেচ্ছগণ শূদ্রত্ব লাভ করিলেও স্বধর্ম্মনিরত শূদ্র হইতে নীচ এবং দস্যুমধ্যে গণ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
11|1৫ PRESENTED

করেন. তাঁহারা শাস্ত্রের উচ্চতম আদেশের প্রতি অবহেলা করেন। ম্লেচ্ছভাষা কেবল অর্থের জন্য শিক্ষা করিলে শাস্ত্রমতে নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু যেখানে উচ্চতম জ্ঞানলাভের জন্য সেই ভাষা অবলম্বন করিতে হয়, সেখানে এ কালে বা কোন কালে শাস্ত্রমতে সে ভাষা শিক্ষা অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

ম্লেচ্ছগণের নিকটেও শ্রদ্ধার সহিত তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিলে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করিবে, শাস্ত্র যখন স্পষ্ট বাক্যে এই কথা বলিতেছেন, তখন যাঁহাদের শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা বিদেশীয় সাধু মহাজনগণের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না। ম্লেচ্ছগণের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া যাঁহারা বাইবেল কোরাণ প্রভৃতিকে ঘৃণা করেন, তাঁহারা শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছেন। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে,

সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ সর্ব্বে নিত্যং ব্যাহরন্তে চ ব্রহ্ম।
তত্ত্বং শাস্ত্রং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা ব্রবীমি সর্ব্বং বিশ্বং ব্রহ্ম চৈতৎ সমস্তম্॥

"সকল বর্ণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অতএব ব্রাহ্মণ; সকল বর্ণই নিত্যকাল বেদ প্রচার করিয়া থাকে, ব্রহ্মবুদ্ধিতে তত্ত্ব ও শাস্ত্র বলিতেছি, সকল বিশ্ব ব্রহ্মময়, সমস্তই ব্রহ্মে পরিব্যাপ্ত।" এ অনুশাসন অনুসারে যিনি যেখানে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি যে কোন দেশ কাল বা জাতির লোক হউন না কেন, তৎপ্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার নিকটে সেই তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইবে। এ স্থলে ম্লেচ্ছজ্ঞানে কাহাকেও ঘৃণা করিলে মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা মনে করেন, ম্লেচ্ছগণের নিকটে ব্যবহারিক শাস্ত্র শিক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করা যাইতে পারে না, তাঁহারা শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ নহেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা উচ্চতম শাস্ত্রের প্রতি একান্তদৃষ্টিশূন্য। এ সকল ব্যক্তির ঈশ্বরে বিশ্বাসও নিতান্ত দুর্ব্বল, অন্যথা যিনি হিন্দুসমাজের যে সকল লোকের শাস্ত্রজ্ঞান নাই তাঁহাদিগকেও ঠিক প্রাচীন শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সর্ব্ববিষয়ে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিয়াছেন, তৎকৃত পরিবর্ত্তন অবশ্য শাস্ত্রসম্মত ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া লইতেন। ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছাদি ভেদ না করিয়া সকল দেশের সাধু মহাজনগণের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করেন, ইহাতে যে তাঁহারা ঠিক শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিতেছেন, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দান করেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন অনুবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ম্লেচ্ছের নিকটে জ্ঞানশিক্ষা অশাস্ত্রীয় নহে, ইহা অনেকে মানিতে পারেন, কিন্তু এ সময়ে জাতিভেদের প্রথার যে উচ্ছেদ হইতেছে, ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম একান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত সকলেই মনে করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম যেন আর কিছুই নহে কেবল জাতিভেদবিচার, ইহাই অনেকের ধারণা। এরূপ ধারণা থাকিয়া কি লাভ? সকল হিন্দুর গৃহেই জাতিভেদ উচ্ছেদের প্রচুর পরিমাণ আয়োজন বিদ্যমান। ফলতঃ এখন সকলেই জানিতেছেন, জাতিভেদপ্রথা কল্পিত, বাস্তবিক সত্য নয়। শাস্ত্রকারেরা যে মূলের উপরে বর্ণাশ্রমভেদ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, ইহা বলা দুঃসাধ্য। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হইবে, শূদ্রের সন্তান হইলেই শূদ্র হইবে, ইহা কল্পনা ও অত্যাচার। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক (শমদমাদি) যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে, যদি অন্যত্রও সেই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই লক্ষণ দ্বারাই বর্ণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।" এ ব্যবস্থা অনুসারে যিনি যে কোন জাতীয় লোক হউন না কেন, লক্ষণানুসারে তিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইবেন। ফলতঃ লক্ষণ বা চরিত্রানুসারে বর্ণভেদ, ইহার প্রমাণ শাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। একই ব্যক্তির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র হইলেন, তাঁহাদের চরিত্র অনুসারে বর্ণ বিভাগ হইল, ইহা আর কে না অবগত আছেন *? ঋগ্বেদের সময়ে বর্ণভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আর্য্য ও দস্যু এই মাত্র প্রভেদ উহার সর্ব্বত্র উল্লিখিত আছে। তবে ঋগ্বেদের অন্তিমভাগে দশম মণ্ডলে পুরুষ সূক্তে পুরুষের রূপকল্পনামধ্যে এই ঋকৃটি দেখিতে পাওয়া যায়,

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যকৃতৌ।
উরূ তদস্য বৈশ্যশ্চ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় ইঁহার বাহু, বৈশ্য ইঁহার উরু, ইহা সুস্পষ্ট পুরুষের রূপ-কল্পনা। 'পা হইতে শূদ্র জন্মিল' এরূপ অর্থ করিলে এই ঋকৃটি বর্ণভেদের ব্যবস্থাপক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পূর্ব্বের বর্ণনাগুলির সহিত একতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত

---

* পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রা স্তথৈবচ ॥ হরিবংশ ২৯ অ।

এ সকল প্রভেদের কারণ যে কর্ম্মের বিচিত্রতা বায়ুপুরাণ তাহা স্পষ্ট বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন। "এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ।" বিষ্ণুপুরাণ গৃৎসমদের পুত্র শুনককে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পদের জন্য শূদ্র হইল' এরূপ অর্থ করাই শোভা পায়। কিন্তু যখন এই ঋক্‌টি অবলম্বন করিয়া পরসময়ে বর্ণভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এক ব্রহ্ম হইতেই সকল বর্ণের উৎপত্তি সমুদায় শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন, তখন "সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ" মহাভারতের এই কথা আশ্রয় করিয়া সকল বর্ণকেই উচ্চ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা শ্রেয়স্কর। ইহারা পতিত, ইহারা ভ্রষ্টাচার, এই সকল কথা মুখে তুলিয়া স্বস্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিবার যত্ন একালে বৃথা, কেন না পাতিত্যদোষ ঘটে নাই, হিন্দুসমাজে এরূপ একজন লোকও পাওয়া বিরল। যদি কেহ বলেন, আমি নিতান্ত শুদ্ধাচার, তবে তিনি সংস্রবদোষে পতিত হইয়াছেন ইহা তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে *। ফলতঃ আপনাকে শূদ্রবৎ জ্ঞান করিয়া অপর সকলকে ব্রাহ্মণজ্ঞানে সম্মান দান, ইহা শাস্ত্রসম্মত সমীচীন পন্থা †।

এ সময়ে সকল বর্ণের বিমিশ্রভাব উপস্থিত। গোপনে বা প্রকাশ্যে সকলেই সকলের অন্নপান ভোজনে প্রবৃত্ত। ম্লেচ্ছান্ন এখন অনেকের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে বৈষ্ণব বেশ, গোপনে ম্লেচ্ছপাচিত মাংসাদিতে উদরের তৃপ্তিসাধন, ইহা আর এখন বিরল ব্যবহার নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুশ্রূষাপরায়ণ শূদ্রের অন্নভোজনে ব্যবস্থা দিয়া শাস্ত্রকারেরা বর্ত্তমান

---

* কলিকালে সংস্রব দোষ নাই এ কথা বলা বৃথা। দেবল বলিয়াছেন, "পতিতেন সহোষিত্বা জানন্ সংবৎসরং নরঃ। মিশ্রিতস্তেন সোঽব্দান্তে স্বয়ঞ্চ পতিতো ভবেৎ ॥

† সম্মানাদ্‌ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব। অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥ মনু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়ের ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এ ব্যবহার শাস্ত্রের একান্ত বিরোধী, ইহাই বা বর্ত্তমান হিন্দুগণ কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিবেন *। ম্লেচ্ছগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয়, এখন তাঁহারা দস্যু-ভাব পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতম জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহারে হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ নির্ণয় করা অসঙ্গত বলপ্রকাশ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এ বলপ্রকাশ আর কার্য্যকর হইতেছে না, কেন না ইংলণ্ড হইতে সমাগত ব্যক্তিগণের সঙ্গে পান ভোজন সামাজিক ভোজেও চলিতেছে। ফলতঃ যাহা শাস্ত্রসম্মত নয়, কেবল বলপ্রকাশমাত্র তাহা কখন জনসমাজে বহুদিন দাঁড়াইতে পারে না। একটি বিষয়ে হিন্দুগণ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, সে আপত্তিতে আমার সহানুভূতি নাই তাহা নহে, কেন না আমি নিজে নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী। এ আপত্তি অভোজ্যভোজন। যাঁহারা একবার ইংলণ্ডের গোমাংস ভোজন করিয়াছেন, শুনিতে পাই তাঁহারা উহার আস্বাদে এমনই মুগ্ধ যে, সকল মাংস ছাড়িয়া সেই মাংস-ভোজনে লোলুপ হন। এটি হিন্দুর পক্ষে নিতান্ত ঘৃণাকর সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈদিক আচরণ স্মরণ করিয়া ইহা যে ক্ষমার যোগ্য তাহা সকলকেই মানিতে হইবে। রঘুনন্দনকৃত শাম্বপুরাণের বচনে যখন বৈদিক আচরণে প্রত্যাবৃত্তি উচ্চতম উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন যাঁহারা সে মাংসের আস্বাদ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা বৈদিক আচরণ বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন বিচিত্র কি? এ ঘোর পরিবর্ত্তনের সময়ে কিছু দিন এ

---

* ত্রিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজনমেব চ। শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বরাননে॥ আদিত্যপুরাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে ক্ষমার দৃষ্টিতে যুবক ও যবনিসন্তানগণের প্রতি দৃষ্টি করা হিন্দুসমাজের পক্ষে অকল্যাণকর নহে। প্রাচীন আর্য্যগণ যে কারণে ঈদৃশ আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সে কারণ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং এ দূষিত ব্যবহার আপনা হইতে তিরোহিত হইয়া যাইবে।

বুদ্ধের আগমনে জাতিভেদ যখন এদেশে শিথিলবন্ধন হইল, অনুপযুক্ত পাত্রে উচ্চজাতিত্বের অভিমান কেবল অবিচার ও অত্যাচার ইহা যখন সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন পৌরাণিকেরা সত্য ও ন্যায়ের ভূমিতে মানবীয় উচ্চতা ও নীচতার ব্যবস্থা করিলেন। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তিতে মানবের উচ্চতা লাভ হয়, সংসারের প্রতি আসক্তিতে উচ্চ বংশীয়েরাও হীন হইয়া যান, ইহা কে না আর প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছেন ? এই প্রত্যক্ষ ব্যাপার দর্শন করিয়া পৌরাণিকেরা বলিলেন,

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ ।
হরিভক্তিবিহীনে তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥

"হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজ হইতে শ্রেষ্ঠ। হরিভক্তিবিহীন হইলে দ্বিজও চণ্ডালাপেক্ষা অধম।" এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াই ভাগবত বলিলেন,

"শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে"
"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাৎ শ্বপচোবরিষ্ঠঃ"।

হরিতে ভক্তিমান্ হইলে 'চণ্ডালও তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত হয়' 'দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্র হইতেও চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ'। যবনাদি সকল নীচযোনি ঈশ্বরের কেন, ভক্তগণের অনুসরণ করিলে পবিত্র হইয়া যায়, শুকদেব এ কথা স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন,

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা আভীরগোপা যবনাঃ খশাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াৎ পুনন্তি তেভ্যঃ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল ভক্তিশাস্ত্রই এরূপ বলিয়াছেন, তাহা নহে, জ্ঞানপক্ষেও ইহাই সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থা! বাল্যকালে যখন অন্য কোন শাস্ত্র পাঠ করা হয় নাই, তখন এক গীতা পাঠ করিয়াই জাতিভেদপ্রথার অসারত্ব আমার হৃদয়ঙ্গম হয়। গীতা স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন,

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

ব্রহ্ম স্বয়ং নির্দ্দোষ, তিনি সকলকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন, তাঁহার অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদিকে যাঁহারা সমদৃষ্টিতে দেখেন, তাঁহারা সংসারকে জয় করেন, ইহা বলিয়া গীতা জ্ঞান-পক্ষেও বর্ণভেদের অসারতা বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ এ সকল ভেদবুদ্ধি অভিমানবিজৃম্ভিত, ইহাতে ঈশ্বর কখন পরিতুষ্ট হন না, ইহাতে কেবল আধ্যাত্মিক হীনতা প্রকাশ পায়, শাস্ত্র ভূয়ো-ভূয়ঃ একথা বলিয়া জাতিভেদের অন্তঃসারশূন্যতা বিলক্ষণ প্রতিপাদন করিয়াছেন *। দেশে এ সময়ে শাস্ত্রপ্রচার বহুল পরিমাণে হই-তেছে, সেই সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া যদি বিনষ্টপ্রায় জাতিভেদ আরও বিনষ্ট হয়, তাহাতে আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। যাহাতে স্বদেশীয়গণের মন তত্ত্বজ্ঞানের দিকে—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান সময়ের পরিবর্ত্তনসমূহের উপযোগী উন্নতাবস্থা ধারণ করিতে পারে, প্রত্যেক দেশহিতৈষী হিন্দুর

---

* ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥
ভাগবত ১১ স্ক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপক্ষে যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কম্‌টের শিষ্যগণের ন্যায় অন্তরে প্রচলিত ধর্ম্মাদির উপরে আস্থাশূন্য হইয়া বাহিরে লৌকিক ধর্ম্মাদি রক্ষা করিবার যত্ন, এ সময়ে দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কপটাচরণে দেশ যে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িবে, অধর্ম্ম আসিয়া সর্ব্বথা উহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। যাহার অবাস্তবিকতা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, গোপনে তাহার উচ্ছেদসাধন করিয়া স্বার্থানুরোধে বা লোকভয়ে বাহিরে কপটাচরণ, এতদপেক্ষা নিন্দনীয় অকল্যাণকর ব্যবহার আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মগণ এই কপটাচরণে প্রবৃত্ত নন, এজন্য তাঁহারা দেশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন, ইহা কখন ধর্ম্মসঙ্গত নহে।

হিন্দুসমাজে গূঢ় ও প্রকাশ্য ভাবে যে সকল পরিবর্ত্তন উপস্থিত তাহার আলোচনা হইল, এবং এ সকল পরিবর্ত্তনের মূলে যে বিধাতার হস্ত আছে, ও এ সকল যে উচ্চতম শাস্ত্রসঙ্গত, তাহাও প্রদর্শিত হইল, এখন দেখা উচিত যে, হিন্দুসমাজের মধ্যে সেই উচ্চ ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতেছে কি না, যাহাতে এই সকল পরিবর্ত্তিত আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজের উচ্ছেদের কারণ না হইয়া, উহার উন্নতির কারণ হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে শিক্ষিত যুবকগণ এ দেশের শাস্ত্রাদি কিছুই নয়, এই বলিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্ত্রসমূহকে ঘৃণা করিতেন, এখন আবার তাহার বিপরীত ভাব উপস্থিত। অল্প দিন হইল শিক্ষিতগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত এমন উন্নতির ব্যাপার হয় নাই, যাহা আমাদের দেশের শাস্ত্রে নাই। বর্ত্তমানকালের আবিষ্কৃত সমুদায় বিষয়গুলিই তাঁহারা শাস্ত্রপ্রমাণে প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিতেছেন। সংস্কৃত ভাষার যদৃচ্ছাক্রমে অর্থান্তর করা যাইতে পারে, বৈদিক ভাষা এমনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবাধ্য যে, যে কোন অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া লইতে পারা যায়। ভাষার অর্থান্তরতার সামর্থ্য অবলম্বন করিয়া আপনাদের দেশের গৌরব-বর্দ্ধন করিবার জন্য যত্নে মিথ্যা দেশানুরাগ ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। দু একটি শব্দের অর্থান্তর সাধন ব্যতীত যে স্থলে আর কোন উপায় নাই, সে স্থলে তাদৃশ উপায় পরিহার করাই উচিত। শাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, এবং যে সকল নির্দ্দেশ ইতিহাসসঙ্গত তাহা অবলম্বন করিলেই যথেষ্ট হইল। ইহা অতি সুখের বিষয় যে, এখন প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিতের হাতেই এক এক খানি গীতা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুগণ যাহাই বলুন, ইহা যে ব্রাহ্মসমাজের যত্নের ফল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ধর্ম্মোন্নতির উপরে নির্ভর করে। সে দিকে দেশীয় ব্যক্তিগণের চিন্তার গতি হইয়াছে, ইহা নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়।

দেশের ভিতরে যে সকল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হিন্দুধর্ম্মের নিম্নভাগের উপযোগী নহে, উচ্চতম ভাগের উপযোগী। অতএব হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতম বিভাগের সংক্ষেপে আলোচনা না করিয়া বলা শেষ করা কিছুতেই উচিত নহে। হিন্দুগণের ধর্ম্ম কি? জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই উত্তর দেন, পৌত্তলিকতা। এরূপ উত্তর শাস্ত্রানুসারে হিন্দুধর্ম্মের অবমানন। হিন্দুধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতার যে ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে তাহাকে অবতারণ করিয়া নিম্নভূমিতে আনিয়া নিক্ষেপ করা ইহা নিতান্ত অত্যাচার। সর্ব্বভূতে ও হৃদয়ে অবস্থিত ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে অসমর্থ মূঢ় ব্যক্তি তদনুকল্পে প্রতিমাদি অবলম্বন করিয়াছে, এখন ইহাকেই হিন্দুধর্ম্মের চরম বলা, উহার নিন্দা ভিন্ন আর কি হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে *? হিন্দুধর্ম্মে আচার ব্যবহারের পর পর পরিবর্ত্তন যে প্রকার হইয়াছে, ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেই প্রকার পর পর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভাগবত এই পর পর পরিবর্ত্তন একটি শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন,

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

"তত্ত্ববিদেরা এক অদ্বয় জ্ঞানবস্তুকেই তত্ত্ব বলেন। এই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।" ব্রহ্ম বৃহত্ত্বে সমুদায় বিশ্বব্যাপী, সুতরাং বিশ্বের সমুদায় বস্তুতে ব্রহ্ম দর্শন ইহা সর্ব্বপ্রথম সোপান। বেদ এই সোপান প্রদর্শন করে। প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়ে ব্রহ্মদর্শন বেদের ইহাই মূলতত্ত্ব। বৈদিক সময়ে কর্ম্ম সর্ব্বপ্রধান। জগতে নিয়ত ব্রহ্মের ক্রিয়াশালিত্ব আর্য্যগণ অবলোকন করিয়া একান্ত ক্রিয়াশালী হইবেন, ইহা আর অস্বাভাবিক কি? বেদান্ত বাহিরের বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে অন্তরের দিকে অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ বাহির ছাড়িয়া অন্তরে প্রবেশ হইতে পারে না, এ জন্য অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে পরমাত্মাতে বেদান্তের প্রবেশ হইল। বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান একেবারে পরিত্যক্ত হইতে পারে না, এজন্য আহার পান ভোজনাদি সকল প্রকারের দৈহিক ক্রিয়াকে বেদান্তবাদিগণ যজ্ঞমধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলেন। যজ্ ধাতুর অর্থ দেবপূজা; সুতরাং স্বাভাবিক ক্রিয়ামাত্রই দেবতার ইচ্ছাপালন, তাঁহার অর্চ্চনা, বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ, ইহা স্থির করিয়া বেদান্তবাদিগণ উন্নতির ভূমিতে আরোহণ করিলেন।

* অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥ যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ ভাগবত, ৩স্ক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।

এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সকলেতে তাঁহারা ব্রহ্মদর্শনপ্রণালী স্থাপন করিলেন। আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করাই বেদান্তবাদিগণের চরমোন্নতি। এই দ্বিতীয় সোপান হইতে আবার তৃতীয় সোপানে আরোহণ হইল। প্রতি আত্মাতে পরমাত্মার প্রকাশ আছে সত্য, কিন্তু সকলেতেই তাঁহার প্রকাশ সমান নয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে তাঁহার বিশেষ বিশেষ প্রকাশ দর্শন করিয়া ঐশ্বর্য্যবত্তাবশতঃ সেই সেই ব্যক্তি ভগবান্ নামে অভিহিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগেতে প্রকাশিত ঈশ্বর বিশেষ ভাবে অর্চ্চিত হইতে লাগিলেন। আশঙ্কা হইতে পারে, এই সোপানে আরূঢ় ব্যক্তিগণ মনুষ্যপূজায় ব্যাপৃত হইলেন, কিন্তু শাস্ত্রের অভ্যন্তরে গূঢ় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে এ আশঙ্কা আর থাকে না। যাঁহাতে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ অনুভূত হইল, সেই ব্যক্তিতে ঈশ্বর আবদ্ধ নন, সর্ব্বত্র তিনি প্রকাশিত, এইরূপে সাধকগণ ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হইতে পারে ঈদৃশ লোক অল্প ছিল, অন্যথা যোগাচার্য্য কেন বলিবেন,

বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।

দুর্ল্লভ হউন, কিন্তু শাস্ত্র এইরূপ ব্যক্তির জন্যই ভগবদারাধনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই ভগবদারাধনায় সর্ব্বভূতে ও হৃদয়ে ঈশ্বর দর্শন বিহিত, সুতরাং বেদ ও বেদান্ত এখানে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। আচণ্ডাল সকলেতে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া সকলের প্রতি যথোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন ভগবদ্ভক্তগণের প্রধান লক্ষণ *। বৈদিক সময়োচিত কর্ম্মযোগ, বৈদান্তিক সময়োচিত

---

* বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ ভাগবত ১১স্ক ২৯অ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানযোগ, এবং পৌরাণিক সময়োচিত ভক্তিযোগ, এ তিনের মধ্যেই ধর্ম্মের উচ্চতম অংশ বিদ্যমান। বর্ত্তমান সময়ে গীতার প্রতি আদর বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু গীতা এই তিন যোগকে কি প্রকারে একীভূত করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনেকে অজ্ঞাতসারে গীতা ও তদ্বক্তার অবমাননা করিতেছেন। এই তিন যোগের একত্বে যে মহাযোগ উপস্থিত হয়, বর্ত্তমান সময় তাহারই জন্য প্রস্তুত। এই যোগের যে সকল অন্তরায় ছিল, তাহা আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইতেছে। এখন সকলে যথার্থ দৃষ্টিতে শাস্ত্র চিন্তা করিয়া যদি এই মহাযোগের পন্থা অবলম্বন করেন *, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ কত দূর উচ্চভূমিতে আরূঢ়, তাহা পৃথিবীর সমুদায় জাতিকে দেখাইতে সমর্থ হইবেন।

উপসংহার কালে গুটিকয়েক কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন। এতক্ষণ যাহা বলা হইল, শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই তাহা বলা হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া একটি বিষয়ে বিপদ্ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে, কেন না শাস্ত্র এক প্রকার নহে, বহু প্রকার। দেশ কাল পাত্র অবস্থাদি ভেদে শাস্ত্রের বহুত্ব ঘটিয়াছে, ইহা মানিয়া লইলেও মানুষ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কোন না কোন শাস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বুদ্ধি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কোন্‌টি গ্রহণীয় কোন্‌টি অগ্রহণীয় বুঝিয়া লওয়া সুকঠিন হয়, এজন্য শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ ঈশ্বরারাধনাকে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করিয়া শাস্ত্রকে তদনুবর্ত্তী করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছেন।

---

* এ যোগে বর্ণাশ্রমাদির কোন বিচার নাই—'অপি বর্ণাবকৃষ্টস্তু নারী বা ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণী। তাবপ্যেতেন মার্গেণ গচ্ছেতাং পরমাং গতিম্॥

শান্তিপর্ব্ব ২৩২ অ, ৩২ শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরে ভক্তি উপস্থিত হইলে অন্তরের দৃষ্টি নির্ম্মল হয়, সেই নির্ম্মল দৃষ্টির সাহায্যে শাস্ত্রালোচনা করিলে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম সাধকের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত পথ অবলম্বন করেন, তাঁহাকে ভ্রান্তিতে জড়িয়া পড়িতে হয়। ধর্ম্মার্থিগণ এবং যাঁহারা স্বদেশের হিতের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা ঈশ্বরারাধনা অবলম্বন করুন, এবং কোন এক শাস্ত্রের পক্ষপাতী না হইয়া সকল শাস্ত্র আলোচনা করুন, দেখিতে পাইবেন, ধর্ম্ম কেমন সোপানপরম্পরায় উন্নত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে, এবং সেই উন্নত ভূমিতে এখনকার সমুদায় পরিবর্ত্তন হিন্দুসমাজের কল্যাণের জন্য কেমন সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম নিতান্ত উদার, তাহার মূলসূত্র এই,

> ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মঃ ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
> অবিরোধাৎ তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রম ॥

যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বিরোধী সে ধর্ম্ম নয় কুধর্ম্ম ; অবিরোধী যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মই ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ; কালে ইহার ভিতরে সাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হইয়া আধুনিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে 'বহুশাস্ত্র ও কলাভ্যাস' নিষেধের বিষয় হইয়াছে। সমুদায় শাস্ত্রের সামঞ্জস্য না করিয়া কোন সম্প্রদায় স্থাপন করিতে গেলেই এরূপ নিষেধ অনিবার্য্য, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এরূপ নিষেধের কেহ অনুবর্ত্তন করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্র পূর্ব্বে যোগের সহায় ছিল, এখন ব্যবসায়ের উপায় হইয়াছে, ইহাতেই ঘোর বিপদ উপস্থিত! আশা করা যাইতে পারে যে, যোগধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রমর্য্যাদা পুনরায় স্থাপিত হইবে, এবং যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহারা স্বার্থদ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাহার আধ্যাত্মিকতা বিনষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া লোকসকলকে চিরদিনের জন্য আর নিম্নভূমিতে আবদ্ধ রাখিতে যত্ন করিবেন না। ইহা আমার পক্ষে নিতান্ত আহ্লাদের সংবাদ যে, যেখানেই হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যাতৃগণ ব্যাখ্যা করেন, সেখানে বহুলোক সমবেত হন। তাঁহারা যদি উচ্চতম হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন, আমরা জানি, তাঁহারা আমাদেরই কার্য্য করিতেছেন। লোকে সংস্কারদোষে যে স্থলে আমাদের কথা শুনিয়া শ্রদ্ধাবান্ হইবেন না, সে স্থলে যদি তাঁহাদের কথায় প্রত্যয় স্থাপন করিয়া উচ্চভূমিতে আরূঢ় হইতে যত্ন করেন, আমাদেরই উদ্দেশ্য তদ্দ্বারা সাধিত হইল। তবে এ স্থলে এই একটী কথা বলা প্রয়োজন যে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা যেন ভ্রান্তিবশতঃ আপনারা বিকৃত যোগ অবলম্বন না করেন এবং অপরকে উহা শিক্ষা দিতে গিয়া ভ্রান্তিজালে তাহাদিগকে জড়িত না করেন। যোগশাস্ত্রে এই বিকৃত পথের প্রতিকূলে যে সকল অনুশাসন আছে তাহা দেখিয়া যেন তাঁহারা সর্ব্বথা সাবধান হন *।

---

* ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ সমাধৌ বিঘ্নাঃ। পতঞ্জলি।

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্। ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥ ভাগবত, ১১ স্ক, ১৫ অ।

ন চ পথ্যাশনাদ্‌যোগে ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ। ন চ শাস্ত্রাতিরিক্তেন শৌচেন চ ভবেৎ ক্বচিৎ॥ ন মৌনমন্ত্রকুহকৈরনেকৈঃ সুকৃতৈস্তথা।

দক্ষ ৭ অ, ৪৫।

প্রাণায়ামো হি সগুণো নির্গুণং ধারয়েন্মনঃ।
যদ্যদৃষ্যাতি মুঞ্চন্ বৈ প্রাণান্ মৈথিলসত্তম।
বাতাধিক্যং ভবত্যেব তস্মাত্তন্ন সমাচরেৎ॥

শান্তিপর্ব্ব ৩১৬ অ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/1095

কেশবচন্দ্র কে এবং তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? *

পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিতেছে কেশবচন্দ্র কে? যিনি আজ দশ বৎসর হইল এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন তিনি কে, এবং তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? হে কেশবচন্দ্র, তুমি কে? তোমাকেই আমরা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি কে? তুমি কি মহৎ কার্য্য করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছ? তুমি আপনার কথায় আপনার বিষয় না বলিলে, তুমি যাহা নও সেই প্রকারে তোমায় যে পৃথিবী গ্রহণ করিবে! তোমার বাহিরের কথা নিস্তব্ধ হইয়াছে, তাই বলিয়া কি তোমার বাণী চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ? তোমার ভিতর হইতে যে বাণী নিসৃত হইয়াছে, সে বাণী আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান। তুমি যাহা, তাহা সেই বাণী ভাল করিয়া পৃথিবীকে বুঝাইয়া দিক্। এই জগতে অন্যান্য বিধানে অনেক মহাত্মারাই আসিয়াছিলেন, সকলেই বলিয়া গিয়াছেন যে, আমাকে কেহ ঈশ্বর বলিও না, কিন্তু তাঁহাদিগের শিষ্যেরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার বিপরীত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বাণী তাঁহাদিগের শিষ্যগণ অমান্য করিয়া যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, তোমার অনুগামী বন্ধুগণ কি তাহাই করিবেন? ইহা যেন না হয়, এ জন্য আমরা তোমা কর্তৃক অনুরুদ্ধ। সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেই আমরা আমাদিগকে ধন্য

* চতুঃষষ্টিতম মাঘোৎসবোপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে করিব। অদ্যকার এই যত্নে যদি কথঞ্চিৎ এই অনুরোধ রক্ষিত হয়, তাহা হইলে আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করিব।

বর্ত্তমানে কেশবচন্দ্রের নাম আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সমগ্র পৃথিবীতে উহা কালে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। মহাজন মহাপুরুষ হইলে লোকে যে সকল লক্ষণ স্বীকার করে তন্মধ্যে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি প্রধান লক্ষণ। তাঁহার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন করে না, সিকাগো মহাধর্ম্মমণ্ডলীতে যে মহাব্যাপার হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি টাউনহলে যে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট ; ঈদৃশ অদ্ভুতব্যাপারদর্শনে লোকের তাঁহার সম্বন্ধে যথাযথ ভাবপোষণ সম্ভবপর নহে, সুতরাং আমাদের তাঁহার বিষয়ে পরিষ্কার কথা বলিয়া যাওয়া উচিত।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কেশবচন্দ্র কে, এবং তাঁহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ ? তিনি কে এবং আমার ও আমার বন্ধুদের সহিত কেশবচন্দ্রের কি সম্বন্ধ, তাহা বলিবার জন্য আজ আসিয়াছি। তিনি তাঁহার আত্মসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা যে সকলেই পাঠ করিবেন এরূপ আশা করা যায় না। তিনি যাহা আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন ভবিষ্য বংশীয়েরা যত্নের সহিত তাহা পাঠ করিবে, তাঁহাকে যথাযথরূপে গ্রহণ করিতে যত্ন করিবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকেও আমাদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া চলিবে না। সুতরাং আমরা যখন জীবিত রহিয়াছি, তখন আমরা কেশবচন্দ্রকে কি বলি এবং কি ভাবে গ্রহণ করি, তাহা আমাদিগের বলা উচিত এবং লোকেরও তাহা শোনা উচিত। আমার মনে হয়, কেশবচন্দ্র কে ইহা বিচার করিতে হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার লেখা ও বলার ভিতর দিয়া তাঁহাকে বিচার করা কর্ত্তব্য। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কখন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে না, কিন্তু এ সমুদায় সমঞ্জস ভাবে গ্রহণ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ সত্য বিশেষ বিশেষ লোকের ভিতর দিয়া অবতরণ করিয়া বাইবেল, বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, কোরাণ প্রভৃতি কত প্রকার শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। কিন্তু এ সমুদায় শাস্ত্র পাঠ করিয়া কেহ কি কোন দিন একটি স্থিরতর সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন? যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥"

"বিবিধ প্রকারের শাস্ত্র পাঠ করিয়া তোমার বুদ্ধি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, এই বুদ্ধি যখন একেতে স্থির ভাবে স্থিতি করিবে তখন যোগ লাভ করিবে।" ঠিক বস্তু ধারণ করিতে না পারিলে আপাতবিরুদ্ধ বিবিধ কথা পাঠ করিয়া বুদ্ধি কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হয় না। কেশবচন্দ্রের উক্তি সমূহের মধ্যে যে এরূপ আপাতবিরুদ্ধ কথা নাই, ইহা বলা যাইতে পারে না। কেশবচন্দ্রের এক কথার সঙ্গে অন্য কথার মিল করিয়া লওয়া অনেক সময়ে সুকঠিন। তাঁহার কথা সকল যাঁহাদের রক্ত মাংসের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, আশা করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা সেই সকল আপাতবিরুদ্ধ কথাগুলির সামঞ্জস্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।

কেশবচন্দ্র কে? এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সর্ব্বপ্রথম উত্তর এই, কেশবচন্দ্র ঋষি বা মহা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষদিগের শ্রেণীভুক্ত নহেন। তিনি আপনাকে ঈশা মুষা প্রভৃতির দলে ফেলেন নাই এবং আমরাও তাঁহাকে ঐ শ্রেণী-ভুক্ত করাকে নবধর্ম্মসঙ্গত মনে করি না। যদি তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে সমান করা হয় তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে অন্যায় বিচার করা হইবে। এই জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি Prophet (ভবিষ্যদ্ দ্রষ্টা) নহি। ঈশা প্রভৃতির সহিত আমি কোন কালে প্রতিযোগিতা করিতে পারি না। যদি আমাকে কেহ ঈশার প্রতিযোগী মনে করে, তবে আমি কে, তাহাদিগের জানা উচিত। আমি সেই জুড়াস স্কেরিয়ট যে ঈশাকে শত্রু হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। আমাতে যে পরিমাণে পাপ আছে, ঈশা হইতে তজ্জনিত বিচ্ছেদ আছে, সেই পরিমাণে আমি জুডাস। আমি সেই অমিতাচারী সন্তান, যে ঈশ্বরের গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য যত্ন করিতেছে।' ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা মহা-পুরুষগণ যে কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র সেই কার্য্য করিলেন, অথচ তিনি আপনাকে সে শ্রেণীতে ভুক্ত করিতে কেন কুণ্ঠিত হইলেন? এ কি বিনয়প্রকাশ? কেশব-চন্দ্র মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করিবার লোক ছিলেন না। তিনি যাহা সত্য জানিতেন, তাহা অকুতোভয়ে জনসমাজে প্রকাশ করিতেন। যদি তিনি আপনি উঁহাদিগের দলস্থ হইতেন, সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে কদাপি তিনি সঙ্কুচিত হইতেন না। সমুদায় পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানকে আত্মস্থ করা—সকলকে একীভূত করা তাঁহার বিশেষ কার্য্য ছিল। যদি তিনি পূর্ব্ব মহাপুরুষগণের এক শ্রেণী হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেমন এক এক জন, তিনিও তেমনি এক জন হন, তাঁহারা সকলে তাঁহাতে মিশিয়া গিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক জন হইবেন, ইহা সে অবস্থায় কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? যাঁহাদিগকে আত্মস্থ করিতে হয়, যাঁহাদিগের সহিত এক হইতে হয়, তাঁহাদিগের শিষ্যস্থানীয় না হইলে কদাপি চলে না। কেশবচন্দ্র এই জন্যই ঈশা মুষা প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদিগের অনুগত সেবক ও শিষ্য বলিয়া আপনাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের যোগী ঋষিদিগের যোগতত্ত্বের ভিতর দিয়া যোগীদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের একত্ব। ঋষিগণের পরবর্ত্তী বিধানপ্রবর্ত্তকগণের বিশেষ বিশেষ ভাব আত্মস্থ করিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগের সহিত এক হইয়াছেন। সমগ্র প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যোগ আমরা ইহাতে দেখিতে পাইতেছি। ইতিহাসের শ্রেণীনিবন্ধন এই প্রকারেই হইয়া থাকে। বিবিধ বিধানের ঐক্যভূমি এই বিধান কেশবচন্দ্রের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, কেশবচন্দ্র আপনি ইহা বলিয়াছেন, অপরে ইহা বলিবে সে অপেক্ষা রাখেন নাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ সহ ইঁহার সমত্ব প্রতীত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি স্বয়ং কি এ বিষয়ে বলিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। তিনি বলিয়াছেন, ক্রাইষ্ট, মুষা, চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র। সে বারে বড় বড় লোকের ভিতর দিয়া ভগবান্ বিধান পাঠাইয়াছিলেন, এবারে এই সামান্য মুটের মাথায় দিয়া বিধান পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বড় বড় থামের উপর বড় বড় এমারৎ হয়; বড় বড় লোকেরা বড় বড় ধর্ম্মের স্তম্ভ হয়। এবার তাঁদের পদরেণু মাথায় নিতে পারে না এমন সামান্য দুর্ব্বল লোকের উপর বড় স্বর্গের ভবন (হে ঈশ্বর) স্থাপন করিলে এই এক অলৌকিক ব্যাপার।' তাঁহার এ সকল কথায় ঈশা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতির শিষ্যত্ব, অথচ বিধানপ্রকাশভূমিবশতঃ বিশেষত্ব, এ দুই অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। লোকে কোন একটি নূতন ব্যাপার বুঝিতে পারে না। তাহারা সকলেই প্রাচীন দৃষ্টিতে দেখে, তাই এ বিধানে এক দিকে শিষ্যত্বস্বীকার, অপর দিকে পূর্ব্ব বিধানপ্রবর্ত্তকগণের ন্যায় বিধান প্রবর্ত্তন করিয়া ভবিষ্যদ্‌-দ্রষ্টৃত্ব,মহাপুরুষত্ব,মধ্যবর্ত্তিত্ব বা অবতারত্ব অঙ্গীকার বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। এ জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, কেশবচন্দ্র আমাদিগের মধ্যবর্ত্তী নহেন, তিনি অবতার নহেন, তিনি জগদ্গুরু নহেন,এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিলেও লোকে পুনঃ পুনঃ তাঁহাতে এই সকল আরোপ করে। তিনি যখন আপনাকে এ সকল শ্রেণীভুক্ত করেন নাই, তখন আমরাও তাহা করিব না।

ঈশা, মুষা, চৈতন্য প্রভৃতির ধর্ম্মকে একীভূত করিতে কেশবচন্দ্র আসিয়াছিলেন ; এই কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত নববিধানের অভ্যুদয়। কেশবচন্দ্র কে ? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। বেদান্তবাদিগণ যাঁহাকে বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ বলেন, সে অর্থে এ শব্দ আমি ব্যবহার করিতেছি না। বিজ্ঞান বহুকে একে পরিণত করে, বহুকে এক করা কেশবচন্দ্রের নিয়তি ছিল। এই নিয়তি অনুসরণ করিয়া তিনি আত্মজীবনে ও আত্মমণ্ডলীতে একত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধে একত্ব সাধন করিয়াছেন তাহা নহে, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মকে একীভূত করিয়াছেন। বাহিরে দেখিতে যে সকল পদার্থ ভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সকল পদার্থের সাধারণ মূল নিষ্কর্ষণ করিয়া একীভূত করা বিজ্ঞানের কার্য্য। মাধ্যাকর্ষণ তাড়িতাকর্ষণ প্রভৃতিকে এক গতিশক্তিতে পরিণত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া বিজ্ঞান যে একত্ব সাধন করেন, সেই একত্বসাধন কেশবচন্দ্র বিবিধ বিধানসম্বন্ধে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। বিজ্ঞানমধ্যে কিছুই বিরোধী থাকিতে পারে না, বিজ্ঞানপ্রধান কেশবচন্দ্রের জীবনে তাহাই লক্ষিত হইত। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি মহর্ষিদিগের আদি শিষ্য। তাঁহাদিগের ভিতরকার গূঢ় তত্ত্ব সকল তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কর্ত্তা নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব বাহির করিলেন, কে বলিবে তাহার পূর্ব্বে মাধ্যাকর্ষণ ছিল না? যদিও মাধ্যাকর্ষণ পূর্ব্ব হইতে ছিল তথাপি নিউটন যে মধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা ইহা কে অস্বীকার করিবে? স্বজাতীয় বস্তু স্বজাতীয় বস্তুর দিকেই আকৃষ্ট হয়। পাণিনির 'অন্তরম' সূত্রের ভাষ্যে পার্থিব পদার্থ পার্থিব পদার্থের দিকে গিয়া থাকে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এ সকল নির্দ্দেশ আছে বলিয়া কি মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কর্ত্তার মাহাত্ম্য কিছু খর্ব্ব হইতেছে? তিনি মধ্যাকর্ষণের সঙ্গে গণিতের যোগ করিয়া তাহার যে ক্রিয়া অবধারণ করিয়াছেন, তাহাতেই মাধ্যাকর্ষণবিষয়ে যে সকল পূর্ব্বাভাস আছে, সে সমুদায় নিউটন আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ নহে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে; অথচ মাধ্যাকর্ষণ পূর্ব্ব হইতে ছিল, উহার ক্রিয়াও চলিতেছিল, লোকে উহার পূর্ব্বাভাসও পাইয়াছে, এ সকলই সত্য। এখন এই দৃষ্টান্তটি কেশবচন্দ্রের জীবনের কার্য্যে নিয়োগ করা যাউক।

কেশবচন্দ্র জগতে আসিবার দুই সহস্র তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বিধানের পর বিধানের সমাগম হইয়াছে। পূর্ব্বতন বিধানের মহাপুরুষদিগের শিষ্যানুশিষ্যবর্গের ভিতর দিয়া ক্রমে তাঁহাদিগের মত সংক্রামিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মত সহস্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহস্র লোকের ভিতর দিয়া আজ পর্য্যন্ত সংক্রামিত হই-তেছে। যোগী মহর্ষি ঈশা মুষার ভাব এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যে সমস্ত লোকেরা আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের ভাব বিবিধ শাস্ত্রের আকারে জনসমাজে ও জনহৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সমস্ত বিধান ভিন্ন ভিন্নরূপে লোকে গ্রহণ করে, ইহাদিগের মধ্যে যে একতা আছে, মূলে স্বাতন্ত্র্য বা ভিন্নতা নাই, একেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, এই বিজ্ঞানসিদ্ধ ব্যাপার কেশবচন্দ্র প্রদ-র্শন করিয়াছেন। বিধানসমুদায় ছিল, তাহাদের মধ্যে নিগূঢ় যোগও প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান ছিল, কখন কখন এই যোগের আভাস যে কাহারও মনে প্রতিভাত হয় নাই তাহাও নহে, কিন্তু একটি বিজ্ঞানসিদ্ধ মূলতত্ত্বে সে সমুদায়কে একীভূত করা কেশবচন্দ্রের কার্য্য। এই আবিষ্কৃত তত্ত্ব মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় পুরাতন সামগ্রী, ইহার ক্রিয়া চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে, ইহার আভাসও লোকে পাইয়াছে, কিন্তু সেই তত্ত্বটিতে সমুদায় নিবদ্ধ করিয়া এক অখণ্ড সামগ্রী জগতের নিকটে আর কেহ উপস্থিত করেন নাই। প্রতিব্যক্তির ঈশ্বর সহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এই তত্ত্ব, এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দর্শন ও শ্রবণাকারে প্রকাশিত, দর্শন ও শ্রবণে বিরুদ্ধ ইচ্ছার নিবৃত্তি, বিরুদ্ধ ইচ্ছার নিবৃত্তিতে জীবে ঈশ্বরেচ্ছার সম্রাজ্য, ঈশ্বরেচ্ছা হইতে জ্ঞান প্রেম পুণ্য বিশ্বাস প্রভৃতি বিবিধ ভাবের বিকাশ। এই বিবিধ ভাব বিবিধ বিধানের উপাদান। এই বিবিধ ভাবের গতি ঈশ্বরেচ্ছার সহিত একতার দিকে। গতি হইতে মাধ্যাকর্ষণাদির বিকাশ, পরিণামে তাহারই সঙ্গে একতা, এখানেও আমরা সেইরূপ মূল ঈশ্বরেচ্ছায় সমুদায় ভাবের পরিণতিতে মিলন দেখিতেছি। এখন দেখিতে হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের প্রথম হইতে এই তত্ত্বের প্রকাশ হইয়াছিল কি না? তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি শাস্ত্র, গুরু, বা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়,কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই,তাঁহার পক্ষে শাস্ত্র গুরু ধর্ম্ম সকলই ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ ছিল এবং এক দর্শন ও শ্রবণ হইতে তাঁহার যাহা কিছু সকলই হইয়াছে। কেশবচন্দ্র আপনাতে যে তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি প্রথম হইতে দেখিলেন, সেই তত্ত্বের উপরে আপনার সমগ্র জীবন স্থাপন করিলেন, এবং তাহা হইতেই নববিধানের অভ্যুদয় হইল। তিনি আপনাতে এ তত্ত্ব অবরুদ্ধ রাখিলেন না, সমুদায় মণ্ডলীতে ছড়াইয়া দিলেন।

কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক এক বার লিখিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রের অনুবর্ত্তিগণ বিবিধ বিধান এবং মহাজনগণরূপ কুসুমদামের সূত্ররূপে. তাঁহাকে অবলোকন করিয়া থাকেন, ইহাতে গূঢ়রূপে ইঁহারা কেশবচন্দ্রকে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকেন। এ কথার প্রতিবাদ আর কাহার করিবার প্রয়োজন করে না,কেশবচন্দ্রের নিজের কথাই ইহার সম্যক্ প্রতিবাদ করিয়াছে। তিনি আপনাকে কেবল মহাপুরুষশ্রেণীভুক্ত করেন নাই তাহা নহে, আপনাকে যেমন ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত তেমনি ঈশা মুষা প্রভৃতি মহাজনগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "তোমরা (প্রেরিতগণ) এবং আমি শাক্যপ্রেরিত, ঈশাপ্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গ এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাজনদিগের প্রেরিত। তাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহাদিগের ভাব প্রচার করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। ... তোমরা এবং আমি তাঁহাদিগের প্রেরিত। তাঁহারা আমাদিগের পিতা, পিতামহ। তাঁহাদিগের বংশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগের জন্ম তাঁহাদিগের ভাবে আমরা দ্বিজাত্মা।" "পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদিগের সঙ্গে, পুণ্যের প্রবর্ত্তক, মুক্তির সহায় ঈশা গৌরাঙ্গের সঙ্গে এই নরকের কীটকে যাঁহারা এক শ্রেণীভুক্ত করিলেন, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। আমি তাঁহাদিগের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত? এ কথা নিতান্ত অসার। যাঁহাদিগের চরণরেণু আমি মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নই, তাঁহাদিগের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত হইব?...এক আসনে বসিব না। নীচে বসিয়াছেন যাঁহারা, দৃষ্টান্ত লইতেছেন যাঁহারা, উপদেশ শুনিতেছেন যাঁহারা, সেই সকল ব্যক্তির আমি অন্তর্ভূত।" * মহাপুরুষগণের প্রেরিত হইয়া শিষ্য হইয়া তাঁহাদিগের সমকক্ষতা কেশবচন্দ্রে কি প্রকারে সম্ভবে? তাঁহার অনুগামী বন্ধুগণই বা কি প্রকারে পিতৃপিতামহ স্থানীয় গুরু স্থানীয় মহাজনগণ হইতে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন? কেশবচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুমহাজনগণ হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন ইহা একান্ত অসম্ভব। এমন কি, তিনি তাঁহার সহযোগী প্রেরিতবর্গকেও বন্ধু বিনা কখন শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

কেশবচন্দ্রের যে নিয়োগপত্র ছিল তন্মধ্যে এইরূপ লেখা ছিল বলিয়াই তিনি অযোগ্য ব্যক্তিগণকেও বন্ধু বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি ইংলণ্ডে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "আমি যে কিছু উপদেশ দিয়াছি, দিতেছি, কিংবা দিব,

* বলিবার সময়ে ভাবে কেশবচন্দ্রের উক্তিগুলির উল্লেখ হইয়াছিল, এখন সে গুলি স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল, এবং এতন্নিবন্ধন সম্বন্ধরক্ষার্থ কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও ঘটিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED
11|1955

তাহাতে মনের সহিত কাহাকেও সম্পূর্ণ শিষ্য বলিতে পারি না, এটি আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। অনেকে আমাকে গুরু বলিয়া চিঠি পত্র লেখেন, কিন্তু আমি যে কাহাকে এক বারও শিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না। আমাদিগের মধ্যে ঠিক্ গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না। অন্যের সম্বন্ধে আমি যে বিশ্বাস না করি, আমার সম্বন্ধে অন্যে যে সে বিশ্বাস করিবে ইহা সম্ভব নহে। আমাকে কেহ সম্পূর্ণ গুরু বলিলে তাঁহার পরিত্রাণের পথে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। যিনি আমার মনোগত ভাবের অনুবর্ত্তী হয়েন, তিনিই আমার শিষ্য হইতে পারেন, এবং তাহা হইলে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমি তাঁহার গুরু নহি, ঈশ্বরই তাঁহার এক মাত্র গুরু।" ইদানীন্তন তিনি বলিয়াছেন "এবারকার গুরু সে, যে বলে আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না, যদি না পবিত্রাত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার।" তিনি যখন বিশ্বাস করিতেন "আমরা সকলে এক," তখন তাঁহার এরূপ ভাব যে স্বতঃসিদ্ধ, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? গুরুত্বশিষ্যত্বসম্বন্ধ নিবদ্ধ না হয় এ নিমিত্ত তিনি একান্ত সাবধান ছিলেন। এই উদ্দেশেই আমাদিগের মধ্যে একাকী কেহ গিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাইত না, কিন্তু ৩।৪ জন মিলিয়া যাইলে আহ্লাদের সহিত তাহার উত্তর দিতেন এবং আনন্দিত হইতেন। যেখানে দশ জন পাঁচ জন একত্র মিলিত হন, সেখানে ভগবানের ক্রিয়া অধিক প্রকাশ পায়; কেশবচন্দ্রের এরূপ ব্যবহারের মূলে এই ভাব নিগূঢ় ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে যে সকল বিধানপ্রবর্ত্তক আসিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে তাঁহাদিগের অনুগত শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন কেন? পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগের শিষ্য না হইলে তাঁহাদিগের তত্ত্ব সকল বুঝিতে পারা কখন সম্ভব নহে এই নিমিত্ত। সকলেই জানেন, প্রকৃতির নিকট অনুগত শিষ্য হইয়া না বসিলে কেহ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। যদি প্রকৃতিনিহিত সত্যসমুদায় জানিবার জন্য শিষ্যত্বস্বীকার প্রয়োজন, তাহা হইলে উচ্চতম অধ্যাত্মরাজ্যের ভাবনিচয়লাভের জন্য যে শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার এই ভাব যে কি প্রকার সুদৃঢ় ছিল, একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন। তিনি যখন সিমলা পর্ব্বতে নবসংহিতা লেখেন, তখন আমার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, আমি যখন সংহিতা লিখিতেছি, দেখিও যেন আমি মনু প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের সহিত একাত্মা হইয়া সংহিতা লিখিতে পারি। এই অনুগতশিষ্যত্বনিবন্ধন তিনি যে মহাজনগণের ভিতরকার গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হইতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। তাঁহাকে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি জনক নানক চৈতন্য প্রভৃতিকে আনয়ন করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কেন আনয়ন করিলেন না? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এখনও লোকের ভাব ভাল নয়। এক্ষণে কৃষ্ণের ন্যায় মহান্ ব্যক্তিকে লোকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদি তাঁহাকে এ সময়ে লোকের সম্মুখে আনয়ন করা হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবে তাঁহার উদার আচরণ বিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়া দেশ বিলাসবাসনায় ডুবিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইবে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, লোকে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাতে কোনরূপ কলঙ্ক ছিল না, তিনি অতি পবিত্রচরিত্র ছিলেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এ সমুদায় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কেশবচন্দ্রের রীতি ছিল না। উপাসনা প্রার্থনার ভিতর দিয়া মহাপুরুষ সাধু ভক্তদিগের চরিত্রের মহত্ত্ব তাঁহাতে সংক্রামিত হইত। তিনি সে সময়ে স্বহস্তে কুটীরে রন্ধন করিতেন, এবং রন্ধনকালে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধমাত্র পাঠ করিতেন, কিন্তু দশমস্কন্ধ বা অপরাপর স্কন্ধ কখন পাঠ করেন নাই। একাদশ স্কন্ধ পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের বিষয় দৃঢ়তার সহিত নির্দ্ধারণ করা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভিন্ন কখন ঘটিতে পারে না। কেশবচন্দ্রের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিষয় শুনিবার পূর্ব্বে আমি শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়াছিলাম, অথচ পড়িয়াও শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধচরিত্রত্ব বুঝিতে পারি নাই। কেশবচন্দ্রের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধচরিত্রতার কথা শুনিয়া যখন দশমস্কন্ধের রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিলাম, তখন দেখিলাম যথার্থই শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধচরিত্রতা শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট বাক্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যসঙ্কল্পোঽনুরতো বলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথা রসাশ্রয়াঃ॥"

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের অর্থে স্পষ্টবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দোষত্ব স্বীকার করিয়াছেন, মহাত্মা চৈতন্যের অনুযায়ী শিষ্যবর্গ এ শ্লোকের অর্থ আরও বিষদভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রবিশুদ্ধিসাধকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা দূরে থাকুক, যে কোন

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধকের ভিতর হইতে তিনি তাঁহার আভ্যন্তরিক বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন। শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণপরমহংসের শিষ্যেরা বলিয়া থাকেন যে পরমহংসের নিকট হইতে কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের মাতৃভাব শিক্ষা করিয়াছেন। পরমহংসের শিষ্যদিগের এই কথার মূলে সত্য আছে। পরমহংসের ভিতরের গভীর ভাব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যাঁহার নিকট যাইতেন, তাঁহার ভিতরকার যাহা কিছু সার শিষ্যভাবের প্রাবল্যবশতঃ অনায়াসে আত্মস্থ করিয়া লইতেন। তাঁহার এ ভাব আমাদিগের নাই, তাই আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট একাকী যাইতে পারিতাম না, আমার যাইতে সাহস হইত না, পাছে আমার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির মতের বিকার ঘটে। কেশবচন্দ্র লোক চিনিতেন, কি ভাবে কাহার নিকটে যাইতে হইবে জানিতেন, তাই কাহারও সংসর্গে ভয় করিতেন না, কিছু আদায় না করিয়া কাহাকেও ছাড়িয়া দিতেন না।

কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরোপাসনার বল ছিল। তিনি এক উপাসনা-যোগে সমস্ত যোগী মহর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এক উপাসনার ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট সমুদায় তত্ত্ব আসিত। কেশবচন্দ্র কে? এ প্রশ্নের শেষ উত্তরে ইহাই বলিতেছি, তিনি আচার্য্য। তিনি ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা (prophet) নহেন, গুরু নহেন, মধ্যবর্ত্তী নহেন, অবতার নহেন—তিনি আচার্য্য। তিনি আচার্য্য; এ জন্যই ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর আসন শূন্য রাখা হইয়াছে। এই ব্যাপারের জন্য কত বিবাদ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো কত হইবে, কিন্তু এই বেদী চিরদিন অবতারবাদের গুরুবাদের প্রতিবাদ করিবে এবং কেশবচন্দ্রের সহিত আমাদিগের সহোপাসকত্ব প্রমাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে। এই সহোপাসকত্ব তাঁহার স্বভাবের মূলে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ ছিল। সন্তানকে দেখিলে মাতার স্তনে স্বতই যেমন দুগ্ধের সঞ্চার হয়, তেমনি সহোপাসক বন্ধুদিগকে দেখিলে তাঁহার ভাবের সঞ্চার হইত। হিমালয়ের নির্জ্জন স্থানে পর্য্যন্ত তিনি একাকী উপাসনায় সুখী হইতে পারিতেন না। পাঁচ সাতটি বন্ধু মিলিলে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইত। বন্ধুবর্গকে লইয়া উপাসনা করা তিনি জীবনের কার্য্য মনে করিতেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা তাঁহার শরীরে স্থিতি কালে সহোপাসক ছিলাম, চির দিন সহোপাসক থাকিব।

কেশবচন্দ্র কে? এ প্রশ্নের উত্তরে অভাবপক্ষে আমরা দেখিতে পাইলাম, তিনি ঋষি মহর্ষি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষবর্গের শ্রেণীস্থ নহেন, অবতার নহেন, মধ্যবর্ত্তী নহেন, গুরু নহেন। ভাবপক্ষে দেখিতেছি, তিনি নবধর্ম্ম নবভাবের প্রবর্ত্তক, তিনি বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, তিনি নিত্য কালের জন্য আচার্য্য। এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক, তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? এই সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে, আমরা কেশবচন্দ্রকে সহোপাসক বলিলাম, ইহাতে কি তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান করা হইল?

তিনি আপনার সম্বন্ধে আপনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, অনেকের মনে হইবে, তাহার তুলনায় আমরা যাহা বলিলাম তাহা কিছুই নহে, এবং এতদ্দ্বারা তাঁহাকে খর্ব্ব করা হইল। কেশবচন্দ্রের এ কি অল্প সাহসিক কথা, "স্বর্গেতে তুমি এক জন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম, আমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ সমুদায় হইল। যখন তুমি পৃথিবীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড।" "নব-বিধান এক জন মরিবার পূর্ব্বে আবার অখণ্ড হইবে এই বাসনা আছে। আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি আমি আসিলাম অঙ্গ লইয়া আমাকে ছাড়ুক শুকাইবে।" "এঁরাও যা আমিও তা, আমিও যা এঁরাও তা। আমি আর এঁরা একটা।" এই কথা গুলি মহর্ষি ঈশা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ন্যূন নহে, বরং অধিক। কেন না মহর্ষি ঈশা বলিলেন 'হে আমার শিষ্যগণ, তোমরা এবং আমি এক।' এ কথা কহিয়া তিনি অনেককে বাদ দিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র বলিলেন "এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে...সমুদায় মনুষ্যসমাজ এক।" এই কথা কহিয়া তিনি পাপী পুণ্যাত্মা, সাধু অসাধু, ধনী নির্দ্ধন, জ্ঞানী মূর্খ সকলের সঙ্গে আপনাকে এক করিলেন। এ কি সামান্য কথা। ইহাতে কি তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় মহাজন হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ করিলেন না? যদিও তিনি বলিলেন, "তাঁহারা (ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ) ব্রাহ্মণ আমি আমি চামার,কিন্তু একই ব্যবসা", তথাপি লোকে এই সকল উক্তি শুনিয়া এ কথায় আস্থা করিবে কেন? তিনি আপনাকে ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা না বলুন, মধ্যবর্ত্তী না বলুন, গুরু না বলুন, এ কথা গুলি শুনিয়া লোক কি বলিবে?— "আমরা গোড়া যদি না মানি, যেখান থেকে ধর্ম্মের কথা আস্‌চে তাতে যদি বিশ্বাস না রাখি, বল দেখি, পিতা, নরকের উপযুক্ত হই কি না? বিধি নিতে যদি ত্রুটি হয়, যে প্রণালী দিয়া বিধান আস্‌ছে তাতে যদি অবিশ্বাস অভক্তি হয়, তবে ভয়ানক পাপ হইল। তোমার আদেশে আদিষ্ট হয়ে যে নববিধান প্রচার করিবে, তার আজ্ঞা সর্ব্বাগ্রে শিরোধার্য্য।" "দলপতির কথা কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি অগ্রাহ্য করে থাকেন সেই বিধিসম্বন্ধে, তা হলে আমার একটু সন্দেহ নাই, তাদের জন্য নরক আছে। অবিশ্বাস করিলে তাঁরা নরকে যাবেন এটা নিশ্চয়। আমাকে মূর্খ জেনে, পাপী জেনেও আসল বিধির জায়গা যেখানে, নববিধানের দরজা যেখানে, সেখানে দাঁড়িয়ে যা বলি, তা এঁরা বিশ্বাস করেন কি না? আমি যদি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে বলি, এঁরা প্রাণ দিতে পারেন কি না? যদি পারেন তাকে বলি বিশ্বাস।" ঈশা মুষা প্রভৃতি তাঁহাদিগের অনুযায়িবর্গকে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে এ সকল কথা কি কোন অংশে ন্যূন? "এত বড় অহঙ্কারের কথা যে, আমার কথা গ্রহণ না করিলে ভাইয়ের পরিত্রাণ হবে না? কিন্তু এরূপ অহঙ্কারের কথা সোণার অক্ষরে লেখা থাকে। এ যে পরিত্রাণ লইয়া বিষয়। এজন্য ভ্রাতৃসম্বন্ধে আমার এত ভাবনা হয়।" এ উক্তি কি অল্প সাহসিক? শুধু এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কেশবচন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "বিধির এই অভিপ্রায় ছিল, গুরু হউক না হউক, আচার্য্য উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠ হউক না হউক, একজন মধ্যবিন্দুতে দশজন আকৃষ্ট, দশজন মিলিত হইবে। যেখানে দশ জন শত জন তোমাতে এক হইবে, সেখানে একটা অবলম্বন চাই। একখানি প্রতিমাতে দশখানি মূর্ত্তি যদি থাকে তাহা হইলে বিসর্জ্জনের সময় দেখিতে ভাল। গুরু বলে মধ্যবর্ত্তী বলে মানিতে হয় না, কিন্তু ভগবানের লীলা বলে অভিপ্রায় বলে এ সব মানিতে হয়।"

কেশবচন্দ্রের এ সকল কথা শুনিতে আপাত একান্ত বিরুদ্ধ। যিনি আপনাকে গুরু বলিলেন না, মধ্যবর্ত্তী করিলেন না, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের শ্রেণীতে আপনাকে ভুক্ত করিলেন না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনিই আবার আর এক দিক দিয়া যে সকল দাবী দাওয়া উপস্থিত করিলেন, তাহাতে সর্ব্বোপরি আপনার আসন তিনি স্থাপন করিলেন, ইহাই কি আসিতেছে না? তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা সম্বন্ধ রক্ষা করিতে যাইবেন, স্বাধীনতায় বিসর্জ্জন দিয়া অনুগত শিষ্য হইয়া কেশবচন্দ্র যাহা বলিবেন তাহাই তাঁহাদিগকে করিতে হইবে, ইহাই কি সিদ্ধান্ত হইতেছে না? এরূপ আনুগতা স্বীকার না করিলে তাঁহাদিগের পরিত্রাণ অবরুদ্ধ হইবে, এই ভয়ানক মত কি ইহাতে প্রচারিত হইতেছে না? "গুরুর কাছে পড়ে থাকা, গুরুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, কাণার মত গুরুর পথ ধরা, সে ঢের পৃথিবী দেখেছে ;" এ কথা যিনি বলিলেন, তাঁহার আবার তদ্বিপরীত কথা বলা কি সাজে? এরূপ বিরুদ্ধভাষণ কেন? এ সকল বিরুদ্ধভাষণ নহে, ইহার আগা গোড়া মিল আছে। এই মিল দেখিতে পাইলেই তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের কি সম্বন্ধ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

প্রথমতঃ তিনি আপনাকে এক অখণ্ড মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গে ও পৃথিবীতে তিনি এক জন, দুই জন নহেন, ইহা কেবল তাঁহার মত নহে, ইহাই তাঁহার জীবনসিদ্ধ সত্য। একাত্মতাসাধন তাঁহার জীবনের ব্রত। তাঁহার এই সকল কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নাই, সর্ব্বথা আত্মবিনাশ বিদ্যমান। সকলের এ কথা জানা উচিত, তিনি ঈশ্বরসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী ছিলেন না, মানুষের সম্বন্ধে পূর্ণ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে উপরে যেমন "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" তেমনি নিম্নে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মনুষ্য। স্বর্গের নিয়োগে এই অদ্বিতীয় মনুষ্যত্ব আপনাতে সিদ্ধ দেখিয়া বলিয়াছেন, আমি সেই অখণ্ড মানুষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি এইরূপ একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি সমুদায় ঋষি মহর্ষি মহাজন—সমুদায় মানবমণ্ডলীর সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া সকল ব্যক্তিতে সেই একাত্মতা প্রস্ফুটিত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি স্বীয় পরম প্রভুর নিকটে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, "এক শরীর এক আত্মা হয়ে তোমার ভিতরে মিশিতে চাই। ভিন্নতা, স্বাধীনতা স্বতন্ত্রতা 'আমি আমি' যেখানে, সেখানে আমার বাপ নাই, আমি সে 'আমি ভূতের' রাজ্যে থাকিতে চাহি না।" বর্ত্তমান কালের দর্শন ও বিজ্ঞান যাহাকে Organic Unity (একাত্মতা) বলে, উহা তিনি আত্মজীবনে সিদ্ধ করিয়া সকলকে দেখাইয়াছেন। মানুষ মানুষনিরপেক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না, অতি সামান্য কার্য্যও একাকী নিষ্পন্ন করিতে পারে না। আমার এই গাত্রের বস্ত্র, আমার এই দেহের শোণিত কোথা হইতে আসিয়াছে? সহস্র সহস্র ব্যক্তির চেষ্টায় এই বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, সহস্র সহস্র ব্যক্তির শোণিত এই দেহের শোণিতের সঙ্গে মিশিয়া আছে। সুতরাং সমুদায় মানুষের একত্ব এ কালে কখন অস্বীকৃত হইতে পারে না। এই একাত্মতা সাধক কি প্রকারে সাধন করিবেন? এই সাধনের উপায় কেশবচন্দ্র কি নির্দ্দেশ করিয়াছেন? "তুমি বাঁশী বাজাও, আর আনন্দে সেই বাঁশীর রবে সকলে নৃত্য করুক," ইহাই এই একাত্মতা সাধনের উপায়। এক সময়ে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া না চলিলে 'এক রুচি' 'এক ইচ্ছা' 'এক প্রাণ' কখন কেহ হইতে পারে না। বাহিরে মতাদির মিলে কোন কালে একাত্মতা হয় না, অন্তরে পবিত্রাত্মার যোগে এই মিলন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পাদিত হয়। এই উদ্দেশেই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, "পবিত্রাত্মা কপোত আসুন, শরীর ধর, ধূ ধূ করে পুড়ুক। নূতন অগ্নি, অগ্নি যিনি তিনিই জল হয়ে ভক্তদের বাঁচান। তার ভিতর ভগবান্ ও তাঁর সন্তানেরা সকলেই এয়েচেন—একে তিন তিনে এক।"

কেশবচন্দ্রের একাত্মতা, এবং অপরকেও একাত্মা করিবার জন্য একত্র উপাসনাসাধনপ্রতিষ্ঠা, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ তিষ্ঠিতে পারে না; কিন্তু তিনি যে এই একাত্মতাসাধনবিষয়ে আপনাকে মধ্যবিন্দু করিয়াছেন, তাহাতে কি তাঁহার আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিবার যত্ন প্রকাশ পাইতেছে না? এ মধ্যবিন্দুত্বের অভিপ্রায় কি? "যেখানে দশ জন শত জন তোমাতে এক হইবে, সেখানে একটা অবলম্বন চাই। একখানি প্রতিমাতে দশ খানি মূর্ত্তি যদি থাকে তাহা হলে বিসর্জ্জনের সময় দেখিতে ভাল।" দশ জনকে এক জন হইতে গেলে একের সঙ্গে দশ জনের ভাবে ভাবে মিলন চাই। সে এক জন সেই ব্যক্তি, যাহাতে বিবিধ ভাব আসিয়া মিলিত হইয়াছে। শাক্য ঈশা চৈতন্য প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি প্রেরিতবর্গকে বলিয়াছেন, "তাঁহাদিগের ভাবে আমরা দ্বিজাত্মা"। কেশবচন্দ্রে সকল ভাব সম্মিলিত হইয়াছিল। যাঁহারা এক এক ভাবের প্রতিনিধি, তাঁহারা সকল ভাবের প্রতিনিধিতে মিলিত হইলে সহজে এক অখণ্ড মানুষ হন। এক এক জন প্রেরিত যে এক এক ভাবের প্রতিনিধি তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক এক জন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হউন। এক এক জন এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাইতে হইবে আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেব দেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ। এক এক প্রেরিত দ্বারা একটি একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণ ধর্ম্ম প্রকাশিত।" এই অঙ্গ গুলি যে অবয়বে মিলিত হইয়া একটি দেহ হইল, উহা কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র যে একাত্মতার ভাব আপনাতে প্রদর্শন করিলেন, সেই একাত্মতার ভাবে যাঁহারা দ্বিজত্ব লাভ করিবেন, তাঁহারাই সকলে একাত্মা হইবেন। যখন ভগবানের এবার এই বিশেষ লীলা, তখন এরূপ কথা কেশবচন্দ্র অকুতোভয়ে ব্যক্ত করিয়া বলিবেন তাহাতে আর শঙ্কার বিষয় কি?

কেশবচন্দ্র বিধানসম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিলে নরক নিশ্চয়, ইহা বলিয়া তিনি কি অভ্রান্ত গুরুপদে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই? 'গুরুর কাছে পড়ে থাকা, গুরুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, কাণার মত গুরুর পথ ধরা' এ সকলের প্রতিবাদ করিয়া আবার সেই দোষে লোকে দোষী হইবে, তাহার পথ কি তিনি স্বয়ংই উন্মুক্ত করেন নাই? যে ব্যক্তি ঠিক তাঁহার অনুসরণ করিবে তাহার সম্বন্ধে এরূপ দোষ ঘটিবার কোন কালে সম্ভাবনা নাই, কেন না সে ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের এই কথা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, "এবারকার গুরু সে, যে বলে আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না, যদি না পবিত্রাত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার।" তিনি কি একথা বলেন নাই, "একমত হইলে বা এক পাড়ায় দশ বিশ বছর আছি বলিয়া, একত্র খাই এক বাড়ীতে থাকি বলিয়া, বা খুব খোসামোদ করে, গুরু বলে, ইঁহাদিগকেও প্রেম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরীবার বলিয়া মানি না।" তিনি তাঁহাদিগকে আপনার বলেন যাঁহারা 'হরিতে অভিন্নহৃদয়' হইয়াছেন 'আপনার' হইয়াছেন, 'একপ্রাণ' হইয়াছেন। তিনি প্রার্থনায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, "তোমার হইলেই আমার, আমার হইলেই তোমার, আর আমাদের সকলের। ঠাকুর, কেহ আপনার নয়, তুমি যাদের এক কর তারাই আপনার। সব মুখ একমুখ হবে। যেখানে থাকুক সকলের নাড়ী এক নাড়ী হবে, সকলের প্রাণ এক হবে।" কেশবচন্দ্র বিধানসম্বন্ধে যাহা বলিতেন, তাহা কখন আপনার কথা মনে করিতেন না, "আমি যাহা বলি সমুদায় তোমার কথা। এ জিহ্বা মিথ্যা বলে না।" কেশবচন্দ্রের সহিত একাত্মা হইয়া এক সময়ে এক কথা ভগবানের নিকট হইতে শুনিয়া তদনুসরণ করা যাঁহাদের নিয়তি, অবৈরাগ্য, সংসারাসক্তি বা গূঢ় পাপের জন্য সে নিয়তি হইতে যদি তাঁহারা স্খলিত হন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে নরক নিশ্চয়, এ কথা বলিতে কেশবচন্দ্র কেন কুণ্ঠিত হইবেন ? আমি এ কথা প্রকাশ্যে সকলের সমক্ষে বলিতেছি, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া যে বিধি আনয়ন করিয়াছেন, এবং যে বিধির সঙ্গে আমি নিত্য কালের জন্য গ্রথিত হইয়া রহিয়াছি,তাহার একটি বিধিকে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক খণ্ডন করি, তাহা হইলে আমার পক্ষে নরক। আমরা যখন আদেশবাদী, তখন অবতীর্ণ আদেশনিচয়কে উপেক্ষা করিয়া নরকস্থ হইব না, ইহা কখন বিশ্বাস করি না। কেহ যদি কেশবচন্দ্রের বিধানসম্বন্ধে দৃঢ় কথা শ্রবণ করিয়া মনে করেন যে, তিনি অপরের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, অপরের আদেশশ্রবণের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার মত প্রত্যেক বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়া চলেন, তিনি তাঁহাকে আপনার বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার দলস্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র নিজে স্বাধীন পুরুষ ছিলেন, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারবন্ধনবিমুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে আপনার লোক বলিতেন। সকলে এক বার জীবনবেদ পাঠ করিয়া দেখুন, তিনি কি এ কথা বলেন নাই, "অধীনতা প্রির কেহ যদি ঠক্ হইয়া এখানে ঢুকিয়া থাকে, সে ঠক্‌কে বাহির করিয়া দিব; দিবই দিব। অধীনের দল এখানে নয়। যার উপরে দলের ভার আছে সে নিজেই যখন অধীন নয়, সে নিজেই যখন অধীনতাকে ঘৃণা করে, তখন এ দলের কেহই অধীন হইবে না।" কেহ ঈশ্বরের সঙ্গে একতা লাভ না করিলে, কেশবচন্দ্র বা তাঁহার প্রচারিত বিধিনিচয় আত্মস্থ হইয়া সহজে অনুসর্ত্তব্য বিষয় হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। কেশবচন্দ্রের ভিতর দিয়া যে বিধান অবতরণ করিয়াছে, তাহাকে কেহ কৈশব বিধান বলিবে, এ পন্থা তিনি চির দিনের নিমিত্ত অবরুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "এবার ব্রহ্ম ব্রহ্ম হাজার বার বলিলেও কিছু হবে না, আর সাধুদের জুতো নিয়ে টানাটানি কল্লেও কিছু হবে না" এবার পবিত্রাত্মার রাজ্য।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমাদিগের সহোপাসকত্বসম্বন্ধ আচার্য্যসম্বন্ধ আমরা প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার সহিত আরও বিবিধ সম্বন্ধ এই দুই সম্বন্ধমূলক। তিনি অন্তিমে হিমালয়ের প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন, "আমাকে যে বলে এ নূতন নূতন সমাচার স্বর্গ হইতে আনে, সেই সত্য বলে। আর যারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে এ দলপতি বড় লোক, এ কথা আমি শুনিতে চাই না। ভগবান্, তুমি আমাকে যে পদ দিয়াছ আমি তাই চাই। আমি কি দশটা জায়গায় গিয়ে প্রচার করিতে হয় কি করে, তাই শেখাতে এসেছি? আমি কি ধূর্ত্ত? দয়াল প্রভু, আমি তোমার পায়ের রেণু, যাহাতে সকলে মজার মজার খবর পায় সেই সকল আমার কাছে। আমাদের দেশের খবর এরা শুনতে চায় না। এরা যা নিয়েছে তাহাতে সুখী হওয়া যায় না। যার কাছে যে মজার কথা শিখিয়াছি তা নিতে চায় না। এই হতেই তো দুঃখ। আমার বুকের ভিতর আমুক মজার মজার অরগ্যান সেতার পাইয়াছি শোনাই। তিনি কোন্ পদ আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন? আচার্য্য বা সেবক। সে পদের কার্য্য কি? ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া স্বর্গের নূতন নূতন সংবাদ আনয়ন করা। এ নূতন সংবাদের গ্রহীতা কাহারা? যাঁহারা আচার্য্য সহ একহৃদয়; তাঁহার হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট। "আমার বুকের ভিতর আমুক মজার মজার অরগ্যান সেতার পাইয়াছি শোনাই" এই তাঁহার বিশেষ কার্য্য। যাঁহারা তাঁহার সহিত সহোপাসক না হন, ঈশ্বরের একহৃদয় একপ্রাণ না হন, তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার আচার্য্য সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। যাঁহারা এরূপে তাঁহার সহিত সংযুক্ত নহেন, তাঁহারা অবতীর্ণ বিধি বিধান রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই।

কেশবচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, "ধন্য সে যে বলিতে পারে আত্মার প্রাণ পেয়েছি যাঁ হতে, তাঁকে প্রাণের রক্তের চেয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল বাসি। প্রাণনাথ, যাঁর কাছে তোমাকে ডাকিতে শিখেছি যাঁর দ্বারা তোমাকে চিনেছি, তাঁকে চিনুক বন্ধুগণ। সে যে হউক না কেন, সে যে অমৃত খাইয়েছে, সে যে সোণার রাজ্য চিনিয়েছে তাকে চিনিতে পারে যেন ভক্তেরা এই ভিক্ষা টুকু বৃদ্ধবয়সে চাই। উপদেষ্টা বলিবার প্রয়োজন নাই, সেবা দরকার নাই, কেবল এই কথাটী যেন বন্ধুদের মনে থাকে, একটা আসল কথা এক জনের কাছে শিখেছি, যাহা মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম শান্তি সংসারে সব সুখের মূল। সে আমাদের প্রিয়। এ সকলের মূলে এক জনের ইসারা। মার হাসির রহস্য এক জনের কাছে আগে আমদানী হয়েছিল, এখন সব জায়গায় আমদানি হয়েছে।" এ সকল কথায় তাঁহার সহিত কোন্ সম্বন্ধ দেখাইয়া দেয়? আচার্য্যসম্বন্ধ। "সে এক সময় ছেলে হয়ে কাছে এয়েছে, মা হয়ে কাছে এয়েছে, বিপদের সময় বন্ধু হয়ে এয়েছে। সে বিশ্বাসঘাতক নয়;" আচার্য্যসম্বন্ধমধ্যে বিবিধ সম্বন্ধ আছে, এ সকল কথা তাহারই দ্যোতক। যিনি সহোপাসক নহেন, তিনি কি প্রকারে আচার্য্য হইবেন? আচার্য্য এবং উপদেষ্টা এ দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এক জন উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে তাঁহাকে এক হইতে হইবে, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। নববিধানের নব আচার্য্য, প্রাচীন বিধানের আচার্য্য নহেন। তিনি যাঁহাদিগের আচার্য্য, তাঁহাদিগের সঙ্গে এক অভিন্নহৃদয় হইয়া ঈশ্বরের নিকটস্থ হইলে তবে স্বর্গ হইতে নূতন নূতন সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হয়। আচার্য্য যাঁহাদিগের সহিত উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অযোগ্যতা থাকিল, তাহাতে কি আসে যায়। তিনি যদি ঈশ্বরেতে এক প্রাণ হইয়া তাঁহাদিগকে আপনার ভিতরে টানিয়া লইতে পারেন, স্বর্গের সামগ্রী অবতরণ করিবেই করিবে। এ কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, আমরা যখন বেদীতে বসিয়া কার্য্য করি, তখন যদি আমরা মনে করি আমরা উপদেষ্টা, তাহা হইলে আমরা নরকের পথ পরিষ্কার করিলাম। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এক হইয়া যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিবেন, তাঁহারা সকলের সঙ্গে একীভূত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন এবং সকলের সহিত একপ্রাণ হইয়া তাঁহার কৃপার ভিখারী হইবেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের আলোক ও কৃপা লাভ করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে একাত্মতাসাধন পবিত্রাত্মার যোগে নিষ্পন্ন হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে। মানবীয় দিকে কেশবচন্দ্রকে মধ্যবিন্দু করিয়া সকলের তাঁহার সঙ্গে একাত্মতাসাধন, ইহাতে এক পবিত্রাত্মার অন্তঃপ্রবেশ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হইবার নহে। সম্মুখে কেশবচন্দ্রকে রাখিয়া সহস্র বার ভক্তি শ্রদ্ধা কর, ইহাতে কোন ফলোদয় হইবার নহে। যাঁহার সহিত একাত্মা হইতে হইবে তাঁহাকে সম্মুখে রাখিলে চলে না, কেন না দুই পদার্থ মিশিয়া গিয়া এস্থলে এক পদার্থ হইবে। এই জন্য কেশবচন্দ্র নববিধানজননীর সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধের ব্যবধায়ক নহেন। কেশবচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা এই, যেখানে যতটি আত্মা ঈশ্বরেতে এক হইয়াছে, সেখানে তিনি তাহাদিগের সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহার সহিত যাঁহারা একাত্মা হইতে চান, তাঁহাদিগের সহোপাসকত্ব সহসাধকত্ব সম্বন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনা আর কোন গত্যন্তর নাই। কেশবচন্দ্র আর কোন সম্মানের ভিখারী নহেন, তিনি উপাসনায় সকলের সঙ্গে এক হইতে চান। কেশবচন্দ্রের উপাসনা অন্ন পান ছিল, উপাসনা সর্ব্বস্ব ছিল। সমগ্রজীবনব্যাপী উপাসনা তাঁহার মহাযোগ ছিল। এই উপাসনা তিনি বন্ধুগণের মধ্যে এরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি চির দিন তাঁহাদিগের সঙ্গে ঈশ্বরেতে এক অভিন্ন হইয়া স্থিতি করিতে পারিবেন। সহোপাসক, সহ সাধক, আচার্য্য, এ সম্বন্ধ তাঁহার নিকটেও মধুর, আমাদিগের নিকটেও মধুর।

কেশবচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত একটি অন্তর্ব্যবস্থান বিষয়ে অত্যন্ত অবহিত ছিলেন, সেটি শ্রীদরবার। যতই তাঁহার স্বর্গারোহণের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই শ্রীদরবারের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। দূরতর হিমালয়ে অবস্থান করিয়াও কোন একটি মণ্ডলীঘটিত কার্য্য করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্রীদরবারকে তিনি অনুরোধ করিয়া পাঠাইতেন। শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি এ ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীদরবারের প্রতি তাঁহার ঈদৃশ আদর কেন? একাত্মতা সাধনের নিমিত্ত ইটি ভগবন্নির্দ্দিষ্ট অন্তর্ব্যবস্থান, এই জন্য। এখানে ঐকমত্য বিনা কোন কার্য্য হইতে পারে না। আপন আপন রুচি মত সংস্কার পবিত্রাত্মার নিঃশ্বাসবায়ুতে উড়িয়া গিয়া এখানে বিরুদ্ধ ভাবাপন্নগণও এক ভাবাপন্ন হইয়া ঐকমত্যে উপস্থিত হন, এজন্য নববিধানে ইহার এত সমাদর। আমাদের পাপ অপরাধের জন্য দুএক দিন কার্য্য বিশৃঙ্খল হইতে পারে; কিন্তু ইহার বলের নিকটে কাহারও বৈমত্য দীর্ঘকাল তিষ্ঠিতে পারে না। পবিত্রাত্মার প্রভাবে ব্যাঘ্রও ক্ষণকালের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য মেষ শাবক হইয়া যায়। তিনি যে বলিয়াছেন, "নববিধা
এক জন মানুষ মরিবার পূর্ব্বে আবার অখণ্ড হইবে," তাহা এ
অন্তর্ব্যবস্থানে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

সম্পূর্ণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশবচন্দ্র কোথায় * ?

আজ কেশবচন্দ্রের জন্মদিন। জন্মদিনে আজ এই জিজ্ঞাসা উত্থিত হইতেছে, কেশবচন্দ্র কোথায়? সকলের এ কথা মনে রাখা উচিত, আমরা পূর্ব্বদেশবাসী, আসিয়াস্থ লোক, পশ্চিম-দেশবাসী নহি। আসিয়াস্থ লোকদিগের ভাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, তাঁহারা বাহিরের বিষয়ে সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা সকল বিষয়ে মূলে গিয়া উপস্থিত হইতে চান। বাহির ছাড়িয়া মূলে গিয়া উপস্থিত হওয়ার যত্নের এই ফল হইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদে অবতারবাদে এদেশ ডুবিয়াছে। কেশবচন্দ্র কোথায়? এ জিজ্ঞাসা উত্থাপন করিলে সহজে লোকের মনে এই ভাব আসিতে পারে, আমরা কেশবচন্দ্রকে অবতার করিয়া তুলিতে অগ্রসর।

এ দেশে অনেক মহাজন জন্মিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি লোকের সম্ভ্রম ও সম্মাননার এতদূর বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, তাঁহারা যে মানুষ, তাঁহাদেরও যে রক্ত মাংসের সহিত সম্বন্ধ আছে, তাহারা তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। এমন কি, যে সম্ভ্রম ও সম্মাননা ঈশ্বরের প্রাপ্য, ঈশ্বরের সিংহাসন স্পর্শ করিবার যোগ্য, তাহা তাঁহাদিগকে অর্পণ করা হইয়াছে। পতঞ্জল ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর গুরু। অনাদি কাল হইতে যিনি

* কেশবচন্দ্রের জন্মদিনে উপাধ্যায়-প্রদত্ত বক্তৃতার সার। ১৮১৩ শক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া আসিতেছেন, তিনিই ঈশ্বর। পতঞ্জলের এ মতের ফল এই হইয়াছে যে, এ দেশে যিনি যাঁহার গুরু, তিনি তাঁহার ঈশ্বর। এইরূপে গুরুবাদ এ দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। নবীন শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে কয়েক দিন গুরুবাদের প্রাবল্য মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল, আবার দেখিতেছি, পুনরায় উহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, পুনরায় গুরুবাদ লইয়া আন্দোলন উপস্থিত। চারিদিকে যেরূপ লক্ষণ দেখা যাই তেছে, তাহাতে মনে হইতেছে, আবার ভারতবর্ষ গুরুবাদের অধীন হইয়া পড়িতে চলিল। হিন্দুধর্ম্মের তো কথাই নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম পর্য্যন্ত গুরুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অগ্রসর। সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, খ্রীষ্টধর্ম্মে অন্যান্য ধর্ম্মে পর্য্যন্ত এই গুরুবাদের প্রাবল্য।

যে গুরুবাদ এ দেশ হইতে অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছিল, তাহা পুনরভ্যুদয় হইল কেন? যাঁহারা পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থাবান হইয়াছিলেন তাঁহারা আবার মৃত হিন্দুধর্ম্মে নবীন ভা মিশাইয়া হিন্দু হইতে যাইতেছেন কেন? ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, আবার খ্রীষ্টধর্ম্ম জাগিয়া উঠিতেছে কেন? ব্রাহ্মদের দল হইতে পর্য্যন্ত গিয়া লোকে খ্রীষ্টধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতেছে কেন? এমন কি রোমাণ কাথলিক পর্য্যন্ত হইতেছে। এ সমস্তের জন্য কে দায়ী? আমি বলি যদি কাহারও উপরে এ বিষয়ে দোষারোপ করা উচিত হয়, তবে কেশবচন্দ্রের উপরে। কেন? তাঁহার উপরে দোষারোপ করা উচিত কেন? তিনি নবধর্ম্ম স্থাপন করিতে গিয়া যখন যে ধর্ম্মের বিষয় বলিয়াছেন, তাহার চূড়ান্ত সীমা পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন। য়িহুদীধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, এ সকল ধর্ম্মের যিটি যখন তিনি লক্ষ্যস্থলে আনিতেন তাহার সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছেন যে, লোকে কখন তাঁহাকে খ্রীষ্টান, কখন হিন্দু, কখন মুসলমান বলিয়া স্থির করিয়াছে। তিনি গুরু-বাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু গুরুবাদের মূল সংশোধন করিতে গিয়া তিনি এমন একটি সূক্ষ্মমত উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, তাহাতে অধ্যাত্মনয়নহীন লোকেরা পুনরায় গুরুবাদ তাঁহারই কথা হইতে প্রতিপন্ন করিবে। আমি এখন যখনই প্রকাশ্যে কিছু বলি, সাক্ষাৎসম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের কথা বলিয়া থাকি। ইহাতে কি লোকের মনে এরূপ সংস্কার জন্মান স্বাভাবিক নয় যে, এদেশীয়-গণের দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া আমি কেশবচন্দ্রকে গুরুপদে স্থাপন করিতে যত্ন করিতেছি, গুরুবাদের প্রতিবাদ না করিয়া আমি গুরুবাদকে দৃঢ়মূল করিতেছি।

এদেশে গুরুর মহিমা বাড়াইবার জন্য মিথ্যা কাহিনী রচনা করা লোকে ধর্ম্মসঙ্গত মনে করিয়া থাকে। আর একদিন আমার একজন বন্ধু একজন মুসলমান সাধকের বর্ণিত কাহিনী আমায় বলিলেন, তাহাতে আমি বুঝিলাম, মিথ্যা আশ্রয় করিয়া গুরুর মহিমা বাড়ান এদেশের লোকের কেমন প্রবল প্রবৃত্তি। এই মুসলমান সাধক আমার বন্ধুকে বলিলেন, 'তাত (চাচা), আমার গুরুর মহিমার কথা কি বলিব? একদিন আমি তাঁহার পদসেবা করিতেছিলাম, দেখি তাঁহার পৃষ্ঠ হইতে দর দর ধারে রক্ত পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, গুরো, এ কি? তিনি উত্তর দিলেন, আমার অনুরাগী অমুক শিষ্যের নৌকা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কি করে, আমায় স্মরণ করিল; আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়া নৌকার তলায় পৃষ্ঠ দিয়া নৌকা রক্ষা করিলাম। নৌকার তলায় একটি পেরেক ছিল, সেই পেরেক পৃষ্ঠে লাগিয়া রক্তপাত হইয়াছে। গুরু এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে যে ব্যক্তির নৌকা বিপন্ন হইয়াছিল, সে আসিয়া গুরুজীর পদবন্দনা করিল, এবং তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কি প্রকারে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে সকল বৃত্তান্ত বলিল।' আমার বন্ধু সেই সাধককে বলিলেন, 'তাত (চাচা), আপনার গুরুতো যেখানকার সেইখানেই বসিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মা গিয়া নৌকা বিপদ হইতে রক্ষা করিল, চিন্ময় আত্মাতে পেরেক লাগিল কিরূপে? আর সেখানে আত্মায় পেরেক লাগিল, এখানে পিঠ ফুটিয়া রক্ত বাহির হইল, এ কি রকম কথা?' তাহাতে মুসলমান সাধক উত্তর দিলেন, 'তাত (চাচা), সাধারণ লোকের গুরুর উপরে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য গল্প রচনায় কোন পাপ নাই। তাহাতে সাধারণ লোকের মন বিশ্বাস করিয়া আমার গুরুর আশ্রয় লইবে, এই উপায়ে আল্লাকেও স্মরণ করিবে।'

যখন দেখিতেছি, হিন্দু মুসলমান সকলের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা একান্ত প্রবল, তখন কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে কিছু বলিতে গিয়া পাছে বা ঐ দোষে পড়িতে হয়, এজন্য আমি পূর্ব্ব হইতেই সাবধান। লোকদিগকে ঈশ্বরের সন্নিধানে যাইতে কোথায় সাহায্য করিব, তাহা না করিয়া কোন একজন মানুষের পদতলে আনিয়া উপস্থিত করিতে যত্ন করিব, এরূপ চেষ্টা যেন আমার কখন না হয়। আমি ভ্রান্ত গুরুবাদের প্রতিবাদকারী, প্রতিপোষক নহি। কেশবচন্দ্রের সহিত আমার আত্মার অতি গূঢ় সম্বন্ধ, ধর্ম্মের অনেক গূঢ় সত্য তাঁহার সহবাসে আমি লাভ করিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সকল কথা স্বীকার করিয়াও যাহা বিজ্ঞানবিরোধী, যাহা সত্যের বিরোধী, যে সকল কথা তিনি আপনি বলেন নাই, সে সকল কথা বলিয়া আমি কেশবচন্দ্রের প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি। অনেক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের গুরুকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করেন, আমি কি বলিব, কেশবচন্দ্র সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, তিনি ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী? ঈশা মূষা চৈতন্য প্রভৃতির নাম ধন্য হউক, কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও সর্ব্বব্যাপী বলিব না! খ্রীষ্টবাদীরা ঈশাকে ঈশ্বরের স্থানে অভিষিক্ত করিয়াছেন। চৈতন্যসম্প্রদায়ের লোকেরা চৈতন্যকে সর্ব্বঘটে বিদ্যমান বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা সর্ব্বঘটে বিদ্যমান আমি এ কথা বলি না। কেশবচন্দ্র সর্ব্বত্র বিদ্যমান আমি এ কথার প্রতিবাদ করি। যদি আমি ইঁহাদিগকে সর্ব্বব্যাপী না বলি, অথচ ইঁহারা মরেন নাই ইহাও বলি, তবে এ সম্বন্ধে গূঢ়তত্ত্ব কি আমার প্রকাশ করিয়া বলা উচিত।

একটি বিষয় সকলের মনে রাখা উচিত। যখন যিনি নব ধর্ম্মস্থাপনের জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন ও তদুপযোগী বিষয় সকল প্রচার করিয়াছেন, তখন তাঁহার মধ্যে একটি বিশেষ ভাব নিহিত ছিল। ঈশ্বরের অভ্যন্তরে যে ভাব বিদ্যমান, তাহা বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। ইঁহারা বিধানের পর বিধান লইয়া পৃথিবীতে আইসেন। ঈশ্বরের অনন্তকোটী ভাব। এক সঙ্গে এক সময়ে ঐ সকল ভাব নরনারীগণের নিকট প্রকাশ হইতে পারে না। সে সমুদায় তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ পাইতে অনন্তকালের প্রয়োজন। অজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্য্যন্ত ঈশ্বরের স্বরূপ ও ভাব যতদূর নরনারী জানিয়াছে, তাহা হইতে পৃথিবীতে উন্নতি হইতে উন্নতি প্রবাহিত হইতেছে। এ ক্রমিক উন্নতির কোন দিন অবসান হইবে না। কেশবচন্দ্র কি ভাব লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন সে কথা বলিবার পূর্ব্বে একবার অন্বেষণ করিয়া দেখা যাউক, তিনি কোথায় ?

কেশবচন্দ্র যদি সর্ব্বব্যাপী নন, তবে তিনি কোথায় ? কেশবচন্দ্রকে আমরা কোথায় অনুসন্ধান করিব ? যেখানে পর্ব্বতশিখরে যোগিগণ ধ্যানস্তিমিতনয়নে যোগারূঢ় হইয়া রহিয়াছেন, নানা তীর্থস্থানে যাঁহারা পরব্রহ্মের সাধনে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহারা যোগী নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কি কেশবচন্দ্র বিদ্যমান ? তাঁহাদিগের মধ্যে কি তবে আমরা তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাইব ? আমাদের পূর্ব্বতন যোগী মহর্ষিগণ ব্রহ্মসত্তায় বিলীন হইতেন। ভগবান্ তাঁহাদের ভিতরে যে ভাবে প্রকাশিত হইতেন, সেই ভাবে ইঁহারা বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে শুভ্রশ্মশ্রুধারী সেই পূর্ব্বতন ঋষিগণ বিদ্যমান। এখানে কেশবচন্দ্র কোথায় ? তিনি যে যোগী ছিলেন। যাঁহারা যোগধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যোগে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কি আমাদের যোগীকে দেখিতে পাইব না ? কেশব চন্দ্র এখানে নাই। যদি এই যোগীদিগের মধ্যে কেশবচন্দ্রকে দেখিতে না পাইলাম, তবে চলিলাম খ্রীষ্টজগতে। খ্রীষ্টজগতে গিয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করি। খ্রীষ্টের শিষ্যগণ লোকের দুঃখ ক্লেশ মোচন করিবার জন্য প্রান্তরে মরুভূমিতে জীবনক্ষয় করিতেছেন, অকাতরে দেহের শোণিতপাত করিয়া নানা উপায়ে পতিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনদিগের উদ্ধার সাধন করিতেছেন। বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া ঘোর অসভ্যজাতিমধ্যে অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর ভিতরে পরের উপকার সাধন করিতেছেন, নিতান্ত বর্ব্বরজাতিদিগের ভিতরে গিয়া তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, ধর্ম্মের জন্য অকাতরে প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছেন। এখানে মহর্ষি ঈশা বিদ্যমান। এখানে কেশবচন্দ্র নাই ইঁহাদিগের মধ্যে মহর্ষি ঈশাই বিদ্যমান। তবে এখন বৌদ্ধদিগের মধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করি। দেখিলাম ধ্যানস্তিমিতলোচনে প্রশান্তচিত্ত শ্রমণগণ ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিয়া নির্ব্বাণপথ অনুসরণ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, হে শ্রমণগণ, কেশবচন্দ্র কি এখানে আছেন? তাঁহারা বলিলেন, 'না তাঁহাকে আমরা চিনি না, তিনিতো আমাদের এ পথের প্রবর্ত্তক নন। আমরা বুদ্ধের অনুগামী; বুদ্ধ আমাদের পথের প্রবর্ত্তক। আমরা ইন্দ্রিয়সকলকে নিরোধ করিয়া, কামনাসকলকে বিসর্জ্জন দিয়া নির্ব্বাণপথ অবলম্বন করিয়াছি।' চলিলাম বৈষ্ণবসম্প্রদায়-মধ্যে। যেখানে হাস্য ক্রন্দন বিদ্যমান, যেখানে নৃত্য গীত প্রমত্ততা ও হরিনাম, সেখানে গিয়া কেশবের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা কেশবচন্দ্রকে জানি না। আমরা ভক্তিপথের পথিক। আমরা নিত্যানন্দের দাস, আমরা জানি চৈতন্যকে।' তৎপরে গেলাম পঞ্জাবদেশে শিখদিগের নিকট। যাঁহারা শিখধর্ম্মাবলম্বী তাঁহারা শিষ্যব্রত পালন করেন, সাধু-দর্শনে প্রীত হন, ভক্ত দেখিলে তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। তাঁহারা সকলেই উদার ও বিনীত। একজন গৈরিক বসনপরিধায়ী উপস্থিত হইলেই, মহাত্মা আগমন করিয়াছেন বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন, কত উদারভাব প্রদর্শন করেন। সেই নানকসম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ভাই শিখগণ, এখানে কি কেশবচন্দ্র আছেন? তাঁহারাও বলিলেন, 'আমরা তাঁহাকে চিনি না, আমরা নানককে চিনি ও জানি।'

যে সমুদায় সম্প্রদায় পৃথিবীতে বিদ্যমান, তাহারা পরস্পরকে পরস্পরের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে বহিষ্কৃত করিয়া দিল কেন? তাঁহাদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কোথা হইতে আসিল? আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক একটি বিশেষ ভাব লইয়া ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ পৃথিবীতে আগমন করেন। সেই বিশেষ ভাবে তিনি জনসমাজে বিরাজমান। যে জাতি বা যে সকল লোক সেই সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা সেই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন; অন্য ভাব তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এক এক সম্প্রদায় এক এক বিশেষ ভাব মধ্যে যখন বদ্ধ আছে, তখন কেশবচন্দ্র এই সকল সম্প্রদায়-মধ্যে কি প্রকারে থাকিবেন। তিনি কোন সম্প্রদায় বিশেষের ভাবের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারেন না। সে সকল সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়া 'কেশবচন্দ্র কি তোমাদিগের মধ্যে?' এ প্রশ্ন উত্থাপন করা বৃথা।

যদি মহর্ষি ঈশাকে অন্বেষণ করিতে হয়, যাও খ্রীষ্টানদিগের ভিতরে গিয়া তাঁহাকে দেখ। শ্রীচৈতন্যকে দেখিতে হইলে বর্ত্তমান বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। বুদ্ধদেবকে দেখিতে হইলে নির্ব্বাণপথাবলম্বী সংযতেন্দ্রিয় শ্রমণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগের মধ্যে তাঁহাকে বিদ্যমান দেখিবে। শ্রীনানককে দেখিতে হইলে শিখদিগের নিকটে গমন কর। কেশবচন্দ্রকে দেখিতে হইলে কি তবে কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নিকটে যাইতে হইবে? কেশবচন্দ্রের এমন কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় নাই যাহার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। হইতে পারে কাহারও কাহারও মধ্যে তাঁহার কোন কোন ভাব আছে, কিন্তু তাহাতে তিনি আছেন কি প্রকারে বলিব? এখন জিজ্ঞাস্য, কেশবচন্দ্রকে কি তবে তাঁহার মণ্ডলীর ভিতর পাওয়া যায়? আমি প্রকাশ্যরূপে ইহা অস্বীকার করিতেছি। কেন অস্বীকার করিতেছি তাহার কারণ পরে বলিব। -তুমি কি মনে কর, তাঁহার কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় আছে? তবে কি তিনি আপনার একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়া পৃথিবীর সম্প্রদায়সংখ্যা বাড়াইতে আসিয়াছিলেন? আমাদের মধ্যে তিনি আছেন, এরূপ মত পোষণ করিয়া আমি এখানে আসি নাই। তিনি জন কয়েক লোকের মধ্যে আবদ্ধ আছেন, এ কথা বলিতে আমি কুণ্ঠিত। যেমন বলিলাম, ঈশাকে যদি দেখিতে চাও খ্রীষ্টানগণ মধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ কর; বুদ্ধকে পাইবার জন্য যদি বাসনা থাকে, শ্রমণগণ মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে; চৈতন্যের সম্প্রদায় মধ্যে গিয়া দেখ, সেখানে ভক্তচূড়ামণি চৈতন্য বিদ্যমান; সেইরূপ কি বলিতেছি, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এমন কতকগুলি লোক জন্মিয়াছেন, যাঁহাদিগের ভিতরে খুঁজিলে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ দেখিতে পাওয়া যায়? যদি সেখানে তাঁহাকে না পাওয়া যায়, তবে কেশবচন্দ্র কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর কি এই বুঝিতে হইবে যে, তিনি গিরিকন্দরে, বৃক্ষ লতায়, চন্দ্র সূর্য্যে, গ্রহ নক্ষত্রে, সমস্ত নর নারীতে বিদ্যমান? না, একথা মুখে আনিও না। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী? কখনই নহে। তবে তিনি কোথায়? তিনি কোথায়, একবার তাহা নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

কেশবচন্দ্রের জীবনের মূল মন্ত্র কি? বিয়োগ ও সংযোগ। প্রথমে বিয়োগ তারপর সংযোগ। তাঁহার প্রথম জীবনে বিয়োগ প্রধান ছিল। তিনি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্ট সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন, স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার বিয়োগপ্রধান জীবনে কেবল বিবেক ও বৈরাগ্য প্রকাশ পাইল। বৈরাগ্য সকল প্রকার আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল। তিনি কোন গ্রন্থে কোন সম্প্রদায়ে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। বিবেক তাঁহার নিজের অবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিল, সুতরাং তাঁহার আপনাতে সন্তুষ্ট থাকাও ঘটিল না। বৈরাগ্য ও কঠোর নীতি লইয়া যিনি জীবন আরম্ভ করিলেন, তাঁহার জীবনে বিয়োগ ভিন্ন সংযোগের ব্যাপার কি প্রকারে দেখিতে পাওয়া যাইবে? যদি তিনি সংযোগের পথ প্রথমেই অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি কোন এক সম্প্রদায়ে মিশিয়া যাইতেন। তিনি বলিলেন, 'বাইবেল আমি তোমার ভালবাসি বটে, কিন্তু তোমাতে আমি কখন আবদ্ধ হইয়া থাকিব না।' তিনি বেদান্তকে বলিলেন, 'বেদান্ত, আমি তোমাকে প্রাণের সহিত সম্মান করি, কিন্তু আমি তোমাতে সন্তুষ্ট থাকিব না।' তিনি বলিলেন, 'লোকে কোন একটি সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইয়া সেই সম্প্রদায়ের গুণকীর্ত্তন করে, আমি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইব না, ক্রমান্বয়ে সেই সম্প্রদায়ের গুণ-কীর্ত্তন করা আমার দ্বারা হইবে না।' তিনি দেখিলেন, যৌব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নের প্রারম্ভে ইন্দ্রিয়প্রাবল্যবশতঃ শত শত যুবা সংসারে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তিনি ইন্দ্রিয়সংযমে ব্রতী হইলেন, বিবেক ও বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সংসারের মায়া কাটাইলেন। এ সময়ে বিবেক ও বৈরাগ্য তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল। "বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে" ইহাই তাঁহার তৎকালে উপদেশের বিষয় ছিল। বন্ধুবর্গের মধ্যে যাহাতে নীতির সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, তাহারই জন্য তিনি যত্ন করিলেন।

তাঁহার জীবনে বিয়োগের ব্যাপার প্রথমে দৃষ্ট হইল, কিন্তু তাঁহার জীবনে কেবল বিয়োগ ছিল তাহা নহে, তন্মধ্যে সংযোগের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি এক অবস্থায় কোন কালে স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবন নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ছিল। তিনি কোথাও আবদ্ধ থাকিবেন না, আসক্তিনিবন্ধন কিছুতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই সর্ব্বস্ব করিবেন না, এজন্য জীবনের প্রথম ভাগে তাঁহার জীবনে বিবেক ও বৈরাগ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল, এই দুই তাঁহাকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার জীবনে সংযোগের ব্যাপার আসিয়া উপস্থিত হইল। যখন তাঁহার জীবনে সংযোগের ক্রিয়া দেখা দিল, তখনই আদি সমাজের সহিত সংঘর্ষণ ঘটিল। তিনি স্থির না থাকিয়া ক্রমান্বয়ে চলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সামাজিক সংস্কারের ক্রিয়ায় অগ্রসর হইলেন, মহর্ষি ঈশার সহিত তাঁহার জীবনে সাক্ষাৎকার হইল। তিনি "Jesus Christ, Europe and Asia" বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি খ্রীষ্টদলে মিশিবেন অনেকের মনে আশঙ্কা হইল। খ্রীষ্টান পাদ্রিগণ স্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িলেন। কেহই কেশবচন্দ্রকে চিনিতে পারেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। যখন পাদ্রিগণ দেখিলেন, তিনি মহাজনমাত্রের পক্ষপাতী, তখন তাঁহারা বিরক্ত হইলেন, তাঁহার প্রতি আশা ছাড়িয়া দিলেন।

কেশবচন্দ্রের জীবনে ভক্তির সঞ্চার হইল। যখন ভক্তি আসিল, তখন বিয়োগের কঠোর ভাব চলিয়া গেল, কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। খ্রীষ্টসমাজে এখন যে কীর্ত্তনের রোল উঠিয়াছে তাহার মূল কে? কেশবচন্দ্র। যাঁহারা সংকীর্ত্তনের ভয়ানক বিরোধী ছিলেন তাঁহাদিগের ভিতর সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল দেখিয়া অনেকে বলিতে লাগিলেন, ইহা কেবল বিকৃত মস্তিকের কার্য্য বই আর কিছুই নয়। যখন সংকীর্ত্তন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তাঁহার নিজ দলস্থ লোকদিগের নিকট হইতে পর্য্যন্ত প্রতিবাদ হইয়াছিল। যখন তাঁহার মনে সংকীর্ত্তনের ভাব আসিল, তখন তিনি গোপনে একখানি খোল ক্রয় করাইলেন, একজন বৈষ্ণবকে আনাইয়া সংকীর্ত্তন শুনিলেন। সে সময়ে কলুটোলাস্থ ত্রিতল গৃহে উপাসনা হইত। যখন উপাসনার সময়ে খোল বাজাইবার প্রস্তাব বন্ধুবর্গের নিকটে তিনি উপস্থিত করিলেন, তখন প্রায় সকলেই উহার প্রতিবাদ করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, যদি একান্তই কীর্ত্তন করিতে হয় উপাসনার পরে যেন করা হয়, যাঁহাদিগের থাকিতে হয় থাকিবেন যাঁহাদের ইচ্ছা না হয় চলিয়া যাইবেন। যদিও আমি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করি নাই এবং সংকীর্ত্তন সময়ে উপস্থিত থাকিতাম, তবু আমার বলিতে লজ্জা হইতেছে যে, আমি বৈষ্ণবসমাজের লোক হইয়াও কীর্ত্তনের সময়ে যখন খোল করতাল বাজিত ও নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন হইত, তখন উহা দেখিয়া শুনিয়া আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাসি পাইত। আমাদের পরিবার গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবার। এমন কি আমাদের পরিবারের লোকে মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ কীর্ত্তনপ্রিয়, সেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও আমি এতদূর পূর্ব্বসংস্কার-পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলাম যে, কীর্ত্তনে হাসি পাইত। এখন আর সে হাসি নাই! এখন হাসির পরিবর্ত্তে দেশ সংকীর্ত্তনময় হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টসম্প্রদায় পর্য্যন্ত কীর্ত্তনে মাতিয়াছেন। তিনি যে কোন কার্য্য আরম্ভ করিতেন, প্রথমে লোকে তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে নিন্দা করিত, পরে যাহারা নিন্দা করিত, তাহারাই আবার সেই সকল কার্য্য নিজেরা করিত।

কেশবচন্দ্রের প্রথম যোগ ঈশার সঙ্গে, দ্বিতীয় যোগ চৈতন্যের সঙ্গে। বিবেক ও বৈরাগ্য প্রথম যোগে সহায়তা করিল; দ্বিতীয় যোগে নূতন ভাব তাঁহাতে সংযুক্ত হইল। তিনি বৈষ্ণবগণের ন্যায় শূন্যপদে পথে পথে কীর্ত্তন করিতে লজ্জিত হইলেন না। কেশবচন্দ্র একভাবে বদ্ধ থাকিবার লোক নহেন, তিনি এত ভক্তিপ্রমত্ততার সময়ে ইংলণ্ডে যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। সেখানে গিয়া উৎসাহ সহকারে প্রভুর কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার পর কি হইল? কর্ম্মযোগের প্রাবল্য। ইণ্ডিয়ান মিরর প্রথম পাক্ষিক, তৎপর সাপ্তাহিক হয়, এখন একেবারে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হইল। ভারতাশ্রম, ছাত্রনিবাস, ভারতসংস্কার সভা, এবং তৎসংক্রান্ত বিবিধ সংস্কারের কার্য্য প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কার্য্যের স্রোত এত দূর বাড়িয়া উঠিল যে দিবারজনী কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। এখন এ কার্য্যের স্রোত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবরোধ করে কাহার সাধ্য ? কেশবচন্দ্রের মন, এ সময় বিপরীত দিকে ধাবিত হইল। তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া যোগারম্ভ করিলেন। প্রথমে চক্ষু মুদিলেন না, চক্ষু খুলিয়াই যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। এরূপ যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে তিনি ব্রহ্ম দর্শন করিতে লাগিলেন এবং প্রাচীনকালের ঋষি মহর্ষি-দিগের সহিত তাঁহার যোগ হইল।

এই সময় দুইজন বন্ধুকে তিনি যোগ ও ভক্তির জন্য মনোনীত করিলেন, তৃতীয় ব্যক্তিকে জ্ঞানপথের পথিক করিলেন। ভক্তি ও যোগ সম্বন্ধে তিনি এ সময়ে যে সকল উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মগীতোপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ সময়ে নির্জ্জন বাস ধ্যান চিন্তা নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ইংলণ্ড হইতে আসিবার পর যেমন কর্ম্মযোগের বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, তেমনি এখন ধ্যানযোগের বাড়াবাড়ি উপস্থিত। কলুটোলার ত্রিতল গৃহে কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। কেহ পাঁচ ঘণ্টা সাত ঘণ্টা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়াই আছেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাদের সহিত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতেন না। নিশীথসময় তাঁহার যোগের অনুকূল সময় ছিল। কেশবচন্দ্রের বাহিরে কোন বাড়াবাড়ি ছিল না ; কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণের অল্পেতেই সেকালে বাড়াবাড়ি হইত। এ বাড়াবাড়ির দলস্থ আমিও একজন।

কেশবচন্দ্রে ক্রমান্বয়ে সংযোগের ব্যাপার চলিতে লাগিল। তাঁহার বন্ধুগণের জীবনে সে সংযোগের ব্যাপার চিরকাল চলিবে কি প্রকারে ? ভিতর হইতে সংযোগক্রিয়া উপস্থিত না হইলে বাহির হইতে যাহা আইসে তাহা কয়দিন জীবনে স্থান পায় ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং ক্রমিক সংযোগব্যাপার বন্ধুগণের সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদের কারণ হইল। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যিনি সেই ভাবে দৌড়াইতে পারিলেন না, চলিতে চলিতে পথে দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার যোগ কাটিয়া গেল। যিনি যেরূপ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সম্বদ্ধ হউন না কেন, যখনই যিনি বলিয়াছেন, আর আমি তোমার সহিত দৌড়াইতে পারিব না, তখনই তাঁহার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আমি কাহারও নিন্দা প্রচার করিবার উদ্দেশে এ কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি না, কেবল এইটি দেখাইবার জন্য বলিতেছি যে, যিনি হউন না কেন, পথে দাঁড়াইয়া পড়িলে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার যোগ কাটিয়া যাইত।

কেশবচন্দ্রে যে সংযোগের ব্যাপার চলিতে আরম্ভ করিল, এ সংযোগের ব্যাপার কোথা হইতে উদ্ভূত? অনন্ত হইতে। অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম। কেশবচন্দ্র জীবনে কোন দিন স্থগিতগতি হন নাই, ক্রমান্বয়ে দৌড়িয়াছেন। তিনি কেবল এ পৃথিবীতে দৌড়াইয়াছেন তাহা নহে, তিনি অনন্তকাল দৌড়াইবেন, এই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ। তাঁহার সঙ্গে যোগ কাহাদের? যাঁহারা জীবনে ক্রমান্বয়ে দৌড়াইতেছেন। এ জীবনে তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিল কেন? তিনি পৃথিবী হইতে যাইবার বেলা এ কথা বলিয়া গেলেন কেন, আমার একটিও লোক রহিল না, কয়েকখানি গ্রন্থমাত্র রহিল? কেহ তাঁহার সঙ্গে দৌড়াইল না এই জন্য। আমি যে ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, যাঁহারা তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিগণিত, যে মণ্ডলী তাঁহার নামে পরিচিত, তাহার মধ্যে কেশবচন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটা আর একটা বিচিত্র কি? ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের সহিতও এই কারণে বিচ্ছেদ তাঁহার ঘটিয়াছিল। আমি আমাদের ভক্তিভাজন ধর্ম্মপিতার নিন্দা ঘোষিত করিবার জন্য এখানে এ কথার উল্লেখ করিতেছি না, কোথায় কেশবচন্দ্রকে পাওয়া যাইবে, তাহা দেখাইবার জন্যই আমি এ কথার উল্লেখ করিতেছি। অনেকে বোধ হয় অবগত নহেন যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদের কারণ কি। ইহার কারণ মহর্ষি ঈশা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। যখন মহর্ষি ঈশার সহিত তাঁহার সংযোগ হইল, তখনই কলিকাতা সমাজের সহিত তাঁহার বিয়োগ হইল। কেশবচন্দ্র যখন কলিকাতা সমাজে ছিলেন, তখন ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথকে তিনি এরূপভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, কেশবচন্দ্র যাহা বলিতেন তাহাই হইত, দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে কিছু আপত্তি করিতেন না। এই সময়ে কেশবচন্দ্র অসবর্ণ বিবাহাদির সূত্রপাত করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাচীন বন্ধুগণ দেখিলেন যে, যুবক কেশবচন্দ্র যাহা বলিতেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহারই অনুমোদন করিতেছেন! বন্ধুগণ ভীত হইয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "আপনি কি করিতেছেন? এক জন যুবকের কথায় চলিয়া প্রাচীন রীতি নীতি সমস্ত বিনষ্ট করিতেছেন। এরূপ করিলে কি জাতীয় ভাব রক্ষা পাইবে? ক্রমান্বয়ে বিজাতীয় ভাব আসিয়া যে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।" দেবেন্দ্রনাথ বন্ধুদিগের এই কথায় ভুলিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের সংযোগের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন; প্রাচীন বন্ধুদিগের কথায় কর্ণপাত করিয়া আর পারিলেন না। তিনি বলিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কেশব, আমি দাঁড়াইলাম, আর তোমার সঙ্গে যাইতে পারিলাম না।" এ কথার ফল কি হইল? তৎসহ বিচ্ছেদ।

যাঁহারা অগ্রসর হইবেন না, তাঁহাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ তোমরাও তেমনি পূর্ণ হও।" তিনি ঈশার এই বাক্য গ্রহণ করিলেন। এই বাক্য গ্রহণ করিবার ফল এই হইল যে, অনন্ত কেশবচন্দ্রের কেশাকর্ষণ করিলেন, অনন্তের ঘূর্ণাচক্রে তিনি পড়িলেন। তিনি থামিবেন কি প্রকারে? তিনি অনন্তের পথে ছুটিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ক্রমান্বয়ে দৌড়াইব।" এ কথার অর্থ কি জান? এ পৃথিবীতে যাঁহারা ক্রমান্বয়ে দৌড়াইবেন, এক দিনের জন্যও আপনাদের গতি স্থগিত করিবেন না, পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও উন্নত হইতে থাকিবেন, সর্ব্ববিধ উন্নতি আত্মস্থ করিবেন, কেশবচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে বাস করিবেন, কেশবচন্দ্রকে তাঁহাদিগের মধ্যে সকলে দেখিতে পাইবেন। তিনি স্বর্গে আরোহণ করিলেন, পৃথিবীতে যে ক্রমিক উন্নতি হইবে তাহার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ আছে বৈ কি। অনন্তস্বরূপের মহিমা ও গৌরব দেখাইবার জন্য যিনি আসিলেন, অনন্তের অনন্তলীলার সঙ্গে যিনি আপনার জীবনকে মিলিত করিলেন, ইহলোক পরলোকে অনন্তের যখন যে লীলা জীবনসন্নিধানে প্রকাশ পাইবে, তৎসহ তাঁহার একতা অপরিহার্য্য। অনন্তের দিকে ক্রমান্বয়ে দৌড়ান যখন তাঁহার জীবন, তখন এ পৃথিবীর ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে যে তাঁহার অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকিবে, এবং ক্রমিক উন্নতিতে আপনাদিগকে যাঁহারা ছাড়িয়া দিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে তিনি অভিন্নভাবে স্থিতি করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম, আমাদের কেশবচন্দ্রের সহিত বিচ্ছেদ তাঁহার স্বর্গারোহণে হয় নাই; তাঁহার সহিত আমাদের সেই দিন বিচ্ছেদ হইয়াছে, যে দিন আর পারিব না বলিয়া আমরা থামিলাম। যাহা হইবার হইয়াছে, এখন কি আর তাহার সংশোধনের উপায় নাই? আছে বৈকি। আছে বলিয়াই, তিনি কোথায়, অন্বেষণে প্রবৃত্ত। এই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতেছি, কেশবচন্দ্রের ভিতরে ঈশা চৈতন্য বুদ্ধ রহিয়াছেন, কিন্তু ঈশা প্রভৃতিতে তিনি আপনাকে বদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, যদি কেবল ঈশাকে গ্রহণ করি, তবে আমার জীবনে কেবল কর্ম্মযোগ প্রবল হইবে। যদি নির্ব্বাণের নিবৃত্তিযোগ অবলম্বন করি তবে প্রবৃত্তিযোগ আমাতে কিরূপে আসিবে? যদি কেবল ভক্তিযোগে ডুবিয়া যাই তবে কর্ম্ম ও নিবৃত্তিযোগ আমাতে কিরূপে সম্ভবিবে? এই জন্য তিনি ক্রমে তিনকেই গ্রহণ করিলেন। এই তিনকে গ্রহণ করিয়া কি তিনি স্থগিত হইলেন? কখনই নয়। ঈশা বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি তাঁহাকে তাঁহাদিগেতে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই, তিনি তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করিয়া তাঁহাদিগের ঐহলৌকিক জীবনের সীমাতে আপনার উন্নতির সীমা স্থাপন করেন নাই। অনন্ত ঈশ্বর তাঁহার আদর্শ, সুতরাং কোথাও বদ্ধ থাকিবার তাঁহার সামর্থ্য কি? তবে কি আমি ভিতরে ভিতরে কেশবচন্দ্রকে মহর্ষি ঈশা প্রভৃতি হইতে বড় করিয়া জনসমাজে উপস্থিত করিবার জন্য দুশ্চেষ্টা করিতেছি! যদি আমার এ দুশ্চেষ্টা থাকে, তাহা কখন সিদ্ধ হইবে না, কেননা তিনি আপনি উঁহাদের চরণতলে আপনার স্থান নির্দ্দিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। ঈশ্বর আপনার যে স্বরূপে যে সন্তানকে গঠন করিলেন, তিনি সে স্বরূপের প্রতিনিধি চিরদিন থাকিবেন, সে স্বরূপসম্ভূত গৌরব কেহ তাঁহা হইতে কোন কালে হরণ করিতে পারিবে না। 'অনন্তমন্ত্রে দীক্ষিত' করিয়া তিনি যাঁহাকে পাঠাইলেন, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন মহর্ষিগণ হইতে বড়, এ কথা আসিতেছে না, কেন না সকল স্বরূপের মধ্যেই অনন্ত আছেন। অনন্তে সমুদায় স্বরূপকে অন্তর্ভাবিত করিবার জন্য যিনি অনন্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং সেই দীক্ষার প্রভাবে আপনার গতি স্থগিত করিতে পারিলেন না, অনন্ত উন্নতির সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া ফেলিলেন, ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যতের অন্তর্ভাবন বিনা তাঁহার আর কি কার্য্য হইতে পারে? যে স্বরূপ কেশবের জীবনীশক্তি, সে স্বরূপ যদি কোথাও তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে না দেয়, ক্রমান্বয়ে বিয়োগ সংযোগের * ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধভূমিতে টানিয়া তুলিতে থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্ব মহাজন মহর্ষিবর্গের সহিত প্রতিযোগিতা হইল কোথায়? বরং তাঁহারা যে যে স্বরূপের বিকাশস্থল ছিলেন, সেই সেই স্বরূপের আনন্ত্যের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে তিনি আপনার

---

* কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবন বিয়োগপ্রধান, শেষ জীবন সংযোগপ্রধান হইলেও প্রথম জীবনের বিয়োগ মধ্যে সংযোগ ছিল, শেষ জীবনের সংযোগ মধ্যেও বিয়োগ ছিল বলিতে হইবে। তবে এ বিয়োগ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উত্থানের পর সে অবস্থা আর নাই, ইহারই দ্যোতক। বিয়োগ দুই প্রকার; (১) অসারপরিহার, (২) সারাংশের পরিবৃদ্ধিতে পূর্ব্বের পরিমাণ ছাড়াইয়া অধিক পরিমাণে উত্থান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সেই স্থানেই আপনাকে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিলেন।

কেশবচন্দ্রকে অনন্ত টানিলেন তাহার প্রমাণ কি? তাঁহার জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তিনি কি কোন দিন আপনাকে কোন বস্তুর বা ব্যক্তির মায়াতে আবদ্ধ রাখিয়াছেন? তিনি ঋষিগণের প্রতি সমাদরবশতঃ গৈরিক ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কি কোন দিন বদ্ধ হইয়াছেন? তিনি জীবনপথে অনেক ধর্ম্মবন্ধু লাভ করিলেন, কিন্তু তিনি কি কোন ধর্ম্মবন্ধুর মায়াতে আপনার ধর্ম্মকে কিছুমাত্র খর্ব্ব করিয়াছেন? যদি করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের সহিত কখন বিচ্ছেদ ঘটিত না। তিনি কোন দিন কাহাকেও কি গুরুপদে বরণ করিয়াছেন? কাহাকেও গুরুপদে বরণ করিতে তাঁহার ভয় হইত। কোন শাস্ত্রকে তিনি অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, অথচ জীবনগ্রন্থকে অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত লীলাভূমি জানিয়া তৎপ্রতি সমাদর করিতে কি তিনি অবহেলা করিয়াছেন? কোন ধর্ম্মবিশেষে কেশবচন্দ্র কি আবদ্ধ হইয়াছেন? কখনই নহে। আবদ্ধ হইলেন না এইজন্য যে, অনন্ত উন্নতির ধর্ম্ম কখন স্থগিতগতি হইতে পারে না।

কেশবচন্দ্রকে কোথায় পাওয়া যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া আমি পুনরায় বলিতেছি, কেশবচন্দ্র সর্ব্বব্যাপী নহেন; তিনি ঈশ্বরের গৌরবাপহারী গুরু হইয়া আসেন নাই। পরন্তু তিনি গুরুবাদের প্রতিবাদ করিবার জন্য, গুরুবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। এখন সে কথা যাউক, বর্ত্তমানে কেশবচন্দ্রকে কোথায় অন্বেষণ করিয়া পাইব? অবশ্য সেইখানে যেখানে সংযোগের ব্যাপার চলিতেছে, যেখানে উৎসাহ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্যমের স্রোত প্রবাহিত। তিনি বলিতেন, ৮০ বৎসরে যে যুবার ন্যায় পরিশ্রম করিতে না পারিবে, রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত জাগিয়া কাজ করিতে না পারিবে, সে আমার দলের লোক নয়। যে ব্যক্তি লোহার কড়াই খাইয়া হজম করিতে না পারিবে, সে আমার লোক নয়। সাধনে, ভজনে, যোগে, ঈশ্বরের কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইলে সে আমার পথে চলিতে পারিবে না। তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া, কে আর এ সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হইবে না, অনন্ত সংযোগের ভিতর তিনি অবস্থান করেন? এই সংযোগের ব্যাপার কেশবচন্দ্র আসিবার পর হইতে চলিয়াছে, না পূর্ব্ব হইতে ছিল? পূর্ব্ব হইতে ছিল না এ কথা কে বলিবে? হিন্দুধর্ম্ম হইতে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম কি কেবল বিয়োগের পথে ধাবিত হইল? উহা কি হিন্দুধর্ম্মের সার-ভূত বিষয় গুলি আপনার ভিতরে অন্তর্ভূত করিয়া লইল না? খ্রীষ্টধর্ম্ম যখন য়িহুদীধর্ম্মের সার আপনাতে সংযুক্ত করিয়া বিদেশে গমন করিল, তখন কি বিদেশীয়গণের ধর্ম্মের সার আপনার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া লইল না? গ্রীকগণের দর্শনশাস্ত্র, রোমীয়-গণের বহুদেববাদ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইল! পিটর, পল এবং অন্যান্য খ্রীষ্ট ঋষিগণ রোমের দেবদেবীগণের স্থান অধিকার করিলেন। সংযোগের ভাব চিরদিন বিদ্যমান আছে, সংযোগ চিরদিন চলিতেছে। যাহা ঈশ্বরেতে আছে, তাহার ক্রিয়া সর্ব্বকালেই প্রকাশ পাইবে। তবে সে কালের সংযোগ-ব্যাপার গূঢ় প্রচ্ছন্ন, অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন, এ কালে তাহার ক্রিয়া স্পষ্ট স্বীকৃত, এবং অনন্তের অনন্তলীলার ব্যাপারের সঙ্গে সম্বলিত। যে সংযোগ পূর্ব্বে নিগূঢ় ছিল, কেশবচন্দ্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সংযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল। কেশবে এ সংযোগ অনন্ত সংযোগের ব্যাপার, তাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংযোগব্যাপার হইতে ইহার বিশেষত্ব। অনন্ত সংযোগের ভাবে যদি আমরা ভাবুক হই, তবে আমরা কেশবচন্দ্রের সহিত একতা অনুভব করিতে পারি।

ভাবেতে একতাই একতা। যখন মহর্ষি ঈশার ভাব আমাতে দেখি, তখন মহর্ষি ঈশাকে আমার মধ্যে দেখি এবং ভগবান্ সেই ভাব আমাদিগের নিকট উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করেন। যখন প্রেমে মত্ত হইয়া ভক্তিভাবে হাসি কাঁদি, তখন চৈতন্য আমাদিগের ভিতর প্রকাশিত হন। যখন নির্ব্বাণপথে চলি, তখন বুদ্ধের সঙ্গে যোগ হয়। ক্রমান্বয়ে সাধন, ভজন, যোগ, উৎসাহ, কার্য্য, সর্ব্বদা নব নব জীবনের জন্য ব্যাকুলতা, এই সকল যাঁহাদিগের ভিতরে আছে, তাঁহাদিগের ভিতরে কেশবচন্দ্র। আমাদিগের ভিতরেও যদি ঐ সকল ঐ ভাবে ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকে, নিশ্চয় আমাদিগের ভিতরে কেশবচন্দ্রকে দেখিতে পাইব। চারিদিকে গুরুবাদের যেরূপ প্রাবল্য হইয়াছে তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, কেশবচন্দ্রকে গুরুপদে বরণ করিয়া আমি তাঁহার প্রশংসার জন্য এই সকল কথা বলিতেছি। গুরুর মিথ্যা প্রশংসা আমি অতিমাত্র ঘৃণা করি। যাহা সত্য তাহাই আমি বলিতেছি। আমি গুরুবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলা আরম্ভ করিয়াছি, গুরুবাদের প্রতিবাদেই আমি বলা শেষ করিতেছি। বলা শেষ করিবার পূর্ব্বে আমার একটি বিষয় সকলের নিকটে উপস্থিত করা প্রয়োজন হইয়াছে। আমি বলিয়াছি, কেশবচন্দ্রকে তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে পাওয়া যায় না, তাঁহার মণ্ডলী বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ তন্মধ্যেও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন। তবে কি ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতে হইবে, কেশবচন্দ্র বন্ধুগণের নিকট হইতে, মণ্ডলীর নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি যখন শেষ সময়ে বন্ধুগণের নিকটে দুঃখের সহিত বিদায় গ্রহণ করেন, তাঁহার ভাবে কেহ ভাবুক হইলেন না দেখিয়া ভগবানের হাতে সমুদায় ছাড়িয়া দেন, তখন কি তিনি মনে করিয়াছিলেন, আর বন্ধুগণের সঙ্গে মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁহার পুনর্ম্মিলন হইবে না? কখনই নহে। তিনি বিদায় গ্রহণের পর যে সকল প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার ভিতরে পুনর্মিলনের আশা ভূয়োভূয়ঃ উল্লিখিত রহিয়াছে। সে পুনর্মিলন পরলোকে নহে, ইহলোকেই। কেশবচন্দ্র বিদায় লইলেন কেন? তাঁহার ভাবে ভাবুক হইবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গকে যে চারিটী ব্রত দিলেন, সেই ব্রত তাঁহারা অগ্রাহ্য করিলেন, এই জন্য। সে চারি ব্রত সকলেই অবগত আছেন। (১) বৈরাগ্য ব্রত, (২) প্রেম ব্রত, (৩) পুণ্যব্রত, (৪) উদারতা ব্রত.*। এই ব্রতচতুষ্টয় কেশবচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবার উপায়, আর অন্য উপায় নাই।

---

* বৈরাগ্য—বিয়োগ; প্রেম—সংযোগ; পুণ্য—বিবেক; উদারতা—অনন্তে অন্তর্ভাবন। সুতরাং এই চারিটি ব্রতের মধ্যে যে কেশবচন্দ্রের ভাবে ভাবুক হইবার উপায় কৌশলে নিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা সকলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহাদিগের জীবনে বিবেক নেতা, বিয়োগ ও সংযোগ ক্রিয়া এবং সংযোগমধ্যে অনন্তে অন্তর্ভাবনের ব্যাপার—অন্য কথায়—অনন্তের লীলা আত্মসাৎ করা বিদ্যমান, তাঁহাদিগের সঙ্গে কেশবের সমভাবত্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশবচন্দ্রের উপাস্য *।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে মাতা তাহার মুখ দর্শন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করেন। সন্তান দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, আর তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতার আনন্দের সীমা থাকে না। শিশু যখন রোদন করে, তখন মাতা আস্তে ব্যস্তে যাইয়া তাহার সেবায় ব্যাপৃত হন। সন্তানের সেবা ব্যতীত জননীর ভোজনে সুখ নাই, শয়নে সুখ নাই। পূর্ব্বে যে জননী একান্ত ভোগবিলাসপরায়ণা ছিলেন, সর্ব্বদা নিদ্রা আলস্যে দিনাতিপাত করিতেন, দেখা যায়, সন্তান জন্মিবার পর তিনি সমুদায় ভোগ-বিলাসে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে মার আনন্দ, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে আরও তাঁহার কত আনন্দ। মার কথা দূরে, যদি আমরা শিশুজীবনের সমুদায় বৃত্তান্ত অধ্যয়ন, ও লিপিবদ্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য অনেক মহাত্মা আগমন করিয়া পৃথিবীকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের বাল্যজীবনের বিষয় এরূপ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন যে তাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। এই সকল মহাত্মা যখন জন্মিয়াছিলেন, যখন নবজাত শিশু ছিলেন, সেই হইতে যদি তাঁহাদের সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণিত থাকিত, তাহা হইলে আমরা উহা পাঠ করিয়া ধন্য হইতাম, কত সুখী হইতাম; কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। মহাত্মা-

* পঞ্চষষ্টিতম মাঘোৎসবোপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগের বাল্যজীবন ঘোর অন্ধকারের ভিতর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ধর্ম্মের ইতিহাস এইজন্য অসম্পূর্ণ।

মহর্ষি ঈশা যখন লোকসমাজে আগমন করিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর। তিনি লোকসমাজে সমাগত হইয়া যখন হইতে প্রকাশ্যে কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাঁহার জীবন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বাল্যজীবনের বিষয় তাঁহার শিষ্যবর্গ কিছু বর্ণন করেন নাই, সুতরাং উহা লোকসমাজে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। মহর্ষি ঈশা পুণ্যের অবতার ছিলেন। তিনি যখন জনের নিকট জলাভিষিক্ত হইতে আসেন, তখন মহাত্মা জন বলিয়াছিলেন, তোমরা ঐ পুণ্যের অবতার মেষশিশুকে অবলোকন কর। কিন্তু তাঁহার চিরশত্রু য়িহুদিগণ—যে বাল্যজীবন, যে যৌবনের প্রথমোদ্যম অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল—সেই সময় অবলম্বন করিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। উহা এমনি ভাবে বর্ণিত, যেন কোন কালে মহর্ষি ঈশার চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল না ; য়িহুদিদিগের সে গ্রন্থ যদিও আমি নিজে পাঠ করি নাই এবং সেরূপ গ্রন্থ পাঠ করিবার প্রবৃত্তিই বা কেন হইবে ? কিন্তু আমাদের একজন বন্ধু—যিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তিনি একজন খ্রীষ্টবিরোধী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াই ঘৃণার সহিত দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। মহর্ষি ঈশাকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার শত্রুগণ কত যত্নই না করিয়াছে ! ভগবান্ যাঁহাকে গৌরবান্বিত করিবেন, মনুষ্যের শত দুশ্চেষ্টায়ও তাহার কিছুই অনিষ্ট সাধিত হয় না। মহর্ষি ঈশা স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ চরিত্র, কখনও তাঁহার হৃদয়ে পাপ অনুভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না হওয়া সম্ভব। লোকে তাঁহার চরিত্রের যে দিক্ দেখুক না কেন, সেই দিকেই পবিত্রতা। স্বর্গের দেব শিশুগণের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিত। তাঁহার জীবনবৃত্তে তাঁহার জন্মসম্বন্ধে অলৌকিক বৃত্তান্ত লিখিত আছে। উহার অলৌকিকাংশের সার কথা এই—তিনি পবিত্রাত্মজাত, জননীগর্ভে ভগবান্ তাঁহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি জন্ম হইতে ভগবদ্গুণসম্পন্ন। আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকে তাঁহার চরিত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। তাঁহার জীবনবৃত্তে লিখিত আছে, জলাভিষেকের পর কপোতের আকার ধারণ করিয়া পবিত্রাত্মা তাঁহার মস্তকোপরি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং সেই পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তিনি ঘোর অরণ্যের দিকে ছুটিয়া গেলেন। ঈশা ঘোর অরণ্যানীতে প্রবেশ করিয়া তথায় ৪০ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে বাস করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরেতে মগ্নচিত্ত হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের নিকট ইহা অসম্ভব; কেন না আমরা এমনই শরীরের অধীন যে, একটি দিনও ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া ভগবানেতে নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারি না। বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহারা চেষ্টাশীল নহে, জড়ভাবাপন্ন তাহারা অধিক দিন অনাহারে জীবনধারণ করিতে পারে। কচ্ছপ, কুম্ভীর, ভেক প্রভৃতি দীর্ঘকাল নিদ্রায় অতিবাহিত করে, সেই দীর্ঘকালের মধ্যে এক বারও আহার অন্বেষণ করে না, উহার কারণ এই জড়ভাবাপন্নতা। যোগশাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, কচ্ছপাদির অবস্থা দর্শন করিয়া সমাধিতে অনাহারে অবস্থিতির উপায় এদেশে উদ্ভাবিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যোগিগণ এই উপায়ে অনাহারে নিশ্চেষ্টভাবে স্থিতি করিতেন। এরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন থাকিতে পারা যায়, যোগবাশিষ্ঠ তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সমাধির অবস্থায় সমুদায় ধাতু সাম্যাবস্থা লাভ করে, উহার ক্রিয়া অবরুদ্ধ অবস্থায় স্থিতি করে, সুতরাং ধাতুসকল ক্ষয় না পাইয়া একই অবস্থায় থাকে। নিশ্চেষ্ট ও সচেষ্ট স্বভাবাপন্ন উভয়বিধ জীবকে অনাহারে রাখিয়া বিজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, নিশ্চেষ্ট জীব দীর্ঘকাল অনাহারে জীবনধারণ করে, সচেষ্ট জীব অল্পকাল অনাহারে বাঁচিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা এই প্রমাণ হয়—নিশ্চেষ্টতা ক্ষয়ের অবরোধক, সচেষ্টতায় ক্ষয় উপস্থিত হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে, রাজা পরিক্ষিৎ সপ্তাহকাল ভগবানের গুণকীর্ত্তন শ্রবণে এমনই নিমগ্নচিত্ত ছিলেন যে, কুশাগ্রে বিন্দুমাত্র জল গ্রহণ করিয়াও ক্ষুধা তৃষ্ণায় অণুমাত্র নিপীড়িত হন নাই। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক, এ সকল দৃষ্টান্ত আমাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমরা শরীর লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত। মহাত্মা শাক্যসিংহ ৬ ছয় মাস কাল অনাহারে থাকিয়া তীব্র তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং প্রযাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুজন্মদুর্ল্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতি ॥

"এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যাউক, ত্বক্, অস্থি, মাংস বিনষ্ট হউক, বহু জন্মে অপ্রাপ্য যে বোধি তাহা প্রাপ্ত না হইয়া এই আসন হইতে আমার দেহ বিচলিত হইবে না।" তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাখাল বালকেরা পিশাচ বলিয়া তাঁহার গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিত। তিনি এরূপ কঠোরধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন, আপনার শরীর নির্জ্জিত করিয়াছিলেন যে, শত শত দণ্ডদ্বারা আঘাত করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতরে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং এ দৃষ্টান্ত বা ঈদৃশ জীবন আমরা অনুসরণ করিতে পারি না। চৈতন্যের প্রথম জীবনকাহিনী এই দেখাইয়া দেয় যে, লোকের উপরে বিবিধ প্রকারে তিনি উৎপাত করিতেন, বিদ্যাভিমানে স্ফীত ছিলেন, সুতরাং এ জীবনও আমাদের সমগ্র জীবনসাধনের পক্ষে উপযোগী নহে। পূর্ব্বতন কালের জীবনগুলি অসমগ্রভাবে বর্ণিত বলিয়া দৃষ্টান্তস্থলে আনয়ন করিতে না পারিলেও এক জনের জীবন আমাদের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে, নাট্যশালার অভিনেতার ন্যায় যাঁহার জীবন আমাদের সকলের নয়নগোচরে অভিনীত হইয়াছে। সুতরাং এই ব্যক্তির জীবন আমরা গ্রহণ করিতে পারি। এক্ষণে এই ব্যক্তির জীবনের প্রধান বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

কেশবচন্দ্রের উপাস্যবিষয়ে বলিবার জন্য আমি উপস্থিত। কেশবচন্দ্রের জীবন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগে কোন প্রকার অলৌকিক ব্যাপার লিখিত হয় নাই। সত্য বটে, শৈশবকাল হইতে তাঁহাতে বিশেষ ভাব লক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উহা স্বভাবের অতীত নহে। তাঁহার জীবন ধর্ম্মজীবন। আমরা এই দেখিতে চাই, কি লইয়া কেশবচন্দ্র ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস, বৈরাগ্য এবং বিবেক লইয়া তাঁহার জীবন আরম্ভ করেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, বিশ্বাস ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ সাধকের নিকট উপস্থিত করে? প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে হয়, বিশ্বাসের নিকটে সকল স্বরূপই প্রকাশিত হয়। তবে বিবেক যখন জীবনের মূলে রহিয়াছেন, তখন কেশবচন্দ্রের নিকট তাঁহার সেই স্বরূপ প্রতিভাত হইল, যে স্বরূপের জন্য ঈশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজা, উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক। ঈশ্বরের এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন, কম্পিত হইলেন। এই রাজাধিরাজ যখন শাস্তা, নেতা, গুরু ও পরিত্রাতা হইয়া একটু কোমল ভাব ধারণ করেন, তখনই তিনি পিতা হন। যিনি পাপ দেখাইয়া দেন তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভীষণ, তিনি রাজা ও বিধাতা। রাজাধিরাজ বিচারপতি হইয়া ঈশ্বর যাঁহার নিকটে প্রকাশিত হন, তাঁহার নিকটে জীবনের সমুদায় পাপ প্রতিভাত হয়। আমরা জানি না কেশবচন্দ্রের জীবনে এমন কি পাপ ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার এত অনুতাপের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিবেকের ঈশ্বর কেশবচন্দ্রের নিকট সর্ব্বদা জাগ্রৎ ভাবে প্রকাশিত থাকিতেন, তাই পাপ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা অস্থির থাকিতে হইত। আমরা আজ ৩০ বৎসর ঈশ্বরের রাজ্যে আসিয়াছি, অথচ আমাদিগের নিকট তিনি কখন তাদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন বলিতে পারি না। এইজন্য আমাদিগের বিবেক সহ সম্বন্ধ স্বাভাবিক কি না তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। আমরা আজও বলিতে পারি না, আমাদের ঈশ্বর আমাদিগের নিকট উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হন। ঈশা প্রভৃতির জীবন যেমন আমাদের জীবনের পক্ষে কার্য্যকর নয়, তেমনি কেশবচন্দ্রের জীবনও, মনে হয়, এইজন্য আমাদের কোন কার্য্যে আসে না। আমাদের চিত্ত অসাড়, তাই বিবেকের বাণী আমরা শুনিতে পাই না। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, পাপীর নিকটে ঈশ্বর নিয়ত উদ্যতবজ্র, অন্য কোন ভাবে তিনি প্রকাশিত হন না, এ কথা যদি সত্য হয় তবে ঈশ্বর পাপীকে ক্ষমা করেন, ইহার অর্থ কি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরের ক্ষমার অর্থ পাপ পোষণ করিতে উৎসাহ দান নহে, পাপকে দগ্ধ করা বিনষ্ট করা ক্ষমার প্রকৃত অর্থ মানিতে হইবে। সুতরাং কেশবচন্দ্রের জীবন আমাদের পক্ষে ব্যর্থ নহে।

আমাদিগের প্রত্যেককে কেশবচন্দ্রের ন্যায় প্রথমে বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। মহাত্মা থিয়োডোর পার্কারের জীবনের সহিত এ জীবনের স্পষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার লিখিত গ্রন্থে ও প্রার্থনাদিতে পাপের উল্লেখ অতি বিরল। তাঁহার জীবনে পাপবোধের অভাব কেন হইল তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। তিনি সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক দিন তাঁহার পিতার ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। আমেরিকার সরোবরে অতি বৃহৎ পদ্ম উৎপন্ন হয়। তিনি পথিস্থিত একটি সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্ম তুলিবার জন্য যাইয়া দেখেন, তদুপরি একটি কচ্ছপশাবক বসিয়া রহিয়াছে। তিনি তাহাকে প্রহার করিবার জন্য যাই তাঁহার হস্তস্থিত লগুড় উত্তোলন করিলেন. অমনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিল, "পার্কার পার্কার ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করিও না।" এই নিষেধ বাণী শুনিয়া পার্কার প্রহার হইতে বিরত হইয়া তাঁহার জননীর নিকট যাইয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা কে আমাকে নিষেধ করিলেন ? তাঁহার জননী ঈশ্বর-পরায়ণা সাধ্বী রমণী ছিলেন। সন্তানকে কোলে লইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে তিনি বলিলেন, "বৎস, লোকে এই বাণীকে বিবেক বলে, কিন্তু আমি বলি ইহা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী। তুমি যদি ইঁহার কথা শুনিয়া চল, তোমার জীবন চিরবিশুদ্ধ হইবে।" থিয়োডোর পার্কার বলিয়াছেন, তাঁহার জননীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্য তাঁহার হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। বাল্যকালের সেই ঘটনা হইতে আর কখন তাঁহার জীবনে বিবেকের সহিত বিরোধ তিনি অনুভব করেন নাই, তাই তাঁহার জীবনে পাপবোধের অভাব। কেশবচন্দ্রের জীবনবেদের পাপবোধ অধ্যায়টি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বলিতে পারেন, কেশবচন্দ্রের কিরূপ তীব্র পাপবোধ ছিল। সে অধ্যায় পাঠ করিলে মনে হয়, যেন তিনি কত প্রকার পাপে ব্যাপৃত। নরকের অনলে তিনি দিন রাত জ্বলিতেন। তাঁহার মনে হইত, যেন কোন মানুষকে তিনি হত্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি আমি মনে মনে ভাবি অমুক ব্যক্তি আমার সম্মুখে না আসে, তাহা হইলেই আমি তাহার সম্বন্ধে হত্যা অপরাধে অপরাধী হইলাম। যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন, তাহার নীতি অতি উচ্চ নীতি। এই উচ্চনীতিতে বিবেকীর জন্ম হইল। তাঁহার অন্তরের ভিতরে অতি সামান্য কোন বিসদৃশ ব্যাপার উপস্থিত হইলেই অমনি ভীষণ পাপবোধ উপস্থিত হইত। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, যদি কোন নারীর প্রতি তুমি কুদৃষ্টিতে তাকাও তবে তুমি ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হইলে। কিন্তু কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, যদি কেহ কর্ত্তব্যোপলক্ষে কোন নারীর নিকট ৫ মিনিট বসা সমুচিত, সে স্থলে আর দুই মিনিট অধিক বসিয়া থাকে তবে সে ব্যভিচারী হয়। যে স্থলে ৫ মিনিট থাকা প্রয়োজন, সে স্থলে ৬ মিনিট কিংবা ৭ মিনিট থাকিলে অবশ্যই ভিতরে ভিতরে তাহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তির একটি সুন্দর বস্তু দেখিয়া মনে হয় যে ঐ বস্তুটি আমার হয়, আমি অমনি চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইলাম। ফলতঃ কোন পাপের সম্ভাবনা কিঞ্চিৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিলে তাহা কেশবচন্দ্রের নিকটে ভীষণ আকার ধারণ করিত। আমরা তাঁহার সহিত অনেককাল একত্র বাস করিয়াছি। দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার সেবাকারী দাসদিগকে স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেন। যদি এক দিন দাসের বেতন দিতে বিলম্ব হইত, অমনি আর তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। বিবেক তাঁহাকে বলিত, "তুই স্বার্থপর নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত, আর তোর ঐ দাস বেতন পাইল না, তাহার পুত্র কন্যা অনাহারে মরিতেছে, তাহার বেতন না দিয়া তুই কিরূপে নিশ্চিন্ত আছিস্।"

একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ভৃত্যগণের প্রতি তাঁহার সুকোমল ব্যবহার সকলে বুঝিতে পারিবেন। এক সময় তাঁহার একটি বালক ভৃত্য চুরি করিয়াছিল। তাঁহার বন্ধুগণ নিতান্ত চলচিত্ত, সকলেই তাহাকে পুলিষের হস্তে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তিনি সেই বালককে ডাকিলেন এবং তাহাকে লইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। বালক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। শেষ সময়ে সেই বালক তাঁহার রোগশয্যায় প্রাণপণে সেবা করিয়াছিল। আমরা মনে করিতে পারি, তিনি 'পেন্যাল কোডের' বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেন। তিনি বিবেকী ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে বিবেকের সাম্রাজ্য ছিল। তিনি বাহ্য ব্যবস্থার দিকে দৃক্-পাত না করিয়া বিবেকের অনুরোধে দাসকে ক্ষমা করিলেন। তাঁহার কার্য্য আমরা অননুমোদন করিতে পারি না। সেই বালককে প্রথমাপরাধে ক্ষমা না করিয়া দণ্ডিত করিলে সে চির-দিনের জন্য মন্দচরিত্র হইয়া যাইত। অল্পবয়স্ক অপরাধীরা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাবাসে গেলে সেখান হইতে তাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপে পরিপক্ক হইয়া আইসে। আমি পোলীসে কার্য্য করিয়া ইহার দৃষ্টান্ত বিলক্ষণ অবগত আছি। আমার কার্য্যকালে, একটি অল্পবয়স্ক চোর ধরা পড়ে। সে আপনা হইতেই ৪।৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরির অপরাধ স্বীকার করিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, তুমি সে গুলি কেন প্রকাশ করিলে? সে বলিল, মহাশয়, কবুল করিয়া এক্ষণে শীঘ্র শীঘ্র কারাগারে যাইতে পারিলে তথায় আমাদের অনেক ওস্তাদ আছেন. তাঁহাদের নিকট এবার এমন শিক্ষা করিয়া আসিব যে, আর ধরা পড়িব না। কেশবচন্দ্র নিজের স্বাভাবিক প্রতিভায় অন্তরাত্মার প্রেরণায় এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন; সুতরাং নিজ ভৃত্যকে ক্ষমা করিয়া কিছু অন্যায় করিয়াছেন, ইহা আমরা বলিতে পারি না।

কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রথমতঃ বিবেকের সাম্রাজ্য বশতঃ রাজাধিরাজের মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। এই রাজাধিরাজ য়িহুদিগণের যিহোবা। য়িহুদিজাতিকে যিনি শাসন করিতেন, সেই যিহোবা কেশবচন্দ্রের নিকটে রাজাধিরাজ হইয়া প্রকাশিত। যদিও এ দেশে উদ্যতবজ্র প্রভৃতি শব্দ ঈশ্বরের সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে, তথাপি বলিতে হইবে ভূমা মহান্ ঈশ্বরের সে ভাব এ দেশের সাধকগণ অতি অল্পই বুঝিয়াছেন। যাঁহারা যোগিকুলসম্ভূত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করেন, পাপের জন্য তীব্র যাতনা ভোগ করিতে তাঁহাদিগকে দেখা যায় না। পাপের প্রতি কটাক্ষ না থাকায় আমাদের জীবনের সঙ্গে তাঁহার জীবনের বিশেষ পার্থক্য। প্রথমে রাজা নেতা পরিত্রাতা, তৎপরে পিতার বেশে ঈশ্বর তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইলেন। এইরূপে ক্রমে যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেকজনিত কঠোরতা মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ হইয়া কেশবচন্দ্রের নিকট প্রকাশিত হইলেন। এখন মাতার সুকোমল হস্তে তিনি লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের অন্তরে ভক্তির সমাগম হওয়াতে ঈশ্বরের মাতৃমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। তিনি বলিয়াছেন, "বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে প্রথম হইতে বুঝিয়াছিলাম। এত কঠোর যে জীবনের আরম্ভ সেখানে ভক্তিরস কিরূপে দেখা যাইবে? তাহার প্রত্যাশাও তখন করিতে পারা যায় নাই। ভক্তি অতিশয় আবশ্যক, ইহাও তখন মনে হয় নাই, মাতৃচরণকমল কি, তাহা বুঝিতাম না। বিবেকীর রাজার কাছে প্রার্থনা করিতাম। অপরাধী বন্দী বৈরাগী, তপস্বীদের ঈশ্বরের কাছে থাকিব এই অভিপ্রায় ছিল। একজন বিশ্বাসী পরব্রহ্মের উপর নির্ভর স্থাপন করিল, এই খেলাই দেখিতাম, ভক্তের খেলা দেখি নাই।" বিশ্বাস, বিবেক বৈরাগ্য, এই তিন হইতে জীবনের আরম্ভ হইয়া তাঁহার জীবন পুণ্যপ্রধান হইল; পুণ্যভূমির উপরে ভক্তি সঞ্চারিত হইল। কেশবচন্দ্র এই জন্য ভক্তির উপদেশকালে বলিয়াছেন, ভক্তির উপদেশে পুণ্যের কথা আসিতে পারে না; কেন না ভক্তি পুণ্যভূমির উপরে স্থাপিত। পুণ্য অগ্রে জীবনে সঞ্চারিত না হইলে ভক্তি আসিতেই পারে না। এদেশের ভক্তিশাস্ত্রে যদিও উল্লিখিত আছে,

> ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
> ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং শ্রবণং তথা॥

পুণ্য বিনা ভক্তি হওয়া দূরে, শ্রবণ কীর্ত্তন পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় না; তথাপি ভক্তিসম্বন্ধে যাঁহারা মীমাংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত এই যে, ভক্তেতে কিঞ্চিৎ দোষের সংস্রব থাকিলে তাহা নিন্দনীয় নহে, চন্দ্রে কলঙ্কের রেখা আছে বলিয়া কি চন্দ্র চিত্তহর নহে ? এ মীমাংসা করিবার কারণও আছে, কেন না গীতাতে উল্লিখিত হইয়াছে,

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং প্রযাস্যতি।

"অতি দুরাচার হইয়া যদি অনন্যমনা হইয়া আমার ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধুই মনে করিবে, কেন না তাহার সম্যক্ অধ্যবসায় হইয়াছে। সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইবে, নিত্য শান্তিলাভ করিবে।" শ্রদ্ধা ভক্তির প্রথম উন্মেষ। এই শ্রদ্ধা হইতে ভজনা উপস্থিত হয়। এ স্থলে ভজনাই ভক্তি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরের ভজনা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত-শুদ্ধির পর ভক্তির উদয় হয়, ইহাই যথার্থ ভক্তির উদয়ের প্রক্রম।

এক্ষণে যাহা বলা হইল তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইল, কেশব-চন্দ্রের প্রথম জীবনে মুষার আরাধ্য দেবতা যিহোবা—যিনি রাজাধিরাজ তাঁহার সহিত, তৎপরে মহর্ষি ঈশার পিতার সহিত, তদনন্তর চৈতন্যের প্রেমময় হরির সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার জীবনে প্রথমে মুষা, তৎপরে ঈশা, পরিশেষে চৈতন্যের সহিত মিলন হইয়াছিল। বিবেক যে হৃদয়কে শাসনের দ্বারা খুব কঠোর করিয়াছিলেন সেই কঠোর হৃদয় পুষ্পোদ্যান হইল, সেই শূন্য ভূমিতে ভক্তির কুসুম ফুটিল! হৃদয় পবিত্র না হইলে যথার্থ ভক্তি হয় না। ভক্ত্যবতার শ্রীচৈতন্য যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও ইহাই প্রতীত হয়। তিনি বলিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

"তৃণ হইতে অতীব নীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, আপনি অমানী অথচ অন্যকে মানদান করে, ঈদৃশ ব্যক্তিই হরিনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী।" তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বৈরাগ্যশূন্য পুণ্যশূন্য ভাবুকতার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি তাদৃশ ভাবুকতাকে ভাবকালি বলিয়া তাহা হইতে তাঁহার শিষ্য-গণকে সাবধান করিয়াছেন। যদি আমরা হরিনামে নৃত্য করি, আর যদি আমাদের অন্তরে পাপ থাকে, তবে আমরা নিশ্চয়ই ভাবকালি দেখাইয়া অপরাধী হইব। যে ব্যক্তি কীর্ত্তনে নাচিতেছে আর পরক্ষণে ক্রোধ করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি, এ ব্যক্তির ভাবুকতা স্নায়ুবিকারজনিত। ভক্তিশাস্ত্রকারগণ বিবিধ প্রকারের হৃদয়ের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে এক প্রকারের হৃদয়কে বজ্রকল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বজ্রকল্প হৃদয়ে ভাবের অতীব গাঢ়তা হয়, অথচ বাহিরে তাহা প্রস্ফুটাকার ধারণ করে না। আমার পিতৃব্য অতি প্রগাঢ় অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। কীর্ত্তনশ্রবণে তাঁহার চক্ষু আরক্ত হইত, ভিতরে প্রগাঢ় প্রেমোদয় হইত, অথচ চক্ষু দিয়া এক বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইত না। ইঁহার হৃদয়কে বজ্রকল্প বলা যাইতে পারে। কেশবচন্দ্রের বিবেকবিশোধিত হৃদয়ে যখন ভক্তি আসিয়া দেখা দিল, তখন ঈশ্বর রাজবেশ পিতৃবেশ পরিত্যাগ করিয়া মাতৃবেশে তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইলেন। সুতরাং বলিতে হইবে, কেশবচন্দ্রের ভক্তি পুণ্যভূমির উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের নিকট ঈশ্বর যখন মা হইয়া আসিলেন

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন তাঁহার ভাব ভিন্নবেশ ধারণ করিল। তাঁহার সমুদায় ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যথার্থ বালকের ন্যায় ভাব হইল; বালকের ভাষার ন্যায় ভাষা হইল। বহুদিন পূর্ব্বে ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়াছিলেন। ভক্তিসমাগমের পূর্ব্বে সে নামের যথার্থ পাত্র বলিয়া তিনি আপনাকে কখন মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "যদিও কোন কোন স্থলে মাননীয় বন্ধুদিগের নিকটে 'ব্রহ্মানন্দ' নাম পাইয়াছিলাম, কিন্তু অন্তর তাহাতে সায় দিত না, বলিত তুমি ইহার উপযুক্ত নও।" "এখন এমনই ভক্তি আসিয়াছে আর বলিতে পারি না, এখন ভক্তি অধিক কি বিবেক অধিক; আনন্দ অধিক কি তপস্যা অধিক; সুখ অধিক কি কষ্টের ধর্ম্মসাধন অধিক।" আমাদের ধর্ম্ম প্রথমে সত্যের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আনন্দে পরিসমাপ্তি হয়, এই জন্যই ঈশ্বরের কোন্ কোন্ স্বরূপের পর কোন্ কোন্ স্বরূপের আরাধনা করিলে এবং স্বরূপনিচয়ের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে সাধকের জীবন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় তাহা বলা যায়। কেশবচন্দ্রের জীবনে সকলে দেখিবেন, সত্যেতে জীবন আরম্ভ করিয়া তাঁহার জীবন আনন্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মসংস্পর্শে জীব কি প্রকার আনন্দ লাভ করে কেশবচন্দ্র তাহাই নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন। ভক্তিসঞ্চারে যখন তাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত গভীর আনন্দের উদয় হইল, তখন আনন্দে ব্রহ্মারাধনা পর্য্যবসন্ন হইল। এক মহান্ অনন্ত ঈশ্বর উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভীষণ, তাঁহারই প্রভাবে চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিচালিত হইতেছে, তিনিই রাজাধিরাজ, তিনিই সাধকের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দ প্রদান করেন। অনন্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্দ, পুণ্যে আনন্দ, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন আনন্দ কখন সমুদ্রিক্ত হয় না; আনন্দে এইজন্য সাধনের পরিসমাপ্তি।

কেশবচন্দ্রের নিকট ঈশ্বর রাজা, পরিত্রাতা, পিতা, মাতা, হইয়া প্রকাশিত হইলেন, এই পর্য্যন্তই কি শেষ হইল? সর্ব্বশেষে তিনি বন্ধুরূপে অবতীর্ণ হইলেন, পরম সুহৃদের সৌহৃদ্যে তিনি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি বলিতেন আমার প্রাণের সুহৃদ আমার জন্য সর্ব্বদাই কাতর; তিনি কষ্ট অনুভব করিলেই ঈশ্বর কষ্ট অনুভব করেন। মানুষ কষ্ট অনুভব করিলে ঈশ্বর কষ্ট অনুভব করিবেন, ইহা অতি অদ্ভুত কথা। তিনি প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "বিশ্বাসীর চক্ষে, পৃথিবীতে যত ভক্তের বাড়ী আছে, তাতে তুমি কেবল দৌড়িতেছ। কোমল তোমার প্রাণ, বন্ধুর দুঃখে তুমি বড় কাতর হও। লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে একটি ভক্ত তোমার পড়ে আছে, বন্ধু নাই, যাহারা ছিল ক্রমে ক্রমে ছাড়িল। তুমি গেলে তাঁহার সেবা করিতে। অবিশ্রান্ত সেবা কর, কাছে এসে বসে কত রকমে প্রাণ পরিতোষ কর। লোকে তোমাকে পিতা মাতা মুক্তিদাতা বলিয়া পূজা করিল। এই যে বন্ধুভাবটি ইহার ভিতরে অমৃত রহিয়াছে। আমার মুখ শুকাইলে তোমার মুখ শুকোয়, আমার ব্যারাম হইলে যেন তোমারও ব্যারাম হইয়াছে। জগদীশ, পৃথিবীতে আত্মীয় স্বজন আছে তাহারা সেবা করে, কিন্তু তাদের মুখ শুকোয় না। তারা নিজেরা আলগা হয়ে সেবা করে। হরির প্রাণে ভক্তের প্রাণ এক হয়ে গেছে। ভক্ত বলেছে আমার কাছে যে দিনের বেলায় কেহ থাকে না। ঈশারায় তাহা হরি বুঝিলেন এবং তখন হইতে নিজে কাছে গিয়া বসিলেন।" এ সকল কথা অনন্ত ঈশ্বরের সম্বন্ধে কি খাটে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ যেন একজন মানুষ আর একজন মানুষের কথা বলিতেছেন। তিনি একবার উপাসনার সময়ে বলিয়াছিলেন, মা আমার অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাঁদিতেছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মহাশয়, আপনি এ কি বলিলেন? ঈশ্বর কি কাঁদেন? তাঁহার আবার অশ্রুপাত কি? তিনি উত্তর দিলেন, অনন্তে যাহা আছে, চিরদিনই আছে; অনন্তের অনন্ত সহানুভূতি, বল, আর কোন্ ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে? তিনি তখন যে অর্থে অবিরল অশ্রুবর্ষণ বর্ণন করিয়াছিলেন, ইদানীন্তন ঈশ্বরের অনন্ত বন্ধুতা প্রদর্শনের জন্য 'আমার মুখ শুকাইলে তোমার মুখ শুকোয়' ইত্যাদি বলিয়াছেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

একটি বিষয়ে কেশবচন্দ্রের জীবনের বিশেষত্ব। তাঁহার নিকটে ঈশ্বর যখন যে ভাবে কেন আত্মপ্রকাশ করুন না, তৎসহ অনন্তত্বের যোগ ছিল, এজন্য অতি প্রথম হইতে অনন্ত তাঁহার চিত্তে অনন্তজ্ঞান, অনন্তপ্রেম, অনন্তসৌহৃদ্যরূপে বিদ্যমান ছিলেন, অনন্তকে তিনি প্রথম হইতে ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্ত তাঁহার জীবনের নিয়ামক ছিল, অনন্তের সহিত যোগই তাঁহার যোগের উচ্চতম অবস্থা। যখন ঈশ্বরের সহিত সৌহৃদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তখনও ঈশ্বরের অনন্তত্ব তাঁহার নিকটে তিরোহিত হয় নাই। তিনি যোগ ও ভক্তিশিক্ষার্থীদিগকে প্রথমে সত্ত্বাসাধন করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, অনন্তসত্ত্বা সর্ব্বদা জ্ঞানে বিদ্যমান রাখিও। অতএব স্মরণে রাখিতে হইবে, অনন্ত তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল। এমন কি তিনি তাঁহার সমুদায় শক্তিকে অনন্তের আনন্ত্যে সংযুক্ত করিয়াছিলেন। "যত শক্তি অন্তরে এরাত সকলে তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তান। তা আমার দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিবেচনাশক্তি এ সমুদায় শক্তি তোমারই কন্যা। এরা কেন তবে অনন্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, অনলস হয়ে, দিবানিশি হরিনাম করিবে না?" নববিধান পূর্ণধর্ম্ম, ইহা অনন্ত বিনা কখন সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তাই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, "কবে আমরা নববিধানকে বুক জুড়িয়া আলিঙ্গন করিব? সমস্ত গুণ কোটি কোটি সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশিত হউক; দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যাই। অনন্তে লীন হই, আর মাকে খণ্ড খণ্ড লইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিব না। পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পূর্ণতা পাইব।"

এই অনন্তের সঙ্গে যোগে কি হয় তাহা তিনি আপনি এইরূপ বলিয়াছেন;—"অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে, প্রতিবস্তু দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের দর্শনলাভ। কাঠ আর কাঠ মনে হইবে না; আকাশ আর আকাশ মনে থাকিবে না। আকাশে চিদাকাশ দেখা যাইবে। সর্ব্বত্র এক জ্ঞান ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এক শক্তি টন্ টন্ করিতেছে, এই অনুভব হইবে। জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রভা আকাশময় বিস্তৃত রহিয়াছে; আনন্দ প্রেম ব্যাপ্ত হইয়া চারিদিক্ শীতল করিতেছে, জীবকে শান্তি দিতেছে।" প্রার্থনায় অনন্তের সঙ্গে যোগের নবভাব আরও সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে। "ব্রহ্মধন এখন যে আমার ভাণ্ডারে; আমার পুস্তকালয়ে, আমার বক্ষের ভিতরে। জমীদার অপেক্ষা বড়, রাজা অপেক্ষা আমি বড় হইলাম। তোমার সন্তান হইয়া আমি ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরাধিকারী হইলাম। যোগেতে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সমস্ত বুকের মধ্যে করিয়াছি। মাকড়সা যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জালে পোকাকে ধরে, তেমনই ধরিয়াছি। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম আমার মধ্যে করিয়াছি।" এই বিচিত্র যোগে নববিধানের নূতনত্ব। সমূদায় জগত ও জীব যোগীর জ্ঞানসূত্রে বদ্ধ। একবার তিনি যাহা দর্শন করিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন, আর তাহা তাঁহার জ্ঞান হইতে কখন অপসৃত হয় না। কেশব-চন্দ্র বলিয়াছেন, যদি এ চক্ষু একবার জগৎ দর্শন করিয়া লয়, তাহার পর চক্ষু অন্ধ হয়, যোগীর পক্ষে তাহাতে কিছু ক্ষতি হয় না। জগৎ দর্শন করিবার যে প্রয়োজন ছিল তাহা তাঁহার সম্বন্ধে সিদ্ধ হইয়াছে। জগতে জগতের অধীশ্বরকে দেখা জীবের পক্ষে প্রয়োজন, যখন যোগী তাঁহাকে জগতে দেখিলেন, আর তাঁহার জগতে প্রয়োজন কি? জগৎ হইতে যোগী জগতের সার আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, এখন যদি যোগী অন্ধ হন, তিনি জগৎপতিতে জগৎ দর্শন করিবেন, অসংখ্য কোটি জীব তাঁহার আত্মার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর তাঁহা হইতে কোথায় দূরে পলায়ন করিবে। যোগীর সঙ্গে একাত্মতায় সকলে বদ্ধ। এক ব্রহ্মেতে তিনি সকল এবং সকলকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ। যাহা দেখিলেন তাহাতেই তাঁহার দেখা শেষ হইল না। তিনি আরো দেখিবেন, আরো জানিবেন, অনন্তকাল অনন্তেতে বাস করিয়া তাঁহার অনন্ত লীলা দর্শন ও সম্ভোগে কৃতকৃত্য হইবেন।

ঈশ্বরই কেবল অনন্ত, আর সমুদায়ই অন্তবিশিষ্ট। কেশবচন্দ্র যখন ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেন, তখন অনন্ত তাঁহার জীবনের নিয়ামক হইবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তিনি এই অনন্তে সমুদায় কাল দেশের ব্যবধান উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রীস ও সাইনাগিরি, ইয়ুরোপ ও এমেরিকা, জর্ডান ও জেরুজিলামকে তিনি তাঁহার কমলকুটীরে আনিয়াছেন। এ সকল পাগলামি তাঁহার কোথা হইতে আসিল? অনন্তের মধ্যে বাস হইতে। তিনি ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, এখানে আমি ও ভারতবর্ষে আমার বন্ধুগণ, আমরা সকলেই এক ঈশ্বরেতে অধিবাস করিতেছি। এই অনন্তের সহিত যোগে তিনি ঋষিগণের সঙ্গে, বুদ্ধের সঙ্গে একত্বলাভ করিয়াছিলেন।

জগৎ ও জীব এক অনন্তশক্তিদ্বারা অনুবিদ্ধ। তিনি উপরে যেমন এক ঈশ্বর মানিতেন, পৃথিবীতে তেমনি একটি মানুষ মানিতেন। সকল মনুষ্যই এক মহান্ মানবদেহের অন্তর্গত, বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এই জন্য তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গকে এক বলিয়া মনে করিতেন। সমুদায় জগৎ অনন্তের মধ্যে বিরাজ করিতেছে, ভগবান্ ভিন্ন আর তিনি কিছু দেখিতেন না। তিনি পাগল ও যোগী বলিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি আপনি সেই যোগী ও পাগল। সূর্য্য, চন্দ্র, পশু, পক্ষী, মানুষ, সকলের ভিতর দিয়া ঈশ্বর তাঁহাকে দর্শন দিতেন, তাঁহার সহিত কথা বলিতেন। ব্রহ্মভিন্ন অন্যত্র তাঁহার দৃষ্টি যাইত না। তিনি যে আদেশবাদী হইলেন তাহার কারণ এই তিনি বলিতেন, অনন্ত ঈশ্বর নিরন্তর আমাদের সহিত কথা বলেন; তাঁহার বাণী আর কিছুতেই থামে না। অনন্তের সহিত যোগবশতঃ সকল বিষয়ই তাঁহার নিকটে নিরবচ্ছিন্ন ছিল। তাঁহার নিকটে মুহূর্ত্তের জন্য ভগবানের বাণী নিবৃত্ত হয় নাই! ঈশ্বর অনন্ত, তিনি যাহা করেন চিরদিনই করেন, এই তাঁহার মত। তিনি এই অনন্তসহানুভূতিপূর্ণ ঈশ্বরকে প্রাণের বন্ধুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। অনন্ত যিনি তাঁহাতে সহস্র সহস্র নর নারী বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছে। তিনি বলিতেন, উপরে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম, নিম্নে একমেবাদ্বিতীয়ম্ মনুষ্য। আমরা সকলে এক হইয়া অনন্তে স্থিতি করিতেছি, আমাদের সকলেরই দেহমধ্যে সেই এক অনন্ত মহা-প্রাণশক্তি কার্য্য করিতেছেন। কেশবচন্দ্র এই জন্য বন্ধুগণের সহিত, সমুদায় নর নারীর সহিত আপনাকে এক করিয়াছেন। সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে অনন্ত কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম, অনন্ত কেশবচন্দ্রের উপাস্য; অনন্তের বিবিধ প্রকাশ তাঁহার নিকটে অনন্তকে তিরোহিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম।*

ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ এখন সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। যেখানে সভ্যতার আলোক প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেখানেই ইহার নাম সকলে অবগত। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তিনটি নামসংযুক্ত রহিয়াছে, এ তিন নাম আর এখন কাহারও অবিদিত নহে। পিতা-মহ রাজা রামমোহন রায়, পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন, এ তিন ব্যক্তি সকলের সমান আদরণীয়। এক জন পিতামহ, এক জন পিতা, আর এক জন পুত্রস্থানীয়, ইহা বলা বোধ হয় কোনপ্রকারে অত্যুক্তি নহে। যিনি শেষোক্ত ব্যক্তি, আজ তাঁহার জন্ম দিন; সেই দিন উপলক্ষে আমরা এখানে সকলে সমবেত হইয়াছি। এ দিনে "বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম" বিষয়ে কিছু বলা নিতান্ত সঙ্গত, কেন না আজ যিনি জন্মিয়াছিলেন, তিনি বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত।

"বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম" এই শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের মনে প্রশ্ন উপস্থিত হয়, যুগধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম কিছু আজ কালিকার পদার্থ নহে, ইহাতো নিত্যকালই আছে; তবে আর ইহার সঙ্গে পুরাতন যুগ, বর্ত্তমান যুগ, এ প্রকার বিশেষণ যোগ করিবার প্রয়োজন কি? ধর্ম্ম নিত্যকাল আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু মানবসমাজে

* শ্রীমৎ কেশচন্দ্র সেনের সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব দিবসোপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মের প্রকাশের কি তারতম্য নাই? সকল কালে সকল দেশে কি ধর্ম্ম চির দিন একই আকারে ব্যক্ত হইয়াছে? ধর্ম্মসম্বন্ধে জনসমাজের কি নিত্য অবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না? এক সময়ে যে ধর্ম্মে লোকে অণুমাত্র সংশয় প্রকাশ করে নাই, সময়ে আবার সেই ধর্ম্মের উপরে লোকের সংশয় উপস্থিত হয়। কেবল সংশয় উপস্থিত হয় তাহা নহে, ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। এই যে সঙ্কট সময়, যে সময়ে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংগ্রাম উপস্থিত, এই সময়ে ধর্ম্মের নবভাবের বিকাশের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, অন্যথা লোকের মনের সংশয় তিরোহিত হয় না। সংশয় হয় কেন? প্রচলিত ধর্ম্ম মনুষ্যসমাজকে যত দূর উন্নত করিয়াছে, তদপেক্ষা আরও উহাকে উন্নত করিতে অসমর্থ, অথচ জনসমাজের এমন অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, উহাকে প্রচলিত ধর্ম্ম পূর্ব্বাবস্থায় বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং উপস্থিত উন্নতির সঙ্গে তৎকালসিদ্ধ ধর্ম্মের বিরোধ ঘটে। এ বিরোধ একেবারে ধর্ম্মের উপরেই সংশয় আনিয়া উপস্থিত করে। এই সংশয় নিরসন করিয়া দূরতর ভবিষ্যতের উন্নতির বীজ বক্ষে লইয়া যে ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই ধর্ম্মকে সেই যুগের ধর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন। বর্ত্তমান সময়ে যদি জনসমাজের তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং সে অবস্থা নিরসন পূর্ব্বক দূরতর ভবিষ্যতের উন্নতাবস্থার উপযোগী কোন ধর্ম্ম পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাকে "বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম" এই আখ্যা অর্পণ করা যাইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌরাণিকেরা বলিয়া থাকেন, যখন ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হয় তখন স্বয়ং ভগবান্ সেই ধর্ম্মবিপ্লব নিবারণ জন্য অবতীর্ণ হন।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যখন ধর্ম্মধন পৃথিবী হইতে অপহৃত হয়, জীব অধর্ম্মে নিপীড়িত হইতে থাকে, তখনই ভগবানের অবতরণের সময়। অধর্ম্ম বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যাঁহাদিগের উদয় হয়, পৌরাণিকেরা তাঁহাদিগকে অবতার আখ্যায় আখ্যাত করেন, কবিগণ ইহাঁদিগকে বীর নামে অভিহিত করেন। বীর দুই প্রকার—ধর্ম্মবীর ও যুদ্ধবীর। দস্যু বা অসুরের উৎপাতে ধর্ম্ম বিপদ্গ্রস্ত, ন্যায়ান্যায় তিরোহিত, সুতরাং দস্যু ও অসুরগণকে সমরে পরাজয় করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করা এই বীরশ্রেণীস্থ ব্যক্তির কার্য্য। ফলতঃ দেশীয় শাস্ত্রমতে অনন্ত ব্রহ্ম আপনি আপনাতে সর্ব্বদা অবস্থিত। চিচ্ছক্তি যখন সৃষ্টির উন্মুখীন হয়, তখন প্রথমাবতারের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই প্রথমাবতার পুরুষাবতার। পুরুষাবতার বিদেশীয় শাস্ত্রে Word ও Logos নামে অভিহিত। যিনি পুরুষাবতার, স্বয়ং তিনিই কি ধরাধামে অবতরণ করিয়া অসুরনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন-ব্যাপার নিষ্পন্ন করেন? না, তাঁহার অংশ, অংশাংশ বা কলা দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয়। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা কে না জানেন যে, বলরাম ও কৃষ্ণ শাস্ত্রমতে সেই পুরুষাবতারের এক এক গাছী শুক্ল ও কৃষ্ণকেশ মাত্র।

পৌরাণিকেরা যাঁহাদিগকে অবতার বলেন; অপর দেশে তাঁহা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগকেই ঈশ্বরপ্রেরিত মহাজন বলিয়া থাকেন। আধুনিক সময়ে এই সকল ব্যক্তিকে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন (Genius) আখ্যা প্রদত্ত হয়। কোন কোন ব্যক্তি যুগে যুগে উত্থিত ব্যক্তিগণের অসাধারণতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের ক্রমিক উন্নতি হইতেছে। ক্রমিক উন্নতির ভিতরে তারতম্য থাকিলেও যে সকল ব্যক্তি একই সময়ে বাস করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সাধারণ ও অসাধারণ এ প্রকার প্রভেদ করা অসঙ্গত। কেন না যাঁহাদিগকে সাধারণ মনে করা হয়, তাঁহারা অনুকূল অবস্থায় প্রযত্ন দ্বারা অসাধারণ হইতে পারেন। একই সময়ে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা একই প্রকার অবস্থাধীনে বাস করিতেছেন, সুতরাং যদি তাঁহাদিগের প্রযত্ন থাকে তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই অসাধারণ ব্যক্তি হইবেন। অবস্থা ও প্রযত্ন এ দুই কথা তত পরিষ্কার নহে, এজন্য এই সকল ব্যক্তির ঈদৃশ ভ্রম উপস্থিত হয়। অতএব অবস্থা কি, এইটি অগ্রে ব্যক্ত হইলে অসাধারণত্ব প্রযত্নসাধ্য কিনা তাহা প্রকাশ পাইবে।

আমরা যাহার মধ্যে অবস্থিত তাহাই আমাদিগের অবস্থা। চারিদিকের অবস্থাকে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা Environment শব্দে অভিহিত করেন। একটি বৃক্ষ যখন পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন আমরা মনে করি, যে মৃত্তিকা হইতে উহা উত্থান করিতেছে, ঐ মৃত্তিকা তাহার অবয়বাদিবৃদ্ধির হেতু। চারিদিকের বায়ুমণ্ডলী ও সূর্য্যকিরণ তাহার বৃদ্ধিবিষয়ে সাহায্য করে বটে, কিন্তু মৃত্তিকাই তাহার প্রধান পোষণসামগ্রী, মৃত্তিকার বিবিধ উপাদান উহার মধ্যে প্রবিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া উহাকে দিন দিন পূর্ণকায় করিয়া তুলিতেছে। ফলতঃ আমরা যাহা মনে করিতেছি, উহা ভ্রম। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, মৃত্তিকায় রোপিত বৃক্ষে তাহা হইতে উপাদান আসিয়া উহাকে পরিবর্দ্ধিত করে না। মৃত্তিকা পরিমাণ করিয়া লইয়া উহা একটি গামলায় স্থাপনপূর্ব্বক উহাতে একটি বীজ রোপিত হয়। সেই বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা অতি সাবধানে রক্ষা করিয়া চারি বৎসর বাড়িতে দেওয়া হইল। পরে গামলার মৃত্তিকার পরিমাণ দেখা হইল,উহার পরিমাণের ন্যূনতা লক্ষিত হইল না,অথচ বৃক্ষটি পরিমাণাদিতে বাড়িয়াছে। এই দৃষ্টান্তটি এখন অসাধারণ ব্যক্তিগণের জীবনে সংলগ্ন করিয়া দেখা যাউক, তাঁহারা যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই সমাজ তাঁহাদিগকে অসাধারণ করিয়াছে, অথবা তদতিরিক্ত আর কিছু তাঁহাদিগের অসাধারণতার হেতু।

ধর্ম্মবিপ্লবনিবারণ জন্য যে সকল অসাধারণ ব্যক্তির অভ্যুদয় হয়, তাঁহারাই আমাদের আজ আলোচনার বিষয়। তাঁহারা যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিলেন সে সমাজ তাঁহাদের অনুকূল না প্রতিকূল? সমাজের ধর্ম্মাদি দূষিত হইয়াছে, তাই তাঁহাদের আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত, উহা তাঁহাদিগকে বর্দ্ধিত হইতে দিবে কেন? প্রচলিত ধর্ম্ম, প্রচলিত মতামত, প্রচলিত আচার ব্যবহার সকলেরই প্রতিকূলে তাঁহারা দাঁড়াইলেন। সুতরাং বলিতে হইবে, যে সমাজে তাঁহাদের জন্ম তাহা হইতে তাঁহারা আপনাদের পোষণোপায় কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইলেন না, তবে সেই সমাজের ধর্ম্মাদির অন্তরালে বিন্দু বিন্দু যে কিছু সত্য ছিল, তাহাই তাঁহাদের জীবনের উপাদানে সামান্য মাত্র প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা অসাধারণ হইবেন দূরের কথা, তাঁহাদের বৰ্দ্ধিত হইবার পক্ষেই সমূহ বাধা উপস্থিত। এ অবস্থায় চারিদিকের বায়ুমণ্ডলী হইতে তাঁহাদিগকে উপাদান সংগ্রহ করিতে হইল। এ উপাদান কিন্তু সাধারণ চক্ষুর অগোচর। শত শত লোক সেই বায়ুমণ্ডলী মধ্যে বিচরণ করিতেছে, অথচ তাহা হইতে নব নব উপাদান সংগ্রহ করিয়া আপনাদের অসাধারণত্ব নিষ্পন্ন করিবে, তাহাদিগের মধ্যে তদুপযোগিতা নাই। অসাধারণ সামর্থ্য লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল ঐ সকল উপাদান আত্মসাৎ করিয়া বৰ্দ্ধিত হন, এবং সাধারণ লোকে তাঁহাদের অলৌকিক সামর্থ্যের নিকটে মস্তক অবনত করে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে কি প্রমাণ হয়? এই প্রমাণ হয় যে, জনসমাজের ক্রমিক অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং এক এক সময়ে নববিধ উন্নতির সোপান প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আগত মহাজনগণ জগতের অন্তঃস্থিত এক মহতী ইচ্ছাশক্তি হইতে সমুৎপন্ন। এ স্থলে মানুষের হাত অতি অল্পই আছে। অসাধারণ পরিবর্ত্তন বা অসাধারণ জনগণের কথা দূরে, আমরা সকলে সাধারণ ব্যক্তি হইয়াও কি আমাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি, আমরা আপনারা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমরা আপনারা আমাদের জীবনের নিয়ামক, আমাদিগের চারিদিকের অবস্থা (Environment) আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়ার ফল। আমাদিগের নিজের সম্বন্ধে যেরূপ এ কথা বলিতে পারি না,সেইরূপ আমাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেও সেইরূপ আমরা সে কথা বলিতে অসমর্থ। পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থা ভাবিতে ভাবিতে চিন্তাপথে এমন এক আদিমকালে আমরা উপস্থিত হই, যে কালে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অসভ্য বর্ব্বর ছিলেন, তাঁহারা আপনারা চিন্তা করিয়া উপায়োদ্ভাবন করিয়া অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবেন সে সামর্থ্য তাঁহাদিগেতে প্রস্ফুটিত হয় নাই। তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া যে এক মহতী ইচ্ছাশক্তি নিয়ত বিদ্যমান তাঁহারই ক্রিয়াতে তাঁহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে সভ্যতম জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে।

ইউরোপে দুই শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন। এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলেন, ফলাফল দেখিয়া কার্য্য করিতে হইবে, আর এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলেন, মানুষ কোন কার্য্যের ফলাফল বিচার করিতে সমর্থ নহে। বিজ্ঞানজগতে অনেক মহত্তম উন্নতির ব্যাপার সাধিত হইয়াছে, অথচ সেই ব্যাপারের প্রথম প্রবর্ত্তনসময়ে উহা ক্রীড়াসাধনমাত্র ছিল। যে ব্যক্তি উহার প্রবর্ত্তক তিনি জানিতেন না যে, ভবিষ্যতে উহা হইতে অলৌকিক কার্য্য সাধিত হইবে। যে মহতী ইচ্ছাশক্তির কর্ত্তৃত্বে সেই সকল সামান্য ব্যাপার হইতে মহত্তম ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই কেবল ঐ সকলের ভবিষ্যৎ গতি কি হইবে জানিতেন,এবং এখনও ঐ সকল হইতে কি হইবে অবগত আছেন। আজ এক জন আশু লাভের প্রত্যাশায় মিথ্যা কথা বলিল, কিন্তু সেই এক মিথ্যা কথার দূষিত ফল বংশানু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমে বিস্তৃত হইবে না, কে বলিতে পারে? এক জাতির উত্থান ও পতন, পতন হইতে আবার পুনরুত্থান, বর্ব্বর জাতির সভ্যতালাভ, সভ্য জাতির অবনতি হইয়া আবার পুনরায় উন্নতি, এ সকল ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে সেই এক লোকাতীত শক্তির ক্রিয়া বিদ্যমান। ফলতঃ চারি দিকের অবস্থাপরিবর্ত্তনের মধ্যে মানুষের অতীত যে এক মহান্ জ্ঞানময় পুরুষের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, তাঁহা হইতেই যুগধর্ম্মের অভ্যুদয়। যুগধর্ম্ম বা বিধানের আগমন যে বিজ্ঞানসিদ্ধ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে, আমরা এত ক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে প্রতিপন্ন হইল। এখন আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করি।

মানবসমাজ যখন এক ক্রমোন্নতির সোপান অতিক্রম করিয়া অপর সোপানে আরোহণ করিতে উপক্রম করে, তখন উহার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অন্ধকারের সময় আশ্রয় করিয়াই পৌরাণিকেরা বর্ণন করেন, পৃথিবী অধর্ম্মের ভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভগবানের নিকটে রোদন করিতে করিতে গমন করিলেন, দেবগণ দানবদিগের অত্যাচারে ত্রস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, ভগবান্ তাঁহাদের রোদনাবেদন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের দুঃখ নিরসন জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন, এবং তাঁহার অবতরণের পূর্ব্বে দেবগণকে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শাস্ত্রমতে ভগবানের অবতরণ অংশাংশ বা কলায় ঘটিয়া থাকে, পূর্ণ ভগবান্ স্বয়ং অবতরণ করেন এরূপ কোথাও নাই। যেখানে "স্বয়ং" শব্দ আছে, সেখানে উহা অংশেতে পূর্ণ দৃষ্টি বশতঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশাংশ বা কলার অর্থ মানবে দেবভাবের আবির্ভাব। যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, আবেশাবতার, স্বরূপাবতার, ইত্যাদি নানাপ্রকার অবতার পৌরাণিকেরা বর্ণন করেন। মানুষকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গ্রহণ আদিম অবস্থায় ইহা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। যে কোন ব্যক্তি অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, অথবা অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা দান করিয়াছেন, তাঁহাকেই তৎকালের লোকেরা সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং মানিতে হইবে, কেবল ভারতবর্ষ নহে, এক সময়ে প্রায় সকল দেশই অবতারবাদী ছিল।

কালে অবতারবাদের তিরোধান হইল, কিন্তু যাঁহারা এ সময়ে অবতারের স্থলাভিষিক্ত হইলেন, তাঁহারা মানুষ হইয়াও সাধারণ মনুষ্যগণের সমশ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হইলেন না। এক দিকে ঈশ্বর, অপর দিকে মনুষ্য, এ দুইয়ের মধ্যস্থল ইহাঁরা অধিকার করিলেন। সাধারণ মনুষ্যগণের সহিত ঈশ্বরের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তাহারা নিজে ঈশ্বরের কোন অভিপ্রায় জানিবে ইহা তাহারা কখন আশা করিতে পারে না, সুতরাং এই মধ্যবর্ত্তী অসাধারণ মানবগণ তাহাদিগের নিকটে ঈশ্বরের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেন, ইহাঁরা যাহা বলিতেন তাহাই তাহারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিয়া বিশ্বাস করিত, এবং কোন কথা না বলিয়া উহার অনুসরণ করিত। অবতারবাদের সময় অতিবাহিত হইয়া মধ্যবর্ত্তিত্ববাদ আসিবে, এই সঙ্কীর্ণ সময়ে যে সকল অসাধারণ ব্যক্তির অবতরণ হইয়াছে, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে অবতাররূপেই গ্রহণ করিয়াছে। মহর্ষি ঈশাকে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যগণ ঈশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া গ্রহণ করেন, পিতা ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই। অনেকে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ সম্ভব ইহাও বিশ্বাস করেন না। অবতীর্ণ উপদেষ্টা ঈশ্বর, এ মত কেবল খ্রীষ্ট সমাজের নহে, ইহা হিন্দুগণেরও মত।

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।

"সেই ঈশ্বরই পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুগণের নিত্যকাল হইতে গুরু" পাতঞ্জলের এই মত আজ ব্রাহ্মসমাজে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ঈশা বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের পুত্র ব্যতীত আর কেহ পিতাকে দেখে নাই" খ্রীষ্ট সমাজ এই কথা* দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর কখন কোন মনুষ্যের দর্শনীয় হইতে পারেন, ইহা একেবারে অস্বীকার করিয়াছে। পুরাতন বাইবেলে যিহোবা সহ সাক্ষাৎকার কোথাও কোথাও বর্ণিত আছে, এমন খ্রীষ্টান আছেন, যাঁহারা যিহোবা ঈশ্বর নহেন ঈশা, একথা বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন। সে যাহা হউক, অবতারবাদের পর যে মধ্যবর্ত্তিত্ববাদ উপস্থিত হইল, এই মধ্যবর্ত্তিত্ববাদের মধ্যবর্ত্তিগণ ভবিষ্যদ্বক্তা (Prophet) নামে প্রসিদ্ধ। অবিমিশ্র মধ্যবর্ত্তিত্ববাদ মুসলমানধর্ম্মে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম অবতারবাদ ও মধ্যবর্ত্তিত্ববাদ অপনয়ন করিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সহিত প্রতিমানবের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে উপস্থিত। অবতারবাদ মধ্যবর্ত্তিত্ববাদ হইতে সহসা

---

* পুত্রব্যতীত পিতাকে কেহ দেখে নাই, এ কথা মূলতঃ সত্য, কেন না পুত্রত্ব উপস্থিত না হইলে দর্শন সুলভ নহে। পবিত্রাত্মার সংস্পর্শে মানবের পুত্রত্বলাভ হয়, খ্রীষ্টানগণ এ মত গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাঁহারা ঈশার উক্তির প্রকৃতমর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ ঈশ্বর সহ প্রতিমানবের সম্বন্ধ উপস্থিত হইবে, ইহা কখন সম্ভবপর নহে। এজন্যই আমরা আরম্ভে যে তিন ব্যক্তির চির-স্মরণীয় নাম উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে পিতামহ রাজা রামমোহন ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধের সূত্রপাত করিয়াও ঈশ্বর সহ অপ-রোক্ষ সম্বন্ধ প্রদর্শন না করিয়া পরোক্ষ সম্বন্ধ প্রচার করিয়াছেন। অবতারবাদ মধ্যবর্ত্তিত্ববাদ হইতে হঠাৎ অপরোক্ষবাদে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং মহাত্মা রামমোহন ব্রহ্মকে অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করিয়াও পরোক্ষবাদে আবদ্ধ রহিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে যে কার্য্য করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন তিনি সেই কার্য্য করিলেন, আমরা যদি বলি তিনি কেন অপরোক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন না, এ অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে বিফল। তিনি কুসংস্কারী পৌত্তলিকগণের যুক্তিবিরোধী মত খণ্ডন করিয়া বিলুপ্ত-প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান পুনরুদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি তদ্ভিন্ন আর কি করিবেন *? জগদ্রূপ কার্য্য দর্শন করিয়া তাহার কারণ

* আমাদের পিতামহ তাঁহার জীবনের এই উদ্দেশ্য বিষয়ে এত দূর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি দেশসংস্কারক, বা নূতন কোন ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে আসিয়াছেন, এ উপাধি আরোপ সুস্পষ্ট বাক্যে স্বয়ং প্রতিবাদ করিয়াছেন। In the introduction of the Cenopanishad: "This work, will, I trust, by explaning to my countrymen *the real spirit of the Hindoo scriptures which is but the declaration of the unity of God,* tend in a great degree to correct the erroneous conceptions which have prevailed with regard to the doctrines they inculcate;" and in the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মকে অনুমান করিয়া গ্রহণ করা, ইহা আমাদিগের নিকটে এখন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতে পারে,কিন্তু সে সময় তিনি এতদ্ব্যতীত আর কি করিবেন আমরা আশা করিতে পারি ? তিনি তীক্ষ্ণ মনীষা লইয়া ভগবানের নিকট হইতে আসিয়াছিলেন, সেই তীক্ষ্ণ মনীষাযোগে তিনি সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, পৌত্তলিকতার অযৌক্তিকতা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া প্রতিপাদন করিলেন। যাঁহারাই তাঁহার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন তাঁহাদিগকেই তিনি পরাজয় করিলেন। তাঁহার সম্মুখে কেহ অপরাজিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতা খণ্ডন করিতে গিয়া আমাদের পিতামহকে নির্গুণব্রহ্মবাদীর ভূমিতে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। ব্রহ্ম আছেন এই মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া তিনি ঈশ্বরের অন্যান্য গুণ গুলিকে অধঃকরণ করিলেন। কেন অধঃকরণ করিলেন, তাহার কারণ বোঝা কিছু সুকঠিন নহে। ঈশ্বরের এক এক গুণের এক এক অবতার নির্ণয় করিয়া পৌত্তলিকগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা

---

preface of the Ishopnishad : "*many learned Brahmins are perfectly aware of the absurdity of idol worship, and are well informed of the nature of the pure mode of divine worship.*" A reconsideration of these passages will, I hope, convince the learned gentleman, that I never advanced any claim to the title either of a reformer, or of a discoverer of the doctrines of the unity of the Godhead.—*A defence of Hindu Theism.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকেন, এরূপ যুক্তি তাঁহারা উত্থাপন করিলেন। এ যুক্তি কিছু নূতন নহে, পুরাণশাস্ত্র এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্চ্চনীয় অবতার স্থাপন করিয়াছেন। পৌত্তলিকগণের অবলম্বিত এই বিচারপ্রণালী খণ্ডন করিতে গিয়া তিনি ঈশ্বরের গুণগুলি পর্য্যন্ত অজ্ঞেয় বলিয়া উড়াইয়া দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে পূর্ণ নির্গুণবাদে আনিয়া উপস্থিত করিলেন *। যখন নির্গুণব্রহ্মবাদকে তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের দৃঢ় ভূমি করিলেন, এবং এই নির্গুণ ব্রহ্ম জগৎকারণরূপে অনুমানের বিষয়মাত্র, তখন জগৎ মায়িক হইয়া উড়িয়া না গেলে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শন কখন সম্ভবপর নয়, এ প্রাচীন মত যে তিনি অনুমোদন করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি ?

আমাদের পিতামহ যখন পরোক্ষবাদী ছিলেন, তখন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ শুনিয়া চলিতে হইবে, এমত কি প্রকারে তাঁহা হইতে প্রচারিত হইবে আশা করা যাইতে পারে। কোন এক শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, তদ্ভিন্ন স্বেচ্ছাচার হয়, এমত

---

* তাঁহার প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থে ঈশ্বরের করুণা প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা ব্যবহারিক ভাবে, পারমার্থিক ভাবে নহে। তিনি বলিয়াছেন, "* * * Hence the Vedant confesses the impossibility of any perfect knowleadge of the Divine nature, although to adapt itself to the understanding of beginners in the study of theology, it often ascribes to God such attributes as are held excellent among the human species; as truth, mercy, justice &c.—*Brahmunical Magazine. No IV.*

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচার করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি শাস্ত্রাবলম্বনে ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিলেন, শাস্ত্রাবলম্বনে প্রতিদিনের আচরণ নিয়মিত করিবার উপদেশ দিলেন, এ দুইয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সামঞ্জস্য আছে। অপরের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করিবে যেরূপ আপনি ইচ্ছা করে অপরে তাহার প্রতি ব্যবহার করে, এই বিদেশীয় মত নিজ দেশে প্রচলিত করিতে গিয়া তিনি দেশীয় শাস্ত্র হইতে তাদৃশ ভাবের বচন উদ্ধার করিয়া উহা স্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মধ্যে দেশীয় ভাষায় উপদেশ ও সঙ্গীত প্রচলিত করিয়া বৈদেশীয় ভাব আনয়ন করা হইল, অথচ শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা তিনি দেখাইয়া দিলেন যে, উহা বৈদেশীয় বা বিজাতীয় ভাব নহে, উহা শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার। তিনি যাহা কিছু স্থাপন করিয়াছেন, তাহা যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণোপরি স্থাপন করিয়াছেন, তখন শাস্ত্রকারগণকে তিনি ভ্রান্ত বা প্রতারক মনে করিতেন, এরূপ তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা কখন বিধিসঙ্গত হয় নাই।

কে এইরূপ দোষারোপ করিলেন, তাঁহার নামোল্লেখ আমি অতি সম্ভ্রমের সহিত করিতেছি। তিনি এ জন্য নিন্দনীয় হউন, আমার অণুমাত্র এরূপ গূঢ় অভিলাষ নাই। যিনি ব্রাহ্মসমাজের, দেশীয় সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছেন, তাঁহার নাম চির দিন অনিন্দিত থাকুক। তিনি পিতামহবিরচিত তহফতোলমহদিনের প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নিজের প্রতীতি অনুসারে যদি বলিয়া থাকেন, রাজা রামমোহন শাস্ত্রকারগণকে ভ্রান্ত ও বঞ্চক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তবে তিনি ক্ষমার যোগ্য। তবে এ কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ স্থলে বলা উচিত যে, খ্যাতনামা অক্ষয়কুমার দত্ত রাজা রামমোহনের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ শেষপর্য্যন্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া ছিলেন। এই শুষ্ক নির্গুণ ব্রহ্মবাদ তাঁহার প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল; কিন্তু করিলে কি হয়, এ পথ ছাড়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। নির্গুণবাদের প্রাবল্যবশতঃ তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহাকে ভগ্নহৃদয় হইয়া হিমালয়ে তিন বৎসরের জন্য পলায়ন করিতে হইয়াছিল। জ্ঞানসর্ব্বস্ব অক্ষয়কুমার দত্ত যদিও বা মহাত্মা রাজা রামমোহনের প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশের কুসংস্কারবন্ধনচ্ছেদনের পক্ষে তিনি তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত শিষ্য ছিলেন।

আমাদের পিতামহ ব্রহ্মবাদে সমুদায় জাতিকে এক ভূমিতে দর্শন করিয়াছেন। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া তিনি স্থাপন না করুন, তথাপি সমুদায় মানবজাতির উপরে যে তাঁহার ভ্রাতৃভাব ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহাদের সঙ্গে একেশ্বরবাদে মিল আছে, তাঁহারা যে জাতীয়ই হউন না কেন, তাঁহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন দিতে তাঁহার মন কখন সঙ্কুচিত হইত না। তিনি খ্রীষ্টবাদিগণের মধ্যে ইউনিটেরিয়ান্ সম্প্রদায়ের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ যোগে আপনাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন। মতবিষয়ে ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের সমভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি অন্যান্য খ্রীষ্টসম্প্রদায়কে খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু বুঝিতে হইবে, তিনি খ্রীষ্টকে নহে, খ্রীষ্টের প্রবচনগুলির অনুসরণ পরিত্রাণের হেতু বলিয়া গ্রহণ করিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেন। একেশ্বরবাদিগণের প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইলেও অপর মতবাদিগণের প্রতি তিনি করুণা ও অবিরোধী ভাব প্রকাশে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। খ্রীষ্টধর্ম্মস্থাপনকালে তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্বের উল্লেখ করিলেও বেদান্তবাদের প্রাবল্যবশতঃ তিনি ব্রাহ্মসমাজে পিতৃত্বাদিসম্বন্ধ প্রবর্ত্তন করেন নাই, সুতরাং বলিতে হইবে তাঁহার মানবজাতির প্রতি ভ্রাতৃত্ব ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বসম্বন্ধের উপরে স্থাপিত ছিল।

পিতামহের পর পিতা দেবেন্দ্রনাথ আগমন করিলেন। তিনি সকল জাতির একেশ্বরবাদকে একীভূত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রশস্ত ভূমিতে স্থাপন করিবার পক্ষে সহায়তা করিলেন না, কিন্তু উহাকে সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে বদ্ধ করত উহাকে ঘনীভূত করিলেন। কে বলিবে যে এরূপ সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আবদ্ধ করা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অনুচিত কার্য্য হইয়াছে? তিনি এসম্বন্ধে পিতামহের ভাবানুসরণ করেন নাই, একথাও কেহ বলিতে পারেন না, কেন না পিতামহ বেদান্তসিদ্ধ ব্রহ্মবাদ ভারতের জন্য বিহিত করিয়া গিয়াছেন। তবে যে তিনি অন্য জাতির সহিত একতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও বেদান্তসিদ্ধ জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক ব্রহ্মকে লইয়া যে অবিরোধ উপস্থিত হয় তদ্দ্বারা তিনি সিদ্ধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এত দিন শুষ্ক কঠোর জ্ঞানের ধর্ম্ম ছিল, মহর্ষি উহাতে প্রেম ও অনুরাগ সঞ্চারিত করিলেন। রামমোহন বেদান্তোপরি ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করিলেন, মহর্ষি সেই বেদান্ত গ্রহণ করিলেন, কিন্তু শঙ্করপ্রদর্শিত নির্গুণপথ দূরে পরিহার করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সগুণপথের * পক্ষপাতী হইলেন। এ পথে প্রবেশ করিবার অবসর কি মহাত্মা রামমোহন তাঁহাকে দেন নাই? অবশ্য দিয়াছেন। তিনি যে নির্গুণপথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার পথও তিনি করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র সূর্য্যাদি হইতে যে উপকার হয় তাহা ঈশ্বরাধীন, পিতামহ এ কথা বলিয়া নির্গুণ পথ পরিত্যাগ করিলেন তাহা নহে, কিন্তু অপরে সে পথ পরিত্যাগ করিবে তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া গেলেন। মানবের উপকার করে কে? চন্দ্রসূর্য্যাদি। চন্দ্রসূর্য্যাদি কি উপকার করিতে পারিত, যদি উহারা ঈশ্বরাধীন না হইত? সুতরাং ব্রহ্ম স্বয়ং নির্গুণ থাকিয়াও চন্দ্রসূর্য্যাদিকে শাসন করিতেছেন, এবং উহারা শাসনাধীনে থাকিয়া জগতের উপকার করিতেছে, ইহাতে নির্গুণবাদ † অক্ষুণ্ণ রহিল, অথচ ব্রহ্মের শাস্তৃত্বমধ্যে

---

* In conformity with the Precepts of our ancient religion, contained in the Holy Vedant, though disregarded by the generality of moderns, we look up to One Being as the animating and regulating principle of the whole collective body of the universe, and the origin of all individual souls, which in a manner somewhat similar, vivify and govern their particular bodies * * * "—*Brahmunical Magazine No IV.* এই লেখার ভিতরে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের পক্ষপাতী হইবার বিশেষ কারণ আছে। সুতরাং রামানুজাচার্য্যের পথানুসরণ করিয়া পিতামহ হইতে মহর্ষি বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছেন ইহা বলা যাইতে পারে না।

† বর্ত্তমান সময়ের নির্গুণ ব্রহ্মবাদী স্পেন্সার প্রকৃতিতে "প্রচ্ছন্ন মঙ্গল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঙ্গলভাব বিদ্যমান ইহাও আসিয়া পড়িল। অতএব বলিতে হইবে মহর্ষির সগুণবাদে আসিয়া উপস্থিত হওয়ার অবকাশ রামমোহনই দিয়াছিলেন। ঈশ্বরের মঙ্গলভাব, তাঁহার করুণা মহর্ষির জীবনের নিয়ামক হইল। ইনি ইহাঁর এই বিশেষভাব পুরাণ আশ্রয় করিয়া বদ্ধমূল করিলেন, তাহা নহে, পুরাণের প্রতি কটাক্ষপাত পিতামহেরও যেমন ছিল, ইহাঁরও তেমনি। ইনি উপনিষৎসমূহ হইতে আপনার নবভাবের পোষণসামগ্রী সংগ্রহ করিলেন এবং ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না, মঙ্গলময় কি না ইত্যাদি লইয়া যখন ব্রাহ্মসমাজে তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হইল, তখন ইনি হিমালয়-শিখরে পলায়ন করিলেন। সেখানে গিয়া ইনি আপনার জীবনের কার্য্য ভুলিলেন না। বৈদান্তিক ঋষিগণের ব্রহ্মদর্শন আয়ত্ত করিবার জন্য ইনি তিন বৎসরব্যাপী সাধন আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্ম কেবল সত্তামাত্র, এই নির্গুণ পন্থা অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মদর্শনে ইনি রত হইলেন না, কিন্তু মঙ্গলস্বরূপ দ্বারা সেই সত্তাকে মধুময় করিয়া ইনি ব্রহ্মকে আপনার প্রিয়বস্তু করিলেন। ইনি অনেক সময়ে চক্ষু উন্মীলন করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে চিত্ত স্থাপন করিয়া ব্রহ্মদর্শনসুখানুভব করিতেন। উপস্থিত অনেকে হয়তো জানেন, মহর্ষি চন্দ্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া সমুদায় রজনী যাপন করিতেন। ইনি এ সময়ে বেদান্তের এক একটি প্রবচন পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিদ্বারা তাহাতে এমনই জীবন্ত-

ভাব* আরোপ করিয়া নির্গুণবাদ রক্ষা করিয়াছেন। ব্রহ্মের অবিকারিত্ব রক্ষা করিবার জন্য এ পন্থা অনেককেই অবলম্বন করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব অর্পণ করিলেন যে; সেই প্রবচন উচ্চারণমাত্র আজও ইহাঁর সমুদায় মুখমণ্ডল জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়া উঠে। এ বিষয়েও ইনি পিতামহের পথ অতিক্রম করেন নাই, কেন না পিতামহও ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহের আবৃত্তি উপাসনার অঙ্গীভূত করিয়া গিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকের অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ মহর্ষির এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, তাঁহার ব্যাখ্যানপাঠে ইহাই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

আমাদের ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের ঋষি আত্মা। ভারত যে ব্রহ্মদর্শনের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, সেই ব্রহ্মদর্শন পুনরুত্থাপন করিবার জন্য ইহাঁর আগমন। এ বিষয়ে ইনি চির অনতিক্রমণীয় থাকিবেন। পিতামহ ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার করিলেন, ধর্ম্মপিতা ব্রহ্মদর্শন জীবনে সপ্রমাণ করিলেন, এতদপেক্ষা মহত্তম কার্য্য আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের অন্যতর মূলভিত্তি ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ প্রবর্ত্তনদ্বারা সে কার্য্যের আদিম পত্তন মহর্ষি হইতে সম্পাদিত হইল। আমরা এক সময়ে ঈশ্বরদর্শনবিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাই, তাহাতে আমাদের ব্রহ্মদর্শন হয় নাই, ইহা শুনিয়া তিনি অবাক্ হইলেন। তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া জ্যোতিঃপূর্ণ মুখশ্রীতে বলিলেন, এই তো চারিদিকে ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন তিনি ব্রাহ্ম, এই কথা বলিয়া, কি জানি বা উহাতে আমাদের মনোভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় পুনরায় বলিলেন, ব্রহ্মদর্শনের জন্য যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে তাঁহারাও ব্রাহ্ম। রাজা রামমোহন সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন জগতের মিথ্যাত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুভূত না হইলে হয় না বলিয়া ব্রহ্মকে পরোক্ষভাবে চিন্তা করিতে উপদেশ দিলেন, এবং এইরূপে পরোক্ষভাবে যাঁহারা ব্রহ্মচিন্তা করিতেন, তাঁহারাই তাঁহার মতে ব্রাহ্ম ছিলেন, আর মহর্ষির সময়ে সে ভাবের কি সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল! তাঁহার মতে যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্ম। এই ব্রহ্মদর্শনের জন্য মহর্ষি চিরকাল পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ থাকিবেন, তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কোন কালে বিলুপ্ত হইবে না। মহর্ষির ব্যাখান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ আংশিক ভাবে, এবং যে জীবনে ঐ ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল সে জীবন পূর্ণভাবে, তাঁহার এই ঋষিভাবের চিরকাল সাক্ষ্যদান করিবে *।

এখন তৃতীয় ব্যক্তি কি করিলেন দেখা প্রয়োজন। যিনি সর্ব্বপ্রথম তিনি ব্রহ্মজ্ঞান অর্পণ করিলেন, যিনি দ্বিতীয় তিনি ব্রহ্মদর্শন আত্মজীবনে প্রদর্শন করিলেন। এক জনের সুতীক্ষ্ণ মনীষার নিকটে সকল প্রকার কুসংস্কার অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইল, আর এক জনের ঋষিসমুচিত যোগে ব্রহ্ম করতলন্যস্ত আমলকবৎ বিধৃত

---

* মহর্ষি অনেক দিন হইল ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশ্য কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহার জীবনের কার্য্য ফুরাইয়া গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহার জীবনের কার্য্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ। তিনি যে কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আজও তাঁহার জীবনে চলিতেছে। তাঁহার যোগ গভীর হইতে গভীর হইতেছে কি না, ইহাই জানিবার বিষয়; তিনি বাহিরে কার্য্য করিলেন বা করিলেন না, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেন। ইহাঁরা উভয়েই বেদান্তের ভূমি পরিত্যাগ করিলেন না, বেদান্তকে আপনাদের জীবনের কার্য্যের মূল করিয়া লইলেন। ইহাঁদের জীবনের কার্য্যের যে পন্থা বিরোধী ছিল, তাহা এক জন যুক্তি তর্কে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিলেন, আর এক জন নিরাকার ব্রহ্মদর্শনের অন্তরায় বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। পিতা ও পিতামহের কার্য্য যেখানে বিরত হইল, সেখান হইতে তৃতীয় ব্যক্তির কার্য্যের আরম্ভ হইল। ইনি পিতা ও পিতামহের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শন লইলেন এবং আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদিগের পুত্রস্থানীয় হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম হইতে যে একটি বিশেষভাব অন্তর্নিহিত ছিল, সেই বিশেষ ভাব বেদান্তের সহিত পুরাণকে আনিয়া সংযুক্ত করিল। পুরাণ—ঈশ্বরের নিত্য ক্রিয়া, তাঁহার নীত্য লীলা। উহা কোন দেশকালে আবদ্ধ নহে, সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে উহার প্রকাশ, সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তি পৌরাণিক ভাব ব্যক্ত করিয়া স্বদেশে স্বসময়ে বদ্ধ রহিলেন না, স্বদেশ বিদেশ, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লইলেন; সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে ঈশ্বরের লীলা হইতে আপনার জীবনের উপাদান গ্রহণ করিলেন, এবং সমুদায় নরনারীকে সেই ভূমির অন্তর্ভূত করিতে যত্ন করিলেন।

পিতামহ রামমোহন পুরাণের প্রতি সমাদর শিথিল করিয়া দিলেন, এবং অবতারবাদের উপরে কঠিন দণ্ডাঘাত করিলেন। তিনি পুরাণ তন্ত্র হইতে প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই তাহা নহে, কিন্তু উহা সত্যানুরোধে। তিনি শাস্ত্রপ্রবক্তৃদিগকে তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচারিত সত্যের জন্য সমাদর করিতেন, তাঁহাদের বাহ্যিক জীবনের প্রতি তিনি কোন আস্থা স্থাপন করিতেন না, এমন কি তাঁহাদের বাহ্যিক আচরণের উপরে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের অবতারত্ব তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, তখন সকল দেশের শাস্ত্র হইতে সত্য একত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন। এ কার্য্যে তিনি পিতামহের পদবী অনুসরণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার পদবী অনুসরণ করিয়াও এক বিষয়ে তিনি ভিন্ন রহিলেন। তিনি যেমন সকল দেশের সত্যসমূহের আদর করিলেন, তেমনি যাঁহারা সেই সকল প্রচার করিলেন, তাঁহাদের প্রতিও গভীর অনুরাগ হৃদয়ে পোষণ করিলেন। তাঁহার অন্তরে এই গভীর শ্রদ্ধানুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি খ্রীষ্ট ও অপরাপর মহাজনগণেতে ঈশ্বরের লীলা প্রথম হইতে স্বীকার করিয়াছেন *।

পিতা দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তসিদ্ধ ব্রহ্ম বিশুদ্ধভাবে গৃহীত হন, এজন্য নিতান্ত ব্যাকুল ছিলেন। কৃষ্ণ খ্রীষ্টদিগকে উপস্থিত করিলে তাঁহারা বা পুনরায় ব্রহ্মের স্থান অধিকার করিয়া বসেন, লোক সকল তাঁহাদিগকে লইতে গিয়া ব্রহ্মকে হারাইয়া ফেলে, এ ভয় তাঁহাতে

---

* সমুদায় দেশের শাস্ত্র হইতে সত্য সঙ্কলন যে সময়ে হয়, সেই সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। এখনও নববিধান অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই, কেন না যে জীবনে সমুদায় মহাজনগণের একীভূতায় উহার অভিব্যক্তি হইবে, সে জীবনে তাঁহাদের একীভূত হইবার এখন প্রক্রিয়ারম্ভ হইয়াছিল, পূর্ণতা হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতান্ত প্রবল ছিল। খ্রীষ্টকে লইয়া ইউরোপ কি প্রকার অযুক্ত ধর্ম্মে গিয়া নিপতিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকাতেই তিনি 'খ্রীষ্ট বিভীষিকাতে' নিতান্ত ভীত। "শান্ত মুপাসীত" শান্তভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এই শ্রুতির একান্ত পক্ষপাতী হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের হাসি কান্না নৃত্য, এমন কি সঙ্কীর্ত্তনের অনুকূল নহেন। এ বিষয়ে বলিতে হয়, যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার সপক্ষ। তিনি এক স্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন, ধর্ম্মে প্রমত্ত নৃত্যাদি মানসবিকার। ভাগবতের ভক্তি সুতরাং ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি কর্ত্তৃক আনীত হইবে, তাহার কোন পন্থা ছিল না। বেদান্ত এবং তৎপরবর্ত্তী পুরাণ গুলি ভক্তির বাড়াবাড়ী প্রদর্শন করে নাই। ভাগবতেই উহার বাড়াবাড়ী। পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাণগুলির তুলনায় ভাগবত আধুনিক। এই ভাগবতের ভক্তি ব্রাহ্মসমাজে তৎকালে আদৃত হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভাগবতে আদর বিনা চৈতন্যের আগমনও অসম্ভব। অতএব বলিতে হইবে, খ্রীষ্ট ও চৈতন্য উভয়ের প্রতিই ব্রাহ্মসমাজের দ্বার * অবরুদ্ধ ছিল।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে, কেশবচন্দ্র ব্রহ্মনিরপেক্ষ হইয়া খ্রীষ্টচৈতন্যাদিকে গ্রহণ করিলেন, অথবা ব্রহ্মাবলম্বনে

---

* পিতামহ রাজা রামমোহন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা যেমন বলিতে পারা যায়, তেমনই কৃষ্ণকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন বলা সমুচিত; কেন না তিনি উভয়ের প্রবচনের প্রতি সমান আদর প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি প্রবক্তার প্রতি তত দৃষ্টি না করিয়া প্রবক্তার উক্তি গ্রহণ করিতেন, ইহাই সত্য কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাঁদিগকে আত্মস্থ করিলেন। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া ইহাঁদিগের নিকটে কেহ যাইতে পারে, বা ইহাঁদিগকে চিনিতে পারে, ইহা তিনি কখন স্বীকার করেন নাই। তিনি স্পষ্ট এই কথা বলিয়াছেন যে, তিনি খ্রীষ্টকেও জানিতেন না, চৈতন্যকেও জানিতেন না, এক ব্রহ্মকে জানিতেন, ব্রহ্ম তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, তাই তিনি তাঁহাদিগকে জানিয়াছেন চিনিয়াছেন। কেশবচন্দ্র পিতা পিতামহ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মদর্শনলাভ করিয়া তাহাতে ব্রহ্মবাণীশ্রবণ সংযুক্ত করিলেন। তাঁহার জীবন বিবেকপ্রধান; বিশ্বাস বিবেক ও বৈরাগ্য তাঁহার জীবনের নিয়ামক। তিনি বিশ্বাসে ব্রহ্মকে দেখিলেন, বিবেকদ্বারা তাঁহার বাণী শ্রবণ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানে আদেশ ও আজ্ঞাদি শব্দ নাই, বা তিনি আদেশ ও আজ্ঞা মানেন না, তাহা নহে, কিন্তু দর্শন যেমন তাঁহার জীবনের মূলভিত্তি, শ্রবণ সেরূপ নহে। শ্রবণ বৈদেশিক ভাব, ইহা য়িহুদি জাতি হইতে সমাগত। সুতরাং এ ভাবের পূর্ণাভিব্যক্তি তাঁহাতে না থাকিলে কোন দোষ স্পর্শ করিতেছে না।

কেশবচন্দ্র ব্রহ্মের ভিতর দিয়া যখন খ্রীষ্ট ও চৈতন্যকে গ্রহণ করিলেন, তখন উহাঁরা আর ব্রহ্মের ব্যবধায়ক হইলেন না। তাঁহার মত এই, ব্রহ্মের ভিতরে ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদিগকে দেখিবার কোন উপায় নাই, ব্রহ্ম অন্তশ্চক্ষুর নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্ট চৈতন্যাদিও অন্তর্হিত হইয়া যান। এরূপ স্থলে আর তাঁহারা নবধর্ম্মে ব্রহ্মের সিংহাসন অধিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া নব ব্রাহ্মগণের হৃদয়কে অপহরণ করিবেন কি প্রকারে? পিতা পিতামহের যে আশঙ্কা ছিল, কেশবচন্দ্র তাহা এই প্রকারে অপনয়ন করিলেন, এবং নবভাবসংযুক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে তিনি নব ব্রাহ্মধর্ম্ম আখ্যা দান করিলেন। কিন্তু ইহাতেই কার্য্য শেষ হইল না। ব্রহ্মের ভিতরে খ্রীষ্টচৈতন্যকে দেখিলেই কি ধর্ম্মের পূর্ণতা হইল? কখনই নহে। তাঁহাদিগকে এ প্রকারে স্বতন্ত্র রাখিলে তিনি যে মহাযোগ সিদ্ধ করিবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা নিষ্পন্ন হইল না, ইহা হইতে তাঁহাকে আরও অগ্রসর হইতে হইল।

ধর্ম্মের দুই অংশ;—এক দৈব, আর এক মানব। উর্দ্ধে দেবতা নিম্নে মানব, এই লইয়া দৈব ও মানব ভাবে ধর্ম্মের পূর্ণতা। দৈবভাগে ব্রহ্ম আপনি অসঙ্গ উদাসীনভাবে অবস্থিত, মানবভাগে তিনি মানবে আবির্ভূত। নিরপেক্ষ, অসঙ্গ, উদাসীন ব্রহ্মকে গ্রহণ ইহা যেমন প্রয়োজন, তেমনি আবার সর্ব্বত্র আবির্ভূত ব্রহ্মকে গ্রহণ করাও প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র সমানভাবে এই দুই ভাব গ্রহণ করিলেন। তাঁহাতে ধর্ম্মের দৈব ও মানব বিভাগ একতা লাভ করিল। এখন ধর্ম্মের এই দুই ভাগকে এক অখণ্ড ভাগে পরিণত করিয়া মহাযোগসাধনের জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। এই সময় নব ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধানে * পরিণত হইল। যখন নববিধান আসি-

---

* ইহা সকলের স্মরণে রাখা উচিত যে, বেদান্ত ও পুরাণ এ উভয়ের মধ্যে মহৎ পার্থক্য আছে। বেদান্ত প্রতিসাধককে ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত করেন, বেদান্তপ্রধানসময়ে ব্যক্তিগত ধর্ম্মের প্রাবল্য। পুরাণের সময় ইহা

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেন, তখন মুষা ঈষা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের অভিন্নতা উপস্থিত হইল। বিবেক বৈরাগ্য প্রেম প্রভৃতি ভাবের সঙ্গে তাঁহাদের ভাব মিশিয়া গেল। অখণ্ড চিদানন্দ ব্রহ্ম কেশবচন্দ্রের হৃদয়কে পূর্ণভাবে অধিকার করিলেন। সকল সম্প্রদায় সকল জাতি সকল ধর্ম্ম নববিধানে এক হইল।

যে অবতারবাদের প্রতি পিতামহ কটাক্ষপাত করিলেন, পিতা ব্রহ্মদর্শনের অন্তরায় বলিয়া দূরে পরিহার করিলেন, পৌরাণিক বিধান গ্রহণ করিয়াও সেই অবতারের দূষিত অংশ কেশবচন্দ্র দূরে পরিহার করিলেন। অবতারগণ ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ জীবনে প্রতিফলিত করেন, সেই স্বরূপাংশ তিনি আত্মস্থ দেবাংশের সহিত এবং তাঁহাদের মানবীয় ভাগের ভক্তি বাধ্যতা প্রভৃতি আপনার মানবীয়াংশের সহিত একীভূত করিয়া লইলেন। এই অবতারগণ পর সময়ে মধ্যবর্ত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাও রহিল না। কেন না ইহাঁরা আত্মার সহিত একীভূত হইয়া আর সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনের অন্তরায় রহিলেন না, অন্তশ্চক্ষুর নির্ম্মলতা সাধন করিয়া অব্যবহিত ভাবে ব্রহ্মদর্শনের সহায় হইলেন। তাঁহাদের উক্তি সকল বাহিরে পথপ্রদর্শক হইয়া

হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুরাণ ব্যক্তিগত ধর্ম্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া সমগ্রসমাজব্যাপী ধর্ম্ম দেখাইয়া থাকেন। যখন সমুদায়জাতিব্যাপী একটি ধর্ম্মের প্রয়োজন হয়, তখন পুরাণের অভ্যুদয়। সুতরাং পৌরাণিক ধর্ম্মকে বিধানধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। বিধান তাহা, যাহা তৎকালে সমুদায় জাতিসাধারণ হইবে, একজনেতে আবদ্ধ থাকিবে না। "নব ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধানে পরিণত হইল" এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পবিত্রাত্মার ক্রিয়াতে নব ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল জাতির অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিল না, উহারা অন্তরের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মার অংশ হইয়া গেল। এই পবিত্র ব্যাপার বুদ্ধিপূর্ব্বক সাধিত হইল না, ব্রহ্মাবির্ভাবে ব্রহ্মপ্রেরণায় উহা আপনি সাধিত হইল।

সকল জাতি,সকল সম্প্রদায়, সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্র, সকল সাধু মহাজন যখন একীভূত হইলেন,তখন পৃথিবীতে আর কেহ পর রহিলেন না; সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা উপস্থিত হইল। এই একাত্মতার কার্য্য, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মাবির্ভাব ও ব্রহ্মপ্রেরণায় নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং এখানে কোন মানবের প্রাধান্য নাই। নববিধান এই জন্য পবিত্রাত্মার বিধান বলিয়া গৃহীত হন। ব্রহ্মনিরপেক্ষ হইয়া ইহার কোন কার্য্য চলে না, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণীশ্রবণ ইহার মূলভূমি। ইহার সঙ্গে সমুদায় প্রাচীন বিধান প্রাচীন মহাজনগণ এক হইয়া গেলেন কিসে? ব্রহ্মস্বরূপে ও ব্রহ্মবাণীতে। সেই সেই বিধানে ব্রহ্মের প্রেম পুণ্যাদি যে সকল মানবচরিত্রে আবির্ভূত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, ব্রহ্মের যে সকল বাণী তাঁহাদের জীবনে অভিব্যক্ত হইয়া শাস্ত্রাকারে পরিণত হইয়াছে, সেই সকল নববিধান আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্ম আছে তাহাদের দোষান্বেষণ করিলে, তন্মধ্যে যে কিছু কুসংস্কারাদি আছে তৎপ্রতি কেবলই কটূক্তি বর্ষণ করিলে, কোন ধর্ম্ম বা কোন সম্প্রদায়কে আত্মসাৎ করিতে পারা যায় না। এরূপ পথ অবলম্বন করিলে খ্রীষ্টবাদীরা, মুসলমানেরা, যিহুদীরা বা অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা যেমন আপন আপন শাস্ত্র ও মহাজনগণকে অভ্রান্ত বলিয়া অপরাপর সম্প্রদায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকদিগের শাস্ত্র ও মহাজনগণসম্বন্ধে বলিয়া থাকে, লোকদিগকে বিপথগামী করিবার জন্য পাপাসুর বা শয়তানের প্রেরণায় ইহঁারা অসৎপথ সৃজন করিয়াছেন, আমাদিগকেও সেইরূপ বলিতে হয়। হিন্দুগণের শাস্ত্র উদারতার বিশেষ পরিচয় দান করিয়া থাকে, অথচ সাম্প্রদায়িকতা এমনই অপরিহার্য্য যে হিন্দুশাস্ত্রও বৌদ্ধশাস্ত্রসম্বন্ধে বলিয়া থাকে অসুরগণকে বিপথগামী করিয়া বিনাশ করিবার জন্য বিষ্ণু স্বয়ং অবতরণ করিয়া পাষণ্ডশাস্ত্র রচনা করিলেন। নববিধান এই অনুদার ভাব দূরে পরিহার করিলেন, অথচ ইনি শাস্ত্র ও মহাজনগণ গ্রহণসম্বন্ধে দেশীয় ভাব অতিক্রমণ করিলেন না। ভাগবত এ সম্বন্ধে যে মূলতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অতীব সত্য;

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং ক্বচিৎ।

তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥

"মহাজনগণের বাক্য সত্য, আচরণ কখন কখন সত্য হয়। তাঁহাদের আচরণসকলের মধ্যে যে আচরণ তাঁহাদের বাক্যের সঙ্গে মিলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই আচরণের অনুসরণ করিবেন।" মহাজনগণ ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য, তাহা নিত্যকালের জন্য সত্য, কিন্তু তাঁহারা কাল দেশে আবদ্ধ জীব ছিলেন, কাল ও দেশ সর্ব্বপ্রকারে অতিক্রমন করিতে পারেন নাই, সুতরাং যে সকল আচরণ কালদেশসংস্রুত, এবং কালে কালে যে সকলের অবশ্য পরিবর্ত্তন হইবে, সে গুলি কখন নিত্যকালের আচরণের বিষয় হইতে পারে না। ভাগবত এই কথা বলিয়া ইহাও অনুমোদন করিতেছেন, মহাজনগণ তত্তৎকালের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসরণ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাও পরিবর্ত্তনশীল, কেবল সেই সকল চিরস্থায়ী যাহা নিত্য সত্য আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মপ্রেরণায় উক্ত।

কেশবচন্দ্র যে বিধানের অভ্যুদয় হইল, তাহা বিজ্ঞানপ্রধান। যাহা কিছু তিনি গ্রহণ করিলেন, আত্মসাৎ করিলেন, তাহা বিজ্ঞানের অবিরোধী ভাবে গৃহীত হইল। গুরুবাদ, মধ্যবর্ত্তিত্ববাদ, দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি যতগুলি বিরুদ্ধমত * আছে, তাহার তিনি মীমাংসা করিলেন, এবং অবিরোধী ভাবে অন্তর্ভূত করিয়া লইলেন। তিনি এই সকলের চরম পরিণতিস্থলে মিলন দেখাইয়া দিলেন। দুইটী আপাত বিরোধী মত প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে বাড়িতে দিলে শেষে এমন স্থলে দুইটী গিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহাদের উভয়ের প্রভেদক রেখা অন্তর্হিত হয় হইয়া যায়। কেশবচন্দ্র এই ব্যাপারটি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাই তিনি নিম্নভূমিতে নহে, কিন্তু উচ্চভূমিতে বিরুদ্ধ মতসমূহের, বিরুদ্ধ ভাবসমূহের, বিরুদ্ধ প্রণালীসমূহের সামঞ্জস্য ঈশ্বরপ্রেরণায় সম্পাদন করিয়াছেন। এ কার্য্য করিতে তিনি কঠোর

* (১) গুরু শিষ্য, (২) বিবিধ সম্বন্ধ, (৩) দ্বৈত অদ্বৈত, (৪) ভাব ও অক্ষর, (৫) শাস্ত্র ও প্রত্যাদেশ, (৬) আধ্যাত্মিকতা ও বাহ্যনিদর্শন (৭) অবতার ও মধ্যবর্ত্তী, (৮) ব্রহ্ম ও মানব, (৯) আত্মা ও প্রকৃতি, (১০) সংসার ও পরলোক, (১১) ভ্রান্তি ও অভ্রান্তি, (১২) ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, (১৩) প্রেরিত ও সাধারণ, (১৪) ধনী ও দরিদ্র, (১৫) বাধ্যতা ও স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল পরস্পর বিরোধী মত আছে, সে সকলের অবিরোধিত্ব তিনি কি প্রকারে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহার কথিত কথাগুলি আলোচনা করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোষদর্শী জ্ঞানের অনুসরণ করেন নাই, কিন্তু ভক্তি ও অনুরাগ পথ অবলম্বন করিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন। উপনিষৎ যে বলিয়াছে

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

ইহা কেশবচন্দ্রের জীবনে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার পরমা ভক্তি; যেমন তাঁহার প্রতি তেমনি তাঁহার প্রেরিত সাধু মহাজনগণের প্রতি একান্ত ভক্তি ও অনুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি এ মহৎ কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা যে তঁাহার প্রকৃতির মধ্যে নিহিত ছিল, তাহা তিনি আপনি সুস্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন *। কেশবচন্দ্র বিরোধী মতসমূহের, বিরোধী ভাবসমূহের, বিরোধী সম্প্রদায়সমূহের কি প্রকারে সামঞ্জস্য সম্পাদন করিলেন, সে সকলের বিস্তৃত উল্লেখ করিবার সময় নাই, সুতরাং এই বলিয়া শেষ করিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মে তিনি তৃতীয় ব্যক্তি, তিনি আসিয়া ধর্ম্মের পূর্ণতা সাধন করিলেন †। এ পূর্ণতার আরম্ভ আছে, কিন্তু ইহার শেষ নাই।

---

* "ভগবান্ হৃদয়ের নারদকে শিখাইয়াছেন, যখন একজনকে নিমন্ত্রণ করি, এক সত্যকে আহ্বান করি, তখনই নারদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত সাধুকে সমস্ত সত্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। আমি এক জনকে নিমন্ত্রণ করিব, একটি লইব মনে করি, নারদ তাহা লইতে দেন না। একটিকে আনিতে গেলেই সকলগুলিকে আনিতে হয়। ঈষা মুষা যেন পরস্পর হাতে হাতে বাঁধিয়াছেন। এই দেখিয়াই নববিধান নামে আখ্যাত করিয়াছি নব ব্রাহ্মধর্ম্মকে।"—জীবনবেদ।

† "স্বদেশ, মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য ঈশ্বর যে নববিধান দিয়াছেন, ইহার অর্থ কেবল পূর্ণতা। এই পূর্ণতা মনের মধ্যে ছিল।"—জীবনবেদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশবচন্দ্রের অন্তর্বাহ্য *।

হে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমি আমাদের আত্মার প্রাণ। যদি আত্মার মূলে থাকিয়া প্রাণ সঞ্চারিত না কর, তাহা হইলে সাধ্য কি যে তোমার রাজ্যের গূঢ়তত্ত্ব সকল আমরা অবগত হই। হে কৃপানিধান, আমরা অনন্যগতি অনন্যমনা হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমাদের প্রাণমন্দির তোমার আবির্ভাবে পূর্ণ কর; বক্তা ও শ্রোতা উভয়কে গূঢ় তত্ত্ব গূঢ় সত্য শিক্ষা দান কর। আমরা সকলে মিলিত হইয়া তোমার সত্য অবতরণের জন্য ভিক্ষা করিতেছি। যেখানে তোমার প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা নাই, সেখানে সত্যাবতরণের দ্বার অবরুদ্ধ। তাই ধূলি ও তৃণাপেক্ষা নীচ হইয়া আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। দেখিও, নাথ, অদ্যকার গম্ভীর ও মহত্তম বিষয়ে যেন কোন প্রকারে কল্পনা মিশ্রিত হইয়া সত্য বিকারগ্রস্ত না হয়। সকল প্রকারের অসত্য ও মিথ্যা বিনষ্ট কর; রসনার সহায় হও; এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

অদ্য মাঘের একাদশ দিবস। আজ কেশবচন্দ্রের কথা কেন? ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে পিতামহ রাজা রামমোহনের নাম চির-সংযুক্ত। ১১ই মাঘের দিনে তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। আবহমান কাল যে নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে তাহার ব্যতিক্রম সাধনজন্য

* ষট্‌ষষ্টিতম মাঘোৎসবোপলক্ষে উপাধ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতার সার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ এ নবীন যত্ন কেন? ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টিপোষণ রাজর্ষি রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে নিষ্পন্ন; তাঁহাদের নামোল্লেখ না করিয়া কেশবচন্দ্রের নাম কীর্ত্তন, ইহা কি মানিগণের মানাপহরণে যত্ন নহে? রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ বিনা যদি কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র কেহ থাকিতে পারেন, কেশবচন্দ্রের নাম করিলে যদি সত্যই তাঁহাদের নাম ও গৌরব বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে ১১ই মাঘের দিনে কেশবচন্দ্রের নামকীর্ত্তন গুরু অপরাধ। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়, 'কেশবচন্দ্রের অন্তর্ব্বাহ্য'। এই বিষয়ের সঙ্গে রাম-মোহন ও দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ কি? এই বিষয়ই কি তাঁহাদিগকে বিস্মৃত করাইয়া দিতেছে না? না, তাঁহাদিগের সন্নিকর্ষ এই বিষয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হইতেছে। কি প্রকারে হইতেছে, একবার দেখা যাউক।

অন্তর ও বাহ্য, এ বিষয়ে পিতামহের অভিপ্রায় কি? তিনি কি বাহিরের সমুদায় বিষয়কে মায়িক ও মিথ্যা বলেন নাই? 'জগৎ মিথ্যা হইয়া দৃষ্টির সন্নিধান হইতে উড়িয়া না গেলে পরমাত্মসাক্ষাৎকার হয় না, এ কথা বলিয়া কি তিনি জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন নাই? শঙ্করের অনুসরণ করিয়া পিতামহ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই প্রকার মনে করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে, কিন্তু তিনি কি সেরূপ মায়াবাদী ছিলেন যাহাতে জগৎকে তিনি যথার্থই স্বপ্ন মনে করিয়া তৎপ্রতি সর্ব্বদা উপেক্ষা করিতেন? ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে তাঁহাতে মন এমনই মগ্ন হয় যে, আর কোন বস্তু আত্মার সম্মুখে প্রতিভাত হয় না, এই অনুভূতি অবলম্বন করিয়া তিনি জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেবল বেদান্ত-দর্শন পাঠ করিয়া জ্ঞানে মায়াবাদ স্বীকারপূর্ব্বক মৌখিক জগতের মিথ্যাত্ব ভাণ করা, ইহার তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। অন্যথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের তিনি প্রতিবাদ করেন, তখন বেদান্তদর্শনপাঠের বিরোধে কেন তিনি এ কথা বলিলেন, এই দৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা কাল্পনিক মনে করিয়া বেদান্তাধ্যায়িগণ লৌকিক ব্যবহার হইতে বিরত হইবেন, ইহাতে জনসমাজের ঘোর অকল্যাণের সম্ভাবনা *। এ কথা বলিয়া কি তিনি লৌকিক ব্যবহার ও জনসমাজসংরক্ষণ অবশ্য কর্তব্য প্রতিপাদন করেন নাই? অধিকন্তু তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানসমূহের প্রতি একান্ত পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন †। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সকলের পক্ষে এমন সুলভ নহে যে জগৎ যাহার তাহার নিকট স্বপ্নবৎ মিথ্যা হইয়া যাইবে, সুতরাং তিনি পাকতঃ

---

* Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta ;—In what manner is the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother &c. have no actual entity they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better.—*The Letter of R. M. Roy. to Lord Amherst.*

† We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talents and education to instruct the Natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful sciences, which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world.—*Ibid.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহ্যজগৎ ও বাহ্যজগৎসম্পর্কীণ ব্যবহারসমুদায়ের অনুমোদন করিয়া অন্তর ও বাহ্য, এ উভয়েরই সমান সমাদর করিয়াছেন।

পিতামহ ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা যোগ অসম্ভব। ঋষিগণের ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মভিন্ন অন্যবস্তু উড়াইয়া দিয়া—যোগে সাধকের মন নিবিষ্ট করে। পিতামহ ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিতি করিলেন, ব্রহ্মযোগে প্রবিষ্ট হইলেন না। তিনি কেবল এই প্রদর্শন করিলেন, চরমে ব্রহ্মজ্ঞানে যখন পরমাত্মসাক্ষাৎকার হয়, তখন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর স্ফূর্ত্তি থাকে না। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মযোগে কেন পরিণত করিলেন না, এ প্রশ্ন উত্থাপন বৃথা। তিনি যদি ব্রহ্মযোগ তখন আনিতেন, অন্তর ও বাহির এ দুইয়ের সমপরিমাণে সমাবেশ হইবার পক্ষে মহান্ অন্তরায় উপস্থিত হইত। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে তিনি আপনার গতি স্থগিত করিলেন, ব্রহ্মযোগের কথা দৃঢ়তাসহকারে উত্থাপন না করিয়া সামাজিক কর্ত্তব্যাদির প্রতি জনসমাজের চক্ষু বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিলেন। তিনি বিজ্ঞানের প্রতি উপেক্ষার নয়নে দেখিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য আলোক তাঁহার নিকট যৎসামান্য ছিল না। দৃশ্যমান জগৎ সেই আদিকারণের অধিষ্ঠানে সঞ্জীবিত, ইহা তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন। পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি সম্বন্ধ শঙ্করমতে মায়িক হইলেও তাঁহাদের প্রতি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য অবশ্য পালনীয় বলিয়া তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ বেদান্তের অন্তরবাদের প্রাধান্য তাঁহার সুতীক্ষ্ণ মনীষাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। এজন্যই তিনি (১) পারমার্থিক ও (২) লৌকিক ভেদে এক দিকে যেমন অন্তর্জ্জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, অন্য দিকে বাহ্য জগতেরও সেই প্রকার সত্যত্ব কার্য্যতঃ দৃঢ়মূল করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা দেখিতে পাইতেছি, পিতামহ রামমোহনে যে অন্তর্ব্বাহ্য অসংশ্লিষ্ট ও আপাতবিরোধী ভাবে অবস্থিত ছিল, কেশবচন্দ্রের জীবনে তাহাই সংশ্লিষ্ট ও অবিরোধী ভাব প্রদর্শন করিয়াছে। এ সম্বন্ধে পিতা দেবেন্দ্রনাথের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কে আর জানেন না যে, মহর্ষি বিপুল সম্পত্তি ও পরিবার মধ্যে পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের ন্যায় বাস করিয়া ব্রহ্মদর্শন সাধন করিয়াছেন। জগৎ মায়া বা মিথ্যা, এ মতের তিনি কোন দিন অনুবর্ত্তন করেন নাই। যে উপনিষদ্বাক্য প্রথমতঃ তাঁহার চিত্তকে ব্রহ্মের দিকে লইয়া যায়, সেই উপনিষদ্বাক্য তাঁহাকে এই শিক্ষা দেয়, "এই সমুদায় বিশ্ব, এই বিশ্বের সমুদায় পদার্থ সেই ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত। অতএব আসক্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদায় ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না।" কি আশ্চর্য্য, রামমোহনে যাহা অপরিস্ফুট ছিল, দেবেন্দ্রনাথে তাহা পরিস্ফুট হইল; অথচ তৃতীয় ব্যক্তি যতদিন আগমন করেন নাই, ততদিন অন্তর্ব্বাহ্য যে কি ঘনিষ্ঠ যোগে সম্বদ্ধ এবং এ দুইকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া পূর্ণ ধর্ম্মের সাধন হয় না, এ কথা আমাদের কাহারও মনে প্রতিভাত হয় নাই। মূল কথা বলিবার পূর্ব্বে এখানে একটী কথার উল্লেখ নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশ ও অপরাপর দেশ রামমোহনকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথসম্বন্ধে সেরূপ বলা যায় না। যেখানেই জ্ঞানচর্চ্চার প্রাবল্য, সেখানেই রাজা রামমোহন। এসময়ে জ্ঞানচর্চ্চার প্রাবল্য কোথায় নাই? কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে বা অন্যত্র ব্রহ্মদর্শনের আদর অতি অল্প, তাই মহর্ষি আপনার উপযুক্ত প্রাপ্য কাহারও নিকট পাইতেছেন না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয়, তাঁহাকে গ্রহণ না করিলে কাহারও সংসারভয় বা পতন নিবারণ হইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশবচন্দ্রের অন্তর্ব্বাহ্য, দুই প্রকার অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম কেশবচন্দ্রের অন্তর ও বাহির; দ্বিতীয় কেশব-চন্দ্রের সম্বন্ধে অন্তর ও বাহির। যে কোন অর্থে কেন গ্রহণ করা যাউক না ফলে একই দাঁড়ায়। কেশবচন্দ্র কেবল অন্তরের পক্ষ-পাতী ছিলেন না, কেবল বাহিরেরও পক্ষপাতী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার অন্তর ও বাহির দুইয়ের মিল ছিল, এবং অন্তর ও বাহির দুইয়ের প্রতি তাঁহার সমান আস্থা ছিল। তিনি যোগী ছিলেন, তিনি ভক্ত ছিলেন, কেবল যোগী বা কেবল ভক্ত ছিলেন না। তাঁহাতে যোগ আগে, না ভক্তি আগে? তাঁহাতে দুইয়েরই যুগপৎ সন্নিবেশ ছিল, কেন না তিনি বাহিরের শাস্ত্র গুরু ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বহির্নিরপেক্ষ যোগী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, কিন্তু তিনি বাহিরের সম্বন্ধ গুলি কোন কালে পরিত্যাগ করেন নাই, ঈশ্বরকে এই সকল সম্বন্ধঘটিত বিবিধ কর্ত্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। এক সময়ে তাঁহাতে ভক্তি বাড়িয়া গেল, অপর সময়ে যোগ প্রবল হইল, এরূপ হইতে পারে, কিন্তু প্রথম হইতে দুইই তাঁহাতে নিগূঢ়ভাবে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্তর ও বাহ্য—যোগ ও ভক্তি, এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিয়ত কাল তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে যখন দার্শনিক ভূমির উপরে স্থাপন করিবার জন্য যত্ন করিলেন, তখন তিনি কোন এক দর্শনের পক্ষপাতী হইয়া অপর দর্শনের প্রতিকূল হইলেন না, অন্তর্ব্বাহ্য উভয়ের সত্যত্ব-প্রতিপাদক দর্শন তাঁহার দর্শনশাস্ত্র হইল।

যোগী যিনি তিনি কেবল অন্তরের রাজ্যে বিচরণ করেন। তাঁহার নিকটে পরমাত্মবস্তু সত্য, আর সমুদায় ধূঁয়ার মত অপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দার্থ। যোগী অদ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, আদিতে ব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছু ছিল না ; সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত যাহা কিছু প্রতীত হয়, উহা সমুদায় অজ্ঞানতামূলক ; উহার বাস্তবিক সত্যত্ব নাই। যোগী যতক্ষণ এই প্রকার কেবল অন্তররাজ্যের পক্ষপাতী, বহির্জগতে পদার্পণ করিতে অসম্মত, মিথ্যার রাজ্যে ছায়া ভক্ষণ করিতে কুণ্ঠিত, ততদিন তাঁহাতে ভক্তির প্রকাশ অসম্ভব। যোগী ভগবানের লীলা দেখেন না, মায়ার খেলা দেখেন। তিনি কোন বিষয়ের প্রতি অনুরাগী নন, সর্ব্বদা অসঙ্গ ও উদাসীন। ভক্ত অন্তররাজ্যের প্রতি বিমুখ হইতে পারেন না, কেন না অন্তরের অন্তরতম পরমাত্মা ভক্তির উপজীবিকা। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সৃষ্টি সত্য। তাঁহার মতে পরমাত্মা বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন, সৃষ্টি তাঁহার বিচিত্র শক্তির প্রকাশ। শক্তিমান্ যে প্রকার সত্য, শক্তিও সেই প্রকার সত্য, শক্তি ছাড়া শক্তিমান্ অপ্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম অন্ধ জড় বা মূক নহেন, অশেষকল্যাণগুণবিশিষ্ট ; জীবগণের প্রতি অসীম উদার তাঁহার ব্যবহার। যোগী ও ভক্ত শ্রেণী সামান্য নহেন। ইঁহাদিগকে লইয়া দর্শনাদির উৎপত্তি। আত্মা (Spirit) ও জড় (Matter), এ দুই চিরবিবাদের ভূমি। কেহ আত্মা বিনা আর কিছু দেখেন না, কেহ বা জড় বিনা আর কিছুরই সত্যত্ব স্বীকার করেন না। কেহ জগতের দিক্ দিয়া সকল বিষয়ের মূল অন্বেষণ করেন, কেহ আত্মার দিক্ দিয়া জগতে গিয়া উপস্থিত হন। সুতরাং এই দুই প্রণালীর চিন্তা হইতে জড়বাদ (Materialism) ও অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism) উৎপন্ন হইয়াছে। আত্মা, চিন্তা, জ্ঞান (thought), এই সকল এক মতে সত্য, আর এক মতে চিন্তা জ্ঞান প্রভৃতি দৈহিকক্রিয়া- (function) সমুৎপন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ দুই প্রকার মত, অন্তর ও বাহির, এ দুইয়ের কোন একটির প্রাধান্য অনুসারে হইয়াছে, ইহা আর কে না জানেন ?

জর্ম্মণি ও ইংলণ্ড স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অন্তর্ব্বাহ্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া পরস্পর হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। জর্ম্মণির অন্তর হইতে এবং ইংলণ্ডের বাহির হইতে দার্শনিক গতি। এ দুইয়ের সামঞ্জস্য বিনা দার্শনিক জগতের বিরোধ কোন দিন তিরোহিত হইবার নহে। আত্মা বা আমি (Subject) একান্ত অপরিহার্য্য। বাহিরের জগতের বিষয় অনুধাবন, চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ, এই আমি বা আত্মা বিনা অসম্ভব। চিন্তা বিনা কিছুই জ্ঞানের বিষয় হয় না; যেখানে চিন্তা সেখানে আমি প্রবিষ্ট। এই আমির এত প্রাধান্য যে কিছু নাই বলিতে গেলেও এই আমি বা চিন্তার প্রয়োজন। বাহিরের চতুর্দ্দিকের অবস্থা (Environment) যাঁহাদিগের মতে সর্ব্বস্ব, তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হয়, আমিতে প্রোথিত না হইলে এই চারিদিকের অবস্থা কোন স্থায়ী ক্রিয়া রাখিয়া যাইতে পারে না। বাহিরের ক্রিয়া হইতে দেহাদির নানাবিধ পরিবর্ত্তন হয় সত্য, কিন্তু দেহাদির পরিবর্ত্তন একটী আন্তরিক প্রতিষ্ঠার (typeর) অনুবর্ত্তন করে, অন্যথা একই প্রকারের উপাদান সত্ত্বে ভিন্ন দেহাদির উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভবে ? এক কলা (cell) ক্রমান্বয়ে উদ্ভিন্ন হইতে হইতে দেহ উৎপন্ন হইল, ভিন্ন ভিন্ন দেহের ক্রমিক পরিবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন জীব হইল, এ সকল বাহিরের চতুর্দ্দিকের অবস্থার পরিবর্ত্তন দ্বারা সিদ্ধ করিতে গেলেও আন্তরিক প্রতিষ্ঠা (type) বিনা উপাদান সকলের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমাবেশ কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না। আবার যদি কেবল প্রতিষ্ঠামাত্র গ্রহণ করিয়া উপাদান ও চতুর্দ্দিকের অবস্থা অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমিকোন্মেষ অসম্ভব হয়। সুতরাং কেশবচন্দ্রে যোগ ও ভক্তি যেমন সমঞ্জস ভাবে মিলিত, তেমনি অন্তর ও বাহ্য সমঞ্জস ভাবে মিলিত হইবে, ইহাতো স্বাভাবিক।

ঈশ্বর, জীব ও জগৎ, এই তিন পদার্থসম্বন্ধে অন্তর্বাহ্যপ্রণালীর প্রয়োগ হয় ঈশ্বর সম্বন্ধে দুই বিরুদ্ধ মত প্রচলিত। প্রথম মতে ব্রহ্ম অসঙ্গ উদাসীন, তাঁহার সৃষ্টির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি গুণাতীত। দ্বিতীয় মতে ব্রহ্ম ক্রিয়াশীল; জগৎ ও জীব তাঁহারই ক্রিয়ায় উৎপন্ন, তাঁহারই ক্রিয়াতে বিধৃত হইয়া অবস্থিত; ব্রহ্ম অশেষকল্যাণগুণবিশিষ্ট। ব্রহ্ম যদি আপনি উদাসীন হইলেন, সর্ব্বপ্রকারের ক্রিয়াবিবর্জ্জিত হইলেন, তাহা হইলে এই সৃষ্টি আসিল কোথা হইতে? তিনিই যদি জগতের কারণ ও উপাদান উভয়ই হন, তাহা হইলে দুগ্ধ হইতে যে প্রকার দধি সমুৎপন্ন হয়, তেমনি কি জগৎ ও জীব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? এরূপ স্বীকার করিলে ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত হয়েন; তাঁহার স্বরূপের একেবারে অন্যথা হইয়া যায়। এই মতকে পরিণামবাদ বলে। দেশীয় পরিণাম-বাদিগণ ব্রহ্মের জগৎ ও জীবরূপে পরিণাম স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি আপনি বিকারগ্রস্ত হন, বা তাঁহার স্বরূপের অন্যথা হয় স্বীকার করেন না। এক মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি বিবিধ আকার উৎপন্ন হয়, এক স্বর্ণ হইতে কুণ্ডলাদি বিবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হয়, কিন্তু মৃত্তিকা ও স্বর্ণ পদার্থ যাহা তাহাই থাকিয়া যায়. ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি ইঁহাদের মতে সেইরূপ। ব্রহ্ম প্রকারী, জগৎ ও জীব ব্রহ্মের প্রকারমাত্র; ব্রহ্ম আত্মস্থানীয়, জগৎ ও জীব তাঁহার দেহস্থানীয়। বিবর্ত্তবাদিগণ বলেন, আকাশ বর্ণ ও রূপবিরহিত, অথচ তাহাতে নীলিমাদি যে প্রকার ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীত হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমনি রূপ ও বর্ণবিরহিত ব্রহ্মে জগৎ ও জীব ভ্রান্তিজ্ঞানে আরোপিত হইয়া থাকে।

কেশবচন্দ্র কারণে কার্য্য অন্তর্ভূত স্বীকার করিলেন। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি যখন ক্রিয়োন্মুখ হইলেন, তখন সেই চিচ্ছক্তির (সমুদায় জগৎ ও জীবসম্পর্কীণ জ্ঞানের) প্রথম প্রকাশ হইতে তদন্তর্ভূত (শক্তিরূপে অবস্থিত) জগৎ ও জীবরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইল *। ব্রহ্ম আপনি নিরাকার নির্ব্বিকার, তাঁহাতে কোন প্রকারের পরিবর্ত্তন সম্ভবে না; অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের অতীত; কিন্তু চিচ্ছক্তির প্রথম প্রকাশ (Logos) সমুদায় জগৎ ও জীবের উৎপত্তির হেতু হইলেন। সেই জগৎ ও জীবের অভ্যন্তরে ঈশ্বর আপনার কল্যাণগুণ এমনই মিশাইয়া দিলেন যে, জগৎ ও জীবের কল্যাণের দিকে স্বাভাবিকী গতি। কল্যাণ ভিন্ন তাহাদের হইতে আর কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না; ক্ষণিক বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইলেও চরমে কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী; স্বয়ং ব্রহ্ম নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। জগতের ভিতরে জীবের

---

* "একদিন সৃষ্টি হয় নাই, নিত্য সৃষ্টি হইতেছে। যাহারা বলে স্রষ্টা একদিন এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, তাহারা প্রকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব জানে না। সৃষ্টিবীজের কার্য্য ক্রমাগত চলিতেছে, লক্ষ যুগে সৃষ্টি ফুরাইবে না।...... যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে, যাহা হইবে, সমুদায় বীজের ভিতর ছিল। কারণে সমুদায় কার্য্য ছিল। ব্রহ্মাণ্ডপতির রোপিত বীজমধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লুক্কায়িত ছিল।" (আ, উ।)

"What was creation but the wisdom of God going out of its secret chambers and taking a visible shape, His potential energy asserting itself in unending activities?"
—*Lect. Ind.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতরে সর্ব্ব প্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সে সকল তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিতেছে না, অথচ জগৎ ও জীবের ভিতরে তাঁহার কল্যাণগুণ প্রবিষ্ট জন্য নিরন্তর কেবল কল্যাণই হইতেছে *। ব্রহ্মেতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, জগৎ ও জীবে পরি-

---

* "ব্রহ্মের শান্তবক্ষে চাঞ্চল্য অথবা বিকার জন্মিতে পারে না, সংসারের প্রতি আসক্তি অথবা ঘৃণা, অনুরাগ অথবা বিদ্বেষ তাঁহার পক্ষে উভয়ই অসম্ভব। তিনি স্থির গম্ভীর প্রশান্ত অনন্ত সাগর, প্রবৃত্তির তরঙ্গ তাঁহাতে উত্থিত হয় না। তিনি স্বার্থত্যাগী ফকীর, এমন আর নাই।......তিনি কঠোর ফকীর নহেন, প্রেমিক উদাসীন। সন্তানপালনের সমুদায় উপায় করিতেছেন, কিন্তু নিজে অনাসক্ত। হাজার লোক কাঁদিয়া উঠিলে তাঁহার ক্লেশ হয় না, হাসিয়া উঠিলে তাঁহার উল্লাস হয় না। সৃষ্টির বিচিত্র ঘটনার মধ্যে উদাসীন মহাদেব উচ্চ বৈরাগ্যপর্ব্বতে যোগাসনে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি প্রলয়দশা প্রাপ্ত হয়, তথাপি ব্রহ্মাণ্ডপতি স্থির থাকিবেন। তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের যদি মৃত্যু হয়, তথাপি তাঁহার মন মানুষের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিবে না। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে কত রাজ্যের বিনাশ হইল, কত দেশ সমভূমি হইল; কিন্তু সর্ব্বরাজ্যেশ্বর সুস্থির ও শান্তভাবে বিরাজ করিতেছেন। নির্গুণ ও নির্ব্বিকার ব্রহ্ম অন্ধ ও বধিরের ন্যায় কিছুই দেখিলেন না, শুনিলেন না, যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি রহিলেন। ব্রহ্মের বাহ্যিক লীলা দেখিতে কি চমৎকার! কত কার্য্য, কত ঘটনা, কত রূপ, কত গুণ, কত শক্তি! ঘোর সংসার! ব্রহ্মের অন্তর কি গভীর। একটু চাঞ্চল্য নাই, এক রূপ, এক ভাব, এক নিস্তব্ধ অচল পদার্থ। গভীর সমাধি! মনে হয় যেন বহির্বাটীতে কার্য্য, ধুমধাম, প্রেমবাজার, সংসারলীলা, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, কিন্তু অন্তঃপুরে এক মৌনী নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বাহিরের সমুদায় কার্য্য সুচারু নিয়মে চলিতেছে। মনুষ্য যথারীতি পরিশ্রম করিয়া ধন ধান্য সঞ্চয় করিতেছে, ভক্তেরা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রার্থনা ও সাধন ভজন করিয়া পরমার্থ ও ধর্ম্মান্ন সঞ্চয় করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তন আছে। ব্রহ্মের সান্নিধ্যবশতঃ জগৎ ও জীবে ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন ব্রহ্মের কল্যাণগুণ সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট জন্য কল্যাণবর্দ্ধক ব্রহ্ম সকল বস্তু সকল পদার্থের অন্তরের অন্তরতম, ব্রহ্মসম্বন্ধে জীব ও জগৎ বাহ্য হইয়াও নিয়ত ব্রহ্মের অন্তর্ভূত। ব্রহ্ম ও তাঁহার সৃষ্টি অন্তর্ব্বাহ্যভাবে সর্ব্বদা সম্বদ্ধ হইয়াও এমনি ভাবে একত্র সম্মিলিত যে, এককে অপর হইতে সর্ব্বথা স্বতন্ত্র করিতে পারা যায় না; সুতরাং এ মতে অন্তর্ব্বাহ্যের সত্যত্ব স্বীকার অপরিহার্য্য। যোগী হইয়া সাধক অন্তরের অন্তর ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইলেন, অথচ ব্রহ্মের অশেষ কল্যাণ গুণের ক্রিয়া জগৎ ও জীবে দর্শন করত তৎপ্রতি অনুরক্ত ভক্ত হইলেন। অতএব তিনি যুগপৎ যোগী ও ভক্ত উভয়ই।

কেশবচন্দ্র বিজ্ঞানবাদী। জীবসম্বন্ধে তিনি একজন ক্রমোন্মেষবাদী ছিলেন। সমুদায় মানবজাতির ক্রমোন্মেষসম্বন্ধে বিজ্ঞানের যে মত তাহা সন্দিগ্ধ, তাহা সপ্রমাণ করা সহজ নহে, কিন্তু প্রত্যেক মানবের সম্বন্ধে ক্রমোন্মেষের নিয়ম এক প্রকার প্রত্যক্ষ। জড়, উদ্ভিদ, বিবিধ জীব, পরিশেষে মনুষ্য, তৎপর দেবতা, এ ক্রম

ব্রহ্ম নিজে নির্লিপ্ত, অথচ তাঁহার সমস্ত রাজ্য, সমস্ত সংসার চলিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার সকল সুসম্পন্ন হইতেছে। তাঁহার নিয়মে সূর্য্য আলোক এবং উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, অগ্নি দহন করিতেছে, সমুদ্র দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য বহন করিতেছে। তাঁহার নিয়মে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার স্নেহগুণে তাঁহার পালনী শক্তিতে মাতার স্তনের ভিতর দিয়া শিশুকে পোষণ করিবার জন্য দুগ্ধ আসিল, শিশু ঐ দুগ্ধ পান করিল এবং পরিতুষ্ট হইল, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত রহিলেন।" (সে, নি, ৩৯।৪০ পৃষ্ঠা।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি মনুষ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের জীবনের আরম্ভ ক্ষুদ্র বিন্দু হইতে। এই বিন্দুতে প্রাণশক্তি আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ক্রমে তাহা হইতে মানুষ উৎপাদন করে। কেশব-চন্দ্রের আত্মার সম্বন্ধে একটি মত অতি অদ্ভুত। তিনি একই আত্মার ভিতরে নিয়ত দুই আত্মা প্রত্যক্ষ করিতেন। এক আত্মাতে দেবতা—দেবাংশসম্ভূত মানব—দর্শন করিতেন, অন্য এক আত্মার মধ্যে জড় ভাব, পশু ভাব ও মানবীয় ভাব অবলোকন করিতেন। জড়, পশু ও মানবভাবাপন্ন আত্মার তিরোধানে দেবাত্মার আবির্ভাব হয়; সেই আত্মাকে তিনি আপনা হইতে অভিন্ন জানিয়াও তাহাকে নমস্কার ও বন্দনা করিতেন। 'এ আমি যদিও আমি, তবু তাহাকে ভালবাসি, তাহাকে নমস্কার করি', এরূপ কথা কেশবচন্দ্র অনেক সময়ে বলিয়াছেন। আমাদের দেহ মন প্রাণের ভিতরে যে সকল ক্রিয়া চলিতেছে তাহা অনেক সময়ে আমাদের অজ্ঞাতসারে। যাহাও বা প্রথমতঃ জ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হয়, তাহাও পরিশেষে দেহের এমনি স্বভাব হইয়া পড়ে যে, তৎসহকারে আমাদের চৈতন্যের কোন ক্রিয়া থাকে না। দৈহিক নিমেষ উন্মেষাদি ক্রিয়া সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণভাবে চলিতেছে, অথচ তৎসহকারে আমাদের জ্ঞাতসারে কোন সম্বন্ধ নাই, ইহাতে ইহাই প্রতীত হয় যে, দেহসম্বন্ধে আমা-দের ক্রিয়া অতিপরিমিত, আমাদের প্রাণশক্তির ক্রিয়া অতি বিস্তৃত। এই প্রাণশক্তির ক্রিয়া স্মৃতির আকারে প্রকাশ পায়। এই স্মৃতির নাম বিজ্ঞানবিদেরা Organic Memory (সংস্থানিক স্মৃতি) অর্পণ করেন। এই স্মৃতিশক্তি আমাদের আত্মার প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া নিয়তকাল যান্ত্রিক, স্নায়বিক, পৈশিক, সকল প্রকারের ক্রিয়ানির্ব্বাহে সাহায্য করিতেছে। সুতরাং বলিতে

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে আমাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভিদোচিত জীবন চলিতেছে, আর এক দিকে পশুসমুচিত জীবনেরও অভাব নাই। ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি পশুসাধারণ বৃত্তি বিনা আমাদের দেহরক্ষা পায় না, বংশ-বিস্তার সম্ভবে না। জ্ঞান ও নীতি আমাদের মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া আমাদিগের মানবোচিত জীবন সর্ব্বথা প্রদর্শন করিতেছে। জ্ঞান ও নীতিতে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, কিন্তু এখনও তাহার প্রকৃত গৌরবের বিষয় প্রস্ফুটিত হয় নাই। যখন তাহাতে দেবত্ব প্রস্ফুটিত হয়, তখন সে আপনাকে ভুলিয়া যায়, সর্ব্বদা পরের জন্য জীবন নির্ব্বাহ করে, ইহলোকে থাকিয়াও সে স্বর্গে অবস্থিত; সে তখন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু জানে না, ব্রহ্মের ইচ্ছা তাহার সমগ্র জীবনের নিয়ামক হয়। 'আমি কিছু করি না, পিতাএ সমুদায় করেন' এই বলিয়া সে পিতার সহিত এক হইয়া যায়। যে অনন্তশক্তি সমুদায়ের প্রাণশক্তি, সেই শক্তির সহিত জীব এক হইয়া এখন কৃতকৃত্য।

কেশবচন্দ্র আত্মার দেবাংশের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি স্থির রাখিতেন। তিনি কেবলই বলিতেন, ভিতরের ডিম্ব ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে নূতন মানুষের জন্ম হয়। সেই মানুষের যাহাতে জন্ম হয়, তাহারই জন্য তিনি আপনার সর্ব্বপ্রকারের যত্ন ও সাধন নিয়োগ করিতেন। তিনি আপনার ভিতরে, আপনার ভাইদের ভিতরে কেবল সেই মানুষকে খুঁজিতেন *। বিজ্ঞানবিৎ সামান্য

* "আমরা প্রত্যেকেই দুজন দুজন মানুষ। একজন মানুষের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর একজন মানুষের খেলা আরম্ভ হইবার এখনও কিছু বাকি আছে। আমার মানুষের দিন শেষ হইবার সময় হইল, তোমার মানুষ যে, তাহার জন্ম হইবার সময় হইল এই কৌটার ভিতরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণশক্তিযুক্ত মাংসখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষে গিয়া পৌঁছি-ছিলেন, সেখানে গিয়া তাঁহার গতি স্থগিত হইল, স্মৃতি, সাংস্থানিক স্মৃতি, ইত্যাদি কথা রচনা করিয়া তিনি মানবের ভিন্ন অবস্থার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি খণ্ডদর্শী অখণ্ডদর্শী নহেন, অখণ্ড মহাপ্রাণশক্তিতে সকলকে একীভূত করা তাঁহার কার্য্য নহে। দর্শন এই পন্থা প্রদর্শন করেন, অধ্যাত্মবিজ্ঞান এক অখণ্ডেতে সমুদায় খণ্ডগুলি একীভূত করিয়া সকল বিবাদের মীমাংসা করিয়া-ছেন। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এ কার্য্য কল্পনা নহে মিথ্যা নহে, ইহাই সমুদায় সত্যের মূল সত্য। কেশবচন্দ্রের সমুদায় জীবন এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন জন্য অতিবাহিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম এ দুইয়ের যোগসাধন জন্য প্রয়াস কত প্রাচীন কাল হইতে চলি-তেছে। প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধপরিহারের জন্য প্রাকৃতিকশক্তিকে সেই মহাপ্রাণশক্তির সঙ্গে একীভূত করিয়া লইবার প্রণালীও নিতান্ত নূতন নহে। কিন্তু উদ্ভিদ্ হইতে পশু, পশু হইতে মানব, মানব হইতে দেবতাকে বাহির করিয়া লইয়া দেবত্বে সকলের একতা সমাধান, এ যত্ন নূতন যত্ন। এ যত্ন কাহার? কেশবচন্দ্রের। কেশবচন্দ্রের অন্তর্ব্বাহ্য প্রদর্শন কিছুতেই হয় না, যদি এই যত্নের গৌরব প্রস্ফুটাকারে প্রদর্শন করা যাইতে না পারে।

মানিলাম, মানুষ এ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান ও

নীতিতে সে পশু হইতে সর্ব্বথা স্বতন্ত্র; ডারউইন প্রভৃতির শত আর একটা জীব, এই পাখীর ভিতরে আর একটা অণ্ড!......সময়ের উত্তাপ পাইয়া নবডিম্ব ফুটিল, উড়িতে উড়িতে বাহির হইল। অচিহ্নিত শরীরের ভিতর চিহ্নিত মানুষ ঘুমায়। অগ্রাহ্য দেহের ভিতর যিনি অবশ্য স্বীকৃত হইবেন, এমন ঋষি ঘুমাইতেছেন।" (প্রা, ২৫এ এপ্রেল, ১৮৮২)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা সত্ত্বেও পশু ও মানবের ভিন্নতা বিলোপ হয় নাই। বিলোপ না হউক কিন্তু মানুষ মানুষ থাকিলেই কি যথেষ্ট হইল? মানুষের অপেক্ষা কি আর উচ্চ জীবন নাই? ক্রমিক উন্মেষ হইতে হইতে এখানে আসিয়াই কি উহার গতি স্থগিত হইল? এখানেই কি সৃষ্টির চরম সীমা উপস্থিত? সকলই খণ্ড খণ্ড রহিল; কেবলই ভিন্নতা, কেবলই প্রভেদ, একতা কোথায়? মন খণ্ডে সন্তুষ্ট নহে, সে একতা চায়। সে যে একতা চায়, সে একতা কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে? পশুতে পশুতে একতা নাই, কেবল বিরোধ, বিসংবাদ, সংগ্রাম। জ্ঞানেতে নীতিতে উন্নত হইয়া মানুষ পৃথিবীতে এত কাল রাজত্ব করিতেছে, কৈ পৃথিবীতে কি নির্ব্বিবাদ শান্তির রাজ্য সমাগত হইয়াছে? ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, যতবার সাধু মহাজনগণ পৃথিবীতে আসিলেন, এই শব্দ মুখে লইয়া আসিলেন। তাঁহারা কি কল্পনার রাজ্যে বাস করেন, মিথ্যার রাজ্যে বাস করেন? বর্ত্তমান দুঃখ ক্লেশ ভুলাইবার জন্য তাঁহারা কি দীন দুঃখী লোকদিগকে মিথ্যা স্তোভবাক্য বলিলেন? তাঁহারা মিথ্যাবাদী, না সত্যবাদী? যাহা কখন সম্ভব নহে, লোকদিগকে সে কথা শুনাইয়া মিথ্যা আশা উদ্রেক করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তাঁহারা সে রাজ্য স্বয়ং দেখিয়া লোকদিগকে সংবাদ দিয়াছেন? না, না দেখিয়া মনের একটা কল্পনাকে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন? যে সকল মানুষ আজ সংসারে বিচরণ করিতেছে, কার্য্য কর্ম্ম করিতেছে, কত কি কীর্ত্তি পৃথিবীতে স্থাপন করিতেছে, ইহারা না মরিলে, না চলিয়া গেলে যদি সে স্বর্গরাজ্য না আইসে, তবে এরূপ মিথ্যারব তুলিবার কি প্রয়োজন ছিল? যাহা আজ লোকের নিকটে প্রত্যক্ষ হইল না, সহস্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোটি বৎসর পরে তাহা পৃথিবীতে সিদ্ধ হইবে, এ কাল্পনিক বিশ্বাস লইয়া কি ফল? কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, পরে নহে এখনই সম্ভব। কি প্রকারে সম্ভব, তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালী আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে।

কেশব বলিতেছেন, সকল মানুষের মধ্যে দুই জন দুই জন মানুষত্ব আছে। একজন মানুষ থাকিবার নহে, চলিয়া যাইবে, মরিয়া যাইবে, আর এক জন মানুষ নিত্যকাল থাকিবে। যে মানুষ পশুর মত খায়, পরে নিদ্রা যায়, ঝগড়া করে, কলহ করে, হিংসা দ্বেষ নীচ বাসনা নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত হয়, সে মানুষ মরণশীল, সে থাকিবে না, কদাপি থাকিবে না। দেহই কেবল মরণশীল ধ্বংসশীল তাহা নহে, আমরা যাহাকে আজ আমি বলিতেছি, সেও অনেকটা মরণশীল ধ্বংসশীল। এই মরণশীল ধ্বংসশীল মানুষের মধ্যে আর একজন মানুষ আছেন, তিনি নমস্য, তিনি পূজ্য, তিনি ঋষি, তিনি ব্রহ্মতনয়। তাঁহার আগমনের জন্য চারিদিকে এত আয়োজন, এত সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য ও সম্পৎ। জড়, উদ্ভিদ্ বা পশু এ জগতের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য ব্রহ্মের অনন্তসম্পদের উত্তরাধিকারী ব্রহ্মতনয়। ইনি দেবতা; ইনি Godman (নৃহরি; ইনি প্রতি মানবের আত্মার মধ্যে আজও নিদ্রিত। কে ইঁহাকে জাগাইবে? কে ইঁহার চেতনা সম্পাদন করিবে? ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কি আকারে আসিবেন? সত্যাকারে আসিবেন। যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সত্য, যেখানে সত্যানুরাগ সেখানে ব্রহ্মতনয়ের জাগ্রৎ ভাবে স্থিতি। এখানে হনি, উনি, তিনি এ সমুদায় ভেদ তিরোহিত। এখানে এক অখণ্ড ঈশ্বরে এক অখণ্ড মনুষ্য বিরাজমান। এখন দুনিয়া যাইতেছে, মানুষ মানুষ থাকিলে চলিবে না; মানুষ দেবতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে তবে স্বর্গরাজ্য অবতরণ করিবে। ইহা কি প্রকারে সম্ভবে? ইহার কি কোন নিদর্শন পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে? যদি না দেখা গিয়া থাকে তাহা হইলে চিরদিন ইহা কথার কথা ছিল ; আজও ইহা কথার কথা থাকিয়া যাইবে।

মানুষের গৌরবাকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল। সে পৃথিবীতে বড় হইতে চায়, আর সকলকে পদতলে ফেলিবার জন্য তাহার যত্ন। যে যত ধনী হয়, জ্ঞানী হয়, বিদ্বান্ হয়, পদস্থ হয়, কীর্ত্তিমান্ হয়, তত তাহার আর সকল ব্যক্তি অপেক্ষা বড় হইবার স্পৃহা বাড়িতে থাকে। জিগীষা মানুষের স্বভাব! সে অপরকে সকল বিষয়ে জয় করিয়া আপনি প্রভু হইবে, সকলে তাহার অধীন হইবে, তাহার কথা শুনিয়া চলিবে, সে ভিন্ন আর যেন কেহ দ্বিতীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে না থাকে, এই তাহার সর্ব্বদা অভিলাষ। পতি পত্নী, পিতা সন্ততি, ভাই ভগিনী সকলেরই মধ্যে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যখন প্রবল, তখন নরনারীর মধ্যে ভ্রাতৃভাব ভগিনীভাব স্থাপিত হইবে এ আশা নিতান্ত দুরাশা। মানুষের স্বভাবের ভিতরে যখন একজন হওয়ার বাসনা এত প্রবল, তখন এই একজন হওয়া সম্ভবপর। তবে একজন মানুষ যে প্রণালীতে সে হইতে চায়, সে প্রণালীতে কোন কালে হইতে পারে না, হওয়া একান্ত অসম্ভব। সকল মানুষকে একজন মানুষ করিবার জন্য বহু সহস্র বৎসর হইতে যত্ন চলিতেছে, সে যত্নের ফল কিছু কিছু দেখাও গিয়াছে। যদি সেই পন্থা ধরিয়া যাহা অবশিষ্ট আছে আমরা তাহা সমাধা করিতে পারি, তাহা হইলে ভ্রাতৃত্ব নহে ভগিনীত্ব নহে, একত্ব নিষ্পন্ন হইবে, স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে অবতরণ করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ অতি আশ্চর্য্য কথা, যখনই পৃথিবীতে কোন বিধান অবতরণ করিয়াছে, তখনই মানুষকে একজন মানুষে পরিণত করিবার জন্য যত্ন হইয়াছে এবং সে যত্ন কতক পরিমাণে সফলও হইয়াছে। যত দিন ধনে, জ্ঞানে, সৌন্দর্য্যে, বিদ্যাতে, সম্ভ্রমে, গৌরবে মানুষ অপর সকলকে আত্মসাৎ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছে, ততদিন তাহার সে যত্ন বিফল হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মের নামে আগমন করিয়াছেন, ধর্ম্মই আপনাদের জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়াছেন, ধর্ম্ম ও সত্য বিস্তারের জন্য অকাতরে আপনাদের দেহের শোণিত, মনের যত্ন, হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম, ইচ্ছার বিশুদ্ধি বিতরণ করিয়াছেন, আপনার বলিবার পৃথিবীতে কিছু রাখেন নাই, তাঁহারা লোক-দিগের সম্ভ্রম গৌরব আদর বাড়াইয়াও তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারাই বাঁচিয়া রহিয়াছেন, আর সকলে মরিয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান-বিদেরা বলেন, উচ্চপ্রতিষ্ঠ (higher type) মানবেরা বাঁচিয়া থাকিবেন, নিম্নপ্রতিষ্ঠ লোকেরা ধ্বংস হইয়া যাইবে, একথা এখানে সত্য দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিজ্ঞানবিদেরা যে অর্থে একথা বলেন, সে অর্থে উহা সংলগ্ন হইতেছে না, কিন্তু নিম্নপ্রতিষ্ঠ লোকেরা উচ্চপ্রতিষ্ঠ হইয়া নিম্নপ্রতিষ্ঠত্বসম্পর্কে মরিয়া যাইতেছেন, এ অর্থে তাঁহাদের কথা সত্য হইতেছে। ইহা সত্য হইতেছে কি প্রকারে, লোকের বিদ্বিষ্ট এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া উহা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিতেছি।

মুসলমান জাতিকে অনেকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। ঘৃণা বিদ্বেষ হিংসা কাটাকাটি মারামারি বিষয়ে তাঁহারা পৃথিবীতে এক প্রকার প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা যে কেবল মুসলমান ভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য জাতির সঙ্গে বিদ্বেষসূত্রে গ্রথিত তাহা নহে ; নানা নীচ বিষয় লইয়া তাঁহারা আপনাদের মণ্ডলীর লোকের সঙ্গে সর্ব্বদা বিরোধ বিবাদ বিসংবাদ ও শোণিতপাতে প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ তাঁহাদিগের বিবিধ প্রকারে দুরবস্থা, অথচ এক মোহম্মদের নামে, মোহম্মদের ধর্ম্মের নামে তাঁহারা সকল বিদ্বেষ ভুলিয়া যান, ধর্ম্মের জন্য প্রয়োজন হইলে কোটি কোটি লোক একজন হইয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হন। মোহম্মদের নামে কত লোকে কত প্রকার গ্লানি উপস্থিত করে, খ্রীষ্টান প্রচারকগণ যেখানে সেখানে তাঁহাকে বঞ্চক শঠ ধূর্ত্ত ইত্যাদি আখ্যা দান করেন, অথচ সেই মোহম্মদ এতগুলি লোককে এমনই করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহার জন্য তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে অকুণ্ঠিত। এরূপ হইল কেন ? মোহম্মদ যে ধর্ম্ম লইয়া পৃথিবীতে আসিলেন, সেই ধর্ম্মের সহিত এক হইয়া তিনি দেবত্ব লাভ করিলেন, সেই দেবত্বে তিনি তাঁহার অনুচরবর্গের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মুসলমানগণের হৃদয়ে একবার সেই দেবত্ব জাগ্রৎ করিয়া দিতে পারিলে, তাঁহারা আর স্বতন্ত্র থাকিতে পারেন না, এক হইয়া যান, তখন একজন মোহম্মদ থাকিয়া যান, আর সকল মুসলমান তাঁহাতে সর্ব্বথা বিলুপ্ত হন। এ সময়ে তাঁহাদিগের এক মত এক হৃদয় এক প্রাণ হয়। উচ্চপ্রতিষ্ঠ মোহম্মদ নিম্নপ্রতিষ্ঠ অনুযায়িবর্গকে যে আপনাতে একীভূত করিয়া উচ্চপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন, তাহা এই সকল বিশেষ সময়ে লোকের হৃদয়ঙ্গম হয়। দেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, ভ্রাতৃবর্গের জন্য অনেকে অনেক সময় একত্র হইয়া সমর করিয়াছেন, কিন্তু এ সকল ভাবে একত্র মিলিত হওয়া চিরস্থায়ী হয় না। কুরু ও পাণ্ডবদিগের ভ্রাতৃবিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারাও এক সময়ে শরণাপন্ন দণ্ডী রাজার নিমিত্ত কৃষ্ণের বিপক্ষে বিরোধ ভুলিয়া গিয়া সমবেত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধ খ্রীষ্ট নানক চৈতন্য প্রভৃতি তত্তৎসম্প্রদায়ের একত্বসাধনে কি প্রকার মূল হইয়া আছেন সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। লোকে বলে, তাঁহাদের গৌরবাকাঙ্ক্ষা ভারি ছিল, তাঁহারা লোক-দিগের চিত্ত আপনাদের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যত্ন কেবল আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। তাঁহারা আপনা-দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, না তাঁহাদিগের মধ্যে যে কথা যে সত্য অবতরণ করিয়াছিল তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য যত্ন করিয়াছেন? তাঁহারা আপনাদিগেতে অবতীর্ণ কথা ও অবতীর্ণ সত্য ভিন্ন আপনাদিগকে আর কিছুই জানিতেন না। তাঁহারা আপনাদের দেবত্বাংশে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, অসার মানবী-য়াংশ অনুযায়িবর্গের চক্ষুর সন্নিধান হইতে তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা যখনই অনুগামিগণকে আহ্বান করিয়া-ছেন, তখনই মানবীয়াংশের নামে নহে, দেবাংশের নামে আহ্বান করিয়াছেন। দেবাংশে সমুদায় মানুষ এক হইবে, ইহাই জগৎ-পতির অভিপ্রায়। সে দেবাংশ যদি খ্রীষ্ট বুদ্ধাদি নামে পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জগৎপতির অভিপ্রায় খণ্ডিত হইল কি প্রকারে বলিব? দেবাংশ আপনার স্থিতির জন্য আধার অপেক্ষা করে, খ্রীষ্ট বুদ্ধাদি সেই আধার ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ইঁহারা যদি আত্মগৌরবাকাঙ্ক্ষী হইতেন তাহা হইলে দুজন লোককেও একজন করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের আত্মগৌরব বলিয়া কিছু ছিল না, তাই তাঁহারা আপনাদের দেবত্বে অনেককে এক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঁহারা যাহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পন্ন করিলেন, তাহারই অখণ্ডত্বসম্পাদনজন্য কেশবচন্দ্রের আগমন। তিনি কি করিলেন দেখা যাউক।

কেশবচন্দ্রের এ সম্বন্ধে অভিলাষ অতি উচ্চ। বুদ্ধ খ্রীষ্ট প্রভৃতি স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব দেবত্বে এক করিয়াছেন, কেশবচন্দ্র সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকারের লোককে সাধু অসাধু চণ্ডাল ব্রাহ্মণ প্রভৃতির দেবাংশে এক করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ। দুজন লোক যাঁহার যত্নে এক হইল না, তিনি এত বড় উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিয়া কি আপনাকে উপহাসাস্পদ করেন নাই? তাঁহার কোন কোন কৃতবিদ্য বন্ধুর মনের সংশয় এই, কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, জীবনে তাহা দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহার কথা কেবল কথামাত্র রহিয়াছে, ফলে কিছু দাঁড়ায় নাই। যাঁহারা তৎপ্রতি এরূপ সংশয় প্রকাশ করেন, কেশবচন্দ্রের অনুকূলে কেহ দুচারিটী কথা বলিয়া তাঁহাদিগের সে সংশয় নিরস্ত করিবেন সম্ভবপর নহে। তবে কেশবচন্দ্র যে প্রণালী যে উপায় আপনার জীবনে অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অবলম্বন করিয়া তাঁহার যাহা মিথ্যা নয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহারই উল্লেখ করিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পশুতে পশুতে বা মানুষে মানুষে মিলন হয়, কেশবচন্দ্র ইহা স্বীকার করিতেন না। দেবতায় দেবতায় মিলন, ইহাই তাঁহার বিশেষ মত। মানুষের পশুভাব ও মানুষের মানবীয় ভাব সর্ব্বথা অপনীত হইয়া সে দেবতা হইবে ইহা কি সম্ভব? কখন কোন মানুষ আপনাতে কি দেবতা প্রত্যক্ষ করিয়াছে? কেশবচন্দ্র বলেন, হাঁ, ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয়। প্রতিদিন মানুষ যখন সংসারের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভগবানের চরণতলে গিয়া উপস্থিত হয়, সেই প্রাণস্বরূপের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণের মূলদেশে একীভূত হয়, তখন সে আর মানুষ থাকে না, দেবতা হয়। ফলতঃ পৃথিবীর ভূমি হইতে উর্দ্ধে আরোহণ না করিলে, স্বর্গে প্রবেশ না করিলে মানুষ আপনার দেবত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। উপাসনা আর কি? পরম দেবতাতে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার দেবত্ব উপলব্ধি।

মানিলাম. ঈশ্বরেতে প্রবিষ্ট আত্মা ঈশ্বরেতে পূর্ণ হইয়া আপনার পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যায়, এবং তাহাতে দেবত্ব অবতরণ করে। সে আপনি দেবতা হইল, তাহাতে সমুদায় নর নারীর সহিত তাহার একত্ব হইল কোথায়? ঈশ্বরের সহিত এক হইবার জন্য যেমন সাধনের প্রয়োজন, তেমনি ভাই ভগিনীগণের সঙ্গে এক হইবার জন্য সাধন আবশ্যক। ঈশ্বরেতে আপনাকে এবং আপনাতে সমুদায় ভাই ভগিনীকে এক করিয়া লওয়া, ইহাই এ সম্বন্ধে সাধন। আপনাতে কোটী কোটী ব্যক্তিকে এক করিতে হইলে যে সাধনপ্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহাতে একটি মানবীয় মধ্যবিন্দু চাই। কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া অনেকের পক্ষে একটু কঠিন হইয়া পড়ে। এক ঈশাকে মধ্যবিন্দু করিয়া তাঁহার সহিত তিনি সমুদায় স্বর্গস্থ ঋষি মহাজনগণকে এক করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং মানবীয় মধ্যবিন্দু বলিতে হইবে, কেশবচন্দ্রের নিকট খ্রীষ্ট। সমুদায় স্বর্গস্থ ঋষি মহাজনগণকে ঈশাতে তিনি এক করিয়া লইলেন কেন? ঈশার প্রতি এরূপ অযথা পক্ষপাত কি বিজ্ঞানাসিদ্ধ নহে? না, বিজ্ঞানাসিদ্ধ নহে। সমুদায় ঋষি মহাজনগণের সাধারণ ভাব কি? সাধারণ ভাব ব্রহ্মতনয়ত্ব, ব্রহ্মতনয়ত্বে তাঁহারা সকলে এক। যদি সকলকে এক করিতে হয়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মতনয়ত্বে এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা সম্ভবপর। ঈশা পৃথিবীতে ব্রহ্মতনয়াবতার, সুতরাং তিনি সকল যোগী ঋষি মহর্ষিকে ব্রহ্মতনয়ত্বে একীভূত করিয়া আপনার সঙ্গে এক করিয়াছেন *। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে এক হইবেন, তাঁহারা সুতরাং সকলের সঙ্গে এক হইবেন।

কেশবচন্দ্র যদি এই পর্য্যন্ত করিয়া নিরস্ত থাকিতেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অতি অল্প লোকেই কিছু বলিত। শেষ সময়ে তিনি যে সকল প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতে আপনার পূর্ব্ব কথার বিরোধে আপনাকে তিনি বন্ধুগণসম্বন্ধে মধ্যবিন্দু করিয়াছেন স্পষ্ট দেখা যায়। যিনি গুরু নন, মধ্যবর্ত্তী নন, তিনি আপনাকে মধ্যবিন্দু করিয়া সকলই হইলেন, এ দোষারোপ কে আর তাঁহার উপর করিতে ছাড়িবে? শেষ সময়ে অবশ্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, অন্যথা নিজে নিজের কথা খণ্ডন করিয়া সাধু অসাধু পাপী চণ্ডাল প্রভৃতির মিলনভূমি আপনাকে কেন করিয়াছেন? এখন জিজ্ঞাস্য এই, এটি একটী সাধনপ্রণালী কি না? যদি একটী সাধনপ্রণালী হয়, তাহা হইলে তাঁহাতে এ সাধনপ্রণালী পূর্ব্ব হইতে ছিল কি না? যদি আপনি সাধন করিয়া যখন সিদ্ধ হইয়াছেন তখন সেই সিদ্ধ বিষয় বন্ধুগণের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্ততঃ সাধনপ্রণালী বলিয়া গ্রহণ করত ইহার অতি বিস্তৃত ব্যবহারপ্রদর্শনপূর্ব্বক প্রণালীর নির্দ্দোষত্ব এবং

---

* Behold the central figure of the divine son. The radii of all human races and nationalities from the remotest parts in the circumference of humanity converge and meet in him. He attracts all into himself and reconciles all in a common fellowship with himself and with his God.—*Lect Ind.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার পূর্ব্বাপর কথার সামঞ্জস্য দেখান যাইতে পারে। ফলতঃ অতি পূর্ব্ব হইতে একটী সাধনপ্রণালী তাঁহার মধ্যে কার্য্য করিতেছিল। তিনি বলিয়াছেন, "পরিবার এক ; এক জনের সঙ্গে যদি প্রকৃত স্বর্গীয় ভাবে সম্মিলন হয় তাহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে ! কেন না মূলে চিরকাল পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে।" কি উপায়ে এই মহাব্যাপার সিদ্ধ হইবে তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "'আমি' 'তুমি' 'তিনি' এ সকল কথা থাকিবে না। সেখানে সকলে এক হইয়া যাইব, ইহারই জন্য আমাদের এত আয়োজন, ইহারই জন্য আমাদের একত্র উপাসনা।" এ সাধন কি কেবল অন্তরেই থাকিবে? না, বাহিরেও প্রকাশ পাইবে। "যখন অন্তরে পাঁচ জন ঈশ্বরেতে এক হইবে, তখন বাহিরেও স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবে।" ভেদ বাহে অভেদ অন্তরে, এ মূলসূত্র কেশবচন্দ্র অনেক দিন পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন,—"সব ভাই এক ভাই, সব ভগ্নী এক ভগ্নী, অবস্থাভেদে আমরা অনেক, কিন্তু ঈশ্বরসম্পর্কে আমরা সকলেই এক" "ঈশ্বর এক এবং তিনি সকলের প্রাণ, সুতরাং তাঁহার মধ্যে সকল নরনারী এক।" ইহা কি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া না অনুমান করিয়া বলিয়াছেন? সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন। "এই উৎসবের সময় যদি দেখিতে পাই, আমরা সকলেই এক হইয়াছি, তুমি যাহা বলিতেছ, আমিও তাহা বলিতেছি, তুমি যাঁহাকে দেখিতেছ, আমিও তাঁহাকেই দেখিতেছি, তুমি যাঁহার কথা শুনিতেছ, আমিও তাঁহারই কথা শুনিতেছি, এমন কি অনন্ত স্থান এবং অনন্তকাল যদি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে, তথাপি তোমার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে তুমি এবং সকলের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকলে থাকিবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এটী সাধনপ্রণালী হইলে পূর্ব্বাপর সকল কথার সামঞ্জস্য হয়, কেশবচন্দ্রে কোন দোষ পড়ে না, ইহা দেখান প্রয়োজন। এই সাধনপ্রণালীতে সর্ব্বপ্রধান কি? উপাসনা—একক নহে, দশজনকে লইয়া উপাসনা। একজন উপাসনা করিতেছেন, দশজন তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। যিনি উপাসনা করিতেছেন, অনন্ত প্রাণের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছেন, সেই অনন্ত প্রাণ আর দশজনকে তাঁহার সহিত মিলিত করিয়াছেন। এস্থলে একজনে দশজন এক হইল, এক বিন্দুতে দশবিন্দু মিশিল, কিন্তু এরূপে মিশিবার কারণ সেই এক ব্যক্তি, না প্রাণস্বরূপ ঈশ্বর? যদি প্রাণস্বরূপ ঈশ্বর মিলনের কারণ হন, তাহা হইলে যে বিন্দুতে দশবিন্দু মিশিল সে বিন্দু মধ্যবিন্দু হইয়াও স্বয়ং অকর্ম্মণ্য, প্রাচীন মধ্যবর্ত্তী বা মধ্যবিন্দুর মত নহে, কেন না প্রাচীনকালে যাঁহারা মিলিত হইতেন, তাঁহাদের দৃষ্টি সেই মধ্যবর্ত্তী বা মধ্যবিন্দুতে ছিল, এখানে সেরূপ হইলে যোগ কাটিয়া যায়, অখণ্ড এক জন মানুষের অখণ্ড এক ঈশ্বরেতে প্রবেশ হয় না। সুতরাং কেশবচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, নূতন বিধানে প্রাচীন বিধানের মত মধ্যবিন্দু বা মধ্যবর্ত্তী নাই, তবে সাধনার্থ যে মধ্যবিন্দু, তাহা মধ্যবিন্দু হইয়াও মধ্যবিন্দু নহে, কেন না ঈশ্বরেতে দৃষ্টি বদ্ধ না রাখিয়া উহাতে দৃষ্টি বদ্ধ রাখিলে যোগ কাটিয়া যায়। ঈশ্বর এক জনেতে দশজনকে এক করেন, ইহা ঈশ্বরের লীলা, মানুষের ইহাতে কোন হাত নাই, সুতরাং আমি মধ্যবিন্দু বা মধ্যবর্ত্তী এ অভিমান হৃদয়ে পোষণ করা কোন মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। তবে ঈশ্বরের বিশেষ লীলাসম্ভূত নবীন সাধনপ্রণালী ঈশ্বর যাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন, সে সাধনপ্রণালী জগতের নিকটে ব্যক্ত করিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুত্ব তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে। সাধকমাত্রেই যখন অপর সহস্র ব্যক্তিকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া এ প্রণালী নিজ নিজ জীবনে প্রয়োগ করিতে পারেন, তখন ইহার সার্ব্বভৌমিকত্ব সকল দোষ অপনয়ন করিতেছে।

আমি এতগুলি কথা বলিয়াও একটী কথা এখানে গোপন করিতে পারি না। সে কথা এই,—এই নবীন প্রণালী যিনিই জীবনে প্রয়োগ করিবেন কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার একাত্মতা অবশ্যম্ভাবী। কেহ নাম গ্রহণ করুন বা না করুন, ফলে এরূপ না হইয়া থাকিতে পারে না, কেন না নববিধানের এখানে বিশেষত্ব। ইহা প্রাচীন গুরুবাদ নহে। একাত্মতালাভে যে ব্যক্তির বাসনা আছে, তাঁহার মানুষ গুরু অবলম্বন করিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না প্রাণের মূলে গিয়া প্রাণস্বরূপের সঙ্গে প্রথমতঃ সংযুক্ত না হইলে একটি ব্যক্তিকেও বাহিরে রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে এক হইবার উপায় নাই। এখানে ঈশ্বরসম্বন্ধে বা জীবসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী হইবারও সম্ভাবনা নাই, কেন না ইহাতে মূলে যেমন ঈশ্বর ও জীবের সহিত একত্ব অনুভূত হয়, তেমনি স্বরূপ ও অবস্থাগত ভেদ কোন কালে অনুভূতি হইতে বিলুপ্ত হয় না। দ্বৈতমধ্যে অদ্বৈতদর্শন, শিষ্যমধ্যে গুরুদর্শন, এ দুই বিপরীত ভাব অন্তর ও বাহির এ দুইয়ের একত্র সমাবেশ আছে বলিয়াই নব-বিধানে সম্ভবপর। কেশবচন্দ্র যেমন সকল নরনারীকে ভগবানের পাদপদ্মমূলে এক দর্শন করিলেন, তেমনি তাঁহাদিগের অবস্থাগত পার্থক্য দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তি সমর্পণের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কেবল যোগ হইলে চলে না ভক্তি চাই, এজন্য কেশবচন্দ্র মানুষকে প্রাণস্বরূপে এক করিয়া গ্রহণ করিলেন, আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের যেখানে দেবাংশ অবস্থিত সেখানে ভক্তি অনুরাগ অর্পণ করিলেন, শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাঁহার নিকট হইতে যাহা শিখিবার শিখিলেন। এ সকল সাধনের বিস্তৃত কথা, বারান্তরে এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কিছু বলা যাইতে পারে, এখানে কেবল সামান্যতঃ উল্লেখই যথেষ্ট।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহার উপসংহার প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র যে অন্তর ও বাহির উভয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার মূলে যোগ ও ভক্তি অবস্থান করিতেছে। যোগ একত্বমূলক, ভক্তি ভেদমূলক। এক ও বহু, এ দুইয়ের মধ্যে যিনি সমান ভাবে বিচরণ করিতে পারেন না, তিনি যোগ ও ভক্তিকে সমপরিমাণে জীবনে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন। এক ও বহু, ভেদ ও অভেদ. এ দুই ভাবকে একই সময়ে জীবনে স্থান দান অনেকের পক্ষে কঠিন, কেবল তিনিই এ সম্বন্ধে কৃতাকৃত্য হইতে পারেন. যিনি নববিধানের নবীন যোগে যোগী হইয়াছেন। এ নবীন যোগে ঈশ্বর লইয়া যে বিবাদ পৃথিবীতে চলিতেছে সহজে তাহার মীমাংসা হয়; ঈশ্বরসম্বন্ধে সগুণ ও নির্গুণ, এ দুই মত এখানে অন্তর ও বাহিরের সমপরিমাণে সম্বন্ধ রক্ষা করাতে সমঞ্জস হইয়া যায়। অন্তরের অন্তরে ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে অখণ্ড নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প পুরুষরূপে দর্শন করেন, আবার তাঁহারই প্রেমের বিচিত্র লীলা প্রকৃতিতে নরনারীতে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। নববিধানের সাধক যেমন ঈশ্বরের সহিত এক হন, তেমনি সমুদায় ঋষি মহাজন নরনারী সকলের সঙ্গে এক হন। এ একত্ব দেবত্বে, পশুত্ব বা মনুষ্যত্বে নহে। এ একত্বও ভক্তি বা প্রেমশূন্য নহে। অন্তরে এক হইয়া বাহিরে নরনারীর দেবাংশে ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের সেবা করিতে না পারিলে কিছুই হইল না। সুতরাং পিতামহ রাজা রামমোহন যেমন পারমার্থিক ও লৌকিক এই দুই ভাগে অন্তর ও বাহিরকে বিভাগ করিয়া পরমাত্মসাক্ষাৎকার ও সংসারে বিবিধ কর্ত্তব্য পালন উভয়কেই রক্ষা করিয়াছিলেন, এস্থলেও তাহাই ঘটিতেছে। ইহাতে জড়বাদ (Materialism) এবং অধ্যাত্মবাদে (Spritualismএ) যে বিবাদ ছিল তাহাও অন্তর্হিত হইতেছে, কেন না অন্তর ও বাহির ধর্ম্মে সমপরিমাণে লোকে রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া পৃথিবীতে উভয়বাদের বিরোধ চলিতেছে। ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ বিনা—পবিত্রাত্মার সাক্ষাৎ ক্রিয়া বিনা যখন নব যোগ নব ভক্তির প্রণালীতে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি সহ একাত্মতা ও অনুরাগের সম্বন্ধ রক্ষা সম্ভবপর নহে, তখন প্রাচীন গুরুবাদ মধ্যবর্ত্তিবাদ এখানে আসিতে পারে না। এখানে ঈশ্বর ও জীব সহ একত্ব উপস্থিত হইয়াও অদ্বৈত ও দ্বৈত ভাবের বিলোপ হইতেছে না, সুতরাং প্রাচীন দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদের এখানে অবকাশ নাই। কেবল জ্ঞান দ্বারা অন্তর বাহিরের সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না, যোগ ও ভক্তির একান্ত প্রয়োজন, সুতরাং সাধন ভজন প্রযত্নাদি সকলেরই এস্থলে প্রয়োজন পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতেছে। সেবা ভক্তির অন্তর্ভূত; সুতরাং এ পথে অনুরাগসংমিশ্র কর্ম্মযোগ বিলক্ষণ বিদ্যমান।

পরিশেষে আত্মসম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলা প্রয়োজন। আমি এখন প্রকাশ্যে যাহা কিছু সকলের নিকটে বলিতে যাই, কোন না কোন আকারে কেশবচন্দ্র তাহার মধ্যে থাকেন, ইহাতে সহজে সকলের মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, আমি স্বতঃ পরতঃ কেশবচন্দ্রকে জনসমাজে স্থাপন করিবার জন্য যত্ন করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার যত্নে কেশবচন্দ্র স্থাপিত হইবেন, তিনি আপনি আপনার পদোপরি দণ্ডায়মান হইতে পারেন না, ইহা আমি কখন বিশ্বাস করি না। কেশবচন্দ্র বলিয়া ক্রমান্বয়ে চিৎকার করিলে তাঁহার স্থাপনা হয়, ইহা আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কথা। তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন, সে পন্থা জীবনে অবলম্বন না করিলে কেশবচন্দ্রের স্থাপনা হয় ইহা আমার বিশ্বাস নহে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কেবল মানুষ অবলম্বন করিয়া কে কবে মহা-যোগের অধিকারী হইয়াছে ? যেখানে লোকে ব্রহ্মতনয়কে চাহিয়াছে, সেখানে সেই ব্রহ্মতনয়ে তাহাদের চিত্ত আবদ্ধ হইয়াছে, সকল সাধু মহাজন সকল নরনারীর সঙ্গে তাহারা কখন এক হয় নাই। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরকে সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করিলেন এবং ঈশ্বরাবলম্বনে সমুদায় ব্রহ্মতনয়গণকে এক ব্রহ্মতনয়ে নিবিষ্ট করিয়া আপনাতে তাঁহাদের সকলকে এক করিলেন। এত দূর করিয়াও তিনি পাপী পুণ্যাত্মা সকল প্রকার নরনারীর সহিত এক হইতে পারিতেন না যদি আপনাকে পাপী হীন বলিয়া গ্রহণ না করিতেন, অকিঞ্চনতাযোগে যোগের সহিত ভক্তিকে না মিশাইতেন। তাঁহার প্রণালী অবলম্বন করিয়া যাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশব * না হইবেন,

---

* কেশব হওয়া কি ? তাঁহার জীবনের মূলতত্ত্ব আত্মজীবনের মূলতত্ত্ব করিয়া লওয়া। "Those who profess to be my enemies are advocating my cause, and going about preaching my ideas and principles. They hold in their hands my banners. I see their lives, I watch their movements, and with a smile I say to myself,—why this is all my own self reproduced." —*Lect. Ind.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা তাঁহার যোগে যোগযুক্ত, তাঁহার ভক্তিতে ভক্তিমান্ হইবেন কি প্রকারে ? লক্, হিউম, কম্‌ট, লুইস, হক্সলে, স্পেন্সার প্রভৃতি সংশয়বাদিগণের শিষ্যত্ব আমি প্রকাশ্যে আরও স্বীকার করিয়াছি। তাঁহাদের শিষ্য হইয়া কোন প্রকার কুসংস্কার বা বিজ্ঞানবিরোধী বিষয়ের আমি অনুমোদন করিতে পারি না। ব্রহ্মবিজ্ঞান যাহাদের মত, তাহারা কোন প্রকারে কোন মতের দাস হইতে পারে না। ব্রহ্ম অসঙ্গ উদাসীন হইয়াও সমুদায় জগৎ ও জীবের মধ্য দিয়া নরনারীসম্বন্ধে আপনার কল্যাণাভিপ্রায়সকল ব্যক্ত করিতেছেন, এ মতের যদি আমি পক্ষপাতী না হইতাম. তাহা হইলে হয়তো যোগের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহাদিগের ভিতর দিয়া ভগবানের কল্যাণাভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতাম, না হয় ভক্তিপথের পথিক হইয়া একত্বকে শুষ্ক কঠোর ব্রহ্মজ্ঞানীর পথ মনে করিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিতাম। যে পথে আসিয়াছি, সে পথে ভগবানের অভিপ্রায়ের সহিত সংযুক্ত একটী ক্ষুদ্র নরনারীকেও * অগ্রাহ্য করিতে পারি না, ভক্তির বিষয় না

* ড্রামণ্ড অন্য কথা বলিতে গিয়া এই ভাবের যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন তৎপ্রতি সকলেরই বিশেষ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। —Surely next to its love for the chief of sinners the most touching thing about the religion of Christ is its *amazing trust in the least of saints* (Italicised). Here is the mightiest enterprise ever launched upon this earth, mightier even than its creation, for it is its re-creation, and the carrying of it out is left, so to speak, to haphazard—to individual loyalty, to free enthusiasms, to uncoerced activities, to an uncompelled response to the pressures of God's Spirit.—*The City without a church.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকিতে পারি না। ঈশ্বর আপনি সে সকল উপায় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহার একটিকেও অগ্রাহ্য করা এখানে অপরাধ। যদি অন্তর ও বাহির, দুই সমভাবে আমরা গ্রহণ করিতে না পারি তাহা হইলে বর্ত্তমান বিধানের সহিত একতা কি প্রকারে হইবে? ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, বর্ত্তমান বিধানের ভাব, সত্য ও মূলতত্ত্ব বিরোধিগণকেও গ্রহণ করিতে হয় সত্য, কিন্তু যদি জ্ঞাতসারে ভক্তি অনুরাগ সহকারে এ সকল গৃহীত না হয়, আত্মস্থ করা না হয়, তাহা হইলে বিধানস্বীকারজনিত জীবনের সার্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কি কখন সম্ভব পর? আমার অনুরোধ, এখান হইতে যাইবার পূর্ব্বে আমরা যেন বর্ত্তমান বিধানের মহাযোগ ও মহাভক্তি গ্রহণ ও আত্মস্থ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হই। পুনঃ পুনঃ কেশবচন্দ্রকে লইয়া আলোচনা করা যেন কেবল বচনরচনামাত্র না হয়। সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশব হউন, এ অনুরোধ বোধ হয় কেহই আর অযুক্ত মনে করিবেন না *। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশব হইতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ, তদনন্তর ঈশা মুষা প্রভৃতিকে গ্রহণ, ঈশ্বরে-

---

* জীবোপাদন (protoplasm) যে যে উপাদানে উৎপন্ন সেগুলি একত্র সম্মিলিত করিলে তাহা মৃত অবস্থায় অবস্থান করে, জীবনীশক্তি উহাতে প্রবিষ্ট না হইলে উহা হইতে অপর জীবোপাদান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই দৃষ্টান্তটি অধ্যাত্ম জগতে প্রয়োগ করিলে এইরূপ তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় ;—নিয়ম অনুষ্ঠান বিধি সত্যাদি ধর্ম্মজীবনের উপাদান মৃত উপাদানগুলি উদ্ভিদের অন্তরস্থ হইয়া যেমন জীবন্ত হয়, তেমনি এগুলি কোন এক ব্যক্তির জীবনে পরিণত যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ মৃতভাবে অবস্থান করে। জীবনে পরিণত হইয়া জীবন্ত ভাব ধারণ করিলে উহা আর শত শত জীবন উৎপাদন করে। মহাজনগণের জীবন জীবন্ত জীবোপা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল মানবজাতির সহিত একত্ব সাধন প্রয়োজন। এই পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা সকলে নবযুগের নবধর্ম্মে যাহাতে দিন দি অগ্রসর হইতে পারি, কৃপানিধান ঈশ্বর আমাদিগকে তদ্বিষয়ে আশীর্ব্বাদ করুন।

—

দান (protoplasm) সদৃশ শত শত জীবন উৎপাদনে সমর্থ। কিন্তু জীবন্ত জীবোপাদানের উৎপাদনসামর্থ্যসত্ত্বেও অন্তর্নিহিত প্রতিষ্ঠা (type) বা অভিপ্রায় বিনা গঠনকার্য্য যেমন নিষ্পন্ন হয় না, তেমনি মহাজনগণের জীবন জীবন্ত হইলেও পরমাত্মপ্রভাব বিনা উহা কাহারও জীবনগঠনে সমর্থ হয় না। যিনি এই সকল কথা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তিনি আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশব হইতে হইবে, এ কথা অযুক্ত মনে করিতে পারিবেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্।

"মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে",

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৩৫ শক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/195

কেশবচন্দ্র অবোধ্য কেন ?*

আজ কেশবচন্দ্রের জন্মদিন। এ দিনে তাঁহার জীবনালোচনা করা স্বাভাবিক। তাঁহার জীবন লোকের নিকটে অবোধ্য কেন, ইহাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। কেশবচন্দ্রের জীবন অবোধ্য, এ কথা কেন বলিতেছি, প্রত্যেক মানবের জীবন কি অবোধ্য নয়? এমন কোন্ মানুষ আছে, যাহার মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরের সমুদায় তত্ত্ব আমরা বলিয়া দিতে পারি? প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মাই তো অবোধ্য। এ কথা সত্য যে, কোন্ ব্যক্তির মনের অন্তস্তম প্রদেশে কি আছে আমরা তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার ক্রিয়ার মূল আমরা সহজে ধরিয়া ফেলিতে পারি। কোন্ ব্যক্তি কোন্ প্রবৃত্তি ও বাসনার অধীন যদি একবার আমরা ইহা জানিতে পারি, তাহা হইলে অনায়াসে বলিতে পারি, সে ব্যক্তি অমুক অমুক অবস্থাধীনে অমুক অমুক প্রকারের কার্য্য করিবে। সাধারণতঃ লোকে যে সকল প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই সকল তাহাদিগকে কোন্ সময়ে কোন্ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, ইহা তাহারা অবগত আছে। অবগত আছে বলিয়াই তাহারা আপনার সমানাবস্থাপন্ন লোকদিগের বিষয়ে অনায়াসে বলিয়া দিতে পারে, তাহারা সেই সেই অবস্থায় কি প্রকার কার্য্য করিবে। পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এ প্রকার লোক আসিয়াছেন, যাঁহারা লৌকিক প্রবৃত্তি বাসনা দ্বারা পরিচালিত হন না, যাঁহাদের ক্রিয়ার

---

* ৫ই অগ্রহায়ণ ১১ নবেম্বর শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেনের অষ্টপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসবোপলক্ষে প্রদত্ত [illegible]।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূল লোকাতীত। এই সকল ব্যক্তিকে তৎকালের লোকেরা চিনিতে পারে না। তাঁহাদিগকে যতই তাহারা বুঝিতে চেষ্টা করে, ততই ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয়। এ অবস্থায় তাহারা আর কি করিবে, বৃথা নিন্দাবাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিতে যত্ন করে, কখন কখন প্রাণে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। কিন্তু এরূপ করিয়াও তাঁহাদের লোকাতীতত্ব তাহারা বিনষ্ট করিতে পারে না, কালে তাহারাই আবার তাঁহাদিগকে দেবতার পদে আরূঢ় করে। না বুঝিতে পারিয়া যেমন তাহারা তাঁহাদিগকে নিন্দা ও ঘৃণা করিয়াছে, তেমনি না বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগেতে দেবত্ব আরোপ করিল ; দুই দিকেই অবোধ্যত্ব সমান।

কেশবচন্দ্রে যদি এমন কোন লোকাতীত বিষয় ছিল, যাহা লোকে যত্ন করিয়াও বুঝিতে পারে না, তবে তাহা বুঝাইবার জন্য যত্ন কেন ? তাঁহার আপনার নিকটস্থ বন্ধুগণও যদি তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে অপর লোকে বুঝিবে ইহা কি সম্ভবপর ? কেশবচন্দ্র প্রকাশ্যে এবং গোপনে আপনাকে বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাইয়া যদি তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যাঁহারা আপনারাই তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাঁহাকে অপরের বোধগম্য করিবার জন্য যত্ন করেন কেন ? হাঁ, এ প্রকার যত্ন নিষ্ফল বলিয়া মনে হয়, এবং যত বার এ সম্বন্ধে যত্ন করা গিয়াছে, তাহাতে যে বড় কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে তাহাও নহে। কেন না তাঁহার সম্বন্ধে এত বৎসর যাহা বলিয়া আসা হইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে বুঝিবার পক্ষে এ সময়ের লোকের কত দূর সাহায্য হইয়াছে বলিতে পারা যায় না, কিন্তু যে সকল কথা বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে, তাহার যে কেবল মর্ম্ম পরিগ্রহ করা হয় নাই তাহা নহে, তাহার কোন কোন অংশ অপরাপর অংশের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া সাধারণ ব্যক্তিগণ এমন সকল অর্থান্তর ভাবান্তর ঘটাইয়াছেন যে, তাহাতে কেশবচন্দ্রকে যাঁহারা বুঝাইতে গিয়াছেন, তাঁহারা আপনারা অব্রাহ্মোচিত মত প্রচারের দোষে দোষী হইয়াছেন। কেশবচন্দ্রকে বোধগম্য করিতে গিয়া যদি তিনি আরও অবোধ্য হইয়া উঠেন, তাহা হইলে কি আর এ সম্বন্ধে কোন যত্ন করা হইবে না? অধিকন্তু ইহাতে যদি কেবল অনিষ্টই ঘটে, তাহা হইলে ঈদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? অপরকে বুঝাইতে গিয়া যদি আপনারা তাঁহাকে বুঝিতে পারি, তাহাতে কি লাভ হইল না? আর যদি আমরা নিজে বুঝিলাম, তাহা হইলে এখন না হউক ইহার পরে তো লোকে তাঁহাকে বুঝিবে। সুতরাং যদি বুঝাইতে গিয়া তিনি আরও অবোধ্য হন, তাহা হইলে দুঃখ করিবার বিষয় কি? যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়া যাওয়া আমাদের প্রতি আদেশ। আমরা আদেশ প্রতিপালন করিয়া নিজে কৃতার্থ হইব, সময়ে অপরেও কৃতার্থ হইবেন।

কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলতত্ত্ব কি সর্ব্বপ্রথমে আমরা তাহাই নির্ব্বাচন করিব। তাঁহার জীবনের প্রধান মূলতত্ত্ব স্বাধীনতা। এই মূলতত্ত্বসম্বন্ধে তিনি আপনি বলিয়াছেন, "আমার ইষ্টদেবতা আমাকে যখন মন্ত্র দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বাধীনতা মহামন্ত্র নিবিষ্ট ছিল।" "কখনও কাহারও অধীন হইও না" এই প্রধান সৎ-পরামর্শ সর্ব্বপ্রথমে তিনি ঈশ্বর হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এই সৎপরামর্শের ফলে তাঁহার জীবনে কি হইয়াছিল আমরা সকলেই বিদিত আছি। ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও বা কিছুরই অধীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইব না; এই প্রতিজ্ঞা লইয়া তিনি জীবন আরম্ভ করিলেন। তিনি বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। যদিও আমি ইঁহার লিখিত কতকগুলি দৈনিক প্রার্থনা দেখিয়াছি, এবং এরূপ প্রার্থনা বৈষ্ণবগণমধ্যে বিরল, তথাপি ইনি সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়বিশ্বাসী বৈষ্ণব ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেশবচন্দ্রের এক জন পরমভক্ত বৈষ্ণব হওয়াই সম্ভব ছিল। বিশেষতঃ পিতামহ যখন অতি অল্প বয়সে তাঁহাকে হরিনাম মন্ত্র দিয়াছিলেন, এবং সে মন্ত্রের প্রতি তিনি বাল্যকালেও অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই, তখন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁহার পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস শিথিল হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব আসিয়া তাঁহার উপরে নিপতিত হইল। খ্রীষ্টান পাদরিগণ তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ও পরিচয় করিতে লাগিলেন, তাঁহার সময়ে কত কৃতবিদ্য খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রের স্বাধীন চিত্ত প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল না, খ্রীষ্টধর্ম্মের সারভূত উপায় প্রার্থনা তাঁহার জীবনের মূল অবলম্বন হইল। তিনি যখন স্বাধীন ভাব আশ্রয় করিয়াছেন, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও আশ্রয় যখন তিনি গ্রহণ করিলেন না, তখন প্রার্থনা বিনা আর তাঁহার কি সম্বল হইতে পারে? সকল বিষয়ে যখন ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিতে হইবে, তখন আর তিনি অন্য কোন্ উপায়ে তাহা সিদ্ধ করিবেন? তিনি বেদ বেদান্ত পুরাণ কোরাণ বা বাইবেল শাস্ত্রকে জীবনপথের আলোক করিলেন না, কোন গুরু বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আশ্রয় লইলেন না, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খ্রীষ্টান কোন এক সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইলেন না; কেন না স্বাধীনতা তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিল, "অধীনতাশৃঙ্খলে শরীর মনকে বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না; দাসত্ব স্বীকার করা হইবে না, কাহারও পদতলে পড়া হইবে না; গুরুজনের নিকট আত্মবিক্রয় করা হইবে না; পুস্তকবিশেষেরও কিঙ্কর হইয়া বন্দনা করা হইবে না; কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া দিবারাত্রি তাহারই যশ ঘোষণা করা হইবে না *।" স্বাধীনতা সুতরাং তাঁহাকে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিল; ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ তাঁহার আলাপপরিচয়ের ব্যক্তি রহিলেন না। তিনি আপনার মনের কথা ঈশ্বরেরই নিকট ব্যক্ত করিতেন, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কোন দিন পরামর্শগ্রহণের জন্য স্বীকার করেন নাই, কেন না তাহা হইলে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সেই ব্যক্তির অধীন হইতে হইবে। যখন যে কোন বিষয় উপস্থিত হইত, তাঁহাকে ঈশ্বরকেই জানাইতে হইত। সুতরাং সেই মনের কথা বিজ্ঞাপন প্রার্থনার আকার ধারণ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? স্বাধীনতা হইতে প্রথম উপায় প্রার্থনার সমাগম হইল। প্রার্থনা অবলম্বিত হওয়াতে তাঁহাতে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল।

এখন আমরা সহজে বুঝিতে পারিব, কেশবচন্দ্র প্রথম হইতে লোকের নিকটে অবোধ্য হইলেন কেন? যে ব্যক্তি আপনাতে আপনি থাকে, কাহারও নিকটে গূঢ় কথা খুলিয়া বলে না, কোন কালে কোন বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে না, তাহাদের মত কার্য্য

---

* কেশবচন্দ্রের উক্তিগুলি বলিবার সময় ভ বতঃ উল্লিখিত হইয়াছিল। বিষয়টি পরিস্ফুত করিবার জন্য এখন স্থানে স্থানে উহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম উপায়াদি অবলম্বন করে না, তাহাকে বোঝা অসম্ভব। কেশব-চন্দ্র যে পথ ধরিলেন, তাহা নিতান্ত নূতন পথ। যদি তিনি বৈষ্ণব হইতেন, অন্ততঃ বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে চিনিতেন; যদি খ্রীষ্টান হই-তেন, তাহা হইলে হিন্দুগণের দ্বেষভাজন হইলেও খ্রীষ্টানগণ তাঁহার কার্য্য ও গতি বুঝিতে সমর্থ হইতেন। তিনি যদি বেদ বেদান্তের পক্ষপাতী হইয়া তাহার অনুসরণ করিতেন, বেদান্তবাদী ব্রাহ্মগণ তাঁহার ধর্ম্মের রেখা কত দূর বুঝিয়া লইতেন। তিনি বিষয় কর্ম্মের পথ ছাড়িলেন; কোন ব্যবসায়ের পথ ধরিলেন না যে, বিষয়ী লোকেরা তাঁহার বিষয় বুঝিবেন। কেশবচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করাতে সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায়, সকল প্রকার ব্যক্তির নিকট অবোধ্য হইয়া পড়িলেন। তিনি আপনিও আপনার পথ জানিতেন না; কেন না যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, সে ব্যক্তি জানে না ঈশ্বর কখন তাহাকে কোন্ পথ দিয়া লইয়া যাইবেন। ঈশ্বর একটী সঙ্কীর্ণ পথমাত্র কেশবচন্দ্রের নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অগ্র পশ্চাৎ চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। স্বাধীনতার জন্য তিনি যাঁহার হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন যদি তাঁহার উপরে প্রথম হইতে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে কখন তিনি আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিতেন না। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একটু একটু রেখামাত্র আলোক প্রকাশ পাইতেছে, সেই আলোকে যে একটি সঙ্কীর্ণ পথ দেখা যাইতেছে, এ দিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিয়া যাওয়া সামান্য বিশ্বাসের কার্য্য নহে। অন্ধকার দেখিলে ভয় হয়, ভয় হইলেই অন্ততঃ সে পথের পথিকগণকেও জিজ্ঞাসা করিতে স্বতই মন সত্বর হয়, কিন্তু কেশবচন্দ্র স্বাধীনতামন্ত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে স্থিরচিত্ত থাকাতে তাদৃশ ভয়ে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অগ্রসর হন নাই। এ দিকে ও দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল ঈশ্বরের প্রতি যখন তাঁহার দৃষ্টি স্থির ছিল, তখন তিনি অন্ধকারাবিষ্ট যত সঙ্কীর্ণ পথই হউক না কেন, কেনই বা তাহা হারাইবেন? কেশবচন্দ্র যে পথে চলিতেছেন;সে পথের সংবাদ যখন তিনি আপনি জানিতেন না, বুঝিতেন না, তখন অপরে তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? কেশবচন্দ্রে এই না জানা না বোঝার ভাব চিরদিনই ছিল। এই জন্য তিনি বন্ধুগণকে সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন, যেন তাঁহার আতিশয্য তাঁহারা সকলে বহন করে,তাঁহাতে আরও অনেক বিষয় আছে যাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। এখনও প্রকাশ পায় নাই, ইহা তিনি সর্ব্বদা বলিতেন কেন? এই জন্য বলিতেন যে, তিনি যাঁহার হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, সম্মুখে আরও কত কি রহিয়াছে তাহা তিনি এখনও দেখিয়া উঠিতে পারেন নাই। কি জানি বা বন্ধুগণ পথে সঙ্গে চলিতে চলিতে কোথায় যাইতেছি বলিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়েন, এ জন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে তাঁহার সাবধান করিতে হইয়াছে। আর এক কথা এই, এই ক্রমান্বয়ে অগ্রের দিকে গতি হইতে কেশবচন্দ্রে অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাস উৎপন্ন।

কেশবচন্দ্র লোকাতীত পথে চলিতেন, সুতরাং তিনি পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের নিকট নিতান্ত অবোধ্য হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? এখন দেখা উচিত, স্বাধীনতা তাঁহাকে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরের নিকটে হৃদয়ের কথা জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত করিল, তাহার পর তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল। 'স্বেচ্ছাচারের অধীন হওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে না, অহঙ্কারের অধীন হওয়া হইবে না, ক্রোধের অধীন হওয়া হইবে না, লোভের অধীন হওয়া হইবে না, কোন প্রকার রিপুর বশবর্ত্তী হওয়া হইবে না', স্বাধীনতাজনিত এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁহাকে বিবেকী করিল। এ সকলের আপনি বশীভূত হওয়া দূরে, অপরকে ইহার বশীভূত হইতে দেখিলে তাঁহার মনের ভিতরে কেমনপ্রজ্বলিত ভাব উপস্থিত হইত। আপনার জীবনের তত্ত্ব বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আমি দাসত্ব সহ্য করিতে পারিতাম না, এখনও পারি না। কাহাকেও বাসনার বশবর্ত্তী, কি রিপুর বশ-বর্ত্তী দেখিলে অন্যায় বোধ করিতাম, কোন ক্রমেই সহিষ্ণু হইতে পারিতাম না! আমার অস্ত্র অধীনতা কাটিবার জন্য সর্ব্বদাই চক্‌মক্‌ করিত।" তিনি আপনি বিবেকের অধীন হইলেন, অপর-কেও বিবেকের অধীনে আনিতে যত্ন করিলেন। এই যত্নের প্রথম ফল সঙ্গতসভা; সঙ্গতে নীতির সাম্রাজ্য ঘোষিত হইলে তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই বিবেকী হইয়া নীতির অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুগণকে বিবেকের অধীন করিয়া নীতিমান্‌ হওয়া তাঁহার সকল বন্ধুর ব্রত হইল। একটু অসত্য বা মিথ্যার সংস্রব তাঁহারা দূরে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ জনসমাজে নীতিমান্‌ বলিয়া পরিচিত হইলেন। সঙ্গতের প্রাধান্যসময়ে মনে হইতে পারে, কেশবচন্দ্র সকলের বোধগম্য হইলেন, কেন না নীতিমত্তা কে আর না বুঝিতে পারে; কিন্তু কেশবচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে অবোধ্যত্ব কোন কালেই পরিহৃত হইবার কারণ ছিল না। তিনি নীতিপ্রাধান্যের সময়ে অন্য দিক্‌ দিয়া বন্ধুগণের নিকটে পর্য্যন্ত অবোধ্য হইলেন। "বন্ধুরা বলেন এইটী কর; আমি তাহা করি না। অন্যের ভাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথায় ভাল কাজও করিব না, ঈশ্বরের কথায় করিব। অন্যের কথায় যাহা করিলাম না, ঈশ্বরের কথায় তাহা আগ্রহের সহিত করিব। যত ক্ষণ না ঈশ্বরের কথা শুনিব, তত ক্ষণ আমি কাজ আরম্ভ করিব না।” এইরূপ যাঁহার প্রতিজ্ঞা তিনি বন্ধুগণের নিকটে পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে অবোধ্য থাকিবেন, ইহাতো আর বলিতেই হয় না। “বন্ধুবান্ধব যাঁহারা, ধর্ম্মেতে যাঁহাদের সহিত মিলন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে মানিও, আত্মা বলে বড় ভয় করে। খুব যাঁহারা বিশেষ অনুগত, ধর্ম্মে সৎকর্ম্মে অনুকূল, আদরের সহিত তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিও; মনন বলে, অধীন হইতে আমি ভীত হই। কোন বিশেষ বন্ধুর মায়াতে আমি বদ্ধ হইব না।” বন্ধুগণের সম্বন্ধেও যখন এরূপ ব্যবহার, তাঁহাকে অন্য লোকে বুঝিবেন দূরের কথা, যাঁহারা সর্ব্বদা নিকটে থাকিতেন সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহারাই তাঁহাকে বুঝিবেন, ইহা কি কখন সম্ভব ?

যে ব্যক্তিতে এরূপ স্বাধীনতার প্রাবল্য, সে ব্যক্তি এতগুলি বন্ধু লইয়া চিরজীবন একত্র কি প্রকারে কাটাইয়া গেলেন, ইহাও এক বিষম সমস্যা। পৃথিবীতে তাঁহার অবস্থানকালে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে মিলিত ভাবে ছিলেন, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, ইহাতে এই দেখায় যে, ইঁহারা তাঁহার চরিত্র হইতে যে স্বাধীনতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতার আতিশয্যবশতঃ পরস্পরে মিলিত থাকিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার ভিতরে স্বাধীনতাব্যতিরিক্ত আর কোন মূলতত্ত্ব ছিল, যাহার জন্য তিনি সকলকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। এ মূলতত্ত্ব স্বাধীনতামূলক, স্বাধীনতার সহিত অবিরোধী। সে মূলতত্ত্ব কি? সমতা। এ সমতা স্বাধীনতাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছে। "মায়া দ্বারা যদি সকলকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতাম, দলে দলভুক্ত করিবার যদি আশা থাকিত, আমার দল লোকে পূর্ণ হইত। স্বাধীনতাকে দলপতি করিলাম। এই জন্য আমার সঙ্গে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে আমি বন্ধু বলি, আমি তাঁহাদের গুরু বলি না। স্বাধীনতারই জয় হইবে। ...স্বাধীনতা মানুষকে ডাকিবে। ইহাতে লোক আসে আসুক; গুরুগিরি কখনও করিব না। অধীন হওয়াকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমাতে যাহা ঘৃণা করি, অন্যেতে তাহা ঘৃণা করি না? দলের সামান্য কাহাকেও আমি অধীন দেখিতে পারি না। কেহ যে অন্যের অধীন হইবে, তাহা দেখিতে পারি না, আমার অধীন যদি কেহ হয় তাহাও আমার অত্যন্ত অসহ্য। অন্য এক জন মনুষ্য আমার অধীন হইবে? পিতার নিকট আমি কি উত্তর দিব? আমার মত আর এক জনের ঘাড়ে আমি চাপাইয়া আমার শাসনে অপরকে শাসিত করিব? মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া দলে আনিতে চেষ্টা করিব? অপরকে আমি আমার অধীন করিয়া রাখিব? ইহাতে নরক আমাকে হাঁ করিয়া গিলিবে; স্বর্গও লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে। আমার যদি দল না হয়, এক জনও যদি কাছে না আসে, নিজে যখন দাস নই তখন অপরকেও দাস করিব না।" এ কথাগুলি কি দেখাইয়া দেয়? সমতা। আমি যেমন স্বাধীন, অপরে তেমনি স্বাধীন, আমি যেমন ঈশ্বরাধীন, অপরে তেমনি ঈশ্বরাধীন, আমি যেমন মায়াতে বদ্ধ নই, অপরকেও তেমনি আমার মায়ায় বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না। কেশবচন্দ্র দলপতি সকলেই জানেন, এই সকল কি দলপতিসমুচিত কথা? কোথায় কোন্ দলপতি, দলের লোকদিগকে এরূপ পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাধীনতা দিয়াছেন ? দলপতি হইয়া স্বাধীনতাকে দলপতি করিয়া দৃঢ় করান, ইহা সর্ব্বথা অবোধ্য। তাঁহার আপনার লোকেই যখন তাঁহাকে এই বলিয়া ভৎ'সনা করিয়াছিলেন, "তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল দলপতি, আপনার লোকদিগকে শাসন করিতে পার না ;" তখন তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন, "ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ অধীন না হইলে বলপূর্ব্বক তাহাকে অধীন করা তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) মত নহে। যদি ইটি দুর্ব্বলতা হয়, তবে তাহা ঈশ্বরের, কেন না তিনি বলপূর্ব্বক কাহাকেও অধীন করেন না।" কেশবচন্দ্র আপনি স্বাধীন এবং অপরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াও কোন্ মূলতত্ত্বের বলে সকলকে একত্র বান্ধিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি। আত্মসমান অপরকে দর্শন করিয়া সম্ভ্রম দান করিতেন ইহাতেই তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই। এই আত্মসমান অপরকে দর্শন ও সম্ভ্রমদানই সমতা।

কেশবচন্দ্রে স্বাধীনতা ও সমতা এ দুই মূলতত্ত্বের যে বাড়াবাড়ি ছিল, ইহা তাঁহার ব্যবহার হইতে সপ্রমাণ হওয়া সমুচিত। তিনি বন্ধুগণের সহিত ব্যবহারকালে কখন কাহাকেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সময়ে আদেশ বা অনুরোধ করিতেন না। ইহাতে অনেক সময়ে কার্য্যের ক্ষতি হইত, তিনি এক কথা বলিলে সহজে যাহা হইতে পারিত, তাহা এই প্রকারে হইত না। যিনি যে বিষয়ের ভার গ্রহণ করিতেন, সে ভারসম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বতোমুখীন প্রভুতা থাকিত। সেই ভার গ্রহণ করিয়া এইরূপ নিরঙ্কুশ ভাবে কার্য্য করাতে তাঁহার প্রচুর প্রমাণ পারিবারিক অর্থের অপচয় হইয়াছে, তিনি কোন কথা না বলিয়া সে অপচয় বহন করিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে বন্ধুগণ পরস্পর কলহ করিয়া তাঁহার শান্তি ভঙ্গ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়াছে, সমুদায় রজনীতে তজ্জন্য তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, অথচ আপনি কোন প্রকার প্রতিরোধ করেন নাই। প্রতি ব্যক্তি আপনার কার্য্যের জন্য ঈশ্বরের নিকটে দায়ী, অপরের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই, এ বিষয়ে এত দূর তাঁহার দৃঢ়তা ছিল যে, একবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি যদি তাঁহার সম্মুখে খুনও করে, হয়ত তিনি তাহার প্রতিরোধ করিবেন না *। কোন বন্ধুকে তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেন না। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কথনই কি তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিবেন না? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যদি কোন ব্যক্তির সহিত একহৃদয়স্থ হয়, তাহার ভাবের সহিত নিজের ভাবের, তাহার কথার সহিত নিজের কথার কোন প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বলিতে

---

* এ কথা শুনিয়া মনে হয় ইহা স্বাধীনতার অপব্যবহার, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'হয়তো প্রতিরো' করিবেন না,' এ কথার মধ্যে ঈশ্বরের আদেশের মুখাপেক্ষিতে বিশ্বাস রহিয়াছে। একের কার্য্যে অপরের হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই ইহা সত্য, কিন্তু যদি ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করিতে বলেন, তাহা হইলে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায়। কেশবচন্দ্র কথনও কাহাকে আপনি শাসন করিতেন না, শাসন করা প্রয়োজন হইলে দলগত বিবেক দ্বারা শাসন করিতেন। কেবল একবার তিনি একটি বন্ধুর বিধানে অবিশ্বাসসূচক কথায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 'ইহা অবিশ্বাস' এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বলপূর্ব্বক কাহাকেও অধীন না করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "যেখানে আবশ্যক সেখানে অধিকারের সহিত বলিবেন।" ইহার মর্ম্ম এই, যেখানে যাহা বলিতে তিনি ঈশ্বরের আদেশ পাইতেন সেখানে তাহা অধিকারের সহিত (with authority) বলিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন ; অন্যথা কোন কালে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু বলিবেন না। গুরুশিষ্যত্বনিবন্ধনতা উপস্থিত হয়, এ ভয়ে তিনি একা কোন বন্ধুর সহিত কোন বিষয়ের মীমাংসার্থ কথা কহিতেন না, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, সকলে আসুন তাহার পর কথা হইবে। কাহাকেও কোন বিষয়ে আদেশ করা তাঁহার রীতি ছিল না। দাসগণসম্বন্ধেও এ বিষয়ের ব্যতিক্রম করিতেন না। তাহাদিগকে কিছু বলিতে হইলে, এমনই ভাবে বলিতেন যে, যেন যাহা বলিতেছেন, তাহা করা না করা তাহাদের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। দাস দাসী প্রভৃতিকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা তৎপ্রবর্ত্তিত উৎসবপ্রারম্ভকালে দাসদাসীগণসম্বন্ধে যে প্রার্থনা আছে তৎপাঠে সকলে বুঝিতে পারিবেন। কেশবচন্দ্র কখনও কাহারও স্বাধীন ক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করিতেন না, ইহাতে তাঁহার জীবনে বন্ধুবিচ্ছেদও ঘটিয়াছে। যখন কোন কোন বন্ধুর তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস সমুপস্থিত হয়, তখন তিনি তাঁহাদিগকে পাঁচটা কথা বুঝাইয়া বলিলে হয়তো সে কালের জন্য বন্ধুবিচ্ছেদ নিবারণ হইত, কিন্তু তাহা করিতে পারেন নাই ; কেন না তাহা হইলে কথায় বার্ত্তায় ভুলাইয়া লোককে দলে রাখিবার জন্য যত্ন তাঁহাতে উপস্থিত হইত এবং এইরূপে অপরকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মিত। এক সময়ে এক জন তাঁহার বন্ধু কোন একটি পরোপকারের কার্য্য করেন, তিনি জানিতেন এ কার্য্যের চরম ফল ভাল হইবে না ; কিন্তু তৎকালে তিনি তাহার কোন প্রতিরোধ করিলেন না। যখন তিনি বিপদ্গ্রস্ত হইলেন, তখন কেশবচন্দ্র বলিলেন, আমি ইহা পূর্ব্বে জানিতাম। বন্ধু বলিলেন, তবে কেন তখন বলেন নাই? তিনি উত্তর দিলেন, আগে বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলে কি আর শিক্ষা হইত? পরীক্ষাবিপদে পড়িয়া লোকের শিক্ষা হয়, কাহারও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া সে শিক্ষা অবরুদ্ধ করা উচিত নয়, কেশবচন্দ্র ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। পৃথিবীর নিকটে এ সকল কার্য্যপ্রণালী অবোধ্য। এ পথ যাঁহারাই আশ্রয় করিবেন নিশ্চয় তাঁহারা অবোধ্য হইবেন।

স্বাধীনতা ও সমতা এই দুই মূলতত্ত্ব হইতে তাঁহাতে কি উপস্থিত হইল, এখন তাহাই বলা যাউক। এক স্বাধীনতা হইতে তাঁহাতে বিশ্বাস, বিবেক ও প্রার্থনা সমাগত হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কিন্তু বৈরাগ্যও যে সেই স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। কোন ব্যক্তি বা বিষয় যখন তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, তখনই বৈরাগ্যের সাম্রাজ্য তাঁহাতে সমুপস্থিত। বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রার্থনা ও স্বাধীনতা তাঁহাকে সকলের অধীনতা হইতে বিমুক্ত করিল, এখানেই যদি সকল শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার জীবনে আর যে সকল ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা কখন সম্ভবপর হইত না। অধীনতামাত্রকেই যখন তিনি ঘৃণা করিতেন, তখন তিনি অপরকে অধীন করিবেন বা অধীন হইতে দিবেন ইহা সহ করিতে পারিতেন না। ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতার লক্ষণ। লোকে অপরকে অধীন করিয়া আপনার স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে, অন্যায় প্রভুত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে এ ভাব উপস্থিত হয়। আমিও যেমন স্বাধীন, অপরেও তেমনি স্বাধীন, এ বোধ সমতামূলক, এই সমতা তাঁহাকে আপনা ব্যতিরিক্ত অপরের প্রতি সম্ভ্রমপ্রকাশে বাধ্য করিল। স্বাধীনতা ও সমতা এ দুইয়ের এই মাত্র ফলে যদি তাঁহার জীবন শেষ হইত তাহা হইলে তাঁহাতে নীতির পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিসমাগমের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেশবচন্দ্রের স্বাধীনতা ঈশ্বরাধীনতা ছিল। ঈশ্বরকে না দেখিলে না গ্রহণ করিলে তিনি কখনই চির স্বাধীন থাকিতে পারিতেন না, স্বাধীনতা তাঁহাতে স্বেচ্ছাচার হইয়া দাঁড়াইত। স্বাধীনতার মূলে যখন তিনি ঈশ্বরকে দেখিলেন, তখন অপরের স্বাধীনতার মূলেও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেন। মানুষের ভিতর হইতে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু ঈশ্বরের গুণ প্রকাশ পায়, তাহা তাহার নিজের নহে স্বয়ং ঈশ্বরের, স্বাধীনতা তাঁহাকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। তিনি যখন আপনাতে স্বাধীনতা বা ঈশ্বরাধীনতা হইতে দেবগুণের সমাগম দেখিলেন, তখন অপরেতে ঠিক তাহাই কেন বিশ্বাস করিবেন না? কেশবচন্দ্র অপরের ভিতরের সেইটি খুঁজিয়া বাহির করিতেন, যেখানে সে কোন রিপু বা বাসনার অধীন নহে, ঈশ্বরের অধীন। এই ঈশ্বরাধীনতাস্থলে ভক্তি প্রেম বৈরাগ্য প্রভৃতি অপর লোকের মধ্যে তিনি দেখিতে পাইতেন এবং সেই সকলের নিকটে প্রণতি স্বীকার করিতেন। এইরূপে তাঁহাতে ঈশ্বরাধীনতা এবং ঈশ্বরতনয়গণের অধীনতা যুগপৎ উপস্থিত হইল; তাঁহার শিষ্যপ্রকৃতি উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিল। ঈশ্বরাধীনতা এবং ঈশ্বরতনয়গণের ভক্ত্যাদির অধীনতা তাঁহাতে উপস্থিত হইবামাত্র, তাঁহাতে ভক্তিসঞ্চার হইল। এখন সঙ্গতের পর মুঙ্গেরের ভক্তির সময় সমাগত। তাঁহার চক্ষু হইতে যাই ভক্তির অশ্রু নিপতিত হইল, অমনি শত শত চক্ষু হইতে ভক্তিবারি প্রবাহিত হইল। কেশবচন্দ্র স্বাধীন পুরুষ, তাঁহার আত্মসংবরণ করিবার সামর্থ্য প্রচুর। ভক্তির বিকার সমুদায় তিনি আপনার হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে সমর্থ ছিলেন, অপরের সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলে কি আর শিক্ষা হইত? পরীক্ষাবিপদে পড়িয়া লোকের শিক্ষা হয়, কাহারও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া সে শিক্ষা অবরুদ্ধ করা উচিত নয়, কেশবচন্দ্র ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। পৃথিবীর নিকটে এ সকল কার্য্যপ্রণালী অবোধ্য। এ পথ যাঁহারাই আশ্রয় করিবেন নিশ্চয় তাঁহারা অবোধ্য হইবেন।

স্বাধীনতা ও সমতা এই দুই মূলতত্ত্ব হইতে তাঁহাতে কি উপস্থিত হইল, এখন তাহাই বলা যাউক। এক স্বাধীনতা হইতে তাঁহাতে বিশ্বাস, বিবেক ও প্রার্থনা সমাগত হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কিন্তু বৈরাগ্যও যে সেই স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। কোন ব্যক্তি বা বিষয় যখন তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, তখনই বৈরাগ্যের সাম্রাজ্য তাঁহাতে সমুপস্থিত। বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রার্থনা ও স্বাধীনতা তাঁহাকে সকলের অধীনতা হইতে বিমুক্ত করিল, এখানেই যদি সকল শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার জীবনে আর যে সকল ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা কখন সম্ভবপর হইত না। অধীনতামাত্রকেই যখন তিনি ঘৃণা করিতেন, তখন তিনি অপরকে অধীন করিবেন বা অধীন হইতে দিবেন ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতার লক্ষণ। লোকে অপরকে অধীন করিয়া আপনার স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে, অন্যায় প্রভুত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে এ ভাব উপস্থিত হয়। আমিও যেমন স্বাধীন, অপরেও তেমনি স্বাধীন, এ বোধ সমতামূলক, এই সমতা তাঁহাকে আপনা ব্যতিরিক্ত অপরের প্রতি সম্ভ্রমপ্রকাশে বাধ্য করিল। স্বাধীনতা ও সমতা এ দুইয়ের এই মাত্র ফলে যদি তাঁহার জীবন শেষ হইত তাহা হইলে তাঁহাতে নীতির পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিসমাগমের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেশবচন্দ্রের স্বাধীনতা ঈশ্বরাধীনতা ছিল। ঈশ্বরকে না দেখিলে না গ্রহণ করিলে তিনি কখনই চির স্বাধীন থাকিতে পারিতেন না, স্বাধীনতা তাঁহাতে স্বেচ্ছাচার হইয়া দাঁড়াইত। স্বাধীনতার মূলে যখন তিনি ঈশ্বরকে দেখিলেন, তখন অপরের স্বাধীনতার মূলেও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেন। মানুষের ভিতর হইতে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু ঈশ্বরের গুণ প্রকাশ পায়, তাহা তাহার নিজের নহে স্বয়ং ঈশ্বরের, স্বাধীনতা তাঁহাকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। তিনি যখন আপনাতে স্বাধীনতা বা ঈশ্বরাধীনতা হইতে দেবগুণের সমাগম দেখিলেন, তখন অপরেতে ঠিক তাহাই কেন বিশ্বাস করিবেন না? কেশবচন্দ্র অপরের ভিতরের সেইটি খুঁজিয়া বাহির করিতেন, যেখানে সে কোন রিপু বা বাসনার অধীন নহে, ঈশ্বরের অধীন। এই ঈশ্বরাধীনতাস্থলে ভক্তি প্রেম বৈরাগ্য প্রভৃতি অপর লোকের মধ্যে তিনি দেখিতে পাইতেন এবং সেই সকলের নিকটে প্রণতি স্বীকার করিতেন। এইরূপে তাঁহাতে ঈশ্বরাধীনতা এবং ঈশ্বরতনয়গণের অধীনতা যুগপৎ উপস্থিত হইল; তাঁহার শিষ্যপ্রকৃতি উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিল। ঈশ্বরাধীনতা এবং ঈশ্বরতনয়গণের ভক্ত্যাদির অধীনতা তাঁহাতে উপস্থিত হইবামাত্র, তাঁহাতে ভক্তিসঞ্চার হইল। এখন সঙ্গতের পর মুঙ্গেরের ভক্তির সময় সমাগত। তাঁহার চক্ষু হইতে যাই ভক্তির অশ্রু নিপতিত হইল, অমনি শত শত চক্ষু হইতে ভক্তিবারি প্রবাহিত হইল। কেশবচন্দ্র স্বাধীন পুরুষ, তাঁহার আত্মসংবরণ করিবার সামর্থ্য প্রচুর। ভক্তির বিকার সমুদায় তিনি আপনার হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে সমর্থ ছিলেন, অপরের সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং ভক্তির অশ্রুপাত, প্রমত্ত নৃত্য, চিৎকার, ক্রন্দনের রোল ইত্যাদি ভক্তির বিকারে ব্রাহ্মসমাজ পূর্ণ হইয়া উঠিল। কলিকাতা ও ঢাকা প্রভৃতি স্থলে ইহার এত দূর আতিশয্য উপস্থিত হইল যে, নিশীথ রাত্রিতে চিৎকারধ্বনি ক্রন্দনাদি শ্রবণ করিয়া লোক মনে করিত, ইহারা বা সুরাপান করিয়া প্রমত্ত হইয়াছে। এই সময়ে মুঙ্গেরে ভক্তির এত দূর আতিশয্য হইল যে,প্রকাশ্য পথে ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া পরস্পরের পদধূলির জন্য কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইল,কোন লোক সম্মুখে আছে কি না তৎপ্রতি দৃক্‌পাত রহিল না। এসময়েএতদূর প্রমত্ততা ও উৎসাহ হইয়াছিল যে, এক জন ভক্তকে কাঁকড়া বিছায় কামড়াইয়া রক্তপাত করিল, অথচ ভক্তের পদধূলি ভিন্ন অন্য কিছুরই তিনি আশ্রয় করিলেন না। প্রচারকের পদ ধৌত করিয়া দিয়া পত্নীর কেশগুচ্ছে তাহা পুঁছাইয়া দেওয়া এত দূর পর্য্যন্ত বাড়াবাড়ি উপস্থিত হইল। কেশবচন্দ্রের নামে নরপূজার অপবাদ উঠিল, কিন্তু ভক্তগণের প্রতি তৎকালে ভক্তিপ্রকাশ সাধারণ ব্যাপার ছিল। ভক্তির বিকার যাঁহাদিগেতেঅধিক দেখা দিল, কালে তাঁহারা আপনাদিগকে কেশবচন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগের নিকট কেশবচন্দ্র অবোধ্য হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহাদিগের নিকট অবোধ্য হইলেন,তখনঅপরের নিকটে তো হইবেনই।

কেশবচন্দ্রে ভক্তির উদয় হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি ব্রাহ্মসমাজে ছড়াইয়া পড়িল, মৃদঙ্গাদি ভক্তির উপকরণের আদর সর্ব্বত্র বাড়িল। একটি বিষয় এখনও সর্ব্বসাধারণের হয় নাই, সেটি বৈরাগ্য। কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্য নিতান্ত নিগূঢ়। তিনি অন্যত্র কপটাচরণের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু অন্তরের বৈরাগ্য নিগূঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিবার জন্য যে কপটতা তাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। অত্যন্ত নিপুণতা সহ যাঁহারা তাঁহার আহারব্যবহারাদি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বৈরাগ্য নির্ব্বাচন করিয়া বাহির করিবেন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি ব্যঞ্জনাদির মধ্যে শাক ভাল বাসিতেন, আর সকল দ্রব্য স্পর্শমাত্র করিয়া আহ্লাদ ও তৃপ্তিসহকারে শাক দিয়া ভোজন করিতেন, ইহা অল্প লোকে জানিত। বরং ভাল ভাল সামগ্রীতে তাঁহার বিশেষ তৃপ্তি ছিল, এক জন সাধারণতঃ ইহাই মনে করিত। তাঁহার বন্ধুগণ এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, প্রকাশ্যে বৈরাগ্যসাধনের ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে বাধ্য হইতে হইল। তিনি স্বহস্তে রন্ধনাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; বন্ধুগণকেও তাদৃশসাধনে নিযুক্ত করিলেন। এখানেও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এক বেলা সাধারণের হস্তে অন্নগ্রহণের জন্য রাখিয়া দিলেন। এই প্রকাশ্য বৈরাগ্যসাধনের ফল কি হইল ইহাই দেখা প্রয়োজন। বৈরাগ্যসাধন করিতে গিয়া লোকে উদাসীন বৈরাগী ফকির হইয়া সংসারের প্রতি কর্ত্তব্যবিমুখ হয় লোকে ইহাই জানে, এবং ইহা জানে বলিয়াই ইংলণ্ড প্রভৃতিতে এ সময় আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু কেশবচন্দ্রে এক দিকে কর্ত্তব্যপালন, অপর দিকে বৈরাগ্যাচরণ পূর্ণ পরিমাণে ছিল। এই বৈরাগ্যাচরণসাধনে লোকে যাহা মনে করিয়াছিল তাহার বিপরীত ঘটিল। কোথায় তিনি উদাসীন বৈরাগী কৃচ্ছ্রসাধনে নিরত হইবেন, তাহা না হইয়া ঘনতর যোগে ঈশ্বর ও মানবকে তিনি আপনাতে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বৈরাগ্যের উত্তাপ সহ করিতে না পারিয়া তাঁহার আত্মা বিহঙ্গ অনন্ত চিদাকাশে উড়িল, আত্মা পরমাত্মার সহিত একত্বসুখ অনুভব করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিল। যখন 'আমির' তিরোধান হইল, তখন কেশবচন্দ্র আপনি কিছু নই হইয়া গেলেন। এই সময়ে তিনি একটি বিশেষ মত প্রচার করিলেন—আমি শূদ্র আর সকলে ব্রাহ্মণ। এখানেই আমরা দেখিতে পাইতেছি, আচার্য্যনাম সেবকনামে পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ উপস্থিত। এ সম্বন্ধে তিনি মিরারে একটি অতি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেন, যাঁহারা তাহা পাঠ করিবেন, অতি বিশদভাবে তাঁহার এই মত তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। আমিকে উড়াইয়া দিয়া ঈশ্বরের সহিত একত্বপ্রাপ্তি, প্রভু ভাব উড়াইয়া দিয়া শূদ্র হইয়া মানব মানবীর সেবায় প্রবৃত্তি, এ দুই তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল এখন দেখা প্রয়োজন। ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে স্থিতি করিতে যিনি অভিলাষ করেন, তাঁহার আমিত্ব থাকিলে কখন তাহা সিদ্ধ হয় না, ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। আমিত্ব গেলে আত্মাতিরিক্ত অপর সমুদায় নরনারী ব্রাহ্মণ এ ভাব উপস্থিত হয় কেন? পূর্ব্বে তিনি মানবমানবীমধ্যে ভক্ত্যাদি দেব-গুণ প্রত্যক্ষ করিলেন, এখন তাঁহাদিগের মধ্যে স্বয়ং দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিলেন। ভক্ত্যর্থীকে বরণ করিয়া যখন তিনি বলিলেন, "আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অভ্যন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই ভক্তবিহারীকে প্রণাম করি," তখন ঈশ্বরতনয়গণেতে ঈশ্বরদর্শন কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রধান হইয়াছে, ইহা আমরা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি। প্রাণস্বরূপে চিত্ত প্রবিষ্ট হইলে কোটি কোটি নরনারীর সহিত একত্ব লাভ হয়, এই যে তাঁহার চিরপোষিত মত ছিল, এখন তাহা জীবনে পরিণত হইল। অন্তরে যে একা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম্বতার আরম্ভ হইয়াছিল এখন তাহা বাহিরেও প্রকাশ পাইল।

আমরা এত ক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে কেশবচন্দ্রকে না বুঝিবার মূল কি তাহা এইরূপে দেখিলাম। প্রথমতঃ তিনি স্বাধীনতা লইয়া জীবন আরম্ভ করেন, এই স্বাধীনতাতে সমতা অন্তর্নিহিত ছিল। স্বাধীনতাবশতঃ তিনি অধীনতা আপনাতে ও অপরেতে সহ্য করিতে পারিতেন না। আপনাতে ও অপরেতে অধীনতা সহ্য করিতে না পারা হইতে সমতা উদ্ভূত হইল। আমিও স্বাধীন, অপরেও স্বাধীন ইহাই সমতার মূল। লোকে যাঁহাদিগকে স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস করে তাঁহারা অপরের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া তাহাদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া থাকেন, কেশবচন্দ্রে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব, সুতরাং তিনি এস্থলে অবোধ্য হইবেন না তো আর কি হইবেন ? যে সমতাবশতঃ তিনি অপরকেও স্বাধীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন, সেই সমতা আবার রূপান্তর গ্রহণ করিল। যেখানে সমতা আছে সেখানে বন্ধুতা হইতে পারে, কিন্তু ভক্তিতে প্রণত হইয়া পদতলে বসা ইহাতো আসিতে পারে না। আপনাতে ঈশ্বরের প্রভাব দর্শন করিয়া অপরেতেও তাঁহার প্রভাব দর্শন করিলে অপরের দেবগুণের নিকট প্রণতিস্বীকার উপস্থিত হয়। এই প্রণতিস্বীকার ভক্তিসঞ্চারের মূল, এবং ভক্তিসঞ্চার হইতেই শিষ্যপ্রকৃতির উজ্জ্বলতা। আত্মাতে ঈশ্বরের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া যে ঈশ্বর দর্শন হয় তাহা কিঞ্চিৎ পরোক্ষ। স্বাধীনতার মূলে তিনি যে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন তাহা এই প্রভাবদর্শনমূলক। "প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জ্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। দেখ আর সে শরীর নাই, সেই ভাব নাই। কি কথার বল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি প্রতিজ্ঞার বল! বলিলেই হয় প্রতিজ্ঞা করিলেই হয়। পাগকে ঘুঁস দেখাইতাম, আর প্রার্থনা করিতাম।" "বুদ্ধি এমনই পরিষ্কার হইল প্রার্থনা করিয়া যেন দশ বৎসর বিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, কঠোর শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া আসিলাম।" এ সকল কথা ঈশ্বরের প্রভাবদর্শনজ্ঞাপক। এই প্রভাবদর্শন যখন অব্যবহিত দর্শনে পরিণত হইল তখন তাঁহাতে যোগের সঞ্চার হইল। ঈশ্বরের সহিত যখন তাঁহার যোগ হইল, তখন তিনি কেবল আপনাতে ঈশ্বর দর্শন করিলেন তাহা নহে, তাঁহার যোগনয়ন অপরের ভিতরেও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিল। আপনাতে যাহা দেখিতে পাই, অপরেতে তাহা প্রত্যক্ষ করা স্বাধীনতা ও সমতা নিয়ত এক সঙ্গে না থাকিলে কখন ঘটে না। মন্দের দিকে সাধারণ লোকেও আত্মসম অপরকে করিয়া লয়, কিন্তু আমিত্বের প্রাদুর্ভাববশতঃ আত্মসমগুণ অপরেতে দেখা ইহা সাধারণ লোকেতে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। যোগসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি পাখী উড়িয়া গেল, তখন আপনি শূদ্র হইয়া সকল লোকের পদতলে তিনি সেবক হইয়া রহিলেন, এবং ব্রহ্মেতে সকলের সহিত তাঁহার একাত্মতা উপস্থিত হইল। এই একাত্মতার পরিণতি-সময়ে নববিধানের অভ্যুদয়। ব্রাহ্মধর্ম্মে নবভাব প্রবিষ্ট হইয়া "নব ব্রাহ্মধর্ম্ম" নববিধান নামে ঘোষিত হইল। এই একাত্মতা পূর্ব্বে ছিল না পরে আসিয়াছে। যে স্বাধীনতা মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতা মন্ত্রবলেই একাত্মতাও তাঁহাতে উদিত হইয়াছে। স্বাধীনতা তাঁহাকে কিছুতে বদ্ধ থাকিতে দেয় নাই বলিয়াই তিনি একাত্মতায় আসিয়া উপস্থিত, অন্যথা তিনি হয় খ্রীষ্টে, নয় গৌরাঙ্গে, নয় বুদ্ধে, নয় অন্য কাহাতেও বদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া পড়িতেন ; অন্য সকল লোক যে প্রকার সেই প্রকার ভক্তি প্রেম, যোগ ও কর্ম্মের কোন একটিতে বদ্ধ হইয়া চিরজীবন তাহাতেই কাটাইতেন। তিনি বলিয়াছেন, "কে জানিত ঈশাকে মানা উচিত ? যখন দেখিলাম শ্রীগৌরাঙ্গকে একত্র না করিলে চলে না, তখনই নবদ্বীপে গেলাম ; নবদ্বীপ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে হৃদয়ে আনিয়া বসাইলাম। বুদ্ধের আবশ্যক হইল, অমনই বৃক্ষতল হইতে বুদ্ধকে প্রাণের মধ্যে আনিলাম। কে জানিত, তিন জনকে একত্র আনিতে হইবে ? কে জানিত, ভগবান্ এইরূপে এক এক করিয়া আনিয়া ভক্তমণ্ডলী রচনা করিবেন ! ভিতরে ভিতরে কেহ যে এরূপ কৌশল অবলম্বন করিতেছেন, তাহা জানিতাম না।" ভাবসম্বন্ধেও তাঁহার ঐ একই কথা। "কোন ভাবে মন অধিক কাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না, অদ্যাবধি দেখিতেছি, এই ভাবই প্রবল। অধিক কাল কোন একটি গুণের মধ্যে যে বদ্ধ থাকিব, তাহা থাকিতে পারি নাই।" "যাই দেখিলাম সেই নৌকা এক দিকের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আবার টানিলাম। এইরূপে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য চিরদিনই চেষ্টা করিতেছি।" তাঁহার স্বাধীনপ্রকৃতি কোথাও তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে দেয় নাই, তাই তিনি তাঁহার জীবনতরী কোন এক ঘাটে বান্ধিয়া রাখিতে পারেন নাই ; অনন্তের টানে অনন্ত উন্নতির দিকে উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন ; ঈশ্বরের নিত্য নূতন লীলাভূমি হইয়া তিনি নিত্য নূতন দর্শনে ও নিত্য নূতন কথা শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছেন *। স্বাধীনতা, সমতা, একাত্মতা, এ তিন তাঁহার জীবনের নিত্য ভূষণ ছিল।

* স্বাধীনতানিবন্ধন তিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও মানিতেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশবচন্দ্রে যখন একাত্মতা উপস্থিত হইল, তখন তিনি এক আশ্চর্য্য মত প্রচার করিলেন। যে কোন ব্যক্তির আত্মা হইতে যে কোন প্রার্থনা উত্থিত হউক না কেন উহা কখন তাহার নিজের জন্য নয় সকল মানবমণ্ডলীর জন্য *। যখন তিনি যোগে ঈশ্বরে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ইহলোক এবং পর-লোকের ব্রহ্মতনয়গণকে এক প্রাণে প্রাণযুক্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। যে কোন জীবে কেন কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি ও পরিপুষ্টি হউক না, প্রাণশক্তিবলে গূঢ়রূপে উহা সকল জীবের কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি ও পরিপুষ্টির কারণ হইবে; কেশবচন্দ্র এই বিশ্বাসে যে সকল কথা সময়ে সময়ে বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি আপনার ও অন্য লোকের নিতান্ত অবোধ্য হইয়াছেন। স্বার্থপর পৃথিবী আপনাকে চিনে অন্য আর কাহাকেও চিনে না। যে কোন ব্যক্তির সহিত সকল ব্যক্তির অচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে,

---

সুতরাং ঈশ্বরের নিকটে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে মীমাংসা করিয়া লইতে হইত, এজন্য ঈশ্বরের কথা শ্রবণ অতি প্রথম হইতে তাঁহাতে ছিল। পরিশেষে যখন তাঁহার ঈশ্বরদর্শন যোগপ্রভাবে উজ্জ্বলতর হইল, তখন দেখিলেন ঈশ্বরের কথা শ্রবণ ও তাঁহার দর্শন হইতেই নববিধানের নূতনত্ব উপস্থিত। "আমি যদি তোমার কথা নিরাকার মুখ হইতে শুনাই ইহাই নূতন। ভগবানকে দেখিতেছি, ইহা হৃদয়ভেদী নূতন। আমি নূতন দেখাইয়াছি এই যে, তোমাকে দেখা যায়, কাণের কাছে মুখ দিয়ে তুমি কথা কও, এ কোন শাস্ত্রে নাই।"

* (মঙ্গলবার, ৮ই পৌষ, ১৭৯৬ শক No prayer is individual but every prayer offered is related to the whole economy of entire humanity and tends to quicken the universal regeneration of mankind.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে আত্মপর ভেদ করা কেবল অজ্ঞানতা, ইহা পৃথিবী বুঝিবে কি প্রকারে? এই বিশেষ মতের প্রাদুর্ভাবে কেশবচন্দ্র যে সকল কথা ও মত প্রচার করিয়াছেন তাহা আমাদিগের নিকটে অবোধ্য রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার এই সকল কথা লইয়া প্রকাশ্যে কিছু বলেন, তাঁহারাও অবোধ্য হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার পথে যাঁহারা চলিবেন, তাঁহাদের জীবন যদি দিন দিন লোকের নিকটে অবোধ্য হয় তাহা হইলে এই বলিয়া তাঁহারা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন, অবশ্য সে পথে তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন। কেশব চন্দ্রের জীবনের যে মূলতত্ত্ব, সেই মূলতত্ত্ব যদি আমাদের জীবনে না হয়, তাহা হইলে আমরা আর তাঁহার পথে কোথায় চলিতেছি? অবশ্য ভিন্ন পথে ভিন্ন দিকে আমাদের জীবনের গতি হইতেছে, ইহাই মানিতে হইবে। স্বাধীনতাই যখন কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রধান মূলতত্ত্ব, তখন সে মূলতত্ত্বানুগত হইলে ঈশ্বরের ব্যবধায়ক জীবনে কি আর কিছু থাকিতে পারে? আমরা শত বার এ কথা বলিলেও আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ এরূপ ঘোষণা করিতে নিবৃত্ত হইবেন না, কেশবচন্দ্র ইহাদিগের পেয়াগম্বর, তিনি ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তী, ইহারা নবসংহিতাকে কোরাণ করিয়াছে, ইহারা ব্রাহ্ম নহে মুসলমান। আমাদের কথিত কথা সমুদায়ের অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করিয়া কেবল নিন্দা করিবার জন্য যাঁহারা এরূপ ঘোষণা করিবেন, তাঁহারা আমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবেন না, কেন না সময় আসিবে যে সময়ে ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা সকল প্রকারের মিথ্যা সংস্কার ও বিদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া আমাদের সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিবেন, এবং তাঁহাদের বিচারে আমরা নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। যাঁহারা আমাদের মিথ্যা

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিন্দা ঘোষণা করিয়া সুখী হইতে চান হউন, আমরা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে যেন কদাপি ভীত না হই। বর্ত্তমানে অবোধ্য হইলে ভবিষ্যতে অবোধ্যত্ব অবশ্য তিরোহিত হইবে।

লোকের নিন্দাভয়ে কেশবচন্দ্রের যাহা প্রাপ্য তাহা হইতে আমরা তাঁহাকে কখন বঞ্চিত করিব না। তাঁহার জীবন আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে একটি পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে ইহা বলিতে আর ভয় কি? তাঁহার জীবন বৎসর বৎসর প্রকাশ্যে আলোচনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল, যদি তাহা সাধকগণের জীবনের পক্ষে সহায় না হয়। কেশবচন্দ্রের জীবনে যে সকল মূলতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে সকল তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। তিনি পৃথিবীতে যখন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন তখন একা সে সকল মূলতত্ত্বের কল্যাণকর প্রতাপ সম্ভোগ করেন নাই, কিন্তু সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ উহা সম্ভোগ করিয়াছে। আমরা কি জানি না, তাঁহাতে যখন যে ভাব বিকাশ লাভ করিয়াছে, উহার প্রভাব তৎক্ষণাৎ সমাজের সকলের জীবনে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীতে দেহে অবস্থান কালে যাঁহার জীবনের প্রভাব এইরূপে সকল বিশ্বাসী জীবনে বিস্তৃত হইয়াছে, তিনি এখন পৃথিবীতে দেহে নাই বলিয়া কি সে প্রভাব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে? এ সকল জীবন কোন কালে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয় না, হইতে পারে না। কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলতত্ত্ব সকল চারি দিকের বায়ুমণ্ডল মধ্যে নিয়ত আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতেছে। সত্য বটে কেশবচন্দ্র এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার এক জনও মনের মানুষ রহিল না, কেবল কয়েকখানি গ্রন্থমাত্র রহিল; এ সময়ে তাঁহার পরিশ্রম সমুচিত ফল বহন করিল না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু দশ সহস্র বৎসর পরেও অন্ততঃ উহা ফলবান্ হইতে পারে? স্বাধীনতা ও প্রেম এ দুয়ের বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুগণ এত দূর স্বাধীন হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে বা পরস্পরকে আর গ্রাহ্য করেন না; স্বাধীনতা বাড়িল তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রেমের বীজের অঙ্কুরোদ্গম্ হইয়াই যে অকালে বিনষ্টপ্রায় হইল। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আশা ও বিশ্বাসও ভূয়োভূয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আক্ষেপ বাক্য শুনিয়া যেমন এক দিকে নিরাশা উপস্থিত হয়, অন্য দিকে আবার আশা ও বিশ্বাসের কথা শুনিয়া মন উৎসাহান্বিত হয়। তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজোপযোগী মূলতত্ত্ব অনুসরণ করিতেছিলেন, তখন বন্ধুগণ তাঁহার সঙ্গে অগ্রসর হইতেছিলেন; যাই নববিধানের মূলতত্ত্ব একাত্মতা তাঁহাতে প্রকাশ পাইল, অমনি সকলে পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন; তাঁহার আক্ষেপের পরিসীমা রহিল না। কেশবচন্দ্রের শেষ একাত্মতার জীবন ও একাত্মতাকে মণ্ডলীগত ধর্ম্ম করিবার জন্য যত্ন তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অবাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। শেষ জীবনে তিনি Utopia (মনঃকল্পিত রাজ্য) লইয়া ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, এই নিন্দা তাঁহার সম্বন্ধে রহিয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার বন্ধুগণ স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা আশ্রয় করিয়া তাঁহার নামে নিন্দা আরও দৃঢ়মূল করিতেছি। এখনও আমাদের জাগ্রৎ হইবার সময় অতিবাহিত হয় নাই; ঈশ্বরপ্রসাদে যদি এখনও আমরা জাগিয়া উঠি, এবং কেশবচন্দ্র যে পথ দিয়া একাত্মতাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই পথ দৃঢ়রূপে আশ্রয় করি, তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিব, তিনি যাহা সম্ভোগ করিয়াছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা তাহা সম্ভোগ করিব। আমরা কত দূর অগ্রসর হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পথে বসিয়া পড়িয়াছি, এখন আর আমাদের জীবনে এমন বল শক্তি উদ্যম উৎসাহ নাই যে, সকল অবসন্নতা দূরে পরিহার করিয়া আবার সতেজে কেশবচন্দ্রের গম্য পথ দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হই। সকল প্রকার অবসন্নতা ও ঔদাসীন্য বর্জ্জন না করিলে সে পথে চলা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। যদি একবার আমরা কেবল মাত্র ঈশ্বরকে আশ্রয় করি, অন্য দিকে দৃষ্টি আর তিলার্দ্ধের জন্য না রাখি, তিনি যে দিক্ দিয়া লইয়া যান, সেই দিক্ দিয়া চলিতে থাকি, তবে আমাদিগের জীবনেও অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। আজ কেশবচন্দ্রের জন্ম দিনে এ সম্বন্ধে নবীন প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাদিগের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদের সহায়, আমরা সকল প্রকারের ভয় ভাবনা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, কেশবের জীবনপথ অবলম্বন করি; তাঁহার জীবনপথে অবিশ্রান্ত চলিয়া কৃতকৃত্য হই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশবচন্দ্র অপহারক।*

অদ্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিন। তিনি কি ছিলেন তাহারই আলোচনা করা অদ্যকার দিনের উপযুক্ত কার্য্য। অনেক দিন পূর্ব্বে আর একটি বলিবার বিষয় মনে উদিত হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম এবার জন্মোৎসবে সেই বিষয়টি বিবৃত করিব। কিন্তু ইহার মধ্যে অল্প দিন হইল "কেশবচন্দ্র অপহারক" এই বিষয়টি মনে আসিয়াছে; সুতরাং উহাই এ দিনের আলোচ্য বিষয় করা হইল। 'অপহারক' এ শব্দটির প্রতিশব্দ 'চোর'। চোর শব্দটি নিতান্ত নিন্দাসূচক। 'কেশবচন্দ্র চোর', ইহা বলিয়া আলোচ্যবিষয়টি বিন্যস্ত করিলে উহা ভদ্রগণের কর্ণের উদ্বেগকর হইবে, তাই চোর শব্দের স্থলে 'অপহারক' শব্দ ভদ্রতানুরোধে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র স্বয়ং কিন্তু আপনাকে 'চোর' ও 'প্রতারক' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে তিনি এইরূপে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, "যখন পৃথিবীতে (আমার) জন্ম হইল, তখন চোরের সংখ্যা যত ছিল, তাহার এক জন বাড়িল, যত প্রতারক বাস করিতেছিল তাহার এক জন বৃদ্ধি হইল।" তাঁহার এই কথাগুলির উপরে অদ্যকার বিষয় সংস্থাপিত। তিনি যখন বলিলেন, তাঁহার আগমনে চোরের সংখ্যা বাড়িল, তখন

*। কেশবচন্দ্রের ঊনষষ্টিতম জন্মোৎসবদিনোপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে এ পৃথিবীতে আরও অনেক চোর আসিয়াছিলেন। এক একটি বিধান যখন পৃথিবীতে উদিত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক জন প্রধান চোর আসেন, তিনি আসিয়া কতকগুলি চোর সংগ্রহ করিয়া যান, যাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহার ব্যবসায় চালাইতে থাকেন। চোর, শঠ, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, প্রতারক, এ সকল নাম তাঁহারা আপনারা গ্রহণ করেন না, লোকে তাঁহাদিগকে এই নাম দিয়া থাকে। এমন ধর্ম্মপ্রচারক জগতে কেহ আসেন নাই, যিনি পৃথিবীর লোকের নিকট এই রূপ নাম না পাইয়াছেন। তাঁহারা এই নামগুলি আপনারা মুখে স্বীকার করিয়া লউন বা না লউন, তাঁহাদের ব্যবসায় যে চোরের ব্যবসায়, ইহা আর তাঁহারা কাহারও নিকটে অপ্রকাশ রাখিতে পারেন নাই। কেশবচন্দ্র স্বয়ং এই সকল নাম পৃথিবীর নিকটে লাভ করিয়া তাহা আপনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং কি ভাবে তিনি চোর ও প্রতারক, তাহা আপনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাসা এই, যাঁহারা জগতের হিতকারী বন্ধু বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন, লোকে তাঁহাদিগকে এরূপে অপদস্থ করিবার জন্য কেন যত্ন করে এবং তাঁহাদিগের বিরোধী হইয়াই বা কেন দাঁড়ায়? তাঁহারা সংস্কারকের বেশে সাধারণ লোকের নিকটে উপস্থিত হন, এবং তাহারা যে সকল পুত্তলিকা পূজা করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা তীব্র আক্রমণ করিয়া থাকেন। কেহ স্ত্রী পুত্র পরিবারের পূজা করিতেছে, কেহ ধন, কেহ মান, কেহ বিলাস বা অন্য আর কিছু পার্থিব বিষয়ের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এ সমুদায় যে নিতান্ত অসার, নিতান্ত অলীক, নিতান্ত

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণামদুঃখকর, ইহা তাঁহারা প্রতিপাদন করিয়া সেই সেই পুতুল পূজা হইতে লোকদিগকে নিবৃত্ত করিতে যত্ন করেন। এই যত্নে জনসমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। যাহারা এই সকল পুতুলের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত তাহারা তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে অপদস্থ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়। তাহারা জানে যে তাঁহাদিগকে অগ্রে অপদস্থ না করিয়া তাহারা কোনরূপে তাঁহাদের উপরে অত্যাচার বা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে না; তাই তাহারা তাঁহারা যে নিতান্ত শঠ, ধূর্ত্ত, চোর, লোকের কল্যাণ করিবার ভাণ করিয়া গূঢ়ভাবে তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করিতে উদ্যত, ইহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করে। কোন এক ব্যক্তি নিন্দনীয় অনিষ্টকারী ইহা সাধারণ লোকের হৃদয়ঙ্গম না হইলে, তাহারা অন্যায়াচারের প্রতিবাদ করিবে, তাহারা তাহাদের দুশ্চেষ্টার অবরোধ করিবে, এজন্যই তাহাদিগকে তাঁহাদের সমুদায় কার্য্যের দোষ দর্শনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যদি অধিক ক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহারা ধ্যান করেন, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে যোগী বলিয়া সম্মান করে। এই সকল ব্যক্তি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, ইহাঁরা যোগী নহেন, ইহাঁরা ভণ্ড। বাহিরে ইহাঁদের যোগীর বেশ, কিন্তু অন্তরে ইহাঁরা কাহার কি সর্ব্বনাশ করিবেন তাহাই চিন্তা করেন ও উপায় উদ্ভাবন করেন। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেই সমুদায়ের প্রচার ও বিস্তারকার্য্যে নিযুক্ত লোকদিগকে এই প্রকারে নিন্দিত ও ঘৃণিত করিতে যত্ন হইয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আরম্ভে খ্রীষ্ট ও তাঁহার অব্যবহিত শিষ্যগণের প্রতি কত যে প্রাণান্তিক অত্যাচার হইয়াছে, তাহা সকলেইজানেন। পরসময়ে যাঁহারা ধর্ম্ম প্রকাশ্যে প্রচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন নাই, জীবনে পালন করিতে যত্নশীল ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি কি ভয়ানক অত্যাচারই না হইয়াছিল। তাঁহারা মৃত্তিকার নিম্নে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া সকলে মিলিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেন, সেখান হইতেও তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া প্রাণ বিনাশ করা হইত; তাঁহাদের আচরিত উপাসনা বন্দনাদিকে মদ্যপান যথেচ্ছাচারাদি নাম দিয়া লোকের নিকট তাঁহাদিগকে নিন্দিত, ঘৃণিত এবং দণ্ডযোগ্য বলিয়া প্রতিপাদন করা হইত। এমন শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমিক চৈতন্য; তাঁহারও নামে কুৎসা রটনা করিতে কি লোকে ক্ষান্ত ছিল ? রজনীতে তাঁহাদিগের কীর্ত্তনানন্দ মদ্যপায়ি-গণের উন্মত্ততার রোল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে দুষ্টব্যক্তিরা কত অসদুপায়ই না অবলম্বন করিত। কুচবিহারের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া চারিদিকে যখন কেশবচন্দ্রের নামে ঘোর অপবাদ রটিল, তখন তিনি ব্রহ্মমন্দিরের বেদী পরিত্যাগ করিলেন। উপাসক-মণ্ডলী তাঁহার এই বেদীত্যাগে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া যখন তাঁহাকে বেদী পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্য নিতান্ত অনুরোধ করেন, তখন তিনি বেদীতে বসিয়া আপনার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা তাঁহাদিগকে বলিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মমন্দিরে তিনি দুইটি উপদেশ দেন। দ্বিতীয় উপদেশে তিনি আপনাকে চোর ও প্রতারক বলিয়া উপস্থিত করিলেন; অবশ্য সাধারণে যে অর্থে চোর ও প্রতারক বলে সে অর্থে নহে; বরং ভক্তচারিগণের প্রদত্ত নামের উহা রূপান্তর ও ভাবান্তর।

কেশবচন্দ্রের আগমনের পূর্ব্বে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা কি প্রণালীতে চৌর্য্যব্যবসায় চালাইয়াছিলেন তাহার আলোচনা ভিন্ন কেশবচন্দ্রকে আমরা ভাল করিয়া বুঝিব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার সম্ভাবনা নাই। এজন্য তৎপূর্ব্বের কয়েক জন প্রধান অপহারকের অপহরণপ্রণালীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সর্ব্বপ্রথমে ভারতের ঋষিগণ। যাহারা সংসারমদে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, ধনযৌবনরূপাদি যাহাদিগের চিত্ত হরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের চিত্ত হরণ করিতে না পারিলে কখন তাহাদিগকে সংসার হইতে নিবৃত্ত, ভগবানেতে অনুরক্ত করিতে পারা যায় না। এই সকল লোকের চিত্ত হরণ করিবার জন্য ঋষিগণ কি উপায় অবলম্বন করিলেন? এই জগৎ সংসার যে কিছুই নয়, মায়িক, ক্ষণিক, নিতান্ত অসার, ঋষিগণ সর্ব্বপ্রথমে ইহাই প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিলেন। তাঁহারা লোকসকলকে বলিলেন, এই যে ধন জন ভোগ বিলাসাদিতে সুখ অনুভব করিতেছ, এ সুখ নয় দুঃখ। এ সকল পরিণামে তোমাদিগকে দুঃখের সাগরে ভাসাইবে। ইহাদিগের উপরে তোমরা কখন বিশ্বাস স্থাপন করিও না। সংসারীরা বলিতে লাগিল, এই সকল ঋষিগণ ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক। স্ত্রী পুত্র পরিবার, ধন জন যৌবন, পান ভোজন আমোদ, ইহারা আমাদিগকে প্রতিদিন সুখ দিতেছে। ইহারা আছে বলিয়াই সংসার আমাদিগের নিকট সুখের আলয়। যে সুখ নিত্য প্রত্যক্ষ তাহাকেই কি না ইহারা বলিতেছে মিথ্যা! যে সংসারকে শত প্রকার যত্ন করিলেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না, সেই সংসারকে মায়িক, ক্ষণিক, কিছুই নয় বলা ইহা কি বঞ্চনাজাল বিস্তার করা নয়? যদি এ সকল মায়িক, ক্ষণিক, মিথ্যা, দুঃখদই হয়, তবে ইহারা নিয়তসংসার করিতেছে কেন? ঋষিদেরও তো ঋষিপত্নী আছে, ঋষিকন্যা, ঋষিতনয় আছে? ইহারাও তো দিবারজনী ধ্যাননিমগ্ন হইয়া থাকে না, ক্ষুধা তৃষ্ণা পরাজয় করিয়া আহার পান হইতে বিরত হয় নাই। জীবনে যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহারা দেখাইতেছে না, অন্যকে যখন তাহাই উপদেশ করিতেছে তখন অবশ্য ইহার মধ্যে ইহাদের শঠতা ধূর্ত্ততা বঞ্চনা আছে। ইহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে পর্ব্বতে নদীতীরে সুরম্য স্থানে কুটির নির্ম্মাণ করে। সুস্বাদুফল সুস্বাদু নির্ম্মলবারি ইহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করে। ইহারা আপনারা কোন পরিশ্রম করে না, সংসারিগণের পরিশ্রমের ফলভোগী হইবার জন্য এই বঞ্চনাজাল ইহারা বিস্তার করিয়াছে। বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া অচতুর নরনারীগণের মন হরণ পূর্ব্বক ইহারা স্বার্থ সাধন করিবে এজন্য ইহাদের সাধন ধ্যানাদি অবলম্বন। অপর সকলকে ভোগ পরিত্যাগ করাইয়া আপনাদের ভোগের উপায় বৃদ্ধি করিয়া লইবে ইহাই ইহাদের ঈদৃশ উপদেশের উদ্দেশ্য।

সংসার মায়িক, ক্ষণিক, অসার, পরিণামে দুঃখদ, এই বলিয়া ঋষিরা যে বঞ্চনাজাল বিস্তার করিলেন, সে বঞ্চনাজাল হইতে লোকে বৃথা আপনাদিগকে মুক্ত রাখিবার জন্য যত্ন করিল। ইহারা যে প্রতারণা মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, সে মন্ত্রের প্রভাব শীঘ্রই লোকে দেখিতে পাইল। জরা মৃত্যু ব্যাধি বিপদ্ পরীক্ষা আসিয়া যখন নরনারীকে ঘেরিল; তখন তাহারা সেই বঞ্চকদিগকে আর বঞ্চক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। এক জন বিপুল ধনজনাদির অভিমানে স্ফীত হইয়া বলিতেছিল, 'এই সকল প্রবঞ্চক ধূর্ত্তগণকে কেন লোকে ঋষি বলিয়া সমাদর করে; ইহারা যে দিবারজনী কেবল ধনাদির দোষ কীর্ত্তন করে। ইহাদের ধন ধান্য নাই, তাই ইহারা অসন্তুষ্ট চিত্তে উহাদিগকে দুঃখ বলিয়া নিন্দিত করিতে চায়; অপরকে ঐ সকল হইতে বীতরাগ করিয়া আপনারা তাহাদের বিতরিত ধনে সম্পত্তিমান্ হইবার ইহাদের আকাঙ্ক্ষা।' এই অহঙ্কারী ধনীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলক্ষিত ভাবে কোথা হইতে বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল, মুহূর্ত্তের মধ্যে ধন জন সম্পদ্ উড়িয়া গেল। কল্য সে কোটি মুদ্রার অধিকারী ছিল, দাসদাসীতে পরিবেষ্টিত ছিল, সুরম্য হর্ম্ম্যে দুগ্ধফেননিভশয্যায় শয়ন করিত, পান ভোজন নৃত্যগীতের আমোদে গৃহ সর্ব্বদা পূর্ণ ছিল, আজ সে পথের ভিকারী হইল,একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, ভূমিতল তাহার শয্যা হইল। লোকে ইহা দেখিল, দেখিয়া তাহাদের চক্ষু ফুটিল। সবাই বলিতে লাগিল, ঋষিগণ মিথ্যা প্রবঞ্চনাজাল বিস্তার করেন নাই, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য হইল। এত ধন এত সম্পত্তি ইহার, কৈ কিছুই রহিল না। কে যেন আসিয়া যাদুদ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল উড়াইয়া লইয়া গেল। লোকেরা এইরূপ বলিতেছে; বলিতে বলিতে প্রতিবেশীর গৃহে মৃত্যু প্রবেশ করিল; তাহার একমাত্র প্রিয় পুত্রকে মৃত্যু হরণ করিল, সমুদয় হাহাকারধ্বনিতে পূর্ণ হইল। যাহারা সে আর্ত্তনাদ শুনিল, তাহাদের হৃদয় বিকল হইল; সংসার মায়িক, ক্ষণিক, অসার, পরিণামে দুঃখদ; এ মন্ত্রের বল তাহাদিগের জীবনে প্রকাশ পাইল। ঋষিগণের বঞ্চনাজাল বিস্তার করিবার সুসময় উপস্থিত। যাহারা তাঁহাদিগকে বঞ্চক ধূর্ত্ত শঠ বলিয়াছিল, তাহারা তাঁহাদের জালে জড়াইয়া পড়িল। তাহাদের চিত্ত সংসারের প্রতি বীতরাগ হইল। তাহ! সন্ন্যাসী উদাসীন হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিল; পর্ব্বত অরণ্য গিরিগুহা আশ্রয় করিল। নির্জ্জনে ধ্যানচিন্তা-দ্বারা সংসারের মায়ামোহ হইতে আপনাদিগকে বিযুক্ত করিবার জন্য তাহারা যত্নপরায়ণ হইল। এইরূপে শত শত লোক ঋষিগণের পথ আশ্রয় করিল, তাঁহারা যে জন্য বঞ্চনাজাল বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা সফল হইল। তাঁহারা লোকের চিত্ত চুরি করিবার জন্য যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাতুমন্ত্র নিয়ত উচ্চারণ করিতেন; সে মন্ত্র জনসমাজ জাগ্রৎ মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিল।

এই যে সংসার মায়িক, ক্ষণিক, অসার, পরিণামে দুঃখদ, ইহা সকল দেশে সকল কালে নিত্য প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। আর্য্য অনার্য্য হিন্দু মুসলমান সকলের মধ্যেই এই যাতুমন্ত্রের গুণ-ব্যাখ্যা আমরা শুনিতে পাই। মুসলমানগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। কথিত আছে,এক সময়ে এক জন বাদসাহ, অপর এক জন বাদসাহকে বলে পরাজয় করিয়া তাঁহারে বদ্ধ করিয়া আনয়ন করেন। সে কালে বন্দীদিগকে যৎপরোনাস্তি যাতনা দেওয়া হইত। পরাজিত দেশাধিপতির বাসস্থান অশ্বশালা নির্ণীত হইয়াছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ইনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, সুতরাং লজ্জা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। এক জন অশ্ব-সেবককে তিনি তাঁহার জন্য কিঞ্চিৎ অন্ন প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিলেন। সে তাঁহার অনুরোধে একটী ক্ষুদ্র হণ্ডিকায় জল ও তণ্ডুল দিয়া চুল্লীর উপরে স্থাপন করিল, এবং কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র চলিয়া গেল। অন্ন সিদ্ধ হইল; কিন্তু বন্দী নৃপতি চুল্লী হইতে হণ্ডিকা অবতারণ করিতে কখন জানিতেন না, সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়াও সেই অশ্বসেবকের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দুইটি শৃগাল আসিয়া হণ্ডিকা দন্তে সংলগ্ন করিয়া তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া তিনি হাসিলেন। বিজেতা নরপতি আপনার হর্ম্ম্য হইতে অত্যন্ত কুতূহল হইয়া এই ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন। ঈদৃশ দুঃখের মধ্যে পরাজিতের মুখে হাস্য দেখিয়া তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং এই হাস্যের কারণ জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমে তিনি ইহার কারণ বলিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পরিশেষে পুনঃ পুনঃ বিজেতার অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমার অগণ্য দাস দাসী পরিচারক পরিচারিকা ছিল, প্রতিদিন দশ উষ্ট্রে আমার আহার্য্য সামগ্রী বহন করিয়া আনিত। আজ আমি অশ্বশালায় বন্দী, নীচ অশ্ব-রক্ষকের অনুগ্রহপ্রার্থী। আমার আহার্য্য এক ক্ষুদ্র পাত্রে স্থাপিত, এবং দশ উষ্ট্রের স্থলে দুইটি শৃগাল আসিয়া অনায়াসে তাহা তুলিয়া লইয়া গেল। সংসারে এই আশ্চর্য্য বিপরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। অসারের অসার সকলই অসার, এ উপদেশ আজ যেমন চিত্তে মুদ্রিত হইল, এমন আর কোন দিন হয় নাই।" বিজিতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বিজেতার চৈতন্যোদয় হইল, আপনার ভবিষ্যৎ অবস্থা কি হইতে পারে, ভাবিলেন এবং বিজিতকে স্বীয় রাজ্যে পুনঃস্থাপন করিয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

ঋষিগণ সংসারে ছিলেন, ঋষিপত্নী, ঋষিকন্যা এবং ঋষিতনয়ে তপোবন ভূষিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা শশ্মানবাসী ছিলেন, কেননা মৃত্যুকে তাঁহারা নিয়ত সম্মুখে রাখিতেন। নরনারী সর্ব্বদা মৃত্যুমুখে স্থিতি করিতেছে, এ বোধ তাঁহাদিগের নিয়ত জাগরূক ছিল। যাঁহারা মৃত্যু সম্মুখে রাখিয়া সংসার করেন, তাঁহাদিগের মনের অবস্থা কিরূপ হয়, অশোক বীতশোকের আখ্যায়িকায় তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। এখানে উপস্থিত অনেকেই সে আখ্যায়িকা অবগত আছেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। সপ্তাহান্তে হন্তার হস্তে শিরশ্ছেদন হইবে, এই কথা মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগ্রৎ থাকাতে রাজ্যপাট-নৃত্যগীত সর্ব্ববিধ সুখদ সামগ্রী কিছুতেই বীতশোকের চিত্তের সুখ উৎপন্ন হয় নাই, ভয় দুঃখে সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্ত অবসন্ন ছিল। মৃত্যু সম্মুখে রাখিয়া সংসার করিলে এইরূপই ঘটে। ঋষিগণের সংসারিত্ব এইরূপ ছিল; সাধারণ লোকে তাহা কি প্রকারে বুঝিবে? না বুঝিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে বঞ্চক শঠ মনে করিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্প দিন মধ্যে তাহারা বুঝিল, তাঁহারা বঞ্চনা করেন নাই, তাহারা যাহা সুখ বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিল বস্তুতই উহা দুঃখের আকর। যদি সমুদয় দুঃখের আকর হইল, ক্ষণিক, অস্থায়ী, অসার হইল, তাহা হইলে সুখ কোথায়, স্থিরতা লাভ হয় কোথায়, ইহাতো নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। ঋষিগণ নিত্যস্থায়ী সুখলাভের জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করিলেন? ক্ষণিক, মায়িক, অসার, দুঃখদ বলিয়া সমুদায় উড়াইয়া দিলে চলে না,-তাহার স্থলে নিত্য, সত্য, সার, সুখদ কিছু স্থাপন করা আবশ্যক। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে সমুদায় পদার্থের অন্তরালে যে সার বস্তু (Essence) আছে, তাহারই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দৃশ্যপদার্থ সমুদায়কে একেবারে উড়াইয়া দিলেন না। উহাদের অসার ভাগকে অসারের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সার সত্য যাহা কিছু তাহাই বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা চন্দ্র সূর্য্যাদি সমুদায় পদার্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি নিত্যকাল আমাদের সঙ্গে থাকিবে? তাহারা উত্তর দিল, আমরা নিত্যকাল থাকিব না। তাহারা সকলেই আপনাদের অসার বস্তু স্বীকার করিল। তাঁহারা যোগবলে সমুদায় অসার অবস্তুকে উড়াইয়া দিয়া তাহার মূলে যে সার সত্য আছে তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। রাসায়নিক প্রণালীতে পদার্থসমূহকে তাঁহার কেবল শক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রে পর্য্যবসিত করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা চিন্তাশক্তিযোগে দেখিলেন যে, ঘট কপালে (খাপরায়) পরিণত হইল, কপালচূর্ণ করিয়া রজ হইল, সেই রজ যতই আরও সূক্ষ্ম হইতে লাগিল, চক্ষুর অদৃশ্য হইয়া গেল। এই চক্ষুর অদৃশ্য নিরাকার সামগ্রীই সৎ, সেই সৎ সত্তামাত্র, সেই সত্তাই কোনরূপে অন্তর্হিত হয় না, চিরদিন থাকিয়া যায়। "সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহম্" এই বলিয়া সেই সত্তাকেই তাঁহারা ধারণার বিষয় করিলেন। এই সত্তা আধুনিক মতে অপরিবর্ত্তনীয় শক্তি। এই সত্তা শূন্যসত্তা নহে, চিৎ সত্তা। চিৎসত্তা নানাবেশ ধারণ করিয়া অসারের মধ্যে সার হইয়া আছেন। যোগবলে তাঁহারা ভূতাদিসমুদায়কে উড়াইয়া দিয়া আত্মাতে সৎপদার্থ দেখিলেন। এই আত্মা অহমূরূপে গৃহীত হইলেন। সুতরাং সমুদায় উড়াইয়া দিয়া এক 'অহম্' অবশেষ থাকিল। এই 'অহমূই' ব্রহ্মরূপে তাঁহাদিগের নিকটে প্রতিভাত হইল। এই প্রণালীতে তাঁহারা লোকের চিত্তহরণ করিলেন এবং তাঁহারা জগতের হিতকারী মঙ্গলকারী বলিয়া পরিচিত হইলেন।

ঋষিগণ সমুদায় বস্তু অসার অপদার্থ করিয়া উড়াইয়া দিয়া যে অহমূকে অবশিষ্ট রাখিলেন, সে অহমূকে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দেওয়ার জন্য বুদ্ধদেবের আগমন হইল। এবার এক জন প্রধান বঞ্চক জন্মিলেন। রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজোচিত ভোগ্যে লালিত পালিত হইয়া তিনি ভিকারী সন্ন্যাসী হইলেন, এ জন্য তাঁহার বঞ্চনাজালে সহস্র সহস্র লোক সহজে পড়িল। তিনি জন্মবৈরাগী। পিতা শুদ্ধোদন কি জানি বা তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের পন্থা অবলম্বন করিয়া সংসার ত্যাগ করেন, এইভয়ে রম্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হর্ম্ম্যে প্রচুর ভোগ বিলাসের মধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। সতী সাধ্বী পত্নী গোপা রূপেগুণে নারীকুলের ভূষণ ছিলেন, রাহুল একমাত্র শিশু সন্তান, রাজ্য পাট ধন সম্পদ্ অতি বিস্তৃত, এ সকল কিছুই তাঁহাকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি জরামৃত্যুব্যাধির নিদর্শন দেখিয়া সে সকল হইতে আপনি উদ্ধার হইবেন, জীবদিগকে উদ্ধার করিবেন, এই প্রতিজ্ঞায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে গয়াধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ছয় বৎসর কাল কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনার দেহ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট করিলেন; অথচ যে বোধিলাভের জন্য এত কৃচ্ছ্র সাধন তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইলেন না। অনন্তর অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধন নয়, কৃচ্ছ্র সাধনরাহিত্যও নয়, এই মধ্য পথ অবলম্বন করিয়া এই প্রতিজ্ঞায় আসনে উপবেশন করিলেন,

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং প্রযাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

"এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক্, অস্থি, মাংস বিনষ্ট হইয়া যাউক, বহুকল্পদুর্ল্লভ বোধি (জ্ঞানবস্তু) না পাইয়া এই আসন হইতে আমার দেহ বিচলিত হইবে না।" কি প্রতিজ্ঞার বল! বোধি লাভ না করিয়া আর তিনি আসন হইতে উঠিলেন না। বোধি লাভ করিয়া কি হইল? এক অনন্ত জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু তাঁহার নিকটে থাকিল না। সৃষ্টি কিছুই নয়, মায়ার রঙ্গভূমি, অনন্ত জ্ঞানের সহিত সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নাই। যে অহমকে ঋষিগণ এত যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, যে অহমেতে অহম্ ও ব্রহ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক হইয়া গিয়াছিলেন, 'ব্রহ্মাহমস্মি' ইহাই যাঁহাদের চিন্তা-পহারক যাদুমন্ত্র ছিল, শাক্য সে যাদুমন্ত্রকে উড়াইয়া দিলেন। যদি সকলই উড়াইয়া দিলেন, তাহা হইলে চৌর্য্যব্যবসায় চালাইবার জন্য কি থাকিল? শুদ্ধ অনন্ত চিৎ। চক্ষু মুদিলাম সব উড়িয়া গেল, এক মহাশূন্য প্রতিভাত হইল। এই শূন্য ফাঁকা শূন্য নহে কিন্তু চিৎ। সমুদায় উড়িয়া গেলেও জ্ঞান উড়িয়া যায় না, এবং সে জ্ঞানের অন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং এক অনন্ত জ্ঞানকে তিনি জ্ঞানিগণের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। অহং বা জীব সেই অনন্তজ্ঞানের ব্যবধায়ক হইয়া ছিল, বুদ্ধ আসিয়া সে ব্যবধান ঘুচাইয়া দিলেন। জ্ঞানিগণের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইল, দলে দলে তাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শুধু জ্ঞানীদিগকে টানিলেন তাহা নহে, তিনি অতি সাধারণ লোকদিগকেও তাঁহার প্রতারণার জালে বান্ধিয়া ফেলিলেন। জরা মৃত্যু ব্যাধি নিত্য প্রত্যক্ষ। জরা মৃত্যু ব্যাধি, জরা মৃত্যু ব্যাধি, এই চিন্তা করিতে করিতে জগৎ মিথ্যা, মায়ার রঙ্গভূমি, ক্ষণভঙ্গুর, এ জ্ঞান সকলেরই হৃদয়ে স্থান পাইল। তখন তিনি এক যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, "এই আছে, এই নাই"। এ মন্ত্র সাধারণ লোককে সহজে আকর্ষণ করিল। রামচাঁদ হঠাৎ বড় মানুষ হইয়াছেন, তাঁহার বাড়ীতে নিত্য নৃত্য গীতাদির ধূমধাম, কিসে নাম হয়, এজন্য দানধ্যানের ত্রুটি নাই। রামচাঁদকে না জানে এমন লোক নাই। তাঁহার গুণের কাহিনী সকল লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। হঠাৎ এক দিন রজনীতে কি হইল, সেই রজনীতেই রামচাঁদের ইহলোকের লীলা সাঙ্গ হইল। সকল লোকেই বলিতে লাগিল, আহা, রামচাঁদ আর নাই। যে অত দরিদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল, হঠাৎ সে বড় মানুষ হইল, হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইল ; সুতরাং সকলের মনে "এই আছে, এই নাই" যাদু মন্ত্র লাগিয়া গেল। দলে দলে লোক সংসার ছাড়িয়া শাক্যের অনুসরণ করিল। তিনি যদি সম্পর্কীণ লোকদিগকে ফকীর সন্ন্যাসী না করিতেন, বুঝিতে পারা যাইত যে, তিনি কেবল পরের সর্ব্বনাশ করিতেই প্রবৃত্ত। কিন্তু শাক্য-বংশের রাজ্যের উত্তরাধিকারিগণকে যখনই তিনি মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী করিলেন, তখনই এ চোর যে চোরের শিরোমণি সিদ্ধান্ত হইল। রাজ্য পাট ধন ঐশ্বর্য্য, দৃষ্ট স্পৃষ্ট কত ভোগ বিলাস, এ গুলি ছাড়াইয়া চক্ষে দেখা যায় না, কর্ণে শুনা যায় না, হস্তে ধৃত হয় না, এমন শান্তির কথা কহিয়া লোককে বঞ্চিত করা, ইহা কি সামান্য বঞ্চনা! ভাইদিগকেই না হয় বঞ্চিত করিলেন, শাক্য বংশের উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে কণ্টকশূন্য করিলেন। একমাত্র অবশিষ্ট উত্তরাধিকারী নিজ পুত্র রাহুল দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু, সে আসিল তাঁহার নিকটে রাজ্যাংশ লাভ করিবার জন্য। তাহার মাথা মুড়াইয়া কেন তিনি সন্ন্যাসী করিলেন? আমি ত্রিরত্ন লাভ করিয়াছি, আমার বিস্তৃত রাজ্যের ইহাকে উত্তরাধিকারী করিব, এইরূপ বঞ্চনার কথায় তাহাকে কেন তিনি পৃথিবীর সমৃদ্ধরাজ্য হইতে বঞ্চিত করিলেন? আমরাতো নববিধানের প্রেরিত প্রচারক, আমাদের ব্রতওতো বৈরাগ্যব্রত ; আমরা ত্যাগী, লোকের নিকট এরূপ ভাণ করিতেওতো আমরা ছাড়ি না। কৈ আমরা কি ইচ্ছা করি যে, আমাদের সন্তান সন্ততি সংসারের পথ ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাসী ফকীর হয়? বরং যাহাতে তাহা না হয় তাহারই জন্য উপায় করিয়া দি। যে ব্যক্তি অদৃশ্য সামগ্রীর লোভ দেখাইয়া দৃশ্য সংসারকে এক যাদুমন্ত্রে উড়াইতে পারে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ধূর্ত্ত, শঠ, চোর, প্রতারকের অগ্রগণ্য, ইহা আর কে না মানিবে ?

আজ প্রায় দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে জুডিয়াদেশে আর এক জন চোরের জন্ম হয়, ইনি মহাধূর্ত্ত; চতুরের চতুর, চতুরের শিরোমণি। কেন এ কথা বলিতেছি ? শাক্য রাজ্য ত্যাগ করিলেন, পুত্রের মাথা মুড়াইলেন, কিন্তু শরীর—অবিদ্যাকৃত হইলেও—ভিক্ষান্নে রক্ষা করিলেন। যে দেহের প্রতি যোগী সাধক ভক্ত সকলেরই মমতা, সে দেহ দিয়া যিনি লোকের মন হরণ করিতে পারেন, তাঁহার মত ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, শঠ চোর আর কে আছে ? আমরা কর্ত্তব্যের ভাণ করিয়া আমাদের দেহের প্রতি কত যত্ন করি, সুখাদ্য সামগ্রীতে যাহাতে ইহার পুষ্টি হয় তাহার উপায় করি, আর এই লোকটি সেই দেহসম্বন্ধে "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই যাদুমন্ত্র জগৎকে ভুলাইবার জন্য উচ্চারণ করিয়া ক্রুশোপরি বিদ্ধ হইলেন। এ চতুরের বঞ্চনাজাল কাটিবে কাহার সাধ্য ? ইহাঁর বাড়ী ঘর আত্মীয় স্বজন ছিল না তাহা নয়, কিন্তু সে সকল ছাড়িয়া আপনাকে পথের ভিকারী করিলেন, আর লোককে বলিতে লাগিলেন "পাখিসকলের কুলায় আছে, শৃগালসকলের গর্ত্ত আছে, কিন্তু মনুষ্যসন্তানের মাথা রাখিবার স্থান নাই।' এ সকলই চাতুরীর কথা। যে চোর যখন আসিয়াছেন, জগৎকে ভুলাইবার জন্য কোন না কোন আকারে তাঁহারা এরূপ বলিয়াছেন, এবং আচরণেও কথার সত্যত্ব দেখাইয়াছেন। পৃথিবীর নিকট এ চতুরতা পুরাতন হইয়া গিয়াছে; তাই ইঁহার নূতন প্রকারের বঞ্চনাজাল বিস্তার করিতে হইল। এ জাল ছিন্ন করে, কাহার সাধ্য ? ইহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি হইল? না, আমাদের পরিত্রাণের জন্য আত্মদেহ ক্রুশে বিদ্ধ হইতে দিলেন! আহা কি প্রেম!! এই বলিয়া নরনারী মাতিল, সকলেই তাঁহার মত প্রাণ দিতে লাগিল, বঞ্চনাজাল পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। যে জালে সপ্তমবর্ষীয় শিশু পর্য্যন্ত ধরা পড়ে, সে জাল কি সামান্য জাল? এ লোকটি সামান্য ধূর্ত্ত নন। ইনি মার মন এমন কঠিন করিয়া দিতে পারেন যে, সম্মুখে সন্তান অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কি জানি বা ঈশাকে অস্বীকার করে এই ভয়ে মা বলিতেছেন, 'বৎস ভয় নাই, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।' শিশু হাসিতে হাসিতে অগ্নিতে দগ্ধ হইল। ঈশা ক্রুশে প্রাণ দিলেন, সে আর কত যাতনা। ইহাঁর প্রতারণায় যাঁহারা প্রতারিত হইলেন, তাঁহাদের প্রাণ বিনাশের প্রণালী পড়িলে কাহার না হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া যায়? সমুদায় শরীরে মধু মাখাইয়া সূক্ষ্ম রশ্মিতে উর্দ্ধে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এ দিকে ভীষণ ভিমরুল দংশন করিতেছে, একটু আছাড় পিছাড় করিলেই নিম্নে প্রস্তরোপরি পড়িয়া শরীর চূর্ণ হইবে, এ কি সামান্য যাতনা! সমুদায় শরীর ধূনা দিয়া মাখাইয়া পদাঙ্গুলিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শরীর আস্তে আস্তে পুড়িতেছে, আর তাহার আলোকে শত্রুগণ পানভোজন করিতেছে, অট্ট অট্ট হাসিতেছে। এ সকল অত্যাচারের কথা শুনিয়া কি আর একালে ঈশার বঞ্চনাজালে পড়িতে কাহার বাসনা হয়? ঈশা ক্রুশে প্রাণ দিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক"; আর অমনি সকল লোকের মুখে "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই ধ্বনি উঠিল। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ধনী দরিদ্র, মূর্খ জ্ঞানী, সকলে একেবারে মাতিয়া উঠিল যে ব্যক্তি এমন করিয়া লোকদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরের মায়া পর্য্যন্ত ছাড়াইতে পারেন, তিনি যদি ধূর্ত্ত শঠ প্রবঞ্চক প্রতারক চোরের শিরোমণি না হইবেন, তবে আর কে হইবে?

এবার বিদেশ হইতে স্বদেশে আসা যাউক। এ দেশে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপে এক জন চোর জন্মিলেন, তাঁহার নাম শ্রীচৈতন্য। এ চোরের চুরীর প্রণালী আশ্চর্য্য! হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিলেন, কাঁদিতে লাগিলেন, হাসিতে লাগিলেন, আর চারিদিকের লোকগুলি ক্ষেপিয়া উঠিল। অবশ্য লোকগুলি মূর্খ, তাহারা জানে না যে এ সমুদায়ই স্নায়ুবিকার! যদিও বা জানিত, এ মায়াবীর হাত এড়ান কিছুতেই সহজ নয়। অমন ষড়্দর্শন-বেত্তা কঠোর জ্ঞানী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তাঁহাকে একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া ইনি ভুলাইলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী বাদশার উজীর রূপ সনাতন, তাঁহাদিগকে ফকির করিয়া ইনি বাহির করিয়া আনিলেন। সনাতন ঘোর সংসারী ছিলেন, ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আপনার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন, সে লোকটাকে বাদশাহও কারাগারে বন্ধ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। কি আশ্চর্য্য! ইহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও ইঁহার আশা মিটিল না। দীন দরিদ্র ফকীর হইয়া একখানি ভোটকম্বলমাত্র গায়ে ছিল, তাহাও শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টিপথে পড়িল। সনাতন বুদ্ধিমান্ বাদশার উজির, বুঝিলেন প্রভুর ইহাতে মন উঠিতেছে না, অমনি যমুনাতীরে এক জন বৈষ্ণবকে ভোটকম্বলখানি দিয়া তাহার ছিন্নকন্থা গায়ে দিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিলেন, আর তাঁহার মুখে হাসি ধরে না। রঘুনাথ দাস ধনী জমীদারের সন্তান, গৃহে রূপবতী পত্নী, ঘরে রাখিবার জন্য পিতা মাতার কত যত্ন, ভোগ বিলাসের প্রচুর সামগ্রী দ্বারা নিয়ত বেষ্টিত, শ্রীচৈতন্য তাঁহার মন চুরী করিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর সে ব্যক্তি ঘরের বাহির হইয়া পড়িল, উৎকৃষ্ট শয্যা উৎকৃষ্ট পানভোজন পরিত্যাগ করিয়া ভূতলশায়ী, কদর্য্য অন্নভোজী হইল। যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ সর্ব্বস্বনাশ করিতে না পারিলেন, তত দিন ইঁহার মনঃপূর্ত্তি হয় নাই। যে দিন শুনিলেন যে, রঘুনাথ এখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ছাড়িয়া দিয়া তেলেঙ্গা-গাভীগণের মুখভ্রষ্ট জগন্নাথের পচা প্রসাদান্ন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাই ধৌত করিয়া ভোজন করেন, তখন আর ইঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। একেবারে তাঁহাকে জন্মের মত পাগল করিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে তাঁহার সেই পর্য্যুসিত অন্ন হইতে একমুষ্টি অন্ন তুলিয়া এই বলিয়া ভোজন করিলেন, 'এমন উপাদেয় সামগ্রী তুমি নিত্য ভোজন কর, অথচ আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছ।' বলুন, সরল লোকদিগের মন চুরী করিবার জন্য চৈতন্য যেমন কৌশল জানিতেন এমন আর কে জানে? যাহার মন যেরূপে চুরী হইয়া যাইবে, এই সকল চতুর চোর বিলক্ষণ জানেন, তাই কাহারও ইঁহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য শেষটা স্নায়ুবিকারে প্রাণ হারাইলেন, লোকে বলিল প্রবল ভগবৎপ্রেমের আঘাতে ইনি প্রাণ সমর্পণ করিলেন। এ সকল ব্যক্তির জন্ম, জীবন, মৃত্যু এক একটি প্রকাণ্ড প্রবঞ্চনাজাল। সুচতুর নিপুণ ব্যক্তিরাও এ জাল অতিক্রম করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

গৃহস্থেরা সাবধান! এবার আর এক জন বিষম চোর আসিয়াছেন। আজ তাঁহার জন্মদিন। ইনি তোমাদের সর্ব্বনাশ করিবেন। ইঁহার জালে পড়িলে আর সে জাল কাটিয়া চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই, এ বিষয়ের সাক্ষী আমরা নিজে। আমরা কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায় ছিলাম, কোন দিন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বা পরিচয় ছিল না। অতি সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রাণে তিনি প্রবেশ করিলেন, আর সেই যে মন চুরী করিলেন, আজ পর্য্যন্ত এত গণ্ডগোল হইল, অথচ সে মন ফিরিয়া পাওয়া গেল না। এই চোরের জালে পড়িয়া ঘর গেল, বাড়ী গেল, জ্ঞাতি গেল, কুটুম্ব গেল, আত্মীয় গেল, স্বজন গেল, এখন পরকে লইয়া পরের গৃহে নিয়ত একত্র বাস। এক এক চোর এক এক প্রণালী অবলম্বন করিয়া চুরী করিয়াছেন, পুরাতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া চুরীর কার্য্য চালান না; কেন না পুরাতন রীতি শীঘ্র ধরা পড়ে। সুতরাং নূতন চুরীর পথ চাই। 'এই আছে, এই নাই' মন্ত্রে শাক্য জনসাধারণের প্রাণ হরণ করিলেন, ঈশা 'পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' মন্ত্রে চুরী কার্য্যে সফলমনোরথ হইলেন, চৈতন্য হরি নামে হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া জগৎকে আপনার জালে জড়াইলেন, এ সকল মন্ত্র এখন পুরাতন হইয়াছে। অন্য একটি নূতন মন্ত্রের সঙ্গে এ গুলি চলিতে পারে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র কার্য্যকর হওয়া এখন কঠিন। কেশব এমন একটা চুরীর উপায় বাহির করিলেন, যাহার মধ্যে হিন্দুভাব, বৌদ্ধভাব, খ্রীষ্ট ভাব, সকল ভাবের সমাবেশ হয়। যে লোকের যে ভাব প্রধান, তিনি সেই ভাবের দিক্ দিয়া তাহার সর্ব্বস্ব চুরী করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি এইরূপে চুরীর কার্য্যে অনেকটা কৃতার্থ হইলেন, তবু নূতন চুরীর মন্ত্র এমন সহজ হওয়া চাই যাহা শুনিলেই সকল লোকের মনে লাগে। তিনি বলিলেন, "আমার ভিতরে এক জন আমার সঙ্গে কথা কন। আমি যাহা করি, সকলই তাঁহার কথা শুনিয়া করি। লোকে ভয় করে, এ বুঝি তবে ভূতের কথা, কিন্তু আমার কোন দিন ভূতের কথা বলিয়া ভয় হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবাত্মা পরমাত্মা দুই পাখী, এক বৃক্ষে বাস করেন। জীবাত্মা পরমাত্মার কথা শুনিতে পান, ইহা কখন ভূতের কথা নয়। তোমরা যাঁহাকে 'বিবেক' বল, মনের বৃত্তি বল, আমি তাঁহাকে ঈশ্বর বলি। তোমাদের সকলের ভিতরে থাকিয়াই বিবেক কথা কন। যত তোমরা ইঁহার কথা শুনিয়া চলিবে, তত তোমাদিগকে কেবল তিনি নিষেধ করিবেন না, কি করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিবেন।" বিবেক ঈশ্বর, বিবেকের কথা ঈশ্বরের কথা, ঈশ্বরের কথা শুনিয়া সকলকে চলিতে হইবে, এই শ্রবণব্যাপারকে তিনি সর্ব্বপ্রথম যাদুমন্ত্র করিলেন। সঙ্গতের সময়ে এই মন্ত্রে তিনি কত যুবাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, জালে জড়িত করিলেন। দিবারজনী তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসিতেন, তিনিও তাঁহাদিগের সঙ্গ ভিন্ন আর কোন সঙ্গ জানিতেন না। তাঁহার দৃষ্টির যেন একটী মুগ্ধকরত্ব-শক্তি ছিল। যে সে দৃষ্টিতে পড়িল আর তাহার ছাড়াইয়া যাওয়ার সাধ্য ছিল না। সঙ্গতের নীতির প্রাবল্যসময়ে বিবেকমন্ত্র বিলক্ষণ আধিপত্য বিস্তার করিল, এবং কতক গুলি লোককে ভিকারী সন্ন্যাসী করিয়া তুলিল। 'ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ' এই এক খানি জালে তিনি সন্তুষ্ট রহিলেন না; 'ঈশ্বরের মুখদর্শন' আর এক খানি জাল তিনি বিস্তার করিলেন। ঈশ্বরের মুখ দর্শনের সুখে তিনি আপনি প্রমত্ত হইলেন, এবং অপরকেও তদ্দ্বারা মত্ত করিয়া বেড়াজালে ঘেরিলেন। তিনি আপনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই দর্শনের আনন্দে এই দর্শনের সুখে জগতের লোককে ডাকিয়া আনিয়া মত্ত করিতে হইবে, সুখী করিতে হইবে। এই আনন্দ এবং মত্ততার মধ্যে সকল কাজ করিয়া লওয়া যায়। পাঁচ জন ভাইকে বলিলাম তোমরা সকলে মিলিয়া স্বর্গরাজ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থাপন কর। স্বার্থপর হইয়া দুর্ব্বাসনা এবং রিপুর বশীভূত হইয়া কেহ সে কথা শুনিল না, সাধন ভজন সকল মিথ্যা হইল। কথা বলিয়া কিছু হইল না, আস্তে আস্তে নিগূঢ়ভাবে ২ জন, ৫ জন, ১০ জন, ২০ জনকে অধিকার করা গেল। বিনামে অধিকার হইল। ঈশ্বরের দর্শন, শ্রবণ, প্রেম, মিষ্ট সম্ভাষণ, এইরূপ একটি প্রকাণ্ড জাল বিস্তৃত হইল। যাঁহারা সংসারের রাজ্যে পথিক, তাঁহারা এক জন, দুই জন, তিন জন করিয়া ক্রমে জালে পড়িলেন। কেহ কেহ জাল কাটিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আজও তাঁহাদের পায়ে জাল লাগা আছে। এই জালে যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগের অনেকে দূরে আছেন, এবং তাঁহারা জানিতেছেন না যে কেহ তাঁহাদিগের কিছু চুরী করিতেছে। জীবন আছে, ইহাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, এক জনের হস্তে এখনো সকলে আছেন, ইহাও তেমনি নিশ্চিত বিশ্বাস। এটি অভ্রান্ত মত যে কেহ ছাড়িয়া যাইতে পারে না। এক জন লোক চুরী করিতেছে, ইহা প্রকাশ হউক বা না হউক, সকলের উপরে চুরী চলিতেছে, এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সুখ আছে। প্রেম লোকের মন চুরী করিতেছে। তাহারা ধরা পড়িয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বরবিষয়ে ভিতরে ভিতরে কত মত গ্রহণ করিতেছে, জীবনের ভাব তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে।" দেখ কেশবচন্দ্র কি বিষম চোর! যখন যে উপায় খাটে, সেই উপায়ে তিনি আপনার চুরীর ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। সঙ্গতের সময়ে নীতির জাল বিস্তার করিলেন, তাহার সঙ্গে ঈশ্বরের কথা শুনা যায়, এই বলিয়া অনেকগুলি যুবকের মাথা খাইলেন, তাহার পর ঈশ্বর দর্শনের সুখের কথা তুলিয়া জালের উপর জালে তাঁহাদিগকে জড়াইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খেলিলেন। কতকগুলি প্রচারক অর্থাৎ প্রতারক এইরূপে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে জুটিল, ব্যবসায় যাহাতে খুব বিস্তৃত হয় তাহার উপায় হইল। একই উপায়ে চুরী করা কেশবচন্দ্রের রীতি ছিল না, তাই সঙ্গতের সময়ের অবসানে মুঙ্গেরে ভক্তির তরঙ্গ তুলিলেন। এই তরঙ্গে কলিকাতা ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতির যত অচতুর লোকেরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এ সময়ে তাঁহার চুরীর বড়ই সুযোগ হইল। কিন্তু একটী কথা এখানে বলা প্রয়োজন। যখন ঈশ্বরদর্শনের কথার বাড়াবাড়ী হইল; তখন তাঁহার ব্যবসায়ের ক্ষতি হইল। এ দর্শনের জালে লোক বড় পড়িল না। মনে হয়, কেশবচন্দ্রের এখানে একটু চতুরতার খর্ব্বতা ঘটিয়াছে। কেশবচন্দ্র চুরীর ব্যবসায় দুদিনের জন্য করেন নাই। চিরকাল এই ব্যবসায় চলে তাহার উপায় করিতে তিনি তৎপর ছিলেন। আপাততঃ ব্যবসায়ে লোকসান হইলেও তিনি জানিতেন, ভবিষ্যতে ইহাতে বিলক্ষণ লাভ দাঁড়াইবে। তিনি শূন্যের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন, কবিত্বযোগে এই শূন্যকে নানাবিধ আলঙ্কারিক ভূষণে ভূষিত করিলেন। মা কাঁদিতেছেন, তাঁহার আলুলায়িত কেশ, মার আঁচল কত হিরাপান্নায় জড়িত, এইরূপ বাক্যবিন্যাস করিয়া বলিলেন, আমি বেদান্তের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতিকে মার সাজে সাজাইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে আনিয়াছি। যাঁহারা তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইলেন তাঁহারা ধরা পড়িলেন, আর যাঁহারা শূন্য আকাশ ধোঁয়া বলিয়া তাঁহার কথার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলেন না, তাঁহারা তাঁহার জাল প্রকাশ্যে অতিক্রম করিলেন। কিন্তু তিনি এক অনন্ত শক্তিকে বিবিধ সাজে সাজাইলেন, এবং শক্তিতে ভক্তিতেই মুক্তি এই কথা তিনি সরলে ঘোষণা করিলেন। শক্তি বিনা আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন বস্তু নাই, যাহা কিছু দেখিতেছি শুনিতেছি স্পর্শ করিতেছি, এ গুলি (symbolical) গণিতের সাঙ্কেতিক ক খ প্রভৃতির ন্যায় মাত্র, শক্তি ভিন্ন বাস্তবিক কোন বস্তু স্বীকার্য্য নয়, স্পেন্সার প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্ গণ এই কথা তুলিয়া ভবিষ্যতে কেশবচন্দ্রের ব্যবসায়ে যে বড়ই সুফল হইবে, তাহার উপায় করিয়া দিতেছেন। সমুদায় দার্শনিক পণ্ডিতেরা সপক্ষ; সুতরাং দর্শন ও বিজ্ঞান যখন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছে, তখন বর্ত্তমানে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ভবিষ্যতে ঈশ্বরদর্শনজালে লোকদিগকে চিরদিনের জন্য জড়িত করিয়া ফেলিবেন, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন।

কেশবচন্দ্র দেহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এখন আর ভয় কি? এ বলিয়া কোন বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতী নর নারীর অনবধান হওয়া উচিত নয়। এ সকল ব্যক্তির মৃত্যু নাই, দেহান্তে ইঁহাদের ব্যবসায় আরও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। বুদ্ধ ঈশা চৈতন্য আজ তো আর দেহে নাই, কিন্তু ইঁহাদের আধিপত্যের নিকটে সম্রাট্‌দিগের কিরীট প্রণত। ইঁহারা আজও কত লোকের মন প্রতিদিন চুরী করিতেছেন; কত অগণ্য লোক ইঁহাদের জন্য প্রাণ দিতেছেন। কেশবচন্দ্র সামান্য চতুর চোর ছিলেন না, দেহ গেলেও যে মরণ হয় না, এ কথা তিনি অগ্রেই বলিয়া গিয়াছেন। যখন সাধু অঘোর নাথ স্বর্গারোহণ করিলেন, তখন এই এক মহাপ্রতারণার মত স্থাপন করিলেন যে, সাধুর সঙ্গে আমরা সকলেই পরলোকস্থ হইয়াছি, তাঁহার সঙ্গেই আছি। কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর প্রেরিত দরবার তাঁহার সঙ্গে নিত্য কালের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরে বেদী শূন্য রাখিলেন। কেশবচন্দ্র নিত্যসম্বন্ধের যে জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জালে সকলকে ফেলিবার জন্য তাঁহার সঙ্গীরা এই নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন কি না, তৎসম্বন্ধে অনেকের গভীর সন্দেহ, কিন্তু যখন নিত্যসম্বন্ধের মত সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, তখন এ উপায় সর্ব্বথা অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল, এ কথা কেহ আর বলিতে পারেন না। মত যখন গৃহীত হইয়াছে, তখন ইহা কোথায় কোন্ আকারে প্রবেশ করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিবে কে জানে? কেশবচন্দ্র মরেন নাই আছেন, ইহা যদি স্বীকৃত হইল, তাহা হইলেই হইল, আর অধিক কিছু চাই না। এই মতবিশ্বাসের সঙ্গেই চুরীর ব্যবসায় বিলক্ষণ চলিবে।

কেশবচন্দ্র আর একটি প্রকাণ্ড জাল বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা অতিক্রম করা বড়ই দুঃসাধ্য। তিনি প্রচার করিলেন নববিধানের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। কোন্ ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম নয়! প্রেম বিনা কি কোথাও ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে? না, কিন্তু এ প্রেমের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব কি, তিনি আপনি এইরূপে বলিয়াছেন, "দেখ আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই; আমি বিষয় কর্ম্ম করিতে কার্য্যালয়েও যাই না। আমি যখন বসিয়া থাকি, আমি যখন রন্ধন করি, রাত্রিতে শয়ন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাই ভগ্নী কে কোথায় রহিলেন, কাহার কি অবস্থা হইল, কেবল এই ভাবি। আমার ভাবিবার বিষয় আর কি আছে! আমার আর কোন বিষয়ও নাই, সম্বলও নাই। বল আমি ২৪ ঘণ্টা বসিয়া কি করি। কেবল আমার হৃদয়ের পুতুলগুলিকে সাজাই কাপড় পরাই, প্রাণের ভিতর লইয়া তাহাদিগের সেবা করি। আমার রত্ন আমার মাণিক আমার বন্ধুগণ। রাত্রি দুপ্রহর হইল, একটা বাজিয়া গেল, বন্ধুগণকে তবু যাইতে দিতে ইচ্ছা হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না।.....ভাইয়েরা দুঃখ দিয়া থাকেন জানি, কিন্তু তাঁহাদের ভাবনা ভাবিয়া কত আনন্দ হয়, কত সুখ পাই। অন্য লোকের কষ্টে কষ্ট, অন্য লোকের সুখে সুখ, এই আমার সুখ, এই আমার কার্য্য।" দেখ 'আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই,' এই কথার মধ্যে কত গভীর চাতুর্য্য রহিয়াছে। যদি জমীদারী নাই তবে জমীদারী চাই। জমীদারী না থাকিলে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ কোথায় হইবে? যাহারা পৃথিবীর জমীদার তাহাদের ক্ষমতা দুদিনের, এবং মানুষের শরীরের উপরে, কিন্তু ইনি যে জমীদারীর আকাঙ্ক্ষী, সে জমীদারী এ পৃথিবীর জমীদারী নয় নিত্য কালের জমীদারী। মানুষের শরীর লইয়া যে জমীদারী, সে জমীদারী শরীরের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়, কিন্তু মানুষের আত্মা লইয়া যে জমীদারী, সে জমীদারী নিত্য জমীদারী, সে জমীদারীর তো কোন দিন ধ্বংস নাই। ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি শরীরহীন হইয়াও দেখ কেমন লোকের আত্মার উপরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছেন; আজও শত শত লোক তাঁহাদের জমীদারিভুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের জন্য ধন জন দেহ প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতেছে। কেশবচন্দ্রের লোভ সামান্য লোভ নয়। সে লোভ পৃথিবীর জমীদারীতে তুষ্ট হইবে কেন? শাক্য যে জমীদারীর প্রত্যাশায় বিপুল রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিলেন, স্বজন আত্মীয় আত্মজকে পরিত্যাগ করাইলেন; ঈশা আপনার প্রাণ ক্রুশোপরি সমর্পণ করিলেন, চৈতন্য আপনার পুত্রবৎসলা মাতা ও প্রিয়তমা পত্নীকে বিসর্জ্জন করিয়া চিরসন্ন্যাসব্রত আশ্রয় করিলেন, সেই জমীদারীর প্রত্যাশায় কেশবচন্দ্র নবীন প্রেমব্রত গ্রহণ করিলেন। যাঁহাদের তিনি সর্ব্বনাশ করিলেন সজনে নির্জ্জনে ২৪ ঘণ্টা কেবল তাঁহাদিগকে লইয়াই তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিতেন; তাঁহার মন সর্ব্বদা তাঁহাদের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিত। তাঁহাদের অবস্থা ভাবিয়া নিরন্তর আকুল থাকা তাঁহার সমস্ত জীবনের কার্য্য ছিল। যাঁহাদের জন্য তিনি দিবারাত্রি ভাবিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে যথেষ্ট ক্লেশ দিয়াছেন, এমন কি তাঁহাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অকালে তাঁহার দেহ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইল, পরিশেষে সেই সকল লোকের জন্য প্রেমানলে আত্মাহুতি দান করিলেন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কথান্তর হইলে সমুদায় রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইত না, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অতএব এ প্রেমের জাল অতিক্রম করা যে কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে, ইহা আর বলিতে হয় না। বিজ্ঞান বলে, যাহার জন্য যে ব্যক্তি প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া দিন রাত ভাবে, তাহার সেই ভাবনা ইথার আন্দোলন করিয়া যে ব্যক্তির বিষয় ভাবে তাহার মস্তিষ্ক উত্তেজিত করিয়া তাহাকে চিন্তান্বিত ব্যক্তির ভাবাধীন করিয়া ফেলে। কেশব-চন্দ্র বিজ্ঞানের এ কথার প্রতি আস্থা রাখুন বা না রাখুন তিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। এক বার প্রেমের জালে কাহাকেও জড়াইয়া ফেলিতে পারিলে, তাহার যে আর উদ্ধার নাই, তাহাকে তাঁহার মতন হইয়া যাইতে হইবে তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। শেষ সময়ে কেবল তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, আমি যে ইঁহাদিগকে ভালবাসি ইহা ইঁহারা বুঝিলেন না। যদিও আমি এই বলিয়া তাঁহাকে চুপ করাইয়া দিতাম, আপনি আর কত ভাল বাসেন, ঈশ্বর এত ভাল বাসেন তাতেই তাঁকে লোকে বড় গ্রাহ্য করে, আপনি নিজের ভাল বাসার কথা কি বলিতেছেন? যদিও এ কথায় তিনি চুপ করিয়া যাইতেন, কিন্তু অন্তরে যে প্রেমের আগুন জ্বলিতেছে, সে আগুন কি আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথায় নির্ব্বাণ হয়? তিনি এই আগুনে আপনাকে আহুতি দিয়া অকালে স্বর্গে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রেমের নিগড়ে আজও আমরা বান্ধা রহিয়াছি, শত শত লোক প্রতিদিন বান্ধা পড়িতেছে। এই চোরের নাম শুনিলে ভয় হয়। ইঁহার নামও করিব না প্রতিজ্ঞা উপস্থিত হয়, কিন্তু গোপনে গোপনে যে ব্যক্তি চুরী করিতেছে তাহা হইতে সাবধান হওয়া নিতান্ত দুরূহ। যাঁহারা তাঁহার ব্যবসায়ের সঙ্গী হইয়াছেন তাঁহাদের চির দিনের জন্য সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা পালাইয়াও তাঁহা হইতে পালাইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে তিনি আপনি কি বলিয়াছেন পাঠ করা ভাল। শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী এ সময়ে পলায়ন করিয়াছেন; এ কথা গুলি হয় তো তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা;—"প্রত্যেক ব্যক্তি যাঁহারা ঈশ্বরের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা প্রেমের নামে ঈশ্বরের নামে এক এক জন পাঁচ শত সাত শত লোক ঈশ্বরের কাছে আনিয়া দিবেন এবং তাঁহারা চুরী করিয়া সকলকে বদ্ধ করিবেন। যাঁহারা এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারা কখন পলায়ন করিতে পারেন না। বুদ্ধি বিচার যাহা বলুক, প্রাণ ইহা কখন স্বীকার করিবে না। অতএব আমি জানি সে লোক কখন শত্রু হইতে পারে না। চোরের ভাগ্যে এই জন্য সর্ব্বদা আহ্লাদ। যাহারা আপনাদিগকে শত্রু বলিবে তাহারাও মিত্র। বক্ষের রক্তের সঙ্গে যে মিলিত হইয়া আছে, সে কিরূপে ভিন্ন হইবে? আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কি আমার শরীরের সঙ্গে বিবাদ করিবে? আমি আমার কখন পর হইতে পারি না। যিনি এক বার বদ্ধ হইয়া হৃদয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বাহিরে বিদায় হইয়া গেলেও বক্ষঃস্থলে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ আছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতে আর কোন সংশয়নাই। চোরের ব্যব্যসার মহৎ ব্যবসায়। সকল পৃথিবী চলিয়া গেলেও সেই আমার ঘরের ভিতরে ভাই বন্ধুগণ সকলেই আছেন। যিনি ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন দূরে গেলেন তাঁহাকে কি ছাড়া যায়? তিনি চিরদিনের জন্য বক্ষে বদ্ধ আছেন। চুরীর শাস্ত্রে কেহ পর হইতে পারে না।" কেশবচন্দ্রের উদার প্রেম যে এইরূপে সকলকে আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একবার যাহার উপরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহার চিত্ত তিনি চিরদিনের জন্য হরণ করিয়াছেন। অনেকে ধরা পড়িয়াও তাঁহাকে অনেক প্রকারে লাঞ্ছনা করিলেন, কিন্তু লাঞ্ছনা করিয়াও চোরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা বৃথা। একবার ধরিলে আর ছাড়াছাড়ি নাই। বহুনিপুণ চেষ্টাতেও চোরের নৈপুণ্য অতিক্রম করা অসম্ভব। তিনি যাহাদিগকে চুরি করিয়া হৃদয়ে গাঁথিয়া ফেলিলেন, তাহারা অনন্তকালের জন্য সেই হৃদয়ে গাঁথা রহিল। যাহারা ধরা পড়িয়া বিরোধ পরিহার করিয়া চোরের সঙ্গে এক হইয়া গেল, তাহারা চির জীবনের জন্য কৃতার্থ হইল।

যে সকল চোর পৃথিবীতে আসিয়া লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এত সাহস কেন? এত অহঙ্কারই বা কেন? আমাদের হাতে কাহারও রক্ষা নাই এমন কথা কি কেউ বলিতে পারে? এ সকল চোরের বুকের পাটা এত বড় কেন, তাহার কারণ আছে। ইঁহাদের সর্দ্দার কে জান? স্বয়ং হরি। তিনি আপনি লুকাইয়া থাকিয়া অনন্ত প্রেমকে নানা সাজে সাজাইয়া চুরীর ব্যবসায় চালাইতেছেন। আর্য্য ঋষি, শাক্য, ঈশা, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণেরা চোর হইলেন কিরূপে? সেই হরি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চোর তাঁহাদের প্রাণ হরণ করিয়া পাগল করিয়া দিলেন, তাঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধি রহিল না, আর তিনি সেই এক একটাকে মুখোস্ করিয়া যাহার তাহার বাড়ীতে চুরি করিতে লগিলেন। পাপ, ব্যভিচার, অজ্ঞানতা, মূঢ়তা, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা দ্বারা আপনাদিগকে বেষ্টন করিয়া অনেকে মনে করিতেছে, আর কোন চোর তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না? যাহারা এরূপ মনে করে তাহাদের তুল্য মূর্খ আর কে আছে? যখন চোরের রাজ্যে বাস, তখন পলায়ন করে কাহার সাধ্য? জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, বিপদ, পরীক্ষায় চারিদিকে থানা দিয়া রহিয়াছে। এক থানা হইতে পলায়ন কর, আর এক থানায় গিয়া ধরা পড়িবে। যে যাহা কিছু বড় মূল্যবান্ মনে করে, আদর করে, যত্ন করিয়া রাখিতে চায়, অমনি তাহাদের উপর চোরের দৃষ্টি পড়ে। দৃষ্টি পড়িলে আর রক্ষা নাই। তুমি ধনিই হও, আর দরিদ্রই হও, জ্ঞানীই হও, আর মূর্খই হও, সাধুই হও, বা পাপীই হও, চোরের চুরী কর্ম্ম কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে প্রতিঘরে প্রতিদিন চুরী চলিতেছে, গৃহস্থ তখন তখন জানিতে পারে না যে, চুরী হইয়া গেল, কিন্তু যখন পরিশেষে দেখিতে পায় যে লুকাইয়া লুকাইয়া কে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তখন আর চোরের না হইয়া তাহার গত্যন্তর থাকে না। যে সকল ব্যক্তি সুচতুর তাঁহারা চুরী কার্য্যে বাধা দেন না। তাঁহাদের যাহা কিছু আছে সকলি তাঁহারা চোরের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত। এখানে আর চোর কি চুরী করিবেন, আপনি তাঁহাদের নিকটে চিরদিনের জন্য বান্ধা পড়েন। ঈশা মুষা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি এই দলের লোক। যাঁহারা চোরকে সব দিলেন তাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ হইলেন ; আর তিনি তাঁহাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চোর সাজাইয়া আপনি তাঁহাদের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া অবাধে চুরির কাজ চালাইতে লাগিলেন। যাহাদের এইরূপে সর্ব্বস্ব হরণ হইল অথচ চোরকে ধরিতে পারিল না, তাহারা পূর্ণ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিল না। এবার যে চোরকে হরি পাঠাইয়াছেন, তিনি পৃথিবীতে সকল চোরকে লইয়া এমন এক দল বান্ধিয়াছেন যে, যে দিক দিয়া যাহাকে ধরিতে পারা যায়, তাহাকে সেই দিক দিয়া ধরিয়া আনিয়া ঈশ্বরদর্শনশ্রবণজালে এমনি করিয়া জড়াইয়া ফেলিতেছেন যে, আর পালাইতে পারা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে? যাঁহাদিগকে তিনি জালে জড়াইলেন তাঁহাদিগের আর এক পদ বাহিরে পদার্পণ করিবার উপায় নাই, প্রেমকারাগারে তাঁহারা চিরবন্দী হইলেন। যখন একবার সর্ব্বনাশের ব্যাপার উপস্থিত এবং এই সর্ব্বনাশ কার্য্যে স্বয়ং হরি রসিক, তখন চোরের হাতে ধরা দিয়া প্রেমকারাগারে চির দিনের জন্য বন্দী হইয়া থাকাই ভাল! আসুন আর আমাদের বুদ্ধি কৌশল খাটাইয়া চোরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যত্ন করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। সেই যখন সকল অপহৃত হইবেই, তখন আজ হইতে সমুদায় চোরের হাতে সমর্পণ করিয়া আমরা কৃতার্থ হই চোরের সর্দ্দার যিনি তিনি এবার যখন আমাদের নিকট আর আত্মগোপন করিতে পারেন না, মিষ্ট কথা শুনাইয়া সুখের মুখ দেখাইয়া আমাদের চিত্ত হরণ করিতে যখন প্রস্তুত, তখন আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে আনিয়া ঢালিয়া দি। কৃপানিধান পরমেশ্বর সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন এবার হরির অপূর্ব্ব চৌর্য্যলীলা দেখিয়া সকলে মোহিত হন, এবং চিরদিনের জন্য তাঁহার হইয়া যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশার নিকট কেশবের ঋণ * ।

হে অনন্ত সত্যের প্রস্রবণ, তোমার শরণাপন্ন না হইলে প্রাণের অন্ধকার দূর হয় না। আমাদের সংশয় অন্ধকারতো তুমি জান। তুমি যদি আলোক হইয়া আমাদিগকে পরিচালিত না কর, তবে সে সংশয় দূর হইবে কি প্রকারে? তোমারই কৃপায় অনেক বার অসত্য অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, তাই সাহস আছে যে তুমি এবারও সমুদায় সংশয় দূর করিবে। রসনাকে তোমার ভাবে উদ্দীপ্ত কর, হৃদয়ের বিরুদ্ধ সংস্কার অবরুদ্ধ কর। যাহা সত্য রসনা তাহাই বলুক, মন তাহাই চিন্তা করুক। হে ঈশ্বর, তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আলোক দান কর, সত্য প্রকাশ কর, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

অদ্য যদিও শরীর অসুস্থ তথাপি পূর্ব্বে যখন বলা হইয়াছে যে "ঈশার নিকটে কেশবের ঋণ" এই বিষয়ে কিছু বলিব, তখন আর তাহা উপেক্ষা করা উচিত নহে। সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইতেছে, কেশব যাঁহাকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া সম্ভ্রম করিতেন তাঁহার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইল কেন? এবং সেই বিচ্ছেদ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল কি না? কেশব যাঁহাকে এত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, যাঁহার সহিত তাঁহার এত প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধন ছিল, যাঁহাকে তিনি ধর্ম্মপিতা বলিয়া চিরদিন হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কেশবের বিচ্ছেদের মূল কারণ কি? সকলেই

* নপ্তভিতম মাঘোৎসবোপলক্ষে উপাধ্যায়প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানেন আদিসমাজ খ্রীষ্টের অনুকূল নহেন। এমন কি কেশব যখন বিচ্ছেদের পর খ্রীষ্টের বিষয়ে বক্তৃতা দেন তত্ত্ববোধিনী তখন বলিয়াছিলেন, ঈশা মূর্খ ছিলেন; শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতদের কাছে তিনি দাঁড়াইতেই পারেন না; এমন কি আমাদের সমাজের প্রচারক কেশবচন্দ্রও তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ ঈশার প্রতি কেশবের এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল যে, যে সমাজে ঈশার এত অনাদর সে সমাজে তিনি থাকিতে পারিলেন না। ঈশার প্রতি এই অনুরাগনিবন্ধন আদিসমাজের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। কেশবের যদি খ্রীষ্টের প্রতি এতই আদর তবে তিনি খ্রীষ্টসমাজে না গিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন কেন? কেবল ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হইবেন যদি তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল, তবেই বা কেন তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন? যদি আসিলেনই তবে কেন তিনি তাঁহার পরম ধর্ম্মবন্ধু ধর্ম্মপিতাকে ত্যাগ করিলেন? অনেকে মনে করেন তিনি প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; খ্রীষ্টেতেই তাঁহার চিত্ত নিমগ্ন ছিল। তিনি খ্রীষ্টের জন্য অনেক করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কি তাঁহার অত্যধিক যত্ন প্রকাশ পায় নাই? ধর্ম্মপিতা বলেন, "রাজা রামমোহন রায় যাহা করিয়াছেন আমিও তাহাই করিতেছি;" ইহার অর্থ—রাজার ধর্ম্ম বেদান্তমূলক ধর্ম্ম ছিল। রাজার ধর্ম্ম বেদান্তমূলক তাহা আর কে না জানে, কিন্তু তাঁহার খ্রীষ্টের প্রতি অনুরাগই বা অল্প কিসে? রাজা খ্রীষ্টের মধ্যবর্ত্তিত্ব উদ্ধারকর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি মত পোষণ করিতেন, খ্রীষ্টের শোণিতে উদ্ধার হওয়া যায় যদিও ইহা বিশ্বাস করিতেন না, তথাপি তিনি যাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি উপযুক্ত বলি হইলেন, জীবিতসময়ে শিক্ষা দিয়া মৃত্যু দ্বারা অপরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিবার অধিকারী হইলেন, অপরে তদনুসরণে অনুতাপ, প্রার্থনা এবং বাধ্যতার দ্বারা উদ্ধার হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। খ্রীষ্টের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে রাজার দ্বৈধমত ছিল না। তিনি খ্রীষ্টের সম্বন্ধে যে সকল মীমাংসা করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত Martineau প্রভৃতি তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব রাজা খ্রীষ্টের প্রতি অনুরাগী ছিলেন তাহার প্রমাণ অনেক আছে। ফলতঃ রাজার খ্রীষ্টসম্পর্কীয় মতগুলির আলোচনা করিলে মনে হয় না যে, কেশব সর্ব্বথা তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। কেশব প্রার্থনাতে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন ; ক্রমে ক্রমে অনুতাপ, পাপবোধ ইত্যাদি যখন তীক্ষ্ণ হইল, তখন তাঁহার প্রকৃতিতে নিহিত বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য জীবনের মূল উপাদান হইল। বিশ্বাস ও বিবেক খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল উপাদান। হিন্দুধর্ম্মে যে বিবেক শব্দ আছে, উহা খ্রীষ্টধর্ম্মের বিবেক সহ এক নহে ; অথচ আমরা হিন্দুধর্ম্মের বিবেকশব্দ গ্রহণ করিয়া তাহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিবেকের সঙ্গে এক করিয়া লইয়াছি। এরূপ করিবার মূলে কেশবচন্দ্র রহিয়াছেন। বিশ্বাস ও বিবেক খ্রীষ্টধর্ম্মের হইলেও বৈরাগ্য খ্রীষ্ট ও হিন্দু উভয়ধর্ম্মসাধারণ। কেশবের জীবনে বৈরাগ্য যদিও হিন্দু ধর্ম্মের সহিত যোগ দেখাইয়া দেয়, তথাপি প্রথম জীবনে যে খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় যোগ তাহাতে সন্দেহ নাই। 'Am I an inspired prophet' বক্তৃতায় তিনি জন, খ্রীষ্ট এবং পলের সহিত আপনার জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্ম্মজীবনের প্রথম অভ্যুদয়ে প্রথমবয়সে তিন জনের সহিত তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই তিন জন সমধিক পরিমাণে তাঁহার জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সর্ব্বাগ্রে জনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলেন 'অনুতাপ কর', সেই কথা শুনিয়া তিনি অনুতপ্ত হইলেন, তাঁহার জীবনে পাপবোধ প্রবুদ্ধ হইল। জনের কার্য্য শেষ হইলে খ্রীষ্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না,' সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। খ্রীষ্টের পর বৈবাহিক জীবনের প্রারম্ভে পল বলিলেন, "যাহার পত্নী আছে সে যেন এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করে যে পত্নী নাই।" তাই আবার বলিতেছি, খ্রীষ্টের সঙ্গে যোগে যদি আদিসমাজের সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, তবে তিনি প্রথমে কেন ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন। তিনি মণ্ডলীর শীর্ষস্থানে খ্রীষ্টকে স্থাপন করিলেন এই কথা যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের ভুল বিশ্বাস। তিনি মণ্ডলীর শীর্ষস্থানে খ্রীষ্টকে বসান নাই, পবিত্রাত্মাকে বসাইয়াছেন। মণ্ডলীর শীর্ষস্থানে পবিত্রাত্মাকে বসাইয়া তিনি কি খ্রীষ্টের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেন? কখনই নহে। ঈশা আপনি বলিয়াছেন, আমি সব কথা বলিতে পারিলাম না, পবিত্রাত্মা আসিয়া সব বলিবেন। খ্রীষ্ট তাঁহার স্থলাভিষিক্ত আর কাহাকেও করেন নাই, পবিত্রাত্মাকেই করিয়াছেন। পবিত্রাত্মাই তাঁহার মণ্ডলীর নেতা হইলেন, পথপ্রদর্শক হইলেন, সহায় হইলেন, শীর্ষস্থান হইলেন। সুতরাং কেশবচন্দ্র পবিত্রাত্মাকে আপনার জীবনের নেতা ও মণ্ডলীর শীর্ষস্থান করিয়া খৃষ্টেরই প্রকৃত ভাবের অনুসরণ করিলেন। * বর্ত্তমান

* "......' I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.' Who then was to reveal

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খ্রীষ্টসমাজ তাহা করে নাই, সুতরাং সে সমাজ তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। পবিত্রাত্মার অনুসরণের অর্থ ঈশ্বরের মতে ঈশ্বরের আজ্ঞায় কাজ করা, সুতরাং তাহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে যখন তিনি তাঁহার আপনার জীবনের মূলমন্ত্র নিহিত দেখিলেন, তখন তাহাতে যোগ দিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? কেশব ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিলেন বলিয়া তাঁহার খ্রীষ্টের সহিত বিচ্ছেদ হইল না। কেন না খ্রীষ্টের প্রকৃত মণ্ডলীর মূল পবিত্রাত্মা, ব্রাহ্মসমাজের মূলও পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মা। সেই পবিত্রাত্মাই আমাদের ও প্রকৃত খ্রীষ্টশিষ্যগণের নেতা, পরিচালক এবং গুরু। কেশবের জীবনের ভিত্তিও যা, ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিও তাই। ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া তদনু-

---

to an anxious and sinful world these 'many things?' The Holy Ghost, said Christ. Let us reverently bow, and say, Amen. The Living Spirit, coming down from the Father Himself, and speaking in His name, was to guide the disciples and the world 'into all truths.' To no earthly teacher, to no written record, are we referred for a fuller message of salvation. No apostle, however pure, no disciple, however wise, was named by Christ as his successor. In clear and unmistakable language he named the Holy Spirit as the future minister of his Church......" "......Let no Christian think it unchristian to believe that the Holy Spirit of God is the true and living head of Christ's Church, the source of all inspiration now and for ever, and thus from Him a fuller revelation of saving truth is yet to come than what has been vouchsafed to the world through Christ and recorded by the Evangelists."—'Our Faith and Experiences.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারে কাজ করাই কেশবের জীবনের মূল মন্ত্র ; ঈশারও জীবনের মূল মন্ত্র 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'। ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র এ ছাড়া আর কি হইতে পারে? অতএব কেশব যে ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখাইবেন, আবার বলি, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যতই তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্টতা জন্মিতে লাগিল, ততই তিনি ঈশার নৈকট্য অনুভব করিতে লাগিলেন ; কাজেই আদিসমাজের সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

আদিসমাজ ত্যাগ করিয়া কিছু দিন পরেই তিনি 'Jesus Christ : Europe and Asia' বক্তৃতা দিলেন। আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না, বিদেশে ছিলাম। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল "তাই তো কেশব বাবু এত দিনে খ্রীষ্টান হইতে চলিলেন।" অনেকে জানিতে উৎসুক হইয়াছিলেন, "কেশব বাবু কবে বাপ্তাইজ্ড হইবেন?" এসময়ে আমি যেখানে ছিলাম, সাধু অঘোরনাথ সেখানে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি? জনসাধারণের মতামতও তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন "লোকে কত কি বলে বলুক। আর কেশব বাবু যদি খ্রীষ্টানই হন, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কি?" কেশবচন্দ্র ঈশাকে একা দেখিতেন না, তাঁহার সঙ্গে সকল মহাজনকে গ্রথিত দেখিতেন। তাই ঈশার বিষয়ে বক্তৃতার পরই 'Great Men' এর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি তখন ঈশার সঙ্গে আরও অনেক মহাজনকে আনিয়া ফেলিলেন এবং ঈশার সঙ্গে তাঁহাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগ তাহাও বুঝাইয়া দিলেন ; মহাজনগণের মধ্যে তাঁহার স্থান কোথায় তাহাও তিনি স্পষ্ট বলিলেন। মহাজনগণের কথা বলিতে গিয়া তিনি পবিত্রাত্মার কথা বলিতে ভুলেন নাই। মহাজনগণের সঙ্গে যে আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌণ সম্বন্ধ, আর পবিত্রাত্মার সঙ্গে আমাদের মুখ্য সম্বন্ধ, ইহা তিনি সেখানে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পর সময়ে তিনি যে পবিত্রাত্মাকে মণ্ডলীর শীর্ষস্থান দিয়াছিলেন তাহার মূল এখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশাকে তিনি মধ্যবিন্দু বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে শীর্ষস্থান প্রদান করেন নাই।

এখন দেখিতে হইতেছে, কোন্ বিষয়ে ঈশার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। 'নববিধানের প্রেরিতদলের প্রতি নিবেদনে' তিনি বলিয়াছেন "মহর্ষি ঈশা যেমন তাঁহার শিষ্যদিগকে নানা দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে তাঁহার ন্যায় প্রেরণ করিতেছি না। তোমাদিগের সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নাই। আমি তোমাদের দলের একজন। তোমরা প্রেরিত মহাপুরুষদিগের প্রেরিত। তোমরা এবং আমি শাক্যপ্রেরিত, ঈশাপ্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেরিত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাজনদিগের প্রেরিত।...তাঁহারা আমাদের পিতা পিতামহ। তাঁহাদের বংশে আমাদের জন্ম। তাঁহাদিগের ভাবে আমরা দ্বিজাত্মা। শাক্য, মুষা, ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুদিগের বংশে তোমাদের জন্ম।...আমি তোমাদিগকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিবার আগে সেই স্বর্গস্থ মহাপুরুষেরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।" আমাদের নিয়োগপত্রের ভিতরে যখন এই সকল কথা লিখিত আছে, তখন আমরা সাধুমহাজনগণের অবমাননা করিতে পারি না। প্রাচীন ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে নববিধানের বিচ্ছেদ ঈশ্বরকে লইয়া নহে, সাধু মহাজনগণকে লইয়া। অল্পে অল্পে সকল সাধুমহাজন আসিয়া যখন কেশবের হৃদয়কে অধিকার করিলেন, তখন নববিধানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদয় হইল। কিন্তু একথা মানিতে হইবে, কেশবের জীবন ঈশাতে আরম্ভ হইয়াছে। ঈশার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগের পূর্ব্বে জন দি ব্যাপ্টিষ্টের সঙ্গে তাঁহার যোগ হয়, সেই যোগ তাঁহার পাপবোধ তীব্র করিয়া দেয়। এই পাপবোধের সঙ্গে সঙ্গে যখন 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না' ঈশার এই উপদেশ সংযুক্ত হইল, তখন তাঁহাতে বৈরাগ্য বিশেষ আকার ধারণ করিল। এ সকল হইল কিরূপে? বাইবেলপাঠে। তিনি যেরূপ ভাবে বাইবেল পাঠ করিতেন অন্য কেহ সেরূপ ভাবে উহা পাঠ করেন না। বাইবেল তাঁহার নিকটে মৃত গ্রন্থ ছিল না, তিনি উহাতে কেবল জীবন্ত বাক্য সকল পাঠ করিতেন না, যাঁহাদের মুখের সেই সকল বাক্য পাঠকালে তিনি তাঁহাদিগের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতেন। যিনি এরূপ ভাবে বাইবেল পাঠ করিতেন তাঁহার জীবনে জন, ঈশা ও পল প্রভাব বিস্তার করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ঈশার নিকট তাঁহার ঋণ কি 'Asia's message to Europe' নামক বক্তৃতায় তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন "নূতন আত্মা, নূতন দেহ, খ্রীষ্টোপরি নির্ম্মিত হইয়াছে। আমার সকল দেহে, আমার সকল অন্তরে আমি ঈশাকে দর্শন করি। আমার নিকটে তিনি আর মৃত নহেন, আমি পলের সঙ্গে বলি, 'আমার পক্ষে ঈশাও যা জীবনধারণও তা।" এই বক্তৃতার পর আমি এ কথার অর্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আর কিছু না বলিয়া নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, এ হাত আমার নহে ঈশার হাত। ফলতঃ তিনি ঈশার সহিত একাত্মা হইয়াছিলেন। যখন তিনি ঈশার সহিত একাত্মা হইলেন তখন তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশার কথায় কেশবের কত দূর বিশ্বাস, একটী কথায় সকলে বুঝিবেন। পিটরকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "তোমার হাতে স্বর্গের চাবি; আমরা খ্রীষ্টাননামধারী নয় বলিয়া কি তুমি আমাদের দুয়ার খুলিয়া দিবে না?" তিনি জানিতেন ঈশার সঙ্গে সম্বন্ধ না হইলে বিধানে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা হইবে না। কেন না ঈশাকে না মানিলে সমুদায় লোককে এক করা কঠিন হইবে। সকল সাধু মহাজন সকল নরনারীকে এক করিতে হইলে ঈশা যে অবতারবাদ মানিতেন তাহাই মানা আবশ্যক, কেশব ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন।* তিনি হিন্দুগণের অবতারবাদের স্থলে ঈশার অবতারবাদ, ঈশ্বর ও মানবে, মানব ও মানবে যোগসাধনের জন্য, গ্রহণ করিলেন। হিন্দুর অবতারবাদে স্বয়ং ঈশ্বর অবতরণ করেন মানুষ আর মানুষ

---

* "......হিন্দুদিগের মধ্যে ভক্তপালন এবং দুষ্টদমন করিবার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের আকারে অবতার হন; খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপখণ্ডের মতে, ঋষি খ্রীষ্ট মধ্যে ঈশ্বর পুত্ররূপে অবতীর্ণ।... মনুষ্যই কেবল ঈশ্বরের সন্তান; কেন না মনুষ্যের স্বভাবে ঈশ্বরের স্বভাব প্রতিবিম্বিত। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরতনয় মহর্ষি ঈশা এই তনয়ত্বমত প্রকাশ করেন। প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের তনয় এই স্বর্গীয় সত্য ঈশা আপনার রক্ত ও প্রাণ দিয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।......পুত্রকে পিতা বলিও না, জীবকে ভগবান্ বলিও না, অথবা জীবকে ভগবানের অবতারও বলিও না, কিন্তু জীবাত্মাকে ভগবানের পুত্র বল। পিতা পুত্র নহেন, ভগবান্ ভক্ত নহেন, অথচ পিতা পুত্রে ভগবান্ ভক্তে ঐক্য এবং স্বভাব ও প্রেমের অভেদ আছে, ইহা মানিলেই প্রকৃত অবতারবাদ মানা হইল। এই পিতাপুত্রের ঐক্যবাদ অবতারবাদের যথার্থ অর্থ।" —সে, নি, অবতারবাদ; ১৩ই আষাঢ় ১৮০৩ শক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদয় হইল। কিন্তু একথা মানিতে হইবে, কেশবের জীবন ঈশাতে আরম্ভ হইয়াছে। ঈশার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগের পূর্ব্বে জন দি ব্যাপ্তিষ্টের সঙ্গে তাঁহার যোগ হয়, সেই যোগ তাঁহার পাপবোধ তীব্র করিয়া দেয়। এই পাপবোধের সঙ্গে সঙ্গে যখন 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না' ঈশার এই উপদেশ সংযুক্ত হইল, তখন তাঁহাতে বৈরাগ্য বিশেষ আকার ধারণ করিল। এ সকল হইল কিরূপে? বাইবেলপাঠে। তিনি যেরূপ ভাবে বাইবেল পাঠ করিতেন অন্য কেহ সেরূপ ভাবে উহা পাঠ করেন না। বাইবেল তাঁহার নিকটে মৃত গ্রন্থ ছিল না, তিনি উহাতে কেবল জীবন্ত বাক্য সকল পাঠ করিতেন না, যাঁহাদের মুখের সেই সকল বাক্য পাঠকালে তিনি তাঁহাদিগের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতেন। যিনি এরূপ ভাবে বাইবেল পাঠ করিতেন তাঁহার জীবনে জন, ঈশা ও পল প্রভাব বিস্তার করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ঈশার নিকট তাঁহার ঋণ কি 'Asia's message to Europe' নামক বক্তৃতায় তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন "নূতন আত্মা, নূতন দেহ, খ্রীষ্টোপরি নির্ম্মিত হইয়াছে। আমার সকল দেহে, আমার সকল অন্তরে আমি ঈশাকে দর্শন করি। আমার নিকটে তিনি আর মত নহেন, আমি পলের সঙ্গে বলি, 'আমার পক্ষে ঈশাও যা জীবনধারণও তা।" এই বক্তৃতার পর আমি এ কথার অর্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আর কিছু না বলিয়া নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, এ হাত আমার নহে ঈশার হাত। ফলতঃ তিনি ঈশার সহিত একাত্মা হইয়াছিলেন। যখন তিনি ঈশার সহিত একাত্মা হইলেন তখন তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশার কথায় কেশবের কত দূর বিশ্বাস, একটী কথায় সকলে বুঝিবেন। পিটরকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "তোমার হাতে স্বর্গের চাবি ; আমরা খ্রীষ্টাননামধারী নয় বলিয়া কি তুমি আমাদের দুয়ার খুলিয়া দিবে না ?" তিনি জানিতেন ঈশার সঙ্গে সম্বন্ধ না হইলে বিধানে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা হইবে না। কেন না ঈশাকে না মানিলে সমুদায় লোককে এক করা কঠিন হইবে। সকল সাধু মহাজন সকল নরনারীকে এক করিতে হইলে ঈশা যে অবতারবাদ মানিতেন তাহাই মানা আবশ্যক, কেশব ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন।* তিনি হিন্দুগণের অবতারবাদের স্থলে ঈশার অবতারবাদ, ঈশ্বর ও মানবে, মানব ও মানবে যোগসাধনের জন্য, গ্রহণ করিলেন। হিন্দুর অবতারবাদে স্বয়ং ঈশ্বর অবতরণ করেন মানুষ আর মানুষ

* "......হিন্দুদিগের মধ্যে ভক্তপালন এবং দুষ্টদমন করিবার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের আকারে অবতার হন ; খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপখণ্ডের মতে, ঋষি খ্রীষ্ট মধ্যে ঈশ্বর পুত্ররূপে অবতীর্ণ। ... মনুষ্যই কেবল ঈশ্বরের সন্তান ; কেন না মনুষ্যের স্বভাবে ঈশ্বরের স্বভাব প্রতিবিম্বিত। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরতনয় মহর্ষি ঈশা এই তনয়ত্বমত প্রকাশ করেন। প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের তনয় এই স্বর্গীয় সত্য ঈশা আপনার রক্ত ও প্রাণ দিয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।......পুত্রকে পিতা বলিও না, জীবকে ভগবান্ বলিও না, অথবা জীবকে ভগবানের অবতারও বলিও না, কিন্তু জীবাত্মাকে ভগবানের পুত্র বল। পিতা পুত্র নহেন, ভগবান্ ভক্ত নহেন, অথচ পিতা পুত্রে ভগবান্ ভক্তে ঐক্য এবং স্বভাব ও প্রেমের অভেদ আছে, ইহা মানিলেই প্রকৃত অবতারবাদ মানা হইল। এই পিতাপুত্রের ঐক্যবাদ অবতারবাদের যথার্থ অর্থ।" —সে, নি, অবতারবাদ ; ১৩ই আষাঢ় ১৮০৩ শক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে না। ঈশার অবতারবাদে ঈশ্বর ও মানুষে একত্ব হয়, ঈশ্বর ঈশ্বর থাকেন, মানুষ মানুষ থাকে। মানুষ মানুষ থাকিয়া একত্ব হয় কিরূপে? পুত্রত্বে! ঈশ্বর পিতা, মানুষ ঈশ্বরের পুত্র, মানুষ যখন পবিত্রাত্মার প্রভাবে সকল বিরোধী ভাব পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তী হয়, তখন সে পুত্র হইয়া পিতা ঈশ্বরের সহিত এক হয়। বাইবেলে পবিত্রাত্মা হইতে ঈশার জন্ম কেন লিখিত হইল? পবিত্রাত্মার প্রভাবে আজন্ম ঈশাতে ঈশ্বরের বিরোধী ভাব ছিল না, তিনি জন্ম হইতে ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন ইহাই দেখাইবার জন্য। জলাভিষেকের পর ঈশা পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক অরণ্যানীতে নীত হইলেন, সেখানে পবিত্রাত্মার প্রভাবে পাপাসুরকে পরাভব করিলেন, ইহা আর কে না জানে? সেই পবিত্রাত্মার প্রভাবে তিনি জীবনে বিচিত্র অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পাদন করিলেন, ইহা তিনি আপনার মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। যখন যিহুদিগণ তাঁহাকে বলিল, তিনি ভূত দিয়া ভূত ছাড়াইতেছেন, তখন তিনি কি বলিলেন? পুত্রের বিরোধে অপরাধ করিলে তাহার ক্ষমা আছে, পবিত্রাত্মার বিরোধে অপরাধ করিলে তাহার ক্ষমা নাই। তিনি পবিত্রাত্মার প্রভাবে যে সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে পবিত্রাত্মার প্রভাব না দেখিয়া ভূতের ক্রিয়া বিশ্বাস করাতে যিহুদিগণের পবিত্রাত্মার বিরোধে অপরাধ করা হইয়াছে।

ঈশা পবিত্রাত্মা ও পিতাতে কোন ভেদ করিতেন না। আপনার ভিতরে পবিত্রাত্মার কার্য্যকে পিতারই কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজও, পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন, ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা অন্তরে পবিত্রাত্মার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। 'যে সকল লোক পবিত্রাত্মা কর্তৃক পরিচালিত হয় তাহারা ঈশ্বরের পুত্র' এ কথার অর্থ কি, ব্রাহ্মসমাজ তখন বুঝিতে সমর্থ হইলেন। কেবল বুঝিতে পারিলেন তাহা নহে, পুত্রত্বে ঈশ্বরের সহিত, সকল মানবজাতির সহিত যোগ হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

এখন দেখিতে হইতেছে, কেশব এই পুত্রত্বের প্রকাশ কোথায় দেখিতে পাইলেন ? তিনি ঈশাতে উহার প্রকাশ দেখিলেন। ঈশার পূর্ব্বে এবং পরে অনেক সাধু মহাজন আসিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ আপনাকে ঈশ্বরপুত্র বলিয়া জনসন্নিধানে উপস্থিত করেন নাই। হিন্দুগণেরতো কথাই নাই, যিহুদিগণের মধ্যেও 'আমি এবং পিতা এক' ঈশা ভিন্ন অপর আর কেহ এ কথা বলেন নাই, যদি বলিতেন যিহুদিগণ কখন তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইত না। 'আমি এবং পিতা এক' এ কথার অর্থ 'আমি ঈশ্বরের পুত্র' যিহুদিগণকে তিনি বুঝাইলেন, অথচ তাহাদের চৈতন্য হইল না। তিনি ক্রুশে জীবন নিহত হইতে দিয়া তাঁহার পুত্রত্ব ও পিতার সহিত একত্ব সপ্রমাণ করিলেন। ক্রুশে শোণিতদানের অর্থ নিজের ইচ্ছাকে বলি দিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হওয়া। এই অধীনতাতেই পুত্রত্ব। যখন কেশব ঈশাকে মধ্যবিন্দু (Certral figure) বলিলেন, তখন তিনি পুত্রত্বে সকলের মিলন, ইহাই ঘোষণা করিলেন। তিনি এই বিষয়টি নানাস্থানে নানাভাবে বলিয়াছেন। ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ঈশা সকলের সংযোগস্থল। আমি যে পথে যাই না কেন, অন্তে যখন আমার নিজের ইচ্ছা কিছুই থাকিবে না সমুদয় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মিলিত হইবে, তখন আমার ঈশ্বরের সঙ্গে তনয়ত্বে মিলন হইবে। এ যোগ আর হিন্দুযোগ, এক নহে। পাপী তাপী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু অসাধু, আপামরসাধারণ সকলের সঙ্গে ব্রহ্মেতে যোগ হিন্দু-যোগ ; ঈশার যোগ পিতা ও পুত্রেতে যোগ। পাপ বাসনা ছাড়িয়া যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনে প্রবৃত্ত, তাহারই কেবল এ যোগে অধিকারী। তিনি বলিয়াছিলেন, 'কে আমার মাতা, কে আমার ভ্রাতা, কে আমার ভগিনী ? যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতে কাজ করে তাহারাই আমার মাতা ভ্রাতা ভগিনী।' কেবল ঈশাকে প্রভু প্রভু বলিলেও হইবে না ; ঈশ্বরের ইচ্ছামত কাজ করিতে হইবে। সাধুতে ও অসাধুতে ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে, কিন্তু সাধুতে অসাধুতে মিলন হয় কি ? অধর্ম্ম অনীতিতে মানুষ মিলিতে পারে না। ঈশা জানিতেন, মানুষ এক হতে পারে না, যদি পুণ্যভূমিতে মিলন না হয়। সমস্ত নরনারীর একাত্মা হওয়া পুণ্যভূমি ছাড়া হইতে পারে না। সমুদয় মনুষ্যের জন্য ঈশা প্রাণ দিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্যরূপ লোক হইতে পারিতেন ; দল বল লইয়া পৃথিবীর রাজ্য স্থাপন করিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পুত্র হইয়া পিতার ইচ্ছা পালন করা। পুত্র হইয়া পিতার সঙ্গে যোগ তাঁহার জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই যোগ সকলের প্রাপ্য ; কিন্তু কেমন করিয়া হয় ? ঈশা আমার ভিতরে বাস করিতেছেন ইহা যদি না বুঝিতে পারি, তবে কখনও উহা লাভ করিতে পারি না, একত্বও সাধন হয় না। ঈশা মধ্যবর্ত্তী ইহা স্বীকার করিতেই হইবে ; কেন না পুত্রত্ব বিনা ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় না। পিতার ইচ্ছাপালনার্থ জীবনবিসর্জ্জনরূপ ঈশার শোণিত যদি আমার ভিতরে প্রবেশ করে, পরিত্রাণ পাইবই পাইব, ইহা নিশ্চয়। ঈশার সে শোণিত বিনা পাপ ধৌত হইবে কি প্রকারে, পুত্রের সঙ্গ এক হইয়া পিতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে এক হইব কি প্রকারে ? তাই বলি পুত্রকে মধ্যবর্ত্তী বলাতে কোন ক্ষতি হয় না। জ্ঞানী, ভক্ত, সাধক, যোগী সকলেরই যোগ-সিদ্ধি পুত্রত্বে। পুত্রত্ব বিনা আর কিছুতেই ঈশ্বর সহ একত্বের সম্ভাবনা নাই। যিনি জ্ঞানী তিনি অজ্ঞানতাগুলিকে পরিহার করিয়া সত্য বস্তু ধারণ করেন, সেই সত্যের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করেন, অবিদ্যাঘটিত বিষয়গুলিকে বলিদান করেন। এ সকল করিয়া কি হইল ? ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করা হইল। যাই জ্ঞানীর এইরূপে নিজ ইচ্ছা তিরোহিত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনতা উপস্থিত হইল, অমনি তাঁহার পুত্রত্ব সিদ্ধ হইল, সুতরাং ঈশার সঙ্গে এক হইয়া তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইলেন। সিদ্ধ, সাধক, ভক্ত, যোগী, সকলেই এইরূপে একত্ব লাভ করেন। দূর হইতে ব্রহ্মদর্শন, অথবা ব্রহ্মের মহত্ব দর্শন করিয়া আত্মবিস্মৃতি, ইহা কিছু অভিন্ন যোগ নহে। অভিন্ন ব্রহ্মযোগ কেবল পুত্রের সঙ্গে একাত্মা হইলে হয়, পুত্র হইলে হয়। আমাদের দেশে ধর্ম্মোপদেষ্টা যতগুলি অবতার আছেন, তাঁহাদিগকে পুত্র বলিতে পারি, কেন না তাঁহারা আপন ইচ্ছা হারাইয়া তবে ঈশ্বর সহ অভিন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সকলের একত্ব পুত্রত্বের ভূমিতে, সুতরাং ঈশা মধ্যবিন্দু (Central figure) হইলেন, এবং কেশব তাহাই বলিয়াছেন। বাস্তবিক এই পুত্রত্বে সকলেরই একত্ব। নানক, চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন ছিলেন, সুতরাং ঈশ্বরের সহিত পরস্পরের সহিত তাঁহাদিগের পুত্রত্বে একত্ব ছিল, ইহা কে আর অস্বীকার করিবে ? ফলতঃ ইহাতেই সকলের মিলন। ঈশাকে ছাড়িলে—পুত্রকে ছাড়িলে কাহারও সহিত যোগ হয় না। ঈশাই সকল মহাজনদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রধান মিলনের ভূমি। কেশব মহাজনগণের মধ্যে ঈশাকে প্রধান স্থান এই জন্যই দিয়াছেন।

যখন ঈশার সঙ্গে কেশবের যোগ হইল, তখন ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মহাজনগণও আসিলেন। চৈতন্য আসিলেন কোন্ সময়ে? বিশ্বাস এবং বিবেক লইয়া কেশবচন্দ্র প্রথমে জীবন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে যখন ভক্তির উদয় হইল, তখন খোল আনিলেন, কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, চৈতন্যের সমাগম হইল; ভক্তি স্রোতে দেশ ভাসিয়া গেল। তিনি বিশ্বাস এবং বিবেক লইয়া জীবনারম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু যাই দেখিলেন ক্রমে ক্রমে হৃদয় কঠোর হইয়া যাইতেছে, অমনি ভক্তির দিকে তাঁহার মনের টান পড়িল। যখন ভক্তি আসিল তখন আর তিনি কঠিনহৃদয় থাকিতে পারিলেন না, ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় কোমল হইতে লাগিল। এই জন্য কেশব বলিয়াছিলেন, "আমার জীবন খুব আশাপ্রদ, কারণ শুষ্কতায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে উহা সরস হইয়া গেল।" এই ভক্তি আবার যোগ না হইলে স্থায়ী হইতে পারে না; সুতরাং যোগে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল। যখন যোগে তিনি সিদ্ধকাম হইলেন, তখন তাঁহার এই দুঃখ হইল যে ভক্তি যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, যোগ তেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল না। যোগ ও ভক্তি তাঁহাতে কোথা হইতে আসিল, তৎসম্বন্ধে তিনি আপনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ছিল তাহারই অঙ্কুর হইতে যোগ হইল; যে অল্প প্রেমের ভাব জীবনে ছিল, তাহাই প্রগল্‌ভা ভক্তির আকার ধারণ করিল।" ভক্তি ও যোগ যখন তাঁহাতে উপস্থিত হইল তখন তাঁহার কি অবস্থা হইল তৎসম্বন্ধে আপনি তিনি বলিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি ছিলাম খুব কর্ম্মী, ক্রমে যোগের পাহাড়ে উঠে বাগানে বেড়াইতেছি। এখন আর বুঝিতে পারি না, আমার জীবনে যোগ অধিক কি কর্ম্ম অধিক, বিবেকের প্রভাব অধিক না মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্তিতে আনন্দ অধিক।" এই যোগ ও ভক্তি কলুটোলার গৃহে অবস্থান কালে তাঁহাতে উপস্থিত হয়। যখন তিনি যোগ ও ভক্তির উপদেশ দিতে আদেশ পান, তখন তাঁহার প্রাণ কম্পিত হয়, কিন্তু ঈশ্বর এ বিষয়ে তাঁহার সহায় হইবেন, এই আশাবচন শুনিয়া তিনি যোগভক্তির উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন। তখন কলুটোলার গৃহে কুটীরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। রন্ধনের সময় ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ স্বয়ং পাঠ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে যোগভক্তিবিষয়ক উপদেশ দিতেন। সেই সময়ে যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি সকলকেইত আনিলেন, কৃষ্ণকে আনিলেন না কেন?" তিনি বলিলেন "কৃষ্ণকে সকলে চেনে না; তাঁহাকে যেরূপ চরিত্রের লোক লোকে মনে করে, তিনি সেরূপ নহেন। এসময়ে কৃষ্ণকে আনিলে ব্রাহ্মসমাজ ডুবিবে।" * আমি আগে কোন মহাজনকে চিনিতাম না। আমার মহাজন চেনা

* "... চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন, চৈতন্য প্রেমধর্ম্মের আদি প্রচারক নহেন, তিনি প্রেমধর্ম্মের একজন প্রধান সংস্কারক। তিনি প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রেমধর্ম্ম পূর্ণ করিলেন। যখন ভারতবর্ষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের নামে অত্যন্ত ঘৃণিত ও কদর্য্য ভাব ও ব্যবহারসকল বৈষ্ণবসমাজে প্রকাশিত হইল, সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্মের ভিতরে বৈরাগ্য স্থাপন করিলেন। নরের প্রতি নারীর প্রেম এবং নারীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশবের দ্বারাই হইয়াছিল। আমি প্রথমে ঈশার বিদ্বেষী ছিলাম; তাঁহাকে কুৎসিত চরিত্রের লোক বলিয়াই জানিতাম। True Faith পাঠ করিয়া আমার পরিবর্ত্তন হইল। True Faith পড়িয়াই ঈশাকে বুঝিলাম, বাইবেল বুঝিতে পারিলাম। সুতরাং আমার ঈশাকে চেনা কেশবের মধ্য দিয়া। ঈশা দূরের কথা, গৌরাঙ্গ ইত্যাদি যাঁহারা ঘরের লোক তাঁহাদের প্রতিও আমার তত ভক্তি ছিল না। যদিও আমি ইতঃপূর্ব্বে ভাগবত পড়িয়াছিলাম, বাল্যকালে গীতা অধ্যয়নে যদিও আমার বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তথাপি কৃষ্ণরাধার প্রতি আমার ঘৃণা ছিল, কৃষ্ণের বিশুদ্ধ চরিত্রতার উপরে আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কেশবচন্দ্র কৃষ্ণের কথা বলার পরে, তবে ভাগবত দ্বিতীয় বার পড়িয়া আমি তাঁহার চরিত্রের শুদ্ধতা বুঝিয়াছি। সুতরাং এখানেও কেশবের সহায়তা কার্য্য করিয়াছে। জীবন-

---

প্রতি নরের প্রেমকে তিনি বিশুদ্ধ করিলেন। "—সে, নি, এক আধারে নরনারীপ্রকৃতি, ১৮ই আশ্বিন, ১৮০২ শক।

Chaitanya upreared his system of reformed Vaishnavism upon the already existing basis laid by Krishna many centuries back. Yet there is some difference between the two systems which is noteworthy. Krishna figured as a lover in the sphere of religion and was often in the midst of female devotees who were fond of him. Chaitanya on the contrary, kept himself and his disciples clear of female company and influence. Krishna preached the religion of the world, of the politician and warrior; while Chaitanya inculcated and practised asceticism and went about as a missionary Vairagi.—'The Indian Mirror, January 28, 1877."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খেদে তিনি বলিয়াছেন, "খ্রীষ্টান হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত হইতেছে, কৃষ্ণে খ্রীষ্টে মিলন হইতেছে।" তিনি যে বলিয়াছেন, "প্রথমে ইচ্ছা জন্মে নাই, নববিধানের সমস্ত একত্র গাঁথিব, পরে দেখি প্রকৃতির মধ্যে কে তাহাই করিতেছেন। কে জানিত ঈশাকে মানা উচিত? যখন দেখিলাম শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর না করিলে আমার চলিতেছে না, তখনই নবদ্বীপে গেলাম; নবদ্বীপ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে আনিয়া হৃদয়ে বসাইলাম। বুদ্ধের আবশ্যক হইল, অমনই বৃক্ষতল হইতে বুদ্ধকে প্রাণের মধ্যে আনিলাম। কে জানিত তিন জনকে একত্র আনিতে হইবে? কে জানিত, ভগবান্ এইরূপে এক এক করিয়া আনিয়া ভক্তমণ্ডলী রচনা করিবেন?" এস্থলেও ঈশার সহিত তাঁহার বিরোধ নাই, তাঁহারই ভাবে পরিচালিত হইয়া তিনি পূর্ণতার দিকে গমন করিয়াছেন, কেন না তিনি আপনি বলিয়াছেন, "স্বদেশে মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য ঈশ্বর যে নববিধান দিয়াছেন, ইহার অর্থ কেবল পূর্ণতা। এই পূর্ণতা মনের মধ্যে ছিল। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও। বহুদিন হইতে স্বর্ণাক্ষরে এই উপদেশ মনে লেখা ছিল। মনে হইত, খণ্ড খণ্ড ভাব লইয়া থাকিব না।"

সকলে বলিবেন, কেশব যদি সকলের সঙ্গে একত্বলাভের ভূমি ঈশাকে বলিয়া থাকেন, তবে ঈশাকেই তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা করিলেন; অন্যান্য সাধুগণকে তিনি নিম্ন স্থান দিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে বাস্তবিক কি মনে করিতেন, প্রেরিতবর্গের জন্য তিনি যে চারিটি ব্রতের ব্যবস্থা করেন, তন্মধ্যে 'উদারতাব্রত' তাহা প্রদর্শন করিবে:—"......ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভাব ত্যাগ কর। এই ঘরে ঈশা, মূষা, শাক্য, গৌরাঙ্গের সম্মান বাড়িল, এই যেন দেখা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদার হইয়া উদার ধর্ম্ম পরিপোষণ কর; উদার ধর্ম্মেতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর। প্রেরিতগণ, কোন সত্য ছাড়িও না। এই উদ্দেশ্যে এক এক বিষয়ের বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য বলা যাইতেছে। সকল দেবদেবীর ভাব সুরক্ষিত হইবে বিশেষ বিশেষ রক্ষকের দ্বারা। এক এক মুনির হাতে এক একটি রত্ন অর্পণ কর; এক এক ধর্ম্মরাজ্য এক এক দেবকুমারের হস্তে ন্যস্ত কর। এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক এক জন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হইল। এক এক জন এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভার-গ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে আমাদের বড়ীতে সমস্ত দেবদেবীর আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ। এক এক প্রেরিত দ্বারা এক একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণ ধর্ম্ম প্রকাশিত।" এই ব্রতটি যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখনই স্বর্গগত কালীশঙ্কর দাস "গৌতম ও গৌরাঙ্গ" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহার এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে, তিনি আপনার জীবনের মূলে গৌতম ও গৌরাঙ্গকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের সহিত একতা সাধন করিয়া অন্য সাধু মহাজন-গণের সঙ্গে ঈশ্বরেতে এক হইবেন। ফলতঃ কেশব যেমন ঈশাকে আপনার জীবনের মূলে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের ভিতরে সকলেই নিজ নিজ জীবনের মূলে যাঁহার যে মহাজনের সহিত ভাবের একতা আছে, তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পুত্রত্বে ঈশ্বর ও অন্যান্য সাধুজন সহ একত্ব লাভ করিবেন, উদারতা ব্রতের ইহাই উদ্দেশ্য। আমাদের ধর্ম্ম অনন্ত উন্নতির ধর্ম্ম; কোথাও আবদ্ধ হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে মৃত্যু। কেশব এজন্যই এক ঈশাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, ঈশার পুত্রত্বে সকল সাধু মহাজন-গণকে বাঁধিলেন। এরূপে বাঁধিয়া তিনি কি সেই সেই সাধু মহাজন-গণের বিশেষ বিশেষ ভাবগুলিকে বিলোপ করিয়া ফেলিলেন? না। সে সকল ভাব পুত্রোচিত বলিয়া পুত্রত্বমধ্যে সেগুলির সন্নিবেশ করিয়া লইলেন। উদারতার ব্রত প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি এই সত্য-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন :—সকলেই নিজ নিজ ভাবানুসারে—চিত্তের গতি অনুসারে জীবন আরম্ভ করিবেন, কিন্তু তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না ; সেই সকল ভাবমধ্যে পুত্রত্ব আছে দেখিয়া পুত্রত্বে ঈশ্বরের সহিত এক হইবেন। পুত্রত্বে এক হইলেই ঈশার সহিতও এক হওয়া হইল। কেশব আপনার জীবনে ঈশাতে অর্থাৎ পুত্রত্বে সকল সাধু মহাজনগণকে এবং তাঁহাদের অনুগামি-গণকে এক করিয়াছিলেন,সুতরাং এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ন্যায় এক অদ্বিতীয় মানব তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক এক জন সাধুর ভাবে ভাবান্বিত তাঁহার বন্ধুগণ যখন অপর সকল সাধুকে আত্মস্থ করিবেন, তখন কেশবের সহিত এক হইবেন, এই ভাবে কেশব আপনাকে মধ্যবিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, * কেন না এ ভাব তাঁহারই বিশেষ ভাব। "আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেব-দেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ। এক এক প্রেরিত দ্বারা এক একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণ ধর্ম্ম প্রকাশিত।'—এ কথায় কেশব নিরহ-ঙ্কার ও ব্যক্তিত্বের অভিমানের বিলোপই স্থাপন করিয়াছেন, কেন

* 'তোমরা আমাতে, আমি তোমাদিগেতে' 'সকলে আমাতে আমি সকলেতে' এই খ্রীষ্ট ও হিন্দুযোগের মিলন এখানে সাধকমাত্রে প্রত্যক্ষ করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না এক দেহের অঙ্গ হইলে আর স্বাতন্ত্র্যের অভিমান থাকিতে পারে না, স্বাতন্ত্র্যে আপনার মৃত্যুই প্রত্যক্ষ হয়। কেশব আপনাকে এবং বন্ধুবর্গকে সাধু মহাজনগণের প্রতিনিধি করিয়া কি তাঁহাদিগের অবমাননা করিলেন না, তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন না? এটি যোগের অদ্বৈত ভাব, ইহাতে তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল না, পৃথিবীতে তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য স্থাপন করা হইল। হউক, এখানে তো কেশবের বিশেষ ভাবই প্রতিষ্ঠিত হইল; ঈশাতে সকলের মিলন সিদ্ধ হইল কোথায়? কেশবচন্দ্র তবে ঈশাকে দূর করিয়া দিয়া সেখানে আপনাকে বসাইলেন? না, তিনি ঈশাকে বিদায় করিয়া দেন নাই, এক পিতা এক ভাই তিনি এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হাঁ, খ্রীষ্ট এরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ হইল, হিন্দুযোগের বিলোপ হইল। না, তাহাও হয় নাই। সাধুতে যেমন অসাধুতে তেমনি ব্রহ্মদর্শন হিন্দুযোগ, খ্রীষ্টধর্ম্মে কেবল সাধুতে ব্রহ্মদর্শন। কেশব হিন্দু ও খ্রীষ্ট যোগের বিরোধ এক পুত্রত্বেই বিলোপ করিয়াছেন। কেশব বলিলেন, সাধু অসাধু সকলেতে ব্রহ্ম আছেন ইহা যেমন সত্য, তেমনি সাধু অসাধুতে পুত্র আছেন, ইহাও সত্য। সাধুতে পুত্র প্রকাশিত, অসাধুতে পুত্র প্রচ্ছন্ন। সাধু অসাধু উভয়েই ঈশ্বরের তনয়, সুতরাং আমরা বলিতে পারি প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিত পুত্রত্বে তিনি হিন্দু ও খ্রীষ্ট উভয় যোগকে এক করিলেন। এখন সকলে দেখুন কেশব কেমন খ্রীষ্টের ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। খ্রীষ্টের নিকটে এখন কেবল কেশবের নহে, সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের ঋণ। আমরা যদি এ ঋণ স্বীকার না করি তবে কেশবের প্রতি অত্যাচার করা হয়, ধর্ম্মের প্রতিও অন্যায়াচরণ করা হয়। আমরাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশার কাছে ঋণী। আমি নিজের কথা বলি, আমি হয়ত ঈশাকে না পাইলে কঠোরহৃদয় হইয়া থাকিতাম। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিতাম যদি কেশব আমার সহায় না হইতেন। 'আমি পিতাতে পিতা আমাতে, তোমরা আমাতে আমি তোমাদিগেতে' খ্রীষ্টের এই যোগমন্ত্রের সঙ্গে যখন 'আমরা সকলে ঈশ্বরেতে, ঈশ্বর আমাদিগের সকলেতে' 'সকলে আমাতে,আমি সকলেতে' এই মন্ত্র সংযুক্ত হইল, তখন খ্রীষ্ট ও হিন্দু যোগের একত্বে নববিধানের নবযোগ পূর্ণাকার ধারণ করিল। * এই যোগমন্ত্রে যে আমি শব্দ আছে উহা পুত্রের অর্থে, সুতরাং জীবের পুত্রত্বে হিন্দু ও খ্রীষ্ট যোগের একত্ব সাধিত হইল। তিনি এজন্য বারংবার বলিয়াছেন পুত্রত্বের ভূমিতে না মিলিলে আমরা মিলিতে পারিব না। তাঁহার সে অনুরোধ আমাদের রক্ষা করা উচিত। যদি আমরা ঈশ্বরের কৃপায় এবার মিলিত হইয়াছি, তবে সকলের ভিন্ন ভিন্ন ভাব পুত্রত্বে এক করিয়া এক এক জীবনে যেন সকলের ভাব দেখাইতে পারি। যদি এ কার্য্যে আমরা উদাসীন থাকি,আলস্য প্রকাশ করি, আমাদের ঘোর কলঙ্ক হইবে, আমাদের ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে। অতএব যখন সকলে মিলিয়াছি, তখন যাঁহাতে যে ভাব আছে সেই ভাবের পরিণতি পুত্রত্বে সমস্ত সাধুগণের সহিত মিলিত হইয়া, ঈশ্বরে স্থিতি করিয়া আমরা যেন জীবন সার্থক করি, জীবনের পূর্ণতা সাধন করি।

---

* প্রতিদিনের উপাসনামধ্যে এ সম্বন্ধের সাধন আছে, আমরা ইহা অন্যত্র দেখাইয়াছি। আরাধনা, ধ্যান ও সাধারণ প্রার্থনামধ্যে প্রধানতঃ হিন্দুযোগ ; স্তোত্র, প্রবচনপাঠ ও বিশেষ প্রার্থনামধ্যে খ্রীষ্টযোগ সহ হিন্দুযোগের মিলন সাধিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশবচন্দ্র অগ্রজন্মা। *

হে সারাৎসার পরম সত্য, তুমি আসিয়া আমাদের হৃদয় মন আচ্ছাদিত কর। সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যের জন্য লজ্জা-ভয়-পরিত্যাগ, সত্যের জন্য প্রাণদান ভিন্ন তুমি কাহাকেও দেখা দেও না। তোমার নিকট এই জন্য ভিক্ষা করি, তুমি আমাদের লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা, ভীরুতা, সমুদায় অপসারিত কর। তুমি আসিয়া সকলকে তোমার দ্বারা এমনই উদ্দীপিত কর যে কাহারও মন অণুমাত্র ভীত ও কুণ্ঠিত না হয়। হে সত্য, সত্যপ্রকাশ করিতে যেন কোন কারণে ভীত না হই। ভয়ে ভয়ে জীবনযাপ-নাপেক্ষা জীবনের ক্লেশযন্ত্রণা বল আর কি হইতে পারে? সে দুঃখ তুমি স্বয়ং অপসারিত কর। তোমার নিজের গৌরব এবং যাহা সত্য তাহা প্রকাশ করিতে যেন কখন কুণ্ঠিত না হই, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

কেশবের জন্মদিনে বৎসরান্তে কিছু বলা এক প্রকার নিয়ম হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে যাহা বলা যায়, তাহা সমুদায় বৎসরের আন্দোলনের ফল। ইতঃপূর্ব্বে এখানে পঠিত 'Keshub—the Reconciler of pure Hinduism and pure Christianity' বিষয়টির চরমাংশের বিবৃতি এই বক্তৃতা। একটি বিষয় বহুবর্ষ যাবৎ কথঞ্চিৎ অপ্রকাশ্যে ছিল, আজ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিব মনে করিয়াছি। যাহা বলিব, এমন হইতে পারে যে তজ্জন্য অব্যবহিত ভাবী বংশীয়গণমধ্যে অনেকের আমি বিরাগভাজন হইব।

* দ্বাষষ্ঠিতম জন্মোৎসবোপলক্ষে উপাধ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতার সার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, আমাদের নিজের লোকমধ্যেও অনেকে আমায় গোঁড়া বলিয়া মনে করেন, এবং অন্য সকল অপেক্ষা সেই গোঁড়ামী হইতে মণ্ডলীর অনেক অনিষ্ট হইতেছে, এ কথা বলিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। আমার প্রতি কে কি বলিতেছেন, কোন্ অপযশ আমার প্রতি কে আরোপ করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া আমি কুণ্ঠিত নই। গোঁড়াম বা এ ব্যক্তি মণ্ডলীর ঘোর অনিষ্টকারী, এ দোষারোপ কেহ করিবেন বলিয়া সত্য বলিতে কেন ভয় করিব? সত্য বলিব, ফলাফল কি হইবে, তাহা জানি না। সত্য বলিতে লজ্জা কি? যদি সত্যবিরোধী কোন কথা আমি বলি তজ্জন্য মস্তক অবনত করিব। আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে বিজ্ঞান ও দর্শন আমার সহায়। বিজ্ঞান ও দর্শন আমার সহায়, এই সাহসেই আমি অদ্যকার বক্তব্য বিষয় বলিতে অগ্রসর।

আমি এ কথা অনেক বার বলিয়াছি, আমার জন্ম সংশয়বাদিগণের মধ্যে। যখন আমি প্রচারকজীবন গ্রহণ করি, তখনও ইহাদের সঙ্গ আমি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। প্রচারে প্রথম বাহির হইয়াই লুইসকৃত গ্রন্থ সহ আমার পরিচয় হয়। তাঁহার গ্রন্থগুলি পড়িয়া আমার বিশ্বাস কোথায় আন্দোলিত হইবে, না আরও দৃঢ়মূল হইল, এজন্য আমি তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহার একখানি গ্রন্থের একটী কথা আমার জীবনের উপরে এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, সেই এক কথায় আমি চির জীবনের জন্য বিজ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়াছি। কথাটী এই :—"প্রকৃতিমধ্যে বিরোধ নাই। একটী অবিচাল্য ঘটনা, আর কুড়িটী অবিচাল্য ঘটনা দ্বারা নিরাকৃত করিতে হইবে না; নিরাকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইবে না, কিন্তু যদি সম্ভবপর হয়, সেটীকে সেগুলির সঙ্গে কোন একটী সাধারণ ঘটনাধীনে এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা হইবে *।" একথা তিনি বলিলেন কোন্ উপলক্ষে? তিনি লিখিয়াছিলেন, আমাদের নাসিকাপুটস্থ সূক্ষ্ম রোমরাজি বাহিরের ধূলি প্রভৃতিকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। ধূলি প্রভৃতি প্রবেশ করিতে গেলেই উহারা সে গুলির অভিমুখীন হইয়া তাহাদের ভিতরের দিকে প্রবেশের গতি অবরোধ করে। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি কয়লার খনিতে,মিলে, লোহার কারখানায় কাজ করে, তাহারা কিরূপে বাঁচিত? † এই

* "In Nature there is no contradiction. One positive fact is not to be set aside by twenty other positive facts; not to be set aside, but if possible to be ranged with them under some more general fact."—STUDIES IN ANIMAL LIFE, BY G. H. LEWES.

† "It is an interesting fact, that while the direction in which the cilia propel fluids and particles is generally towards the interior of the organism, it is sometimes reversed; and instead of beating the particles inwards, the cilia energetically beat them back, if they attempt to enter. Fatal results would ensue if this were not so. Our air-passages would no longer protect the lungs from particles of sand, coal-dust, and filings, flying about the atmosphere; on the contrary, the lashing hairs which cover the surface of these passages would catch up every particle, and drive it onward into the lungs. Fortunately for us the direction of the cilia is reversed and they act as vigilant janitors, driving back all vagrant particles with a stern—'No admittance—*even* on business!' In vain does the whirlwind dash a column of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথার প্রতিবাদ করিয়া কেহ লিখিয়াছিলেন,সূক্ষ্ম রোমরাজির গতি যদি ভিতরের দিকে না গিয়া এইরূপে বাহিরের দিকে ফিরিত, তাহা হইলে কয়লার খনি প্রভৃতিতে যাহারা কাজ করে তাহাদের কখন ক্ষয়রোগে মৃত্যু ঘটিত না; মৃত্যুর অন্তে দেহচ্ছেদে তাহাদের ফুস্ফুস হইতে কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি পাওয়া যাইত না। এই প্রতিবাদের প্রতিবাদজন্য লুইস এই পর্য্যবেক্ষণটির উল্লেখ করেন;—একটি খরগোশের মুখ একটি সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণে আবৃত করিয়া তন্মধ্যে সূক্ষ্ম কয়লার গুঁড়া স্থাপিত করা হয়। সেই খরগোশটি যখনই নিঃশ্বাস ফেলিত, তখনই সেগুলি চর্ম্মাবরণের মধ্যে চারি দিকে উড়িত। কয়েক মাস পরে ঐ খরগোশটির দেহচ্ছেদ করিয়া দেখা হয়, তাহার ফুস্ফুসে কিছুমাত্র কয়লার গুঁড়া প্রবেশ করে নাই। তিনি এই পর্য্যবেক্ষণটির বলে এই নির্দ্ধারণ করেন যে, সহস্র সহস্র লোক কয়লার খনি প্রভৃতিতে কার্য্য করে, তাহাদের মধ্যে অত্যল্পসংখ্যকের ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়। ইহাতে এই সপ্রমাণ হয় যে, যে সকল লোকের কারণান্তরে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদেরই সূক্ষ্ম রোমরাজির ধূলি প্রভৃতি প্রতিরোধে সামর্থ্য চলিয়া গিয়াছিল, অন্যথা কয়লার খনি প্রভৃতিতে কার্য্যকারী প্রতিব্যক্তিরই ক্ষয়রোগে মৃত্যু হইত।

---

dust in our faces—in vain does the air darkened with coal-dust, impetuously rush up the nostrils: the air is allowed to pass on, but the dust is inexorably driven back. Were it not so, how coal-miners, millers, iron-workers, and all the modern Subal Cains contrive to live in their loaded atmosphere? In a week their lungs would be choked up."—STUDIES IN ANIMAL LIFE, BY G. H. LEWES.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটী অবিচাল্য ঘটনাকে যদি বিংশতিটী ঘটনা দ্বারা নিরাকৃত করা বিজ্ঞানসঙ্গত না হয়; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞানগোচর হইলেও অবিচাল্য ঘটনাযোগে প্রমাণিত না হইলে উহা যদি প্রমাণ বলিয়া গৃহীত না হয়, * তাহা হইলে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে, ধর্ম্মরাজ্যে কেশবচন্দ্রের জীবন একটী অবিচাল্য ঘটনা কি না? একালে ক্রমবিকাশের (Evolution) মত বিজ্ঞান ও দর্শনে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইহাকে কেহ অপ্রমাণ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না। ক্রমবিকাশ এখন প্রমাণমধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ ক্রমবিকাশ কি? ইহা প্রাচীন ঐতিহ্য প্রমাণের † বিস্তৃতনিয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐতিহ্য প্রমাণকে প্রত্যক্ষ- ও অনুমান-মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়া উহার স্বতন্ত্রত্ব সেকালে অনেকে স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু প্রাচীন বেদাদি অবলম্বন করিয়া কোন একটি বিষয় স্থাপন করিবার যত্নমধ্যে উহার প্রাধান্য যে বিলক্ষণ ছিল সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। ইতিহাসে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহার একটীকেও আমরা

---

* "The profoundest minds know best that Nature's ways are not all times their ways, and that the brightest flashes in the world of thought are incomplete until they have been proved to have their counterparts in the world of fact. Thus the vocation of the true experimentalist may be defined as the continued exercise of spiritual insight, and its incessant correction and realisation. His experiments constitute a body, of which his purified intuitions are, as it were, the soul."—SCOPE AND LIMIT OF SCIENTIFIC MATERIALISM, BY J. TYNDALL

† প্রাচীন ঐতিহ্যপ্রমাণের যে লক্ষণ আছে, সে লক্ষণ ভুল হইলেও লক্ষণশোধনে অধিকার আছে জানিয়া আমরা উহাএস্থলে গ্রহণ করিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রাহ্য করিতে পারি না। এ ইতিহাস কেবল মানবজীবনের ইতিহাস নহে, সমগ্র পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ উদ্ভিদ-প্রাণী- প্রভৃতি সকলেরই ইতিহাস ঐতিহ্য প্রমাণ বা ক্রমবিকাশের অন্তর্ভূত। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসমধ্যে কেশবচন্দ্রের জীবন যখন একটী বিশেষ ঘটনা, তখন উহা অধ্যয়ন করিতে আমরা বাধ্য, কখন আমরা উহাকে অবহেলা করিতে বা উড়াইয়া দিতে পারি না। কেশবজীবন এখন ইতিহাসের বিষয়। উহা পাঠ করিতে গেলে তাঁহার কথা ও কার্য্যগুলি যথাযথ আলোচনা করা প্রয়োজন। কি জানি বা সেগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এমন কথায় বিশ্বাস করিতে হয় যাহাতে দশ জনের নিকট নিন্দাভাজন হইতে হয় বা তাঁহাকে নিন্দাভাজন করা হয়, এ ভয়ে আমরা তাহার আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না। যখন ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, আর রূপান্তর হইতে পারে না, তখন সত্যালোকে উহাকে অধ্যয়ন করিতেই হইবে। ইহাতে নিন্দা আসুক, অযশ আসুক, অবমাননা আসুক, ভাবী বংশীয়গণের নিকটে অপদস্থ হইতে হউক, ক্ষতি নাই। সত্যই আপনি সকল ক্ষতি পূরণ করিবেন।

কেশবের জীবন অধ্যয়ন করিতে গিয়া তিনি ঘোর অহঙ্কারী এইটিই সর্ব্বপ্রথমে চক্ষে পড়ে। কেশব এক জন বড় লোক। বড় লোকের জীবন যত চরম ভাগে উপস্থিত হয়, ততই তাঁহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইতে থাকে ; পরিশেষে উহা উন্মত্ততাতে পর্য্যবসন্ন হয়। ঈশা এবং অন্যান্য সকল বড় লোকেরই জীবনের চরমভাগে এই দশা ঘটিয়াছিল। রেনান প্রভৃতি এই মত প্রচার করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্তও অনেকে এই মতের পক্ষপাতী। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলরের নিকটে আমি ঋণী, তাঁহার প্রতি আমি অকৃতজ্ঞ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারি না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, তিনিও এই মতের বাগুরায় পড়িয়া কেশবচন্দ্রকে শেষ সময়ে মস্তিষ্কের বিকার-গ্রস্ত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন *। আজ যদি তিনি কেশব-চন্দ্রের এই কথাগুলি পড়িতেন না জানি তিনি আরও কি বলিতেন ? "স্বর্গেতে তুমি এক জন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম, আমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ সমুদায় হইল। যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড। গোড়ার কথা বলিতেছি ভগবান্, নববিধানের প্রথম অক্ষর ওঁকার।......আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি, আমি আসিলাম অঙ্গ লইয়া, আমাকে ছাড়ুক শুকাইবে।......হে ঈশ্বর, ইঁহারা আমার যোগেতে আশ্রিত, এঁদের বসিবার পাহাড় আমি, যোগ করিবার গহ্বর আমি। দয়াল হরি, নববিধান একটা। এঁরাও যা আমিও তা, আমিও যা, এঁরাও তা। আমি আর এঁরা একটা।......আমার

* "The most objectionable doctrine put forward by the liberal reformer of Hinduism was, no doubt, the *Adesh*, the claim of being directed by an inward voice which admitted no gainsaying.........It is the old story over again. Nothing is so difficult for a reformer, particularly a religious reformer, as not to allow the incense offered by his followers to darken his mental vision and not to mistake the Divine accents of truth for a voice wafted from the clouds. In this respect, no doubt, Keshub Chunder Sen has shared in the weakness of older prophets; but let us not forget that he possesses also a large share of their strength and virtue."
—CORRESPONDENCE IN 'TIMES' OF G. MAX MULLER.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরে বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে যান আমি যাই। এঁরা এক শরীরের অঙ্গ। যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন।......এই ঘরে তুমি দয়া করিয়া নববিধানের লক্ষণ বিবৃত কর, আমরা সেইগুলি চরিত্রের সঙ্গে মিশাইয়া লই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আরও স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন :—"এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে। সমুদায় মনুষ্যসমাজ এক। নব দুর্গার সন্তান নব মানুষ। শত শত হস্ত, শত শত কর্ণ, শত শত নাসিকা, শত শত চক্ষু, এই প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি।" (১৯ নবেম্বর, ১৮৮২)। কি ঘোর অহঙ্কারের কথা! আজ ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ বলিতে সাহস! একথা শুনিতেও গা কাঁপে! ইনি কি না বলেন আমি স্বর্গে অখণ্ড ছিলাম; আমার শত শত বাহু, শত শত কর্ণ, শত শত চক্ষু, আমি নবদুর্গার নব সন্তান। এ যে অখণ্ড বিরাট্ পুরুষের বর্ণনা। এতদপেক্ষা আরও সাহসিকতার কথা সকলে শুনুন :—"প্রাণনাথ, যার কাছে তোমাকে ডাকিতে শিখিয়াছি, যাঁর দ্বারা তোমাকে চিনেছি তাঁকে চিনে রাখুক মন। সে যে হউক না কেন, সে যে অমৃত খাইয়েছে, সে যে সোণার রাজ্য চিনিয়েছে, তাকে চিনিতে পারে যেন ভক্তেরা এই ভিক্ষাটুকু বৃদ্ধ বয়সে চাই। উপদেষ্টা বলিবার দরকার নাই, সেবা করিবার দরকার নাই, কেবল এই কথাটী যেন বন্ধুদের মনে থাকে, একটা আসন করে এক জনের কাছে শিখেছি, যাহা মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম শান্তি সংসারে নব সুখের মূলে। সে আমাদের প্রিয়। এ সকলের মূলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক জনের ইসারা। যার হাসির রহস্য এক জনের কাছে আগে আমদানি হয়েছিল, এখন সব জায়গায় আমদানি হয়েছে।” (১৫ মার্চ্চ, ১৮৮৩)। এ কি ঘোরতর গুরুবাদ নহে? হাঁ গুরুবাদ বটে, কিন্তু এ গুরুবাদ অন্য প্রকারের। ‘এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়, এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া।’ গুরু হলেন ইনি কোন্ ভাবে? ‘এক শরীরের সকলে অঙ্গ’ এই ভাবে। (২০ নবেম্বর, ১৮৮২)। ইনি সেই গুরু যিনি বলেন, “আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না, যদি না পবিত্র আত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার।” (২১ নবেম্বর, ১৮৮২)

কেশবচন্দ্র অতি নির্ভীক ছিলেন। তিনি যাহা সত্য জানিতেন তাহা বলিতে কোন কালে ভয় করিতেন না। তাঁহার মস্তকের কেশ হইতে পাদপর্য্যন্ত সত্যের তেজে পূর্ণ ছিল। তিনি তাঁহার এই সত্যপরতার বিষয় আপনি প্রকাশ্যে বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি যদি আপনাকে Prophet বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে তাহা স্বয়ংই বলিতেন। তিনি আপনাকে Prophet বলেন নাই, কিন্তু ভাই প্রতাপচন্দ্র তাঁহাকে ‘Prophet of harmony’ আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন *। যেমন Religion of harmony, God of hamony বলা হইয়া থাকে, তেমনি Prophet of harmony বলা কিছু অসঙ্গত মনে হয় না, তবে

* "How many of the great, good, wise, holy, I see! Among them all Keshub, my friend, my guide, my master. Thou prophet of harmony and unity universal, thy glorious countenance draws me as thy own. Oh, forgive all, and accept me! I will daily frequent the courts of heaven."—HEART-BEATS, P. 82

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশবচন্দ্র আপনি যখন আপনাকে prophet বলেন নাই অথচ বন্ধুগণকে এক শরীরের অঙ্গ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার আপনাকে prophet না বলার গভীর অর্থ আছে। যিনি prophet তিনি আপনি একা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হন, আর সকলের ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ কোন সংস্রব থাকে না, prophet তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরের স্থলবর্ত্তী। বন্ধুগণের সহিত কেশব চন্দ্রের এরূপ সম্বন্ধ নহে। ইহাদের সহিত তাঁহার অখণ্ডভাব, ইহারা তাঁহার হস্ত পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, এক আলোকে আলোকিত। যদি ইহারা তাঁহার অঙ্গ হইলেন, এক আলোকে আলোকিত হইলেন, তবে তিনি আপনি কি, ইহাই নির্দ্ধারণ করা অদ্যকার বক্তৃতার উদ্দেশ্য।

'কেশবচন্দ্র অগ্রজন্মা' অদ্যকার বক্তৃতার বিষয়। 'অগ্রজন্মা' এ শব্দের অর্থ ব্রহ্মা বা বেদপ্রবক্তা। এই অর্থে আমি 'অগ্রজন্মা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। 'অগ্রজন্মা' শব্দে ব্রাহ্মণও বুঝায়। ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ; 'ব্রহ্মচারী জনয়তি বেদম্' ব্রহ্মচারী বেদ উৎপাদন করেন, এ ভাবে ব্রাহ্মণের বেদপ্রবক্তৃত্ব সিদ্ধ পাইলে তাদৃশ অর্থে এখানে 'অগ্রজন্মা' শব্দ গ্রহণ করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। কেশবের বন্ধুগণ যদি তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ হইলেন, তবে তিনি আপনি রসনা বা মুখ। কেশবচন্দ্রের বেদপ্রবক্তৃত্ব তাঁহার বন্ধুগণনিরপেক্ষ নহে, এজন্য তিনি তাঁহাদের সহিত আপনাকে এক শরীরের অঙ্গ বলিয়াছেন, এবং আপনাকে লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 'একটি অঙ্গের সম্মাননা করিও না কিন্তু সমুদায় দেহের সম্মাননা কর' (Honor not a limb but the whole body.)। বন্ধুগণ সহ তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইতেন, তখন তাঁহাতে সত্য অবতরণ করিত, এবং সেই সত্য যুগপৎ সকলের হৃদয়ে প্রতিভাত ও গৃহীত হইত। এ দেশের আগমশাস্ত্রে সত্যাবতরণের এইরূপ প্রণালীই নিবদ্ধ আছে। 'আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজাননে। মগ্নশ্চ হৃদয়াম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে।" ঈশ্বর হইতে ভক্তে সত্য অবতরণ করিল, সহসাধকগণের হৃদয়ে তাহা মুদ্রিত হইল, ইহাই এ মতে সত্যাগমের প্রণালী। 'মগ্নশ্চ হৃদয়াম্ভোজে' 'এস্থলে আগমান্তরে 'মতং শ্রীবাসুদেবস্য' এই পাঠ আছে, তাহাতে অপরের হৃদয়স্থ পরমাত্মা বা পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক অবতীর্ণ সত্যের অনুমোদন বুঝাইতেছে। এ দুই কথাই সত্য। যুগপৎ সত্য হৃদয়ে প্রতিভাত ও গৃহীত হওয়ার অর্থ ইহাই। আমরা যখন তাঁহার সহিত এক হইয়া ঈশ্বরসন্নিধানে উপনীত হই, তখন সত্য অবতরণ করে, এইটি প্রকাশ করিবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের আসন শূন্য রহিয়াছে। যখন সাধু অঘোর নাথ স্বর্গগত হন, তখন তাঁহার সহিত আমরা সকলে স্বর্গগত হইয়াছি, এখানে আর আমরা নাই, কেশবচন্দ্র এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। এ মতের অর্থ— উপাসনা, কার্য্য ও সৎপ্রসঙ্গসময়ে সকলে মিলিয়া ঈশ্বরেতে স্থিতি। অনেকের ধারণা এই, বেদীসম্পর্কীয় নির্দ্ধারণ আমাদের মণ্ডলীর উচ্ছেদের মূল। বেদীসম্পর্কীয় নির্দ্ধারণের মূলে কি আছে তৎপ্রতি যাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহাদেরই এইরূপ ধারণা। আজ যদি বেদী সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়, তথাপি আমি কুণ্ঠিত নই; কেন না আমরা যখন উপাসনা করি, ভগবানে নিবিষ্ট থাকি, তখন আমরা কেশবের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া ভগবানের উপাসনা করি ও তাঁহাতে নিবিষ্ট থাকি। যদি এরূপে কেশব সহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগযুক্ত না হই,তাহা হইলে মণ্ডলীর সহিত যোগ হয় না, বিচ্ছিন্ন সাধকের যে দুর্গতি সেই দুর্গতির আমরা অধীন হই। উপাসনা-কালে হৃদয়ের ভিন্নতা দূর হয়, সত্যাবতারণার সুসময় হয়। এ সময়ে পূর্ব্বসংস্কার বিলুপ্ত, মন সর্ব্বথা পরিষ্কৃত, বুদ্ধি বিষয়ান্তরে অনাবিষ্ট, সুতরাং সত্যাবতারণার অবসর উপস্থিত। হৃদয় নির্ম্মল না হইলে সত্য অবতরণ করেন না, সত্যের আবিষ্কার হয় না, এ কথা টিণ্ডাল প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্‌গণও বলেন। পূর্ব্বমতাদির সংস্কার হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া মনকে সাদা কাগজের মত করিলে নূতন সত্যের স্বতঃ সমাগম হয়, এ কথা বলিয়া তাঁহারা যোগের অনুকূল কথাই বলিয়াছেন। কেশব আমাদের সঙ্গে যখন উপাসনা করিতেন, সৎপ্রসঙ্গ করিতেন, তখন সত্য প্রকাশিত হইত, এজন্য তিনি একলা এক জন লোককে প্রায় কিছু বলেন নাই, সকলে একত্র হইলে তবে বলিতেন। তিনি টাউনহল প্রভৃতি স্থানে যাহা বলিতেন, সে সকল অগ্রে এই প্রণালীতে তাঁহাতে অবতরণ করিত, বক্তৃতাকালে সেই গুলি যথাযথ একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া সমগ্র বৎসরের সাধনের ফল প্রদর্শন করিত।

কেশবচন্দ্র আপনাকে কখন একা মনে করিতেন না। একাকী জীবনধারণ করা তাঁহার প্রকৃতিসঙ্গত ছিল না। যদি কেবল তাঁহাকে সম্মান করিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গের সামান্য এক জনকেও কেহ তুচ্ছ করিতেন, তাহা হইলে তিনি মনে করিতেন, তাঁহাকেই তুচ্ছ করা হইল, তাঁহাকে গ্রহণ করা হইল না। তাঁহার এই ভাব ছিল বলিয়াই তিনি ঈশ্বরকে বলিয়াছেন 'যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড।' তাঁহার এ ভাব বিজ্ঞান-ও দর্শন সঙ্গত। একালে বিজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও দর্শন মানবের এই একত্বেরই পক্ষপাতী *। যাঁহারা এই বিজ্ঞান ও দর্শন সঙ্গত সত্যটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেশবচন্দ্রকে অহঙ্কারী বলিয়া নিন্দা করিবেন, তাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শনে অনভিজ্ঞ। বিজ্ঞান ও দর্শন যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করে, কেশবচন্দ্রের তাহা জীবনসিদ্ধব্যাপার ছিল এবং আমরাও তাহা জীবনে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, আমরা যখন বন্ধুগণ সহ মিলিত হইয়া উপাসনা বা প্রসঙ্গ করি, তখন নূতন নূতন সত্য হৃদয়ে প্রকাশ পায়, সংশয় অন্ধকার সহজে ঘুচিয়া যায়। আজ বহু বর্ষ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের যে ধারণা হইয়াছে, তাহা আর বিচলিত হইবার

"* Is not the doctrine I and my brother are one, new ?" কেশব চন্দ্র একথা বলিয়া ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সকল সাধককেই ভ্রাতৃসম্বন্ধে 'আমি ও তুমি এক' এইরূপ সাধন করিতে হইবে। আমি অন্যত্র এইজন্যই বলিয়াছি, যিনি দশজনকে লইয়া উপাসনা করিবেন, তিনি আপনাতে সেই দশজনকে এক করিয়া লইবেন, দশ জনও তাঁহার সহিত এক হইয়া যাইবেন।

"......,the forces which are sometimes represented as struggling with each other on the field of man's life, are no longer independent ; still less completely separable forces. They are the inner division by which the spirit re-establishes and makes secure its unity ; their antagonisms are the breath of life. They form a certain hierarchy of organisation, in which however the higher or more developed does not merely supervene upon the crude, but in a manner supercedes it, and yet contrives to retain its worth and its real truth."—PROLOGOMENA TO THE STUDY OF HEGEL'S PHILOSOPHY, BY W. WALLACE M. A., L. L. D.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। ঈশা তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিয়াছিলেন, যখন তোমরা বিচারাসনের নিকট নীত হইবে, তখন সেখানে যাইবার পূর্ব্বে কি বলিবে তাহা ভাবিও না, কেন না কি বলিতে হইবে পবিত্রাত্মা তাহা বলিয়া দিবেন। প্রকাশ্যে কোথাও কিছু বলিতে হইলে, আমরা এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া থাকি, এবং আজ পর্য্যন্ত এরূপ নিয়মানুসরণ করিয়া আমাদিগকে অভাবগ্রস্ত হইতে হয় নাই। আরও যদি পঁচিশ বৎসর জীবনের কার্য্য চলে তাহা হইলে অভাবগ্রস্ত হইতে হইবে, এরূপ কখন আশঙ্কা হয় না। যখন আমাদিগকে নিতান্ত অজ্ঞান বলিয়া জানি, তখন ঈশ্বর হইতে অন্তরে সত্যের অবতরণের কোন বাধা ঘটিবে কেন? নূতন নূতন সত্য, নূতন নূতন কথা অন্তরে অবতরণ করিবেই করিবে।

কেশব যে আপনার সম্বন্ধে বলিলেন 'তাঁহার শত শত হস্ত, শত শত পদ, শত শত চক্ষু, শত শত নাসিকা, শত শত কর্ণ,' এ কথা আমরা সত্য বলিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করিব? গ্রহণ করিব এই জন্য যে, 'ঈশা তাঁহার ইচ্ছা, সক্রেটীস তাঁহার মস্তক, চৈতন্য তাঁহার হৃদয়, হিন্দু ঋষি তাঁহার আত্মা, জনহিতৈষী হাওয়ার্ড তাঁহার দক্ষিণ হস্ত।' এক ঈশা শত শত ঈশা, এক সক্রেটিস শত শত সক্রেটিস, এক চৈতন্য শত শত চৈতন্য, এক ঋষি শত শত ঋষি, এক হাওয়ার্ড শত শত হাওয়ার্ড হইয়া তদ্ভাবাপন্ন নরনারীতে পৃথিবীমধ্যে বিচরণ করিতেছেন; সেই সকলের সঙ্গে একাত্মা হইয়া তিনি 'এক প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ।' তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে কেহ ঈশার ভাবাপন্ন, কেহ সক্রেটিসের ভাবাপন্ন, কেহ চৈতন্যের ভাবাপন্ন, কেহ ঋষিভাবাপন্ন, কেহ হাওয়ার্ডের ভাবাপন্ন, সুতরাং তিনি তাঁহাদের সহিত অভিন্ন ও এক ছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি যে ভাবাপন্ন সে ভাবাপন্ন থাকিয়াও অপরাপরের ভাব আত্মস্থ করিয়া নববিধানের লোক হইবেন, এই তাঁহার সমগ্র জীবনের যত্ন ছিল। তাঁহার শেষজীবনের আক্ষেপসূচক প্রার্থনাগুলি তাঁহার এই যত্নের বিফলতা হইতে সমুত্থিত।

এখন দেখা যাউক, কেশব যে 'এই প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি' বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন,সে অহঙ্কার সত্যমূলক অথবা অভিমানমূলক। কেশবের বন্ধুগণের জীবন এখন সাধারণের চক্ষুর সন্নিধানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারা সকলেই বিচার করিয়া দেখিতে পারেন, কেশব তাঁহাদের অগ্রজন্মা কি না? প্রথমতঃ তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে আপনার সমান বলিয়া জানিতেন। তিনি কোন কোন বন্ধুর বাড়ীতে স্বয়ং যাইতেন, তাঁহারা কখন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবেন তজ্জন্য বাহিরে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন, অথবা শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিতেন। এ সময়ে তিনি যে তাঁহাদের সমকক্ষ লোক, ইহাতো সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেখিতে দেখিতে তিনি এমন উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিলেন যে, আর তাঁহাকে লাগাইল পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ এই তাঁহার বন্ধু (ভাই অমৃতলাল বসু) একথার আপনি প্রমাণ দিবেন। তিনি অত্যল্প দিন মধ্যে এরূপ উচ্চ হইলেন কেন? বিবেক, বৈরাগ্য ও বিশ্বাস, এ তিন তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র উচ্চ হইতে উচ্চ ভূমিতে তুলিয়াছিল। সকল বন্ধু হইতে উচ্চ ভূমিতে আরোহণই তাঁহার অগ্রজন্মা হইবার হেতু। তিনি যখন প্রবক্তা হইলেন, আর তাঁহার বন্ধুসকল একই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইলেন, তখন তিনি হইলেন মুখ আর তাঁহারা হইলেন হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসা, কর্ণ। তিনি প্রবক্তা, এই জন্য আমাদের মধ্যে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসন শূন্য রহিয়াছে। বাহিরের শূন্য আসন নিদর্শনমাত্র, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার আসন কোথায় ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধু অঘোর-নাথের স্বর্গারোহণের সময় কেশব বলিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা সকলেই পরলোকবাসী হইয়াছি। বস্তুতঃ আমাদের বসিবার স্থান এখন পরলোক। পরলোক চিদাকাশ। চিদাকাশে আরোহণ ভিন্ন যোগ হয় না। যে ব্যক্তি পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে তাহার পক্ষে যোগ অসম্ভব।* যোগী কেশবের

---

* "Gradually it (the soul) attains to the rank of a consciousness before which is unrolled the spectacle of a world of objects set over against it, and even of a world within it, itself as the object deposed to the rank of something to be surveyed. As such it seems to have left all immersion in corporiety completely behind, and to have completely divested itself of any limitation. It floats freely above the real psychical life out of which it emerged—a detached but somewhat shadowy self, not burdened by any restrictions of nature or circumstance." —PROLOGOMENA TO THE STUDY OF HEGEL'S PHILOSOPHY BY W. WALLACE M. A., L. L. D.

"Whatever may be the charm of emotion, I do not know whether it equals the sweetness of those hours of silent meditation in which we have a glimpse and foretaste of the contemplative joys of Paradise. Desire and fear, sadness and care are done away. Existence is reduced to the simplest form, the most ethereal mode of being, that is to pure self-consciousness. It is a state of harmony, without tension and without disturbance, the dominical state of the soul, perhaps the state which awaits it beyond the grave."—AMIEL.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসন পৃথিবীতে নহে চিদাকাশে। তাঁহার সহিত এক হইতে গেলে এখন চিদাকাশে আসন পাতিতে হইবে। চিদাকাশে যিনি যোগের আসন স্থাপন করিবেন না, তাঁহার কেশবের সহিত এক হইবার সম্ভাবনা নাই। মন চিদাকাশে স্থিতি করিবে, হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণ বাহিরের কাজ করিবে। মুখ বক্তৃতা করিতেছে, কিন্তু যোগী আত্মা সেই আকাশে অবস্থিত। যে ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা পৃথিবীর বিষয়ে আবদ্ধ, সে কখন যোগী হইতে পারে না। আমরা কে কত দূর এ যোগে সিদ্ধ হইয়াছি তাহা বলিবার বিষয় নহে, কিন্তু একথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই যে, কেশব-চন্দ্র এই যোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কেশব চিদাকাশে অর্থাৎ ঈশ্বরে স্থিতি করিতেন, তাই তিনি ঈশ্বর হইতে কেবল নব নব সত্য, নব নব ভাব, নব নব আলোক পাইতেন তাহা নহে, তিনি সকল বন্ধু সকল নরনারী সহ ঈশ্বরেতে এক হইয়া একাত্মতার ধর্ম্ম ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে ঈশা মুষা প্রভৃতি সহ এক হইয়াছিলেন, তাহারও মূল এই যোগ।

কেশব বলিয়াছেন, বিধানের সকল জিনিষের আমদানি আগে তাঁহার নিকটে হইয়াছে,তাহার পর আর সকলে উহা পাইয়াছেন। এ কথা বলা কত দূর সত্য, এখন তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম, এই তিনটি তাঁহার বন্ধু-গণের জীবনে মিলিত হয়, সর্ব্বদা তিনি এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। কেশবের প্রথম জীবন নীতিপ্রধান ; সুতরাং সঙ্গতও নীতিপ্রধান হইল। কঠোর নীতিতে আকৃষ্ট হইয়া যুবকগণ কি প্রকারে একত্র মিলিত হইলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য। আমরা দেখি-য়াছি সঙ্গতের সময়ে পরস্পরের প্রতি এমনই একটি আকর্ষণ ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, রাত্রি দুপ্রহর হইত, অথচ কেহ সভা ভাঙ্গিয়া উঠিতে চাহিতেন না। সভাভঙ্গের পর পথে বাহির হইয়াও এক এক স্থলে তিন চারি জন বন্ধু মিলিত হইয়া কথা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। এরূপ মধুর আকর্ষণ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? এক কেশবচন্দ্রের আকর্ষণে সকলে আকৃষ্ট ছিলেন; তাই পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। কেশবচন্দ্রের এই আকর্ষক গুণ অতি বাল্য কাল হইতে তাঁহাতে ছিল। বাল্যসঙ্গিগণ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নেতৃত্বপদে বরণ করিয়া চলিত। তাঁহার বাল্যসঙ্গী ভাই প্রতাপচন্দ্র স্বয়ং ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহার এই আকর্ষণশক্তিতে যেমন বন্ধুগণ তাঁহার সহিত মিলিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না, তেমনি তাঁহার ভাবে তাঁহারা পরিচালিত হইতেন। কেশবের বিবেকপ্রধান জীবন হইতে সঙ্গতের সৃষ্টি। এ সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বিবেকের সাম্রাজ্য। ব্রাহ্মগণের সত্যবাদিত্ব ও চরিত্রশুদ্ধি সে সময়ে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। 'বোধ হয়' 'হইতে পারে' ইত্যাদি কথা ব্রাহ্মগণের মুখে তখন সর্ব্বদা শুনা যাইত। বিষয় কর্ম্মের স্থলেও—যেখানে নিশ্চয়াত্মক কথা না বলিলে কাজ চলে না সেখানেও—তাঁহারা এই সকল কথা ব্যবহার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেন। তাঁহাদের চরিত্রের উপরে এত দূর লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ব্রাহ্মগণকে আফিসের কার্য্যে গ্রহণ করিবার জন্য আফিসরগণ নিরতিশয় ব্যগ্র ছিলেন।

বিবেকের প্রাধান্য যত বাড়িতে লাগিল, ততই সকলের আত্মার অবস্থার উপরে দৃষ্টি পড়িল। কেশবচন্দ্রের পাপবোধ কি প্রকার তীক্ষ্ণ তাঁহার 'জীবনবেদ' যিনি পড়িয়াছেন তিনিই তাহা অবগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছেন। তাঁহার পাপবোধের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে পাপবোধ প্রবল হইয়া উঠিল। অনুতাপ ও ক্রন্দনের রোলে ব্রাহ্মসমাজ পূর্ণ হইল। কলিকাতায় যে ভাব প্রবল হইয়া উঠিত, মফঃসলে সর্ব্বত্র তাহাই ছড়াইয়া পড়িত। ঢাকা প্রভৃতি স্থলে ব্রাহ্মগণ উপাসনা বা প্রার্থনা করিতে করিতে এমনই আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতেন ও চিৎকার করিতেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী লোকসকল মদ্যপান করিয়া তাঁহারা এরূপ চিৎকার করিতেছেন, এরূপ মনে করিত। এই অনুতাপ ও ক্রন্দনের সময়ে কাহারও কাহারও মনে নিরাশা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অনুতাপ দ্বারা যখন ব্রাহ্মগণের হৃদয় শোধিত হইল, তখন ভক্তি আসিলেন। নীতি ও বিবেকের সাম্রাজ্যসময়ে যেমন অগ্রে কেশবচন্দ্রে তৎপরে তাঁহা হইতে যুবকগণের মধ্যে নীতি ও বিবেক বিস্তৃত হইয়াছিল, ভক্তিও তেমনি প্রথমতঃ তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়া পরে তাহা তাঁহার বন্ধুবর্গে প্রকাশ পাইল। গোস্বামিকুলজাত বিজয়কৃষ্ণ তখন ছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, ভক্তির প্রবর্ত্তন তাঁহা হইতে হয় নাই। যখন কেশবচন্দ্রে ভক্তি প্রকাশ পাইল, তখন তিনি খোল কিনিয়া আনিলেন, লুক্কায়িতভাবে এক জন কীর্ত্তনীয়া বৈষ্ণবকে আনিয়া তাহার মুখে দুএকটি কীর্ত্তন শুনিলেন। কলুটোলার ত্রিতলগৃহে উপাসনার সময়ে খোল ব্যবহারের যখন প্রস্তাব হইল, তখন অধিকাংশ উপাসক তাহার প্রতিবাদ করিলেন। উপাসনা শেষ হইয়া গেলে যাঁহারা চলিয়া যাইবার চলিয়া গেলে তবে খোল বাজাইয়া দুএকটি কীর্ত্তন হইত। খোলের বাজনা কর্ণে প্রবেশ না করে এ জন্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও অগ্রে চলিয়া যাইতেন। অল্পদিন মধ্যে যাঁহারা খোলের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা উহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষপাতী হইলেন, এমন কি খ্রীষ্টানসমাজে পর্য্যন্ত উহা প্রবেশ করিল। দিন দিন ব্রাহ্মসমাজে ভক্তি এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, অত্যধিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে শেষে উন্মত্ততা উপস্থিত হইল। মুঙ্গের এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান হইলেন। কেশবের পদধারণ করিয়া ক্রন্দন ইত্যাদি দেখিয়া কেশবের দুইটি বন্ধু নরপূজার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, কেবল কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে নহে, তাঁহার অন্যান্য বন্ধুগণসম্বন্ধেও কোন কোন ব্যক্তি এত দূর ভক্তির আতিশয্য দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের পদধৌত করিয়া দিয়া পত্নীর কেশে তাহা পুঁছাইয়া দিতেন। যখন ভক্তির আতিশয্যে এই সকল ব্যাপার উপস্থিত, তখন আমি কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এ কিরূপ হইতেছে, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, যেরূপ ভাব উপস্থিত, ইহাতে শীঘ্র একটি সম্প্রদায় হইতে পারে।

আধ্যাত্মিকতার আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুগণের মধ্যে নীতির প্রতি দৃষ্টি যে প্রকার হ্রাস পাইল, প্রতিবাদের আঘাতে তেমনি তাঁহাদিগের মধ্যে ভক্তিও সঙ্কুচিত হইল। বন্ধুগণের এই প্রকার পশ্চাদ্গমনের ফল এই হইল যে, কেশবচন্দ্রে ভক্তির পর যখন যোগ উপস্থিত হইল, তখন সে যোগ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল না। যোগের ভূমিতে বন্ধুগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটিল। যোগের সময়ে বন্ধুগণ তাঁহার সঙ্গী হইলেন না, ইহা বলিয়া তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। যোগে কেশবে সংযোগ উপস্থিত। কেশবের জীবনে প্রথমতঃ বিয়োগের প্রাধান্য ছিল, 'প্রত্যেক বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিচ্ছিন্ন ভাবে বুঝিবারই চেষ্টা ছিল।' সাধনসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সাধন করিতেন। ভক্তি ও যোগ যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার জীবনে মিশিয়া একাকার ধারণ করিল, তখন পূর্ব্বে যাহা খণ্ড খণ্ড ছিল তাহার সেই খণ্ডগুলি একটির পর একটি আসিয়া 'নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে' সংযুক্ত হইল। এই সংযোগের সময়ে নববিধান আসিলেন। এক জন এক জন করিয়া সকল মহাজন আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিলেন। এরূপে তাঁহাতে সংযোগ হইল কেন? এই জন্য হইল যে, 'স্বর্গে তিনি সদলে ছিলেন'। স্বর্গে সদলে ছিলেন ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে সংযোগস্পৃহা ছিল। এজন্যই তিনি বলিয়াছেন 'প্রথমে ইচ্ছা জন্মে নাই নববিধানে সমস্ত একত্র গাঁথিব, পরে দেখি প্রকৃতির মধ্যে কে তাহাই করিতেছেন।' যোগভূমিতে বন্ধুগণ সঙ্গী হইলেন না বটে, কিন্তু সেখানে স্বর্গের মহাজনগণের সঙ্গ তিনি পাইলেন। এক দিকের বিচ্ছেদের ক্ষতি আর এক দিকের মিলনে পূরণ হইল। তিনি বাহিরের গ্রন্থ প্রায় পড়িতেন না, পড়িতেন মানবপ্রকৃতি। তাঁহার বন্ধুগণের প্রকৃতি এইরূপে তাঁহার করতলস্থ ছিল। তিনি তাঁহাদের এক এক জনের প্রকৃতির কত ভিন্নতা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাই এত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক এক হইলে লোকে একাত্মতার মর্ম্ম বুঝিবে, তিনি আশা ও বিশ্বাস করিতেন। যোগ ও সংযোগের সময়ে যদিও তাঁহার বন্ধুগণ পশ্চাৎপদ হইলেন দেখিয়া তিনি একান্ত ব্যথিত হইলেন, তথাপি তিনি কদাপি নিরাশ হন নাই। বন্ধুগণের সহিত তাঁহার আন্তরিক বিচ্ছেদ দর্শন করিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'অন্তরে পার্থক্য উপস্থিত হওয়াতে আপনি আদি সমাজের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করিলেন, আমাদের সহিত আপনার যে আন্তরিক পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আপনি আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন কি না ?' এ কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, 'I cannot afford to lose any one of you', আমি তোমাদের মধ্যে এক জনকেও হারাইতে পারি না। তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে তিনি যে নিত্যযোগে যুক্ত তৎসম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতেছি। তিনি যখন ইংলণ্ডে সর্ব্বজনকর্তৃক, এমন কি স্বয়ং মহারাজ্ঞী কর্তৃক সম্মানিত হইলেন, তখন এক জন বন্ধু এক দিন আমায় বলিলেন, 'তিনি কি আর এখন এই ছেঁড়ানেকড়ার লোকদিগকে আদর করিবেন ?' আমি ইহার উত্তরে বলিয়াছিলাম, 'যদি ইহাদিগকে আদর করিতে না পারেন তিনি সে কেশবচন্দ্রই থাকিবেন না।' ফলতঃ বন্ধুগণ সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদসত্ত্বেও তিনি কোন দিন তাঁহাদিগের এক জনকেও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কাহাকেও ত্যাগকরাকে তিনি হত্যাকরা মনে করিতেন। নবসংহিতামতে স্বামী ও পত্নী কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের পরস্পরসম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা। ত্যাগ ও হত্যা যখন নবধর্ম্মে এক, তখন কে কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া হত্যাপরাধে অপরাধী হইবে ? অপরকে হত্যা করা আত্ম-হত্যা, হেগেলের এ মত অতি সত্য ; কেন না অপরকে হনন করিতে গিয়া আপনাকেই হনন করা হয় ; আপনি আপনার বিনাশের কারণ হইতে হয়।

কেশবচন্দ্রে যে সংযোগের ব্যাপার উপস্থিত তাহার মূলে তাঁহার শিষ্যপ্রকৃতি রহিয়াছে। তিনি এই শিষ্যপ্রকৃতির বলে কেবল ঈশা চৈতন্য প্রভৃতিকে আত্মস্থ করিয়াছিলেন তাহা নহে, পথের এক জন ছিন্নকন্থাপরিধায়ী সভ্যজনবিদ্বিষ্ট ভিখারী তাঁহার নিকটে আসিলেও তিনি তাহার দেবাংশ আত্মস্থ না করিয়া তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতে দিতেন না। এই শিষ্যপ্রকৃতি তাঁহাতে না থাকিলে তিনি জ্ঞানী মূর্খ, ধনী নির্দ্ধন, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, সকল লোকের সঙ্গে একাত্মা হইয়া বিস্তৃত মানবমণ্ডলীকে আত্মস্থ করিতে পারিতেন না। এই শিষ্যপ্রকৃতির বিকাশ মিলিত উপাসনা ভিন্ন কখন হইতে পারে না। মিলিত উপাসনায় যেমন ঈশ্বরের সহিত যোগ হয়, তেমনি তাঁহার সন্তানগণের সঙ্গেও যোগ হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তান, এ উভয়ের সঙ্গে যোগ যত গাঢ় হইতে থাকে, তত ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তানগণের জ্ঞানপ্রেমাদি আত্মস্থ করিবার সামর্থ্য বাড়িতে থাকে। অগ্নি না থাকিলে যেমন পরিপাক হয় না, তেমনি পবিত্রাত্মার প্রভাব বিনা জ্ঞানপ্রেমাদি আত্মস্থ হয় না, এমন কি সে সকল প্রত্যক্ষ করিবারও সামর্থ্য জন্মায় না। সে কথা যাউক, কেশবচন্দ্রে যোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সংযোগ উপস্থিত হইল, সে সংযোগ শিষ্যপ্রকৃতির সহায়তায় নিষ্পন্ন হইয়াছিল। শিষ্যপ্রকৃতিবশতঃ তিনি ঈশা চৈতন্য প্রভৃতিকে চিনিলেন, চিনিয়া তাঁহাদিগকে একত্র সংযুক্ত করিলেন। এই সংযোগে ধর্ম্মসমন্বয়ের ব্যাপার উপস্থিত হইল। তাঁহাতে কিরূপে সমুদায় ধর্ম্ম এক হইল তৎসম্বন্ধে আমি যাহা জানি তাহা বলিতেছি।

কেশবচন্দ্রের নিজের কথায় আমি এই জানিয়াছি যে, হিন্দু ও খ্রীষ্ট এই দুই ধর্ম্ম হইতে সমুদায় ধর্ম্ম তাঁহাতে এক হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম্মমধ্যে যিহুদী ও মুসলমান ধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকা সহজ। হিন্দু ও খ্রীষ্ট এ দুই ধর্ম্ম এক হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কেন না হিন্দুধর্ম্মের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এ দুইয়ের ঐক্য আছে। শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারক; তাঁহাকে গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে বৌদ্ধধর্ম্মও গ্রহণ করা হয়। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মকে এ দেশ হইতে অন্তরিত করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সার আয়ত্ত্ব করিলেন। 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেবচ।' একথা বলিয়া বৈষ্ণবগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে নিন্দা নহে। তিনি অত বড় ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মে অন্তর্ভূত করিয়া লইলেন, ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে কি প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভূত করিলেন দেখা যাউক। বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বর মানেন না, শঙ্কর ঈশ্বর মানিলেন বটে, কিন্তু মায়িক বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে অধঃকরণ করিলেন, মায়ার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তিরোধানও নির্দ্ধারণ করিলেন। বুদ্ধ জীবকে অস্বীকার করিলেন, শঙ্করও মায়া উপাধি চলিয়া গেলে জীব আর থাকে না, কেবল ব্রহ্মই থাকেন, এ কথা বলিয়া বুদ্ধের সহিত এক হইলেন। শঙ্করের ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞান, ইনিই নিত্য সত্য। বৌদ্ধগণও অনন্ত জ্ঞানকেই নিত্য বলিয়া মানেন। শঙ্কর এ দেশের সকল সম্প্রদায়কে এক করিতে যত্ন করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না, কিন্তু তিনি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বে সমুদায়কে এক করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কেশবচন্দ্র শঙ্করের এই সমন্বয়ের ভাবের প্রতি বড়ই আদর প্রকাশ করিয়াছেন। শঙ্করের মধ্য দিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে একতা উপস্থিত হইয়াছিল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে শঙ্করের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞানমাত্র লইতে গিয়া অজ্ঞাতসারে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র যখন নিবৃত্তিযোগের উপদেশ দিলেন, তখন তাঁহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিস্ফুটাকার ধারণ করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবৃত্তিযোগ হইতে প্রবৃত্তিযোগে প্রবেশ যখন তিনি শিক্ষা দিলেন, তখন হিন্দুধর্ম্মের ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের একতা সত্ত্বে ভিন্নতা তাঁহাতে সিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মিলনে যিহূদী ও মুসলমানধর্ম্মেরও যে মিলন হইল, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না; কেন না যিহূদীধর্ম্মের উন্নতাবস্থাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের উদয়, মুসলমানধর্ম্ম এব্রাহিমের ধর্ম্মের নবীন সংস্করণ।

শঙ্করাচার্য্য যে ব্রহ্মজ্ঞান ও অভিন্নভাব প্রচার করিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাহার একতাদর্শন সহজ। খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের একতা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিত্বের উপরে নির্ভর করে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা এ দুই সম্বন্ধে শঙ্করের সহিত পৌরাণিক ভক্তগণের বিরোধ নাই বলিলে হয়, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের বিরোধ সামান্য নহে। প্রাচীন ভক্তগণ জীবকে ভগবানের দাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এ দাসভাব শঙ্কর অস্বীকার করিয়াছেন ইহা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য্য মায়িক, মায়া চলিয়া গেলে ভগবানের ভগবত্ত্ব থাকে না, এ কথা কহিয়া শঙ্কর ভক্তগণের কঠোর আক্রমণের পাত্র হইয়াছেন। প্রাচীন ভক্তগণ জীবকে ভগবানের দাস বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেও পরবর্ত্তী ভক্তগণ তৎসহ বিবিধ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। খ্রীষ্টের পুত্রত্ব যেমন সুস্পষ্ট, আধুনিক ভক্তগণের পুত্রত্বসম্বন্ধ তেমন সুস্পষ্ট নহে, তথাপি ভক্তগণের ভাবের সহিত খ্রীষ্টের পুত্রভাবকে মিলিত করিয়া লওয়া কঠিন নহে। এ অংশে বৈষ্ণবধর্ম্ম যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বেদের ব্রহ্ম, বেদান্তের পরমাত্মা ও পুরাণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে বৌদ্ধধর্ম্মও গ্রহণ করা হয়। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মকে এ দেশ হইতে অন্তরিত করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সার আত্মস্থ করিলেন। 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেবচ।' একথা বলিয়া বৈষ্ণবগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে নিন্দা নহে। তিনি অত বড় ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মে অন্তর্ভূত করিয়া লইলেন, ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে কি প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভূত করিলেন দেখা যাউক। বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বর মানেন না, শঙ্কর ঈশ্বর মানিলেন বটে, কিন্তু মায়িক বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে অধঃকরণ করিলেন, মায়ার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তিরোধানও নির্দ্ধারণ করিলেন। বুদ্ধ জীবকে অস্বীকার করিলেন, শঙ্করও মায়া উপাধি চলিয়া গেলে জীব আর থাকে না, কেবল ব্রহ্মই থাকেন, এ কথা বলিয়া বুদ্ধের সহিত এক হইলেন। শঙ্করের ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞান, ইনিই নিত্য সত্য। বৌদ্ধগণও অনন্ত জ্ঞানকেই নিত্য বলিয়া মানেন। শঙ্কর এ দেশের সকল সম্প্রদায়কে এক করিতে যত্ন করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না, কিন্তু তিনি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বে সমুদায়কে এক করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কেশবচন্দ্র শঙ্করের এই সমন্বয়ের ভাবের প্রতি বড়ই আদর প্রকাশ করিয়াছেন। শঙ্করের মধ্য দিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে একতা উপস্থিত হইয়াছিল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে শঙ্করের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞানমাত্র লইতে গিয়া অজ্ঞাতসারে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র যখন নিবৃত্তিযোগের উপদেশ দিলেন, তখন তাঁহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিস্ফুটাকার ধারণ করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবৃত্তিযোগ হইতে প্রবৃত্তিযোগে প্রবেশ যখন তিনি শিক্ষা দিলেন, তখন হিন্দুধর্ম্মের ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের একতা সত্ত্বে ভিন্নতা তাঁহাতে সিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মিলনে যিহূদী ও মুসলমানধর্ম্মেরও যে মিলন হইল, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না ; কেন না যিহূদীধর্ম্মের উন্নতাবস্থাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের উদয়, মুসলমানধর্ম্ম এব্রাহিমের ধর্ম্মের নবীন সংস্করণ।

শঙ্করাচার্য্য যে ব্রহ্মজ্ঞান ও অভিন্নভাব প্রচার করিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাহার একতাদর্শন সহজ। খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের একতা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিত্বের উপরে নির্ভর করে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা এ দুই সম্বন্ধে শঙ্করের সহিত পৌরাণিক ভক্তগণের বিরোধ নাই বলিলে হয়, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের বিরোধ সামান্য নহে। প্রাচীন ভক্তগণ জীবকে ভগবানের দাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এ দাসভাব শঙ্কর অস্বীকার করিয়াছেন ইহা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য্য মায়িক, মায়া চলিয়া গেলে ভগবানের ভগবত্ত্ব থাকে না, এ কথা কহিয়া শঙ্কর ভক্তগণের কঠোর আক্রমণের পাত্র হইয়াছেন। প্রাচীন ভক্তগণ জীবকে ভগবানের দাস বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেও পরবর্ত্তী ভক্তগণ তৎসহ বিবিধ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। খ্রীষ্টের পুত্রত্ব যেমন সুস্পষ্ট, আধুনিক ভক্তগণের পুত্রত্বসম্বন্ধ তেমন সুস্পষ্ট নহে, তথাপি ভক্তগণের ভাবের সহিত খ্রীষ্টের পুত্রভাবকে মিলিত করিয়া লওয়া কঠিন নহে। এ অংশে বৈষ্ণবধর্ম্ম যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বেদের ব্রহ্ম, বেদান্তের পরমাত্মা ও পুরাণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্, এ তিনের যথাযথ সমাবেশে হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সম্মিলন এবং এ দুইয়ের সম্মিলনে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি যোগের অভ্যুদয়ে হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মে বৌদ্ধ যিহুদী ও মুসলমানধর্ম্মের অনুপ্রবেশ, এইটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলে কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের ব্যাপার যে কি সহজভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় *।

সমুদায় প্রবৃত্তি ও বাসনার নিবৃত্তি না হইলে হিন্দু ঋষি পরমাত্মার সহিত আপনার অভিন্নতা কি প্রকারে উপলব্ধ করিবেন? যে সকল বিষয় লইয়া প্রবৃত্তি ও বাসনার উদয় হয়, সেই সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য শঙ্কর যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের উপায়। বিষয় সকল কিছুই নয় মায়িক ও মিথ্যা, এই জ্ঞানে মিথ্যার সহিত সকল সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া বুদ্ধানুগামী শঙ্করের পথ। বিষয় সহ সম্বন্ধবশতঃ

---

* In as much as Christ is incorporated with our creed, we find in it such elements of religion as faith, repentance, moral discipline, stern justice and truthfulness, prayer and craving for universal redemption. And because our natural Hindu traditions, teachings and examples have largely entered into the composition of our religious life, we are able to recognise among our spiritual possessions such treasures as asceticism, meditation, meekness, forgiveness, and communion. The former group of virtues we have borrowed, the latter we have inherited. The union of these two is the historical Brahmoism of to-day. The future of our church we see in a full and harmonious development of these united elements in life and character.—THE HINDU SIDE OF OUR FAITH.—'INDIAN MIRROR' SEPT. 26, 1875.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্ষুরাদির যে ক্রিয়া উপস্থিত হয়, সে সকল প্রাকৃতিক, উহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, এই জ্ঞানে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হইতে সাধকের নির্লিপ্ত ভাবে স্থিতি প্রাচীন পথ। এ উভয় পথের যে কোনটি অবলম্বন করিয়া সম্বন্ধজনিত প্রবৃত্তিবাসনার নিবৃত্তিপূর্ব্বক প্রবৃত্তিযোগে প্রবেশ হইয়া থাকে। বিষয়বাসনা নিবৃত্ত না হইলে ঈশ্বরের প্রেরণানুসরণ সম্ভবপর নহে। ঈশ্বরের প্রেরণানুসরণ প্রবৃত্তিযোগ। এই প্রবৃত্তিযোগে হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের যে একত্ব হয়, ইহা বুঝা আর কিছু কঠিন নহে। ঈশ্বরের প্রেরণানুসরণ ও ইচ্ছানুবর্ত্তন, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই বলিতে পারা যায়। মুষার ধর্ম্মে বিবেকের প্রাধান্য। বিবেক যে ঈশ্বরের প্রেরণা ও ইচ্ছার সহিত এক, ইহা আর কে না জানেন? একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নিদেশপালনে অদম্য উৎসাহ মুসলমান ধর্ম্মের প্রাণ। ঈশ্বরের প্রেরণা ও ইচ্ছানুবর্ত্তনে তাদৃশ উৎসাহ হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত মুসলমানধর্ম্মকে এক করিতেছে। মুষার সময়ে ভয়ের প্রাধান্য ছিল, খ্রীষ্টের সময়ে প্রেমের প্রাধান্য হইয়াছে। ধর্ম্মভয় পরিশেষে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে পর্য্যবসন্ন হইয়া থাকে। খ্রীষ্টধর্ম্মে যেমন এই প্রেমের প্রাধান্য, হিন্দুগণের ভক্তিপথে সেইরূপ এই প্রেমেরই আধিক্য, সুতরাং খ্রীষ্ট ও হিন্দুধর্ম্ম এখানেও এক হইতেছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্ম এক হইয়া কেমন বৌদ্ধ, যিহুদী ও মুসলমান ধর্ম্মকে অন্তর্ভূত করিয়া লইতেছে।

হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের একটি বিষয়ে যে পার্থক্য আছে, তাহা কি প্রকারে এক হইল, ইহা জানিবার বিষয়। হিন্দুগণের অদ্বৈত ও খ্রীষ্টানগণের দ্বৈত ভাব, এ দুই পরস্পর বিরোধী। মনে হয় এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুইয়ের বিরোধ খ্রীষ্টধর্ম্মে অন্তর্হিত হইয়াছে। ঈশা যখন বলিলেন 'আমি এবং আমার পিতা এক' তখন কি আর যিহুদিগণের দ্বৈত ভাব হিন্দুগণের অদ্বৈত ভাবে পরিণত হয় নাই? না হয় নাই। ঈশা ঈশ্বরের সহিত একত্ব অনুভব করিয়াও দ্বৈতভাববিলোপ করেন নাই। তিনি ঈশ্বরকে যাহা করিতে দেখিতেন তাহাই করিতেন, ঈশ্বর তাঁহাকে যাহা শিখাইতেন, তিনি তাহাই অপরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি ঈশ্বরের নিকটে যাহা শুনিতেন তাহাই বলিতেন, ঈশ্বর তাঁহাকে যাহা করিতে বলিতেন, তিনি তাহাই করিতেন। এখানে একত্বসত্ত্বেও দ্বৈতভাব কেমন সুস্পষ্ট। এই দ্বৈতভাব স্পষ্ট আছে বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন 'আমি পিতাতে, পিতা আমাতে।' হিন্দুগণের অদ্বৈত এবং খ্রীষ্টানুবর্ত্তিগণের দ্বৈতভাব কেশবচন্দ্রে কিরূপে এক হইল ইহা দেখা প্রয়োজন। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া পার্থক্য ঘুচিল না, পিতা চিরদিন পুত্র হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র থাকেনই। কেশবচন্দ্র যে দিন হইতে ঈশ্বরকে মা বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই দিন হইতে দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের বিরোধ ঘুচিয়া গেল। কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বে কি আর কেহ ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকেন নাই? মা বলিয়া ডাকিলেই কি আর দ্বৈতভাব বিলুপ্ত হয়? মা স্বতন্ত্র, সন্তান স্বতন্ত্র, এতো নিত্য প্রত্যক্ষ। এরূপ স্থলে মাতে দ্বৈতভাবের বিলোপ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? অদ্বৈত বা দ্বৈত এ দুইয়ের অতীত * মাতৃসম্বন্ধ।

* ১৮৮২ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বরের প্রার্থনায় কেশবচন্দ্র যে স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া ব্রহ্মেতে মিশিয়া যাওয়ারূপ লয়বাদ উত্থাপন করিয়াছেন তাহাকে 'দ্বৈতবাদ নয় অদ্বৈতবাদ নয়' একথা বলা ঠিকই হইয়াছে। কারণ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া স্থিতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অতীত। বিলীনাবস্থায় দ্বৈতভাব থাকে না, অথচ শক্তিমাত্রে বিলীনভাবে স্থিতি হয় বলিয়া উহাকে অদ্বৈ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতার জরায়ুশয্যায় অজাত শিশু যেমন তাঁহার সহিত অভিন্ন ও এক হইয়া থাকে, মাতার জীবনে সে যেমন জীবনযুক্ত, জীবনধারণে যেমন তাহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সেইরূপ সাধক যখন ঈশ্বরের সহিত মাতৃসম্বন্ধানুভব করিয়া তাঁহার সহিত এক হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের অতীত হইবার সময় উপস্থিত। কেশবচন্দ্র মাতৃসম্বন্ধের কথা বলিতে গিয়া মাতার ক্রোড় ও মাতৃস্তন্য এই দুইটি প্রধান ভাবে গ্রহণ করিলেন। আমরা সর্ব্বদা তাঁহার ক্রোড়ে স্থিতি করিতেছি, নিরন্তর তাঁহার স্তন্য পান করিতেছি, ইহা যখন প্রত্যক্ষবিষয় হইল, তখন আর দ্বৈতাদ্বৈতের কথা উঠিবে কি প্রকারে? মাতার স্তন্য শিশু পান করিয়া পুষ্টিলাভ করে, সুতরাং সেখানে ভিন্নতা আছে। মাতার মাতা হইতে শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্যরূপ স্তন্য স্বয়ং আমাদের অন্তরস্থ হইয়া আত্মাকে পুষ্ট করিতেছে, এ অবস্থায় আর ভিন্নতা বোধ থাকে না। যেখানে প্রয়াস প্রযত্ন চাই, সেখানে ভিন্নতা বোধ অপরিহার্য্য, কিন্তু যেখানে প্রয়াস ও প্রযত্ন নাই আপনা হইতে সমুদায় আইসে, সেখানে আর ভিন্নতা বোধ থাকিবে কি প্রকারে? কেশবচন্দ্র প্রার্থনায় এই জন্যই বলিলেন, 'যখন যোগেতে এই তনু বিনাশ করি, তখন এই তনু তোমার হয়, তোমার হাসি আমার হাসিতে মিশাইয়া যায়।' 'সোণা আর আবশ্যক নাই, কেন না সোণা হইয়া গেলাম।' জীব এখানে ব্রহ্মে বিলীন ভাবে অবস্থিত।

শঙ্কর ঘোর অদ্বৈতবাদী। তিনি জীব ও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া

ভাবও বলা যায় না। প্রকৃতি ও জীবকে মিথ্যা বলিয়াও শক্তিমাত্রে ব্রহ্মেতে উহাদের স্থিতি স্বীকার করাতে শঙ্কর প্রকৃতপক্ষে নয়বাদীই হইতেছেন। নয়বাদ তিনি স্পষ্টবাক্যে নিবদ্ধও করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উড়াইয়া দিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে তিনি কেন গৃহীত হইলেন, এ প্রশ্ন বৃথা। তিনি জীব ও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বৌদ্ধধর্মকে আত্মস্থ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ মিথ্যাত্ব তাহাদের স্থূলত্বসম্বন্ধে তাহাদের সূক্ষ্মত্ব বা শক্তিমাত্রত্বে নহে। যখন জ্ঞানযোগে জগৎ ও জীবের স্থূলত্ব উড়িয়া যায়, তখন উহারা শক্তিমাত্রে পর্য্যবসন্ন হইয়া ব্রহ্মে বিলীনভাবে স্থিতি করে। এই প্রকার বিলীনভাবে স্থিতি কোন হিন্দুসম্প্রদায়ের লোকেই অস্বীকার করিতে পারেন না, এবং যোগের স্থলে এই অভিন্নতা বা ব্রহ্মে বিলীন হইয়া স্থিতি আমাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে *। কেশবচন্দ্রে ব্রহ্মেতে বিলীনভাবে স্থিতি যখন আরম্ভ হইল, তখন ঈশ্বরের মাতৃভাব তাঁহাতে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিল। 'ব্রহ্মকল চালাইতে লাগিলেন, পরমাত্মা বন্ধু হইলেন। দুই বন্ধু পরস্পর সংযুক্ত হইলেন, যোগ খেলার স্থান। পরমাত্মা খেলা করেন জীবাত্মার ভিতর দিয়া, জীবাত্মা খেলা করে পরমাত্মার ভিতরে।' এখানে কেশবচন্দ্র সখ্য ভাবের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এ সখ্য ভাবের মধ্যেও মাতৃভাব বিদ্যমান। 'এমন অবস্থা আসে যখন দুর্ব্বল হওয়া অত্যন্ত কঠিন, পাপ করা অসম্ভব, ব্রহ্মকে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব, সৌন্দর্য্যশ্রেষ্ঠ, নারীশ্রেষ্ঠ ভুবনমোহিনী জননীকে না দেখা অসম্ভব।'

---

* নরের সাধ্য নাই যে জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভেদ করে।......হে ভূমা, তুমি একত্র আছ। এই যে শেষভাগ ঈশ্বর শক্তি আমি বুঝি, কিন্তু দুইয়ের যোগ বুঝি না। ওহে সাধক, তুমি যোগ কি দেখ। বল পুত্রের শেষ এই, পিতার শেষ ঐ। বল পাপী নরাধমের এইখানে শেষ, পুণ্যাত্মা পুরুষোত্তমের ঐখানে শেষ। যদি সাধ্য থাকে বল, আমি দেখিলাম যোগ-স্থলে এই পর্য্যন্ত লৌহ, এই পর্য্যন্ত স্বর্ণ। যোগশাস্ত্র মিথ্যা হইবে যদি বিযুক্ত করিতে পার।—ব্রহ্মযোগোপনিষৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত ভূমিতে বিজ্ঞানের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যোগ হইল। যত দিন বিজ্ঞান স্থূল বিষয় সকল লইয়া ব্যস্ত, তত দিন কেবলই বিয়োগের ব্যাপার, যোগ নাই। কিন্তু যখনই বিজ্ঞান স্থূল বিষয়সমূহকে সূক্ষ্ম করিতে করিতে তাহার অন্তরালে এক মহতী শক্তি দর্শন করিল, এবং সেই শক্তিরই ক্রীড়াভূমি বলিয়া সংসারকে গ্রহণ করিল, অমনি ধর্ম্মের সহিত তাহার বিয়োগ বিলুপ্ত হইল এবং প্রত্যেক পদার্থে ঈশ্বর অতি নিকটস্থ ভাবে অনুভূত হইলেন *। এখানে মুষার বিবেক ও বিজ্ঞান এক হইয়া গেল †। কেশবচন্দ্রের জীবনে বিজ্ঞান ও বিবেকের যখন মিলন হইল, তখন নববিধান বলিয়া তিনি তাহার আখ্যা দিলেন। এইরূপে কেশবচন্দ্রে যখন সমুদায় ধর্ম্ম ও মহাজন এবং বিজ্ঞান সংযুক্ত হইলেন,

---

* A long ladder of many steps led to God's sanctuary in days gone by. Science has cut it short. Instead of many steps there is but one step from earth to heaven. One step from mind and matter to God ; one step now from the muscles and the nerves, from the eye and the ear to God.........You see a thousand earthly forces ; immediately beneath them and directly connected with them is the central causative power or God-force—GOD-VISION IN THE NINETEENTH CENTURY.

† We are the fulfilment of Moses. He was simply the incarnation of Divine conscience. But there was no science in his teachings, that science which in modern times is so greatly honored. Let Moses grow into modern science, and you have the New Dispensation, which may be characterized as the union of conscience and science.—WE APOSTLES OF THE NEW DISPENSATION.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন ঈশা হইলেন তাঁহার ইচ্ছা, সক্রেটিস হইলেন তাঁহার মস্তক, চৈতন্য হইলেন তাঁহার হৃদয়, হিন্দুঋষি হইলেন তাঁহার আত্মা, হাওয়ার্ড হইলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। * তিনি নবাকৃতি এই নবীন মানুষ হইয়া মানবজাতির সহিত এক হইয়া গেলেন। শত শত তাঁহার হস্ত, শত শত তাঁহার আত্মা, শত শত তাঁহার হৃদয়, শত শত তাঁহার মস্তক, শত শত তাঁহার ইচ্ছা হইল। কেন হইল, না যে সকল ব্যক্তির হস্ত পরসেবায় ব্যাপৃত, যে সকল আত্মা যোগে ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইবার জন্য মননশীল, যে সকল হৃদয় ব্রহ্মানুরাগে প্রদীপ্ত, যে সকল ব্যক্তি ভগবদিচ্ছাপালনের জন্য নিত্য ক্রিয়াশীল, তাঁহাদের সহিত তিনি যোগে এক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বন্ধুগণের মধ্যে এই সকলের একএকটি প্রধান বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার আপনার এক একটি অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; অন্যদিকে তাঁহার বন্ধুগণের তাঁহার সহিত এক হইবার জন্য এই নবাকৃতি মানব হওয়া প্রয়োজন । কেবল বন্ধুগণ কেন, সমুদায় বিধানবিশ্বাসী এই নবাকৃতি মানব হইবেন, ইহাই কেশবচন্দ্রের অনুরোধ।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে কি কেশবচন্দ্র যে অগ্রজন্মা

---

* In blessed eucharist let us eat and assimilate all the saints and prophets of the world. Thus shall we put on the new man, and each of us will say, the Lord Jesus is my will, Socrates my head, Chaitanya my heart, the Hindu Rishi my soul, and the philanthropic Howard my right hand. And thus transformed we shall bear witness unto the New Gospel.—WE APOSTLES OF THE NEW DISPENSATION.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা প্রমাণিত হইল না ? তাঁহাতে যাহা অগ্রে অবতরণ করিয়াছে তাহাই তাঁহার বন্ধুগণে, বিশ্বাসিবর্গে, এমন কি সমুদায় মানব-জাতিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক জনে সত্যাদি অবতরণ করিয়া সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, এ ব্যাপার আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেশবচন্দ্র স্বয়ংও উহা প্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন *। তাঁহাতে বর্ত্তমান বিধানের সত্য প্রথম অবতরণ করিয়াছে, তাঁহা হইতে প্রকাশ পাইয়াছে এজন্য তাঁহাকে অগ্রজন্মা বলিতেছি। তিনি প্রবক্তা, তিনি মুখ, ইহা বলিতে কেন কুণ্ঠিত হইব ? যাহা সত্য তাহা বলিতে লজ্জা কি ? সত্য আচ্ছাদন

---

* শিক্ষক হই নাই বলিয়া কি চিরকাল স্বার্থপরের ন্যায় থাকিব ? জ্ঞানলাভ করিয়া কি কাহাকেও দিব না ? কৃপণের ন্যায় আমার ধন কি আধারে চিরবদ্ধ থাকিবে ? 'গ্রহণমন্ত্র' সাধন করিলাম 'প্রদানমন্ত্র' আমি কখনও লই নাই। 'দান' আমার মূলমন্ত্র নয়। সত্য আসিলেই বাহির হইবে, এই স্বভাবের নিয়ম। আমাদের দেশের লোকের স্বভাব এমনই যে সত্য আসিলেই প্রকাশিত হয়। যাঁহারা আমাদের দেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের ঘরের দুইটি দ্বার আছে। এক দ্বার দিয়া আমদানি আর এক দ্বার দিয়া রপ্তানি হয়। আসে এক পথ দিয়া; যায় এক পথে। সত্য আসিয়া জগতে যায় ; জগতে দ্বিগুণ হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে ; চারি গুণ হইয়া আবার বাহিরে যায়, শত গুণ হইয়া আবার আসে। মনে আসিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, খরচ হইলে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সত্য যখন লাভ হয়, তখন মনে আনন্দ জন্মে ; সত্য প্রকাশ হইলে সেই আনন্দ আরও অধিক হয়। সত্যলাভ করিতেই আমার আশা ও আগ্রহ ; কিরূপে সত্য দিব একবারও ভাবিলাম না। মুখ খুলিয়া কি বলিব, কখনই চিন্তা করিলাম না। যখনই বলিতে হইল, সত্য আপনা আপনি সতেজে প্রকাশিত হয়। গুরুগিরি অসার, তাহা কখনও অবলম্বন করি নাই, পুরাতন কথা বলি নাই।—জীবনবেদ—শিষ্য প্রকৃতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া রাখার তুল্য তীব্র অপরাধ আর কি হইতে পারে? আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে রেখাপাতমাত্র হইল। ইহার পরে যাঁহারা আসিবেন, সমগ্র বিধানের ইতিহাস যাঁহারা দেবালোকে পাঠ করিবেন, তাঁহারা আরও পরিষ্কার করিয়া এই বিষয়টি সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবেন। কেশবের সঙ্গে এক হইবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য সামান্য কিছু আমি বলিলাম। যাহা বলা হইল তন্মধ্যে কোন ভ্রম যদি কেহ দেখিতে পান, তিনি সে ভ্রম শোধন করিলে সুখেরই বিষয় হইবে। সাধন সত্যের উপরে স্থাপিত না হইলে উহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, অতএব যাহা বলা হইল তাহা সত্য কি না, সকলেরই তাহা পরীক্ষা করিয়া পরে গ্রহণ করা উচিত। আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই, আমাদের মধ্যে সকল বিরোধের মূল কেশবের সঙ্গে বিরোধ, সে বিরোধ কখন তাঁহার সহিত এক না হইলে তিরোহিত হইতে পারে না। অতএব বক্তৃতার অন্তে ভগবানের নিকটে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি যে, সকলে নবীন মানুষ হইয়া কেশবের সহিত যেন এক হয়েন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যাশ্রমী কেশবচন্দ্রের আশ্রমধর্ম্ম *।

হে অনন্তজ্ঞানের প্রস্রবণ, তুমি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হও। তুমি হৃদয়ে প্রকাশিত না হইলে, অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের তত্ত্ব না বক্তার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে, না শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে তাহা প্রতিফলিত হইবে। যে তত্ত্বের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত, উহা অতি গভীর এবং দুর্ভেদ্য. তোমার আলোক বিনা উহার অন্তস্তত্ত্ব, বল, আমরা কিরূপে পাইব। এইজন্য ভীত মনে সর্ব্বাগ্রে তোমার সন্নিধানে উপনীত হইতেছি, তুমি আলোক হইয়া হৃদয়ে অবতরণ কর যে, তোমার আলোকে আমরা বিষয়টি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, এবং উহা দ্বারা আমরা জীবনপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই। তব পাদপদ্মে এই প্রার্থনা জানাইয়া আমরা অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

আমি হয় আরম্ভে নয় অন্তে এই কথা অনেকবার বলিয়াছি, কেশবচন্দ্রের বিষয় আমি যাহা বলি, তাহা চরম নহে। তাঁহার জীবন অতি গভীর, তাহার ভিতরে প্রবেশ এক ব্যক্তির জীবনের কার্য্য নয়। এখন যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহা অতি সামান্য। ইহার পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের নিকটে এ জীবনের আরও নিগূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকাশ পাইবে। আলোচনার পর আলোচনা চলিতে থাকিবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, এ জীবনের ভিতরে এখন যাহা আমাদের নিকটে বীজাকারে প্রকাশ

* ত্রয়ঃষষ্টিতম জন্মোৎসবোপলক্ষে উপাধ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইতেছে, তাহা প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে পরিণত হইবে, এবং তাহার ছায়া সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমি একা এ বিষয়ে যাহা বলি তাহা কি প্রকারে পর্য্যাপ্ত হইবে। যখন পর্য্যাপ্ত হইবার নহে, তখন সভয়ে অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

কেশবচন্দ্র অত্যাশ্রমী অথচ তাঁহার আশ্রমধর্ম্মের কথা বলিতে আমি উদ্যত; ইহা শুনিয়া পণ্ডিতেরা বলিবেন, এ ব্যক্তি শাস্ত্র-বিরোধী কথা বলিতেছে, ইহার কথায় কর্ণপাত করা কাহারও উচিত নয়। যিনি সকল আশ্রমধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছেন তিনি অত্যাশ্রমী। অত্যাশ্রমী হইয়া যদি আবার কেহ আশ্রমের আশ্রয় লয়, তাহা হইলে তাহার পতন হইল, সে পতিত ব্যক্তির কথা কাণে তোলা কাহার উচিত নয়। শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রম আছে। শৈশবে ব্রহ্মচর্য্যের আরম্ভ হইয়া যৌবনের প্রায় মধ্যকাল পর্য্যন্ত উহা ব্যাপ্ত থাকিত। আচার্য্য যত দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারীকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপযুক্ত মনে না করিতেন, তত দিন তাঁহাকে গুরুকুলে বাস করিতে হইত। সন্তান ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হয়, পিতামাতা এরূপ অভিলাষ করিলে গর্ভ হইতে গণনায় পঞ্চমবর্ষে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে শিশুকে উপনীত করা হইত, শিশু উপযুক্ত না হইয়া আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত না। সাধারণতঃ গর্ভ হইতে গণনায় অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণ, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয় এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্য উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণগণের ষোড়শ, ক্ষত্রিয়গণের দ্বাবিংশ, এবং বৈশ্যগণের চতুর্ব্বিংশ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন না হইলে তাঁহারা পতিত হইতেন। সচরাচর ছত্রিশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদিতে ব্রহ্মচারীকে জীবনক্ষেপ করিতে হইত। সংযতেন্দ্রিয় সংযতমনা হইলে যখন ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিত, তখন আচার্য্যের নিকট গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য ব্রহ্মচারী অনুমতি পাইতেন। হৃদয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি না হইলে আচার্য্য সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন না, কেন না যে ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে আভাসমাত্রও পান নাই, তাঁহাকে সে বিষয়ে উপদেশ দিলে তিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন কি প্রকারে? আচার্য্যগণ শিষ্যগণকে যে প্রকার কঠিন শাসনের অধীন করিয়া রাখিতেন, তাহাতে সাধারণতঃ মনে হইতে পারে যে, তাঁহারা অতি নিষ্ঠুর ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার নিষ্ঠুরতা নহে, শিষ্যগণের প্রতি অতি সদয় ব্যবহার। সংযতেন্দ্রিয় সংযতমনা হইয়া সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে সংসার তাঁহাদিগকে নিতান্ত নীচ হীন পশুর মত করিয়া ফেলিত, দেবত্ব-রক্ষা-করা দূরে থাকুক মনুষ্যত্ব-রক্ষা-করাই কঠিন হইত; সংসারের বিবিধ পরীক্ষার মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া আত্মার মহত্ত্ব-ও-গৌরব-বর্দ্ধন করা একেবারে অসম্ভব হইয়া যাইত; সকল অবস্থার মধ্যে মনের শান্তি, ধৈর্য্য ও প্রসন্নতা কিছুতেই রক্ষা পাইত না। এই সকল দেখিয়াই তাঁহারা শিষ্যগণকে সর্ব্বতোভাবে সংযতমনা হইবার পক্ষে যথোচিত সাহায্য করিতেন। ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইলে, ব্রহ্মপরিচয় হইলে তবে সংযমাদি নিরাপদ হয়; সংসারের প্রলোভনে ভাসিয়া যাওয়ার পথ অবরুদ্ধ হয়, এজন্য যতদিন শিষ্যের মনে ব্রহ্মতত্ত্বস্ফূর্ত্তি না হইত ততদিন আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচর্য্যের কঠিন নিয়মের অধীন করিয়া রাখিতেন। ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে যে আস্বাদপ্রাপ্তি হয়, সে আস্বাদের নিকটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারের স্বাদ অতি তুচ্ছ, উহাতে আর প্রলুব্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, ইহা দেখিয়াই ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হওয়ার কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতি শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহস্থ হইয়া গৃহের কর্ত্তব্য সকল নির্ব্বাহ করিবার পর অরণ্যে বাসের ব্যবস্থা ছিল। এ সময়ে গৃহের কর্ত্তব্য সকল গেল বটে, কিন্তু যজ্ঞাদি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য পূর্ব্ববৎ রহিল, কেবল সে সময়ে পশু-মাংসাদিতে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইত, এক্ষণে ফলমূলাদি সেই স্থান অধিকার করিল। বনে বাস করিয়া সর্ব্বথা নিবৃত্তি উপস্থিত হইলে ভিক্ষাবলম্বন করিয়া বানপ্রস্থ পরিব্রাজক হইতেন, নিয়ত-কাল আর তিনি একস্থানে স্থিতি করিতেন না। এই চারি আশ্রমের নিয়ম যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তিনিই অত্যাশ্রমী। কেশবচন্দ্র এই সকল আশ্রমধর্ম্মই বা পালন করিলেন কবে, এ সকল আশ্রম অতিক্রম করিলেনই বা কবে? যদি তাঁহার কোন আশ্রম ছিল, সে আশ্রম গৃহস্থাশ্রম, এবং সে আশ্রমও ঠিক শাস্ত্রানুযায়ী ছিল না। এরূপ অবস্থায় অত্যাশ্রমী হইয়া তাঁহার আশ্রমধর্ম্মস্থাপন, এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের এ প্রতিবাদ কি আমি অগ্রাহ্য করিব? যদি অগ্রাহ্য করি তাহা হইলে শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলি অন্য অর্থে ব্যবহার করিবার আমার কি অধিকার আছে? শাস্ত্রের সঙ্গে মিল না রাখিয়া উহার ব্যবহৃত শব্দগুলি নিজের রুচির মত ব্যবহার করা কি নীতি-বিরুদ্ধ নহে? শব্দ ভাবের অনুগামী। যে ভাবে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সে ভাব নাই, অথচ তদনুগামী শব্দ ব্যবহার-করা হইতেছে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। আমি বলি, ভাব ঠিক রাখিয়াই শব্দব্যবহার করিতেছি। কেন এরূপ বলি তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ আমায় প্রদর্শন করিতে হইতেছে। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, কেশবচন্দ্রের জীবন সংযমপ্রধান। এই সংযমব্যাপারের আরম্ভ তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে হইয়াছিল। যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাবলম্বনের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, প্রবৃত্তিসমূহ অশাসিত না হয়। অন্তরের প্রেরণায় কেশবচন্দ্র যদি চতুর্দ্দশবর্ষ-বয়সে সংযমাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ভাব উদ্রিক্ত হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই সে আশ্রমের কার্য্য তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে, একথা মানিতে হইবে। বাহিরে তাঁহার কোন উপদেষ্টা বা আচার্য্য ছিল না তাহাতে কিছু আসে যায় না। যেখানে অন্তরাত্মার নিগূঢ় প্রেরণায় কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বাহিরের আচার্য্যাদির কোন প্রয়োজন থাকে না। কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি জীবনের অতি প্রত্যূষে আর কাহারও প্রেরণায় কার্য্য করেন নাই, অন্তরাত্মার প্রেরণায় কার্য্য করিয়াছেন। ঈদৃশ প্রেরণাকে শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, বরং ঈদৃশ প্রেরণাকেই শাস্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করেন। চতুর্দ্দশবর্ষবয়সে তাঁহার জীবনে যে সংযমের আরম্ভ হইল, সেই সংযম তাঁহাকে যৌবনে বনচারী করিল। তিনি গৃহ ছাড়িয়া বনে গেলেন না বটে, কিন্তু গৃহে থাকিয়াও তিনি বনবাসী হইলেন। অন্তরাত্মার প্রেরণায় সংযমা-ভ্যাস ভাবতঃ ব্রহ্মচর্য্য হইতে পারে, কেন না অন্তরের প্রেরয়িতারই সংযত করিবার পূর্ণ অধিকার। যে ব্যক্তি সেই প্রেরণায় প্রবৃত্তি-সমূহের উন্মেষকাল হইতে সংযত হইতে থাকেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যা-শ্রমের বাহিক লক্ষণগুলি ধারণ না করিলেও ব্রহ্মচারী, কেন না সংযম ও শিক্ষা উভয়ই অন্তর্য্যামীর প্রেরণায় এখানে সাধিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে। প্রহ্লাদাদির জীবনে এইরূপই ঘটিয়াছিল। গৃহে থাকিয়া অরণ্যে বাস ইহাও কিছু শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। যোগবাশিষ্ঠ এইরূপ বনবাসেরই অনুমোদন করিয়াছেন *। কেশবচন্দ্রের অরণ্যে বাস তাঁহার জীবনবেদে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা যিনি পাঠ করিয়াছেন এবং যে সকল বন্ধু তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, যদি অরণ্যে বাস কাহাকেও বলে তাহা হইলে এই ঠিক অরণ্যবাস। জীবনবেদের "অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য" বিষয়ক অধ্যায়ের প্রথমাংশে কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন †, "যখন ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, উপাসনা আরম্ভ হইল, ঈশ্বরের পদতলে আশ্রয় পাইলাম, ধর্ম্মোত্তাপ উদ্দীপ্ত হইয়া আসিল, প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, তখন পূর্ব্বকার মেঘ, যাহা অঙ্গুলির মত জীবনাকাশে দেখা দিয়াছিল, যাহা কেবল মৎস্যভক্ষণেই পরিব্যাপ্ত ও পরিসমাপ্ত ছিল, সেই মেঘ ঘনীভূত হইল। এত ঘনীভূত হইল যে, মুখ মলিন হইয়া পড়িল, হৃদয় বিষাদপূর্ণ হইল, এমনই হইল যে, দিবসে শান্তি পাওয়া যায় না, রাত্রিতে শয্যাও শান্তিকর হয় না। যত প্রকার সুখভোগ যৌবনে হয়, সে সমুদায় বিষবৎ ত্যাগ করিলাম। আমোদকে বলিলাম 'তুই শয়তান তুই পাপ।' বিলাসকে বলিলাম, 'তুই নরক; যে তোর আশ্রয় গ্রহণ করে সেই মৃত্যুগ্রাসে

---

* গৃহমেব গৃহস্থানাং সুসমাহিতচেতসাম্ ।
শান্তাহঙ্কৃতিদোষাণাং বিজনা বনভূময়ঃ ॥
অন্তর্মুখমনা নিত্যং সুপ্তো বুদ্ধো ব্রজন্ পঠন্ ।
পুরং জনপদং গ্রামমরণ্যমিব পশ্যতি ॥ যোগবাশিষ্ঠ।

† বলিবার সময়ে ভাবমাত্র বলা হইয়াছিল। এইরূপ অন্যত্র যেখানেই কেশবচন্দ্রের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে সেখানেই উহা পরে সংযোজিত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে।' শরীরকে বলিলাম 'তুই নরকের পথ. তোকে আমি শাসন করিব, তুই মৃত্যুমুখে ফেলিবি।' তখন ধর্ম্ম জানিতাম না; জানিতাম সংসারী হওয়া পাপ, স্ত্রৈণ হওয়া পাপ। পৃথিবীতে যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের বিষয় মনে হইল। সংসারের বিলাসেই অনেক লোক মরিয়াছে। ভিতর হইতে তাই শব্দ হইল, 'ওরে তুই সংসারী হোস্ না, সংসারের নিকটে মাথা বিক্রয় করিস্ না; কলঙ্ক, পাপ, এ সকল ভারি কথা, আপাততঃ আমোদ ছাড়; আমোদের সূত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।' সংসারের প্রতি ভয় জন্মিল, যাই সংসারের কথা মনে হইত, ভাবিতাম যেন নরকের দূত আসিল।" এরূপ ভাবোদ্রেকের ফল কি হইল, মুখ হইতে হাস্য অন্তর্হিত হইল! কেশবচন্দ্র মৌনী হইলেন অল্পভাষী হইলেন। বনে গেলেন না বটে, কিন্তু যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীকে, যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরকে শ্মশানের মত বনের মত করিলেন। গ্রন্থের মধ্যে এ সময়ে 'রাত্রিচিন্তা' (Young's Night Thought) কেবল তাঁহার ভাল লাগিত।

এরূপ অবস্থা কোন্ সময়ে হইল? আঠার উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সে! বিবাহের সময় উপস্থিত। গুরুজন বিবাহব্রতে ব্রতী করিতে উদ্যোগী হইলেন। কেশবচন্দ্রের মনে তখন কি হইল? কি হইল তাহা তিনি আপনি এই বলিয়াছেন, "যখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিব, দেখি, এই জায়গাই তো শ্মশান। সংসারের বিষয় বিশেষ বুঝিতাম না, কিন্তু সংসারের ভয় জানিতাম। স্ত্রী আসিতেছেন সংসার আরম্ভ করিতে হইবে। 'সংসার বিলাসে তুমি সুখলাভ করিবে? স্ত্রীর কাছে তুমি বসিয়া থাকিবে? সংসারের কথা লইয়া তুমি আলাপ করিবে? এ সকল বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাকে সুখী করিবে ?' ঠিক আমার মনের ভিতর এই সকল কথা কে বলিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম উচ্চ পদার্থ জীবাত্মা, একে আমি স্ত্রীর অধীন করিব ? সংসারের অধীন করিব? প্রতিজ্ঞা করিলাম স্ত্রৈণ হইব না ; কেন না স্ত্রীর অধীন হইয়াই অনেককে মরিতে দেখিয়াছি, সংসারের বজ্রাঘাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। তাই সংসারকে বলি, এ লোককে স্পর্শ করিও না। তাই সেই দিন অবধি ভয়ে ভয়ে সংসার করি।" এরূপ ভাবের ফল হইল এই যে, 'আত্মপীড়ন ও ভার্য্যাপীড়নের' দ্বারা কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইল। তাঁহার জীবনের এই ভাবকে তিনি উচ্চ জীবনসম্বন্ধে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—"যদি কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, যদি কোন কীর্ত্তি রাখিতে হয়, যদি মহৎ ব্যাপার প্রসব করিতে হয়, তাহা হইলে এই গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করিতেই হইবে। কেহ কোন কীর্ত্তি রাখিতে চাও, কেহ প্রচারক হইবে মনে কর, কেহ ব্রত লইয়া লোকের মঙ্গল করিবে এরূপ যদি মনে করিয়া থাক, কিছু দিনের জন্য একবার বনে যাইতেই হইবে। দ্বিজ হইতে যদি চাও একবার দণ্ডধারী হইয়া অন্ততঃ কয়েক পদ ঘুরিয়া আসিতেই হইবে ;—এই যে উপনয়নসংস্কারের ব্যবস্থা হিন্দুগণ করিয়া রাখিয়াছেন ইহার উপকার আমাদিগকে লইতে হইবে। যদি দ্বিজ হইবার বাসনা কর, ঈশ্বরের হাতে যদি আপনাকে দেখিতে চাও, অন্তরের ভিতর যে জন্তু আছে তাহাকে মারিতে হইবে, কুপ্রবৃত্তি সকলকে তাড়াইতে হইবে। কিছুদিন শোকের অশ্রু পড়িবে, মড় মড় করিয়া তোমার হৃদয়ের হাড় ভাঙ্গিবে, অবশেষে চমৎকার ভাগবতী তনুলাভ হইবে। বাঁচিতে যদি প্রয়াস কর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার মর। ঈশার ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে গিয়া ফিরিয়া এস।”

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, অত্যাশ্রমী হইবার পক্ষে কেশবচন্দ্রের জীবনে স্বয়ং ভগবান্ কি প্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের বেদ ছিল না, বেদান্ত ছিল না, পুরাণ ছিল না, কোন শাস্ত্র ছিল না, এক ঈশ্বর সে সকল স্থল অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কোন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন নাই, কোন আচার্য্য বা গুরুর আশ্রয় লন নাই। এক ঈশ্বরই তাঁহার সর্ব্বপ্রকারের আশ্রয় ছিলেন। অত্যাশ্রমী হইতে গেলে কি চাই? ব্রহ্মসংস্থতা চাই। শ্রীমচ্ছঙ্কর এই ব্রহ্মসংস্থতাকে পরিব্রজ্যার বিশেষ লক্ষণ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র যখন সংসারকে অরণ্য করিয়া ব্রহ্মকে আপনার সর্ব্বস্ব করিলেন, তখন শ্রীমচ্ছঙ্কর-নির্দ্দিষ্ট এই লক্ষণ তাঁহাতে প্রকাশ পাইল। কিন্তু সকলেই জানেন, শ্রীমচ্ছঙ্করের সহিত এক বিষয়ে তাঁহার ঘোর পার্থক্য। গৃহে থাকিলেই কিছু না কিছু কর্ম্ম করিতে হয়, সুতরাং নিয়ত ব্রহ্মসংস্থ থাকিবার পক্ষে গৃহ অন্তরায়। এই অন্তরায় গৃহ পরিত্যাগ না করিলে যখন অন্তরিত হয় না, তখন গৃহ ছাড়িয়া পরিব্রজ্যাবলম্বন করিতেই হইবে। সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া কেহ ব্রহ্মসংস্থ হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। কেশবচন্দ্র গৃহকে বন করুন ভালই, বনবাসে থাকিলেও তো সর্ব্বথা কর্ম্মনিবৃত্তি হয় না। বন ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা করাই তো বিধি। এ বিধি যিনি অবলম্বন করেন নাই চতুর্থাশ্রমী বলিয়া তিনি গণ্য হইবেন কি প্রকারে? যদি চতুর্থাশ্রমী না হইলেন, তবে চতুর্থাশ্রমের অতীত অত্যাশ্রম তাঁহাতে কি প্রকারে ঘটিবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি বলি, তিনি সংসারের কোন ভার আপনার উপরে রাখিতেন না, গৃহের অধিকারী বলিয়া যে একটু যোগ ছিল, তাহাও চরমে পুত্রে ন্যস্ত করিয়া আপনি মস্তকমুণ্ডন করিয়া যতিধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন, ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদরভরণ করিতেন। ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদরভরণ ইহা কি স্থায়িভাবে অন্তিম জীবনে ছিল? এই ব্রতগ্রহণের পর কি তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন? না। তবে আর চতুর্থাশ্রম তাঁহাতে ঘটিল কোথায়? যদি বলি, অন্তরে সমুদায় ত্যাগ হইয়াছিল, ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদরপূরণে যে নিরহঙ্কারিত্ব, অকিঞ্চনতা উপস্থিত হয় তাহাতো ছিল। ইহা বলিলেও শ্রীমচ্ছঙ্কর পরিতুষ্ট নন! শ্রীমচ্ছঙ্কর কিছু শাস্ত্রানুশীলন ছাড়িয়া এরূপ গৃহত্যাগে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন নাই! যদি তাহাই হইল, তবে কেশবচন্দ্রকে অত্যাশ্রমী মনে করা ঘোরতর ভ্রম। যদি কেশবচন্দ্রকে অত্যাশ্রমী স্থির করা শাস্ত্রমূলক না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে অত্যাশ্রমী বলিয়া শাস্ত্রীয় শব্দে অভিহিত করা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে।

অত্যাশ্রমী বলা শাস্ত্রসঙ্গত কি না, ইহা দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। যদি শাস্ত্রসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে আমরা কখনও এ শব্দ ব্যবহার করিতাম না। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারানন্তর ব্রহ্মের আদেশে কেহ কেহ সংসারে অবস্থান করিয়া রাজ্যপালনাদি গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর ইঁহাদিগকে 'বিবিদিষু' সন্ন্যাসাবলম্বী অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া সংসারে স্থিতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইঁহারা ব্রহ্মসংস্থ হইবার পথে আরূঢ়, ইঁহাদের তখনও ব্রহ্মসংস্থা হয় নাই, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত যদিও মতভেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। কেন না তিনি নিবৃত্তিযোগী, নিবৃত্তির পন্থা তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবৃত্তির পর যে প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, ততদূর পর্য্যন্ত তিনি অগ্রসর হন নাই। যদি তিনি অগ্রসর হন নাই, ভূতকালে কে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, যাঁহাকে এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ স্থলে এমন কোন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হওয়া চাই, যিনি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। হাঁ এমন ব্যক্তি আছেন বলিয়াই আমরা শাস্ত্রীয় শব্দের ব্যবহার করিয়াছি। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত মহাযোগী শুক। এ কথা সত্য রাজর্ষি জনক মৃগয়ায় গমন করিয়া গভীর বনপ্রদেশে গন্ধর্ব্বগীতে আত্মতত্ত্বশ্রবণ করিয়া পরমাত্মসাক্ষাৎকার করেন, এবং আর তাঁহার রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবার বাসনা থাকে না; তৎসম্বন্ধে তিনি সম্যক্ নিবৃত্ত হন, কিন্তু তথাপি পরমাত্মার আদেশে তিনি রাজ্যপালনার্থ রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং ব্রহ্মসহ অবিচ্ছেদ যোগে স্থিতি করিয়া রাজকার্য্য করেন; কিন্তু এ দৃষ্টান্ত যখন শঙ্কর এবং তাঁহার শিষ্যগণের অনুমোদিত নয়, তখন আমরা এ দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিয়া ব্যাসপুত্র শুককে গ্রহণ করিতেছি। গন্ধর্ব্বগীত, আকাশবাণী ইত্যাদি শব্দে সে কালে প্রত্যাদেশবাণী উল্লিখিত হইত, সুতরাং জনক প্রত্যাদেশশ্রবণ করিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হন, এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারানন্তরই তাঁহার আদেশে রাজ্যপালন করেন। এরূপ স্থলে তিনি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইলেও আমরা যোগী শুককে এই জন্য নির্ব্বিবাদ দৃষ্টান্ত বলিয়া উপস্থিত করিতেছি যে, তিনি প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়া সংসারত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি যে আর কখন পিতার সমীপবর্ত্তী হইয়া নূতন পথের আশ্রয় লইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করিয়া তিনি আত্মারাম অর্থাৎ ব্রহ্মস্থ হইয়াছিলেন, অন্য কোন বিষয়ে আর তাঁহার বাসনা ছিল না। তিনি যখন মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতৃসমীপে পুনরায় উপস্থিত হওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মহাপ্রস্থানে প্রস্থিত পুত্রের শোকে ব্যাস অত্যন্ত অধীর হইয়াছিলেন, কেন না সংসারসম্বন্ধে মহাপ্রস্থান এবং মৃত্যু উভয়ই সমান। কেহ কেহ বলেন, শুক যোগগতি সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া পরিশেষে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতেই পিতা এত অধীর হইয়াছিলেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর তখন তখনই শুক দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ইহা মানেন না, কোন অভিমত প্রদেশে গিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তিনি এইরূপ বলেন। তখন না হউক পরে দেহত্যাগ হইয়াছিল, এ কথা বলিলেই তিনি আবার পিতার নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন কি প্রকারে, ভাগবতশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলেনই বা কিরূপে? ভাগবত কি এ প্রব্রজ্যার বিষয় জানিতেন না? যদি না জানিতেন, তবে 'যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যম্' এ কথা বলিয়া তাঁহার প্রব্রজ্যার উল্লেখ করিলেন কি প্রকারে? তিনি দেহত্যাগ করেন নাই, কেবল মেরুপ্রদেশ ভেদ করিয়া অপরদিকে গমন করিয়াছিলেন এই তাঁহার মত। আমি এই ভাগবতের মতেরই অনুমোদন করি। অপরে যদি কেহ এ মতের অনুমোদন না করেন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেন না ভাগবতে নিবৃত্তির পর যে নিবৃত্ত-প্রবৃত্তগণের যোগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট; কারণ কোন ব্যক্তিতে সেরূপ যোগ উপস্থিত না হইলে আর ভাগবতে তাহা নিবদ্ধ হইত না। ভাগবত মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা সর্ব্বপ্রথমে চারিটিমাত্র শ্লোকে সূত্রাকারে নিবদ্ধ হয়। নারদ ইহাকে বিস্তার করিয়া ব্যাসকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশ দেন। তিনি আরও বিস্তার করিয়া স্বপুত্রকে উহা অধ্যয়ন করান। তিনি আবার উহা বলিতে গিয়া বিস্তৃত করেন। সূত ঋষিগণের নিকটে যখন বলেন, তখন উহা আরও বিস্তৃত হয়। ইহার পর আরও দুইবার ভাগবতবিস্তার হইয়াছে। এইরূপে সাত বার যে গ্রন্থের ক্রমিক বিস্তার হইয়াছে, তাহাতে কত নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে কে বলিতে পারে? ভাগবতের শ্লোকসংখ্যা নির্ণয় করিয়া সম্বন্ধোক্তি নামে একখানি গ্রন্থ আছে জানিতে পারা যায়। তাহাতে অধ্যায়ে অধ্যায়ে যে শ্লোক সংখ্যা আছে, বর্ত্তমান ভাগবতের সঙ্গে তাহার ঐক্য হয় না। যে গ্রন্থের এত পরিবর্ত্তন, তাহাকে কি প্রকারে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? এইজন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, তন্মধ্যে যে পন্থা প্রচারিত হইয়াছে, উহা সত্যসঙ্গত এবং সত্যই অবিনশ্বর শাস্ত্র।

এখন এ সকল কথা যাউক, প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। শুক নিবৃত্তিরাজ্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন. তিনি তৎপূর্ব্বে পুত্রকন্যায় পরিবেষ্টিত গৃহস্থ ছিলেন। তিনি কন্যাকে রাজগৃহে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। এমন প্রকৃষ্ট গৃহীর প্রব্রজ্যা-বলম্বন প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সন্দেহ কি? তিনি আবার গৃহে পিতৃসন্নিধানে ফিরিয়া আসিলেন কেন? ভাগবত বলেন, হরিগুণপ্রত্যক্ষ করিয়া বিক্ষিপ্তমনা হইয়া পিতার নিকটে তিনি আসিয়াছিলেন। 'হরিগুণ প্রত্যক্ষ করিয়া বিক্ষিপ্তমনা' হওয়ার অর্থ কি? নিবৃত্তিপথে নির্গুণ উদাসীন ব্রহ্মে স্থিতি হয়, অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন পরব্রহ্ম এ পথে আদৃত নহেন। একবার সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত ব্রহ্ম যোগে প্রত্যক্ষ না হইলে বস্তুদর্শন সম্ভবে না, কেন না প্রথমেই ব্রহ্মের অনন্তকল্যাণ-গুণ প্রত্যক্ষ করিতে গেলে হৃদয় তাহাতে এমনই অভিভূত হয় যে,

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুর দিকে আর দৃষ্টি থাকে না, সেই গুণসকলই সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে; বাসনা সমূহের আর নিবৃত্তি হয় না। ইহাতে এই হয় যে, ভগবদৈশ্বর্য্যে আকৃষ্টচিত্ততাবশতঃ সেই ঐশ্বর্য্যসমূহই আপনার দিকে অনিবৃত্তচিত্ত সাধককে আকৃষ্ট করিয়া পরিশেষে প্রলোভনমধ্যে নিক্ষেপ করে। এই বিঘ্নাপনয়নের জন্য সর্ব্বপ্রথমে নিবৃত্তিযোগে সিদ্ধ হওয়া সকল যোগাকাঙ্ক্ষীর পক্ষেই প্রয়োজন। কোন কোন ব্যক্তি এই নিবৃত্তিযোগেই থাকিয়া যান, আর অগ্রসর হন না, আর অগ্রসর হইতে এই ভয় করেন যে, কি জানি বা তাঁহাদের চিত্তে আবার বিকার ফিরিয়া আইসে। এসম্বন্ধে কিরূপ ভয় একটি দৃষ্টান্ত দিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। স্বর্গগত পরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামী শঙ্করের পথাবলম্বী নিবৃত্তিযোগী। একদা তাঁহার নিকটে আমাদের একজন বন্ধু সপত্নীক গমন করেন। তাঁহার পত্নী অন্য সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় তাঁহার নিকটে গিয়া সংসারের ফলকামনার বিষয় জ্ঞাপন করেন না, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হন। ইহাতে স্বামী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। কয়েক দিনের প্রশ্নোত্তরে তৎপ্রতি তাঁহার স্নেহের সঞ্চার হয়। আপনাতে স্নেহের সঞ্চার দেখিয়া তিনি ভীত হন, এবং শেষ দিনে তিনি বলেন, মা, তুমি আর আমার নিকটে আসিও না, আমার মোহ উপস্থিত। ইঁহারা স্নেহকে তমোগুণসম্ভূত অন্ধতার মূল মনে করেন, সুতরাং স্নেহ ইঁহাদিগের নিকটে মোহ বলিয়া পরিচিত।

নিবৃত্তিযোগের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত শুকদেব যখন ঈশ্বরের কল্যাণগুণের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলেন, তখন ভাগবত বলিলেন, 'হরির গুণে তিনি আক্ষিপ্তমতি' হইলেন। আক্ষিপ্তমতি হইলেন, ইহার মর্ম্ম কি? নিবৃত্তিতে তাঁহার মন বৃত্তিশূন্য হইয়াছিল, শূন্যবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া গিয়াছিল, এখন তাঁহাতে নবীন প্রবৃত্তি উপস্থিত। এ নবীন প্রবৃত্তি কি? ঈশ্বরের প্রতি চিত্তের অনুরাগ। নিবৃত্তিমার্গে অনুরাগ বিক্ষেপের কারণ, তমোগুণের কার্য্য। সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তিরহিত শুষ্ক-চিত্তে পুনরায় প্রবৃত্তি উপস্থিত, সুতরাং নিবৃত্তিযোগীর পক্ষে উহা বিক্ষেপভিন্ন আর কি হইতে পারে? এ বিক্ষেপ অনুরাগ, এ বিক্ষেপ ভক্তি, এই ভক্তিতে ভাগবতের আরম্ভ হইয়াছে। বিষয়ের আকর্ষণে আক্ষিপ্তমতি না হয় এজন্য নিবৃত্তিযোগ অবলম্বিত হয়। বিষয়ের আকর্ষণ নিবৃত্ত হইলে ঈশ্বরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সে আকর্ষণ অনুভূত হয় না এইজন্য যে, যোগী নিবৃত্তিসাধন করিতে করিতে আকর্ষণমাত্রকেই ভয় করেন। নিবৃত্তি-যোগী শুক সেরূপ ভয় হৃদয়ে স্থান না দিয়া শ্রীহরির কল্যাণগুণ-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পিতৃসন্নিধানে আসিলেন, ভক্তিশাস্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, এবং জগতে ভক্তিবিস্তার করিলেন। শুক অত্যাশ্রমী হইয়া যখন ভগবদ্‌গুণব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, ঈশ্বরানু-রাগে আর্দ্রচিত্ত হইলেন, তখন কি তাঁহার অত্যাশ্রমিত্ব ঘুচিয়া গেল? কখনই নহে। তিনি অত্যাশ্রমী থাকিয়াই জনসমাজে ভগবল্লীলাপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এরূপ করিলেন কেন? ভগবৎপ্রেরণায়, ভগবানের আদেশে। যে কালে ভগবৎপ্রেরণা ও ভগবদাদেশ কাহাকেও কোন কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত করে, সে কালে সে ব্যক্তি আত্মকর্ত্তৃত্ব বিস্মৃত, সুতরাং তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মসংস্থতা বিলুপ্ত না হইয়া উহা আরও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। গতিকেই এখানে পরমহংসত্ব বা অত্যাশ্রমিত্বের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছে না।

শ্রীহরির গুণকথন ও লীলাপ্রচার ইঁহাতে অত্যাশ্রমিত্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাঘাত জন্মিতে না পারে, কিন্তু সংসারের বিবিধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যাশ্রমিত্ব থাকিবে কি প্রকারে ? সংসারে থাকিতে গেলেই বিবিধ লোকের সঙ্গ করিতে হয়, কর্ত্তব্যোপলক্ষে এমন সকল কার্য্য করিতে হয়, যাহা যতিধর্ম্মের একান্ত বিরোধী। এরূপ স্থলে সংসারে থাকিয়া কেশবচন্দ্রের অত্যাশ্রমিত্ব রক্ষা পাইয়াছিল, ইহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইবে। অত্যাশ্রমী যখন ভগবদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করেন, তখন ব্রহ্মসংস্থতার ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না, ইহা আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। যদি সংসারের সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরের আদেশে প্রতিপালিত হয় তাহা হইলে সে সকল কার্য্যে ব্রহ্মসংস্থতার ব্যাঘাত হইবে কেন ? অত্যাশ্রমীর ভগবদাজ্ঞাপালন অত্যাশ্রমিত্বের ব্যাঘাতকর নহে, ইহা শ্রীমচ্ছঙ্কর-কেও স্বীকার করিতে হইবে। তিনি যখন ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য ভিক্ষাচর্য্যার অনুমোদন করিয়াছেন, তখন সেই দিক্ দিয়া প্রবৃত্তি-যোগে প্রবিষ্ট হইবার পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে। ক্ষুধা শারীরিক ব্যাপার, ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে গিয়া যদি পরিব্রাজকের শরীরের অধীন হইতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসংস্থতা কাটিয়া গেল, ইহা শ্রীমচ্ছঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু ইহার প্রতিবিধান হওয়া দুষ্কর। যতদিন দেহ আছে, ততদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেই হইবে। ভিক্ষাই হউক, বা অজগরের ন্যায় শয়ান থাকিয়া আগত ভক্ষ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করাই হউক, আহার-ক্রিয়ার কোন কালে নিবৃত্তি হইবে না। ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি আপ-নার ক্ষুধানিবারণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। আপনার দুঃখনিবৃত্তির পর তাহার সঙ্গে সঙ্গে জগতের দুঃখনিবৃত্তির জন্য তাঁহাতে করুণাসঞ্চার হইয়া থাকে। বুদ্ধ নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠানায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া মানবমণ্ডলীকে জরামৃত্যুব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। শ্রীমচ্ছঙ্করের দিগ্বিজয় পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য নয়, কেন না পাণ্ডিত্যে বীতরাগ না হইলে ব্রহ্মসংস্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অজ্ঞানতার বন্ধন হইতে মানবগণকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মসংস্থ করিবার জন্য। যদি এইরূপই হইল, তবে নিবৃত্তি-যোগ প্রবৃত্তিযোগে প্রবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না ইহাই বলিতে হইবে। শ্রীমচ্ছঙ্কর প্রবৃত্তিযোগের বিস্তার ও বিবৃত্তি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আদৌ যদি উহার মূল নিবৃত্তিযোগের মধ্যে না থাকিত, প্রবৃত্তিযোগ কোথা হইতে আসিত ?

'নিবৃত্তিযোগ' 'প্রবৃত্তিযোগ' এ দুই শব্দ কেশবচন্দ্র প্রচলিত করিয়াছেন। তিনি বহুশাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহার নিষ্কর্ষস্বরূপ এ দুই শব্দ বাহির করিয়াছেন, তাহা নহে। শাস্ত্রপাঠ করিয়া তবে তিনি কোন বিষয়নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহা নহে। তিনি আপনি অধ্যাত্মযোগে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহাই বলিতেন, যাঁহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁহার কথার মিল দেখিতেন। শাস্ত্রপাঠ করিয়াও যাঁহারা যে বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাঁহার মুখে তৎসম্পর্কে কথা শুনিবার পর তাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রার্থ তখন বুঝিতে পারিয়াছেন। ক্ষুধা প্রভৃতিকে কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মানিতেন। ক্ষুধা পাইলে আহার করিতে, নিদ্রোদ্গম হইলে নিদ্রা যাইতে ঈশ্বর আদেশ করেন, এই তাঁহার ধারণা। ভক্তিশাস্ত্র বলেন, দেহ আমাদের নিজের নয়, পরহিতার্থ স্বয়ং ভগবান্ দেহদান করিয়াছেন, অনাহারাদিতে উহার বিনাশসাধনে আমাদের কোন অধিকার নাই। যদি অধিকার নাই তবে উহার রক্ষণার্থ যত্ন ঈশ্বরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশ। এইরূপে শ্রীমচ্ছঙ্কর যেখানে আসিয়া কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই থামিয়া পড়িয়াছেন, সেখান হইতে কেশবচন্দ্র প্রবৃত্তিযোগের আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপে প্রবৃত্তিযোগের আরম্ভ হওয়াতে যে ব্রহ্মসংস্থতার বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই, বরং উহা ঘনীভূত আকারধারণ করিয়াছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধ শঙ্কর প্রভৃতির জনহিতার্থ স্বমতপ্রচার, তাঁহারা বলুন আর না বলুন, প্রবৃত্তিযোগেরই অন্তর্গত। এই প্রবৃত্তিযোগ নিবৃত্তিযোগকে মূলে রাখিয়া উদিত হয়। বিষয়স্পৃহা নিবৃত্ত না হইলে ভগবৎপ্রেরণা উপস্থিত হয় না। ভগবৎপ্রেরণায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বকর্ত্তৃত্বে কর্ম্মে প্রবৃত্তি বৈদিক প্রবৃত্তিমার্গ, নিবৃত্তি-মূলক প্রবৃত্তিযোগ নহে। আমরা কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রথমা-বস্থায় নিবৃত্তিযোগের ক্রিয়া কি প্রকার প্রকাশ পাইয়াছে আলোচনা করিয়াছি। অরণ্যে বাস ও বৈরাগ্যের পর তাঁহাতে ভক্তি ও যোগ উপস্থিত হয়। তিনি প্রথম হইতে আদেশবাদী। তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি যাহা কিছু ঈশ্বরই ছিলেন। আহার বিহার যাহা কিছু ঈশ্বরের আদেশ বিনা তিনি করিতেন না। এই আদেশবাদের ভূমিতেই তিনি শঙ্কর যেখানে থামিয়াছিলেন, সেখান হইতে নবীন পথে অগ্রসর হইলেন। এরূপে অগ্রসর হইয়া তাঁহার অত্যাশ্রমিত্ব বিনষ্ট হইল না, কেন না তিনি ব্রহ্মসংস্থ থাকিয়া নিজের ইচ্ছায় নয় ব্রহ্মেরই আদেশে নবীন আশ্রমধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেন।

তাঁহার আশ্রমধর্ম্ম কি? তিনি আশ্রয় বলিতে আপনি কি বুঝিতেন? গৃহস্থাশ্রম না তপোবন? তাঁহার আশ্রম তপোবন ছিল। নরনারী তপোবনে বাস করিবেন, ইহা কেবল তাঁহার অভিলাষ ছিল তাহা নহে, এই ভাবে তিনি সংসারে আপনি বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেন। এইরূপে বাস করিতেন বলিয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছেন "যাঁহারা ঋষিপুত্র ঋষিকন্যাগণকে আশ্রমে স্থান দিতেন, আদর করিতেন তাঁহারা তাহাদিগের মুখ দর্শন করিয়া উচ্চ ধর্ম্মসাধন করিতে সক্ষম হইতেন, তাঁহারা আশ্রমে থাকিয়া হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। একথা পুস্তকে লিখিত আছে, অনুষ্ঠানে জীবনক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।" এ বিষয়ে বন্ধুগণকে প্রোৎসাহিত করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। কি ভাবে প্রোৎসাহিত করিতেন এই কথাগুলি শুনিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। "সপরিবারে ধর্ম্মসাধন হিন্দুস্থানের সর্ব্বোচ্চ ভাব। ঈশ্বরের বিধি নহে, সংসারত্যাগ করিয়া পরিবারবিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। ধর্ম্মসাধনে ইহা আবশ্যকও নহে। ইহা কঠিন ব্যাপার, কেন না সংসারে থাকিয়া কেহ কোন মতে ধ্যান করিতে পারে না *। কিন্তু মানুষ যদি সংসারে নিমগ্ন হয়, সংসার ছাড়িয়াও ধর্ম্মসাধন করিতে পারে না। জঙ্গলে অরণ্যে বাস করিয়াও সংসারস্মরণ হয়, সেখানেও স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করা হয়। ফল মূল আহার করিয়া কি হইবে? প্রাচীন আর্য্যস্থানে আশ্রমের সুন্দর ছবির উপন্যাস আছে। ইহা যেন সুমিষ্ট পদ্য রচনা। অতি সুন্দর ভাষা, শুনিতে আরম্ভ করিলে আর শেষ হয় না, সে দেশ সেখানকার বায়ু সকলই মনোহর। সেখানকার কথা শুনিলে হৃদয় সুখী হয়, সে বায়ু স্পর্শ করিলে অঙ্গ সুশীতল হয়। সুন্দর নদীর স্রোত চলিয়া যাইতেছে, সেই নদীকূলে মনোরম

* শ্রীমচ্ছঙ্কর এই কারণেই গৃহীর ধ্যানযোগে অনধিকারনির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম। সে সুন্দর ছবি দেখিতে ভাল, সে গল্প শুনিতে ভাল তেমন দ্রব্যটি পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। এটি সুন্দর ছবি নহে আশ্রম সম্ভব, আশ্রম ঘটিয়াছে। বনের ফল খাইয়া কুটিরে বাস করিয়া রিপুগণকে বশীভূত করিয়া ঋষিগণ পরিবার দ্বারা পরিবেষ্টিত, মন শুদ্ধ, হৃদয় পবিত্র ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। সকলে সেই পথাবলম্বী হও। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যাহাতে বৈরাগ্যতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব শেখা যায়, সেই দিকে চল। প্রাচীন আর্য্য-সমাজে চল, সেখানে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া যোগপথে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিবার বিধান। সে পথে চলিলে তোমার স্ত্রী তোমার অনুগামিনী হইবেন। ব্রাহ্ম, তোমায় এই দৃশ্য প্রদর্শন করিতে হইবে। যে দেশে জনক ঋষি জন্মিয়াছিলেন, সেই দেশে তোমার জন্ম হইয়াছে, যে স্থান ঋষি-গণের আশ্রমে পূর্ণ, সেই হিন্দুস্থান সেই ব্রহ্মের ক্রোড় তোমার জন্মভূমি। এমন উপায় কর, যাহাতে সপরিবারে ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পার।"

এই নূতন আশ্রমধর্ম্ম সন্ন্যাসধর্ম্মের উপরে স্থাপিত। সন্ন্যাস ঈশ্বরে সর্ব্বস্বসমর্পণ। তাঁহাকে সর্ব্বস্বসমর্পণ করিলে আর আত্ম-কর্তৃত্ব থাকে না। তিনি যে দিকে লইয়া যান, যাহা করান তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতে হয়। যদি মনে একটু ইতস্ততঃ আইসে, তবে সন্ন্যাসধর্ম্ম কাটিয়া যায়। নবীন আশ্রমে ঈশ্বরের আদেশে নরনারীকে পরিণয়বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে। এ পরিণয় সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর পরিণয়। কেশবচন্দ্র এইজন্যই প্রার্থনায় বলিয়া-ছেন:—"যাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন তাঁহাদের কথা বলিবে না! নির্ব্বাসনের কথা বলিলে, ফিরিয়া আসিবার কথা বলিবে না!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিবাহিত, ভার্য্যাত্যাগী, পরিবারত্যাগী, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পরিচয় পৃথিবী পাইয়াছে। এখন স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভিতর সন্ন্যাস পৃথিবী দেখিতে চায়। নূতন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী একত্র হইয়া কিরূপে সমস্ত সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করে, সন্তানপালন করে, এবার তাহাই দেখাও। ইহাতে রাগ হয় না, লোভ হয় না, হিংসা হয় না, অহঙ্কার হয় না। ইহাতে টাকা হাতে পড়িলে ক্ষতি হয় না, যেন খড়ের মত।” কেশবচন্দ্র এ অদ্ভুত মত কোন্ সাহসে প্রচার করিলেন? যদি নরনারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীই হইবে, তবে তাহারা বিবাহ করিবে কেন? যে ধর্ম্মে প্রেম ও পুণ্যের যোগে আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে, সে ধর্ম্মের চরমই এই। তাই কেশবও ঐ প্রার্থনায় বলিয়াছেন, “১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে যে যাত্রা করিয়া গেলেন, বলিয়াছিলেন আনন্দকে পাঠাইয়া দিবেন? কৈ আসিল না? ঈশা বর হইয়া আসিবেন, ঈশার সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ কবে হবে? কৈ বর যে আসিল না?” সন্ন্যাসধর্ম্ম বিনা ব্রহ্মসংস্থতা হয় না, ব্রহ্মসংস্থ না হইলে ঈশ্বরের পুত্রত্ব ঈশ্বরের কন্যাত্ব জন্মে না। নব আশ্রমধর্ম্মে বিবাহ হইবে কাহাদের? ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বরকন্যার। আনন্দ কি না—পবিত্রাত্মা পরমাত্মা তাঁহাদের উভয়কে সম্মিলিত করিবেন। “এবার বর হইয়া ঋষিগণ নূতন বেশধারণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতেছেন” এ কথা তাঁহাদিগেরই সম্বন্ধে শোভা পায়, যাঁহাদিগের ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ জীবনের অন্নপান হইয়াছে।

সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়া যাঁহারা অত্যাশ্রমী হইলেন, তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশে সংসারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের সংসারাশ্রম তপোভূমি হইল। এখন তাঁহাদের আশ্রমধর্ম্ম কি? ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র এ আশ্রমের ধর্ম্ম কি নির্ণয় করিয়াছেন ?

(ক) ঈশ্বর একমাত্র কর্ত্তা।

(খ) সকলে ঈশ্বরপ্রেরিত।

(গ) ইহলোকে থাকিয়া পরলোকে স্থিতি।

(ঘ) সাধুগণের সঙ্গে বাস।

(ক) নবীন আশ্রমে ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ কর্ত্তা নাই। যেখানে নরনারী আপনি কর্ত্তা হইয়া সংসার করে, সেখানে তাহারা সংসারী সন্ন্যাসী নহে। যত দিন পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমাচারে তাহারা আবদ্ধ, ততদিন তাহাদিগের আত্মকর্ত্তৃত্ব আছে, তাহারা অত্যাশ্রমী হইতে পারে না। অত্যাশ্রমী হইতে গেলেই আত্মকর্ত্তৃত্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়। অত্যাশ্রমী হইয়া আর কেহ পুরাতন আশ্রমধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করিতে পারে না, উহাতে পতন হয়। যিনি অত্যাশ্রমী হইয়াছেন, তাঁহার আত্মকর্ত্তৃত্ব চলিয়া গিয়াছে। তিনি যে বলিবেন আমি এইরূপে চলিব, তাহাও পারেন না; কেন না তাহা হইলে পুনরায় কর্ত্তৃত্বাভিমান ফিরিয়া আসিল। আমি যখন অত্যাশ্রমী হইয়াছি, তখন জীবনান্তপর্য্যন্ত এই এই বিধি পালন করিব, এরূপ নির্ব্বন্ধপ্রকাশ করিলেও আত্মকর্ত্তৃত্ব দেখা দিল, অত্যাশ্রমিত্ব ভঙ্গ হইল। আমার দেহ আছে, অতএব দেহপাতপর্য্যন্ত আমার ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে, এরূপ নিয়মাবলম্বন করিলেও আত্মকর্ত্তৃত্ব তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিল। সুতরাং আত্মকর্ত্তৃত্ববিলোপকারী কোন উপায় উপস্থিত না হইলে সন্ন্যাসিত্ব বা অত্যাশ্রমিত্ব কিছুতেই রক্ষা পাইবার আর সম্ভাবনা থাকে না। আত্মকর্ত্তৃত্ব বা জাগে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয়ে অনশনে দেহপাত তন্মধ্যেও আত্মকর্ত্তৃত্বের স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, কেন না ক্ষুধাকে বলপূর্ব্বক চাপিতে গিয়া আত্মারই কর্ত্তৃত্ব ফুটিয়া উঠে। অজগরব্রতাবলম্বনেও কর্ত্তৃত্বের বিলোপ হয় না, মুখে অন্ন তুলিয়া দিলেওতো গলাধঃকরণ করিতে হইবে ? গলাধঃকরণ করার ভিতরে কি কর্ত্তৃত্ব নাই ? আত্মকর্ত্তৃত্ব গিয়া যদি এস্থলে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব না আইসে, তাহা হইলে ব্রহ্মসংস্থতার ক্ষতি উপস্থিত হইবেই হইবে। সকলই গেল ক্ষুধা গেল না কেন ? কেবল ক্ষুধা নয় জীবের প্রতি প্রভূত করুণাই বা কেন এ অবস্থায় উপস্থিত হয় ? অবশ্য তবে এখন ঈশ্বরের ভৃত্য হইয়া সন্তান হইয়া তাঁহার প্রেরণায় তাঁহার আদেশে কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত। এত দিন নিজের প্রবৃত্তি ছিল, বাসনা ছিল, বিষয়তৃষ্ণা ছিল, পুরুষকার ছিল, বুদ্ধি বিচার ছিল। বাধ্য সন্তান ও ভৃত্য হইবার মহান্ অন্তরায় ছিল। এখন সে অন্তরায় চলিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাহা বলেন কোন কথা না বলিয়া তাহার অনুসরণ স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। প্রভুর আদেশপালন, পিতার ইচ্ছানুবর্ত্তন, ইহাতে আর আত্মকর্ত্তৃত্ব কোথায় রহিল ? আত্মকর্ত্তৃত্ববিরহিত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বরকন্যা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া আশ্রম বা তপোবনে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহারা নবীন আশ্রমধর্ম্মের অন্তর্ভূত। কেশবচন্দ্র স্বয়ং এই আশ্রমধর্ম্মী ছিলেন।

(খ) নবীন আশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তি যেন আত্মকর্ত্তৃত্ববর্জ্জিত হইলেন। তিনি যে সকল ব্যক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাঁহারা কি সকলেই অত্যাশ্রমী ? সকলেই অত্যাশ্রমী হইবে ইহা অসম্ভব ? যদি তাহা হয় তাহা হইলে গৃহের দাসদাসী অল্পবয়স্ক বালক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালিকা সকলেই ধর্ম্মের উচ্চতম সোপানে আরূঢ় স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এরূপ স্বীকার কখন সত্যমূলক হইতে পারে না। যদি আশ্রমের সকলে অত্যাশ্রমী না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সংস্রবে বাস করা অত্যাশ্রমীর পক্ষে কখনই সঙ্গত নয়। যদিই বা তাহাদের আচরণে তাঁহার ক্রোধাদির উদ্রেক না হউক, তথাপি তাহাদের হীনতা চক্ষের সম্মুখে নিয়ত প্রকাশ পাইয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞান সহজেই উদ্রিক্ত হইতে পারে। যদি হয়, তাহা হইলে তাহার মনে অভিমানের সঞ্চার হইয়া অত্যাশ্রমিত্ব খণ্ডিত হইল। এরূপ অন্তরায় উপস্থিত না হয়, এ জন্য নবীন আশ্রমধর্ম্মী সংসারের সকলকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করেন। বুদ্ধ, ঈশা, মুষা, চৈতন্য প্রভৃতি ঈশ্বরপ্রেরিত, তাঁহাদিগের নিকটে স্বতই মস্তক প্রণত হয়। বাড়ীর দাস দাসী পুত্র কন্যা প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের সহিত বিনম্র ব্যবহার, ইহা কি স্বাভাবিক? যথার্থ জ্ঞান দৃষ্টি উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে প্রেরিতভিন্ন অন্য দৃষ্টিতে দেখিবার কোন সম্ভাবনা নাই। নরনারী ঈশ্বরের পুত্রকন্যা, ইহা কি অস্বীকার করিতে পারা যায়? তাহারা আপনাদিগকে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া জানে নাই, এ জন্যই কি তত্ত্বদর্শীর নিকটে তাহারা ঈশ্বরের পুত্রকন্যা নহে? তাহারা তাহাদিগের আপনাকে না চিনুক, তিনি তো তাহাদিগকে চিনেন। যদি চেনেন তবে তিনি তাহাদিগের সঙ্গে তদুপযুক্ত ব্যবহার করিবেন না কেন? কেশবচন্দ্র উৎসবের পূর্ব্বে দাস দাসী প্রভৃতিকে প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ ও নমস্কারপূর্ব্বক উৎসবে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহার কি কোন অর্থ নাই? অভিমান যদি নবীন আশ্রমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গের শত্রু হয়, তবে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে উচ্ছেদ করিবার উপায় করাই তো প্রয়োজন। তিনি কেবল মুখে সকলকে প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ বা প্রণাম করেন নাই আপনার সমগ্র জীবনে তাদৃশ সম্বন্ধের প্রমাণ দেখাইয়াছেন; সুতরাং যাহারা অত্যাশ্রমী নয় তাহাদিগের সঙ্গে নিয়ত বাস করিয়াও যে তাঁহার অত্যাশ্রমিত্বের ক্ষতি হয় নাই, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে।

(গ) ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া সংসারে প্রেরিতগণেতে পরিবেষ্টিত থাকিলেই কি এ নবীন আশ্রম নির্ব্বিঘ্ন হইল? বিস্তৃত জনসমাজের সঙ্গে নবীন আশ্রমবর্ত্তীর সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, তাহাতে তো তাঁহার ব্রহ্মসংস্থতার ক্ষতির বিশেষ সম্ভাবনা আছে? কোন্ উপায়ে এ ক্ষতির তিনি নিবারণ করিবেন? যখন তিনি ব্রহ্মসংস্থ হইয়াছেন, তখনই তিনি ইহলোকে থাকিয়াও পরলোকে স্থিতি করিতেছেন। কেন না যোগীর পক্ষে স্বয়ং ব্রহ্মই তাঁহার নিত্যকালের বসতিস্থান; তাঁহার নিকটে পরলোক বলিয়া স্বতন্ত্র আর কিছু নাই। সংসারে বিবিধ লোকের সঙ্গে বাস করিয়া ইহলোকে নাই, পরলোকে আছি এ জ্ঞান জাগ্রৎ থাকিবে কি প্রকারে? কেবল কল্পনা করিলে কিছু হয় না, যাহা সত্যমূলক নহে, তাহা কি কোন কালে স্থায়ী হইয়া থাকে? ইহলোকে আছি, অথচ মনে করিতেছি, পরলোকে ঈশ্বরেতে বাস করিতেছি, ইহা কল্পনা বিনা সত্য হইবে কি প্রকারে? যদি সত্য না হয়, এ কল্পনার ঘোর শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে। সত্য পাইলে আত্মা তাহা ধরিয়া থাকিতে পারে, যেখানে সত্য নাই, সেখানে আত্মার দাঁড়াইবার ভূমি নাই। ইহা আর কে না জানে যে, আমরা দেহে যখন আছি, তখন ইহলোকে আছি, দেহবিমুক্ত হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে আমাদের পরলোকে বাস হইবে। সত্য বটে, সাধারণ লোকের ধারণা এই প্রকারই বটে, কিন্তু যোগচক্ষে দেখিলে অন্য প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। নিবৃত্তিযোগে যেমন প্রবৃত্তি সকল নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তাদর্শন সিদ্ধ হইয়াছে। কেবল ব্রহ্মসত্তাদর্শন সিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, ব্রহ্মেতে সমুদায় জগৎ ও জীবের স্থিতি প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এই যে ব্রহ্মেতে নিয়তকাল সকলের ও আপনার স্থিতি দর্শন, ইহাকেই ইহলোকে থাকিয়া পরলোকে স্থিতি বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঈদৃশদর্শনে সিদ্ধমনোরথ হয় নাই, তাহার এখনও অত্যাশ্রমিত্ব-লাভ করা দূরস্থ। ব্রহ্মেতে সমুদায় জগৎ ও জীবের স্থিতি দেখিলেও নরনারীর দুরাচার যখন নিয়ত দৃষ্টিপথে নিপতিত হইতেছে, তখন সে সকলের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই। পরলোক যদি ঈদৃশ লোকসকলের আবাসভূমি হয়, তবে সে পরলোকে প্রয়োজন কি? মৃত্যুর পর যদি পরলোকের আরম্ভ বল, তাহা হইলে এখানে যে দুরাত্মা ছিল, সে মৃত্যু হইবামাত্র সাধু হইয়া গেল ইহা যখন বলিতে পারা যায় না, তখন ইহলোকে দুরাত্মা আছে বলিয়া পরলোকে স্থিতি সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হইবে, তাহাতে আর অসম্ভাবনা কি? যোগী যখন দুরাত্মার ভিতরেও প্রচ্ছন্ন ঈশ্বরতনয়ত্বদর্শন করিয়া তৎপ্রতি চিত্ত নিবদ্ধ করেন, তখন তাঁহার পরলোকে স্থিতি অসদাচারী লোক-দিগের দ্বারা প্রতিহত হইবে কি প্রকারে?

(ঘ) তবে কি তিনি সংসারে থাকিয়া নিয়ত অসঙ্গ উদাসীনের ন্যায় থাকিবেন? তাহা হইলে তো তিনি যে নিবৃত্তিযোগী ছিলেন, সেই নিবৃত্তিযোগীই থাকিলেন, প্রেমপ্রধান প্রবৃত্তিযোগতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে স্পর্শও করিল না? তিনি পাপদুরাচারসম্বন্ধে নিবৃত্তি-যোগী, সদা নির্লিপ্ত, কিন্তু নিয়ত সাধুসঙ্গে তাঁহার বাস। যে প্রেম ঈশ্বরের সহিত যোগ সিদ্ধ করে, সেই যোগেই সাধুগণের সহিত যোগ নিবদ্ধ হয়। কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "ক্ষুদ্র বুদ্ধির কথা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তির কথা গ্রহণ কর। ভক্তিপূর্ণ চক্ষু উজ্জ্বল হইবে, নদী পর্ব্বত সংসার যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে কেবল ভক্তিনয়ন খুলিবে, আর দেখিতে পাইবে অমুক সাধু আসিয়াছেন। আর একটি ঈশ্বরপ্রেরিত মহাত্মা আসিলেন, ভক্তিসাগরে টানিয়া লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যদি ভক্তিনয়ন থাকে এখনই দেখিতে পাইবে, সুখ অনুভব করিবে, অনেক দিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। এ সব সত্য কথা ভক্তি হইলে চেষ্টা না করিয়াও দেখিতে পাইবে। যত সাধু উপস্থিত হইয়াছেন, ধর্ম্মজগৎ আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিবে বিচিত্র নহে। যদি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর হৃদয় আপনি বলিয়া দিবে। সাধুসজ্জন যাঁহারা পরলোকে আছেন, যাঁহাদের নাম শুনিয়াছ, যাঁহাদিগের কথা পুস্তকে পাঠ করিয়াছ, অথবা বন্ধুমুখে শুনিয়াছ, সেই নাম, সেই চরিত্র, সেই কথা একত্র করিয়া তুমি ভাব, তাঁহাদিগের মত ও তত্ত্ব চিন্তা কর, সেই মত ও তত্ত্বের ভিতর হইতে এক আশ্চর্য্য জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ বাহির হইবেন, ভক্তিচক্ষুর নিকট প্রকাশিত হইবেন।" এই সাধুসঙ্গ যে ব্রহ্মস্থ ব্যক্তির পক্ষে কতদূর অপরিহার্য্য এই কথাগুলিতে তাহা প্রকাশ পাইতেছে:—"ভক্তের পর ভক্ত, সাধুর পর সাধু একটি একটি করিয়া কি বিদায় করিয়া দিতে পার? মনের যদি সে ক্ষমতা থাকে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া চেষ্টা কর। শরীর হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু কিছু রক্ত বাহির করিয়া জীবিত থাকিবে ইহা যেমন অসম্ভব, মহাত্মা পবিত্রাত্মাগণকে বিদায় করিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা তেমনই অসম্ভব।"

ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন, প্রেরিত মানবমধ্যে বাস, নিত্য ঈশ্বরে স্থিতি এবং সাধুসঙ্গ যে আশ্রমধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, সে আশ্রম আনন্দনিলয়। এখানকার সকল সম্বন্ধ আনন্দবর্দ্ধক। আনন্দ-ভূমিতে এই আশ্রম স্থাপিত, এ জন্য সকলের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হইয়া স্থিতি এখানে সম্ভবপর। আর এই কারণেই পৃথিবীতে স্বর্গের পরিবার স্থাপন অবশ্যম্ভাবী। পরিবারে স্বর্গ প্রকাশ পাইলে সমগ্র মণ্ডলীতে স্বর্গস্থাপনে আর প্রতিবন্ধক রহিল না, কেন না অনেকগুলি পরিবারের সমষ্টিতে মণ্ডলী। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ঈদৃশ অধিকার লাভ করিতে সমর্থ? যিনি বৈরাগ্য ও অরণ্য বাস দ্বারা আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্তিবাসনার অতীত করিয়াছেন, নিবৃত্তিযোগে সিদ্ধ হইয়াছেন। এ অবস্থায় আনন্দের কথা উঠিতে পারে না; মুখে হাস্য বিরাজ করিতে পারে না। কেশবকে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে আমরা এইরূপই দেখিতে পাই। একবার সমুদায় ঈশ্বরের চরণে বলিদান না করিলে, চরমে চির আনন্দের রাজ্যে ঈশ্বর ও তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে লইয়া চির আমোদে নিমগ্ন থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। কেশবচন্দ্রের জীবন যদি আনন্দঘন রসস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া রোগ শোক সন্তাপ যন্ত্রণা সমুদায় ভুলিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহা সন্ন্যাসধর্ম্মের উপরে—কাল জমির উপরে বিচিত্র স্বর্গের ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া সম্ভবপর হইয়াছে। যিনি নিবৃত্তিযোগকে মূলে রাখিয়া তদুপরি প্রবৃত্তিযোগস্থাপন না করিবেন, কেশব যে পথে চলিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে পথে না চলিবেন, তিনি যে নবীন আশ্রমধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। কেবল নিবৃত্তিযোগ আশ্রয় করিলে শুষ্ক মরুভূমিতে বাস ঘটিবে, ক্ষুধাদি স্বাভাবিক বৃত্তি চিরদিন নিবৃত্তিযোগের অন্তরায় হইয়া থাকিবে। আর যদি নিবৃত্তিযোগনিরপেক্ষ হইয়া প্রবৃত্তিযোগে কেহ কৃতার্থ হইতে চাহেন, তিনি কল্পনার রাজ্যে ছায়াকে বস্তু বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক আত্মবঞ্চনা করিবেন, অল্পদিনের মধ্যে সংসারে বদ্ধ হইয়া পড়িবেন। কেশবহৃদয়ে উভয় যোগের মিলন হইয়াছে, সংসার-মধ্যে স্বর্গের পরিবার স্থাপিত হইয়াছে, সংসার নববৃন্দাবনে পরিণত হইয়াছে। এ দৃশ্য আর কখন প্রকাশ পায় নাই। যদি পরিবারে জনসমাজে এই মনোহর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অত্যাশ্রমী হইয়া সকলে নবীন আশ্রমধর্ম্ম জীবনে পালন করুন। পালন করুন কেন বলিতেছি, স্বয়ং ঈশ্বর-প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া এই দৃশ্য নিরন্তর জীবনে ও সংসারে দেখুন ও সম্ভোগ করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবযুগের নবসংন্যাস।

'নবযুগের নবসংন্যাস' অদ্যকার বলিবার বিষয়। প্রথমেই জিজ্ঞাসা উপস্থিত, বক্তৃতার বিষয়ের মধ্যে 'নবযুগ' এ শব্দ কেন উল্লিখিত হইল ? 'নবযুগ' এ কি শাস্ত্রসিদ্ধ কথা ? কখনও কি নবযুগ হয়, না এটি কাল্পনিক ? শাস্ত্রে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগের উল্লেখ আছে, কোথাও তো নবযুগের উল্লেখ নাই। যুগের উল্লেখ হইল কেন, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া দেখি সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণানুসারে যুগনির্ণয় হইয়াছে। সত্ত্ব গুণ হইতে সত্যযুগ, রজোগুণ হইতে ত্রেতাযুগ, রজোবিমিশ্র তমোগুণ হইতে দ্বাপরযুগ, * তমোগুণ হইতে কলিযুগ, সেই সেই গুণের লক্ষণানুসারে নাম পাইয়াছে। উপনিষদে সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের উল্লেখ নাই। শ্বেতাশ্বতরে সত্ত্বাদি নাম নাই, 'ত্রিগুণ' এই শব্দ আছে। যখন সাংখ্যদর্শনকর্ত্তা কপিলের নাম এই উপনিষদে দেখা যায়, তখন এ 'ত্রিগুণ' শব্দে সত্ত্ব রজ ও তম বুঝায়, ইহা বলা অযুক্ত নয়। মনুসংহিতায় এই তিন গুণের উল্লেখ ও উহার ক্রিয়া পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত আছে। যেখানেই যেরূপ উল্লেখ থাকুক, কপিল ঋষি যে এই গুণত্রয়ের দার্শনিক আকার দিয়াছেন তাহাতে সংশয় নাই। তাঁহার মতে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। যত ক্ষণ এই তিন

* বক্তৃতার সময়ে বিমিশ্র গুণ না ধরাতে একটি যুগের উল্লেখে ভুল হইয়া গুণানুসারে তিন যুগমাত্র উল্লিখিত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণের সাম্যাবস্থা থাকে তত ক্ষণ সৃষ্টি হয় না। ইহাদের সাম্যাবস্থা ঘুচিয়া গিয়া বৈষম্য উপস্থিত হইলে সৃষ্টি হয়। গুণের বৈষম্য কি? পরিমাণের অল্পাধিক্য। কোনটির পরিমাণ অধিক কোনটির পরিমাণ অল্প হইলে তাহাদের যোগে সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান কালের লোকেরা বলিবেন, এ সকল নিতান্ত অযুক্ত কল্পনা। তিন গুণ আবার কি? বৈদ্যশাস্ত্রে যেমন বায়ু পিত্ত কফ কল্পনা-প্রসূত, ইহাও তেমনি। অযুক্ত কল্পনা বলিয়া কি হইবে, সকল গুলি মূল ধাতুই এদেশের শাস্ত্র ও বিজ্ঞানে এই তিন গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম পাইয়াছে। এত বড় একটা অযুক্ত কল্পনা ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিল কেন, অবশ্য ইহার মধ্যে সত্য আছে, একটু গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারা যায়। ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, ইহার ভিতরে প্রগাঢ় বিজ্ঞান নিহিত আছে। সত্ত্ব—প্রকাশ, রজঃ—প্রকাশো-ন্মুখতা, তম—অপ্রকাশ। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন সকলই অন্ধ-কারে আবৃত ছিল। মনু সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা এইরূপই বর্ণন করিয়াছেন। অন্ধকারে আবৃত ছিল ইহার অর্থ কি? সমুদায় প্রচ্ছন্ন ছিল তখন কিছুই প্রকাশ পায় নাই। এই প্রচ্ছন্ন থাকা প্রকাশ না পাওয়া, ইহারই নাম তম। তম আর অন্ধকার এই জন্যই পর্য্যায় শব্দ। যাহা অপ্রকাশ ছিল, তাহা প্রকাশ পাইবার উন্মুখ হইল। এই যে প্রকাশের উন্মুখতা ইহাই রজ। রজো-গুণের সঙ্গে উদ্যম সংযুক্ত। যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা প্রকাশ পাইবার জন্য যখন উদ্যম প্রকাশ করিল, তখন রজোগুণের ক্রিয়া উপস্থিত। এই উদ্যমে যখন প্রচ্ছন্ন প্রকাশ পাইল, তখন সেই প্রকাশ সত্ত্বগুণ নামে অভিহিত হইল। যাহা প্রকাশ পাইয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার মধ্যে এখনও কত কি প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে, এবং সেই প্রচ্ছন্ন বিষয়গুলি প্রকাশ পাইবার জন্য ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিতেছে। জগতের মধ্যে যখন এইরূপ ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে চলিতেছে, এবং জাগতিক শক্তির প্রক্রিয়াই যখন এইরূপ, তখন সত্ত্ব, রজ ও তম স্বতন্ত্র কল্পনা ইহা বলিব কি প্রকারে? এই তিন গুণ কখন স্বতন্ত্র থাকে না। সর্ব্বত্র এই তিনের সংমিশ্রণ। কেন না সর্ব্বত্রই কিছু প্রকাশ, কিছু অপ্রকাশ, কিছু প্রকাশোন্মুখ হইয়া আছে। ব্রাহ্মণেরা কেবলই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, ক্ষত্রিয়েরা কেবলই রজোগুণ বিশিষ্ট, শূদ্রেরা কেবলই তমোগুণবিশিষ্ট একথা কিছুতেই বলিতে পারি না। যাঁহারা যথার্থ ব্রাহ্মণ তাঁহারা সত্ত্বগুণপ্রধান হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁহাদের ধ্যানধারণাদিতে উদ্যম, ক্রমিক ধ্যানধারণায় জ্ঞানের প্রকাশ এবং তখনও জ্ঞানের কতক অংশের প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থিতি, সত্ত্বের সহিত রজ ও তমের সংস্রব দেখাইয়া দেয়। ক্ষত্রিয়গণেতে কেবলই বলবীর্য্যপ্রকাশ, তাঁহাদিগেতে ব্রহ্মচিন্তনাদি বা ক্রমিক জ্ঞানলাভ নাই, একথা কে বলিবে? শূদ্রের যদি কেবলই তমোগুণ হইবে, তাহা হইলে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া সেবা করা এবং দিন দিন জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া কি কখন তাহার পক্ষে সম্ভব হইত? শাস্ত্রে এজন্যই কোথাও কোন গুণ অবিমিশ্র নাই, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ গুণসকল অবিমিশ্র ভাবে প্রকাশ পায় না, ইহা স্পষ্ট বাক্যে অনুগীতায় উল্লেখ করিয়াছেন। এই গুণত্রয়ের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া প্রতিদিন মানবজীবনে এইরূপে প্রকাশ পায় :—আমি যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন মাংসপিণ্ড ছিলাম, তখন আমাতে সমুদায় মনোবৃত্তিগুলি প্রচ্ছন্ন ছিল। ক্রমে সেই মনোবৃত্তিগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই প্রকাশ পাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরতিশয় প্রযত্নসাধ্য। যখন অত্যন্ত শিশু ছিলাম, তখন আমার ইচ্ছাশক্তি কেমন প্রবল ছিল। আমার ইচ্ছার নিকটে বৃদ্ধদেরও হার মানিতে হইত। ইচ্ছাশক্তি তখন বা কেন প্রবল ছিল, এখন বা কেন দুর্ব্বল হইয়াছে? প্রবল ছিল এই জন্য যে আমার হস্তপদাদি আমার বশে ছিল না; তাহাদিগকে বশে আনিতে গিয়া আমার প্রভূত ভিতরের বল প্রকাশ করিতে হইয়াছে। এই ভিতরের বল প্রকাশই ইচ্ছাশক্তি। বৃদ্ধদের মতে চলিবার আমার তখন সময় হয় নাই। সর্ব্বাগ্রে আমার হাত পা গুলিকে আমার বশে আনিতে হইবে। সেই গুলির প্রতি আমার ভিতরের বল প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, সুতরাং হাত পা ছোড়া প্রভৃতি কেহ নিবৃত্ত করিতে আসিলে সে দিকে আমার কর্ণপাত করিলে চলিবে কেন? শারীরতত্ত্ববিদেরা বলিবেন বাহিরের আলোক বায়ু প্রভৃতি হইতে প্রতিঘাত ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে পঁহুছিয়া স্নায়ুসকলকে উত্তেজিত করিল। স্নায়ুর ভিতরকার পথ এখনও ভাল করিয়া খুলিয়া যায় নাই, সুতরাং সেই প্রতিঘাতোৎপন্ন বল তাহার মধ্য দিয়া যাইতে কালগৌণ হইয়া পড়িতেছে। কালগৌণ হইতেছে বলিয়া মাংসপেশীসকলের ক্রিয়া তখন তখনই প্রকাশ পাইতেছে না। কেবল তখন তখনই প্রকাশ পাইতেছে না তাহা নহে, স্নায়ুর মধ্য দিয়া পথ খুলিতে গিয়া প্রতিঘাত দ্বারা যে সকল স্নায়বীয় পদার্থকে সরাইয়া দিতে হইতেছে, তাহাদিগেতে প্রতিঘাতের কতক বল ক্ষয় (absorb) পাইতেছে, যে অবশিষ্ট বল পেশীতে গিয়া পঁহুছাইল তাহা দুর্ব্বল বলিয়া হস্তপদাদি উত্তোলনে অতি অল্পই সাহায্য করিল। এ অবস্থায় প্রতিবারে আমার ভিতরকার বল অধিক পরিমাণে প্রয়োগ না করিয়া আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি উপায়ান্তর আছে ? কালে যখন স্নায়ুসকলের পথ খুলিয়া গেল, বাহির হইতে আগত বলসমূহ স্বচ্ছন্দে গতায়াত করিতে লাগিল, তখন আর হস্তপদাদি তুলিতে আমার প্রযত্নের প্রয়োজন হইল না। ইচ্ছাশক্তির এখন সে দিকে নয় অন্য দিকে প্রচ্ছন্নশক্তির প্রকাশের জন্য নিয়োগ করিবার অবসর হইল। যাউক, শরীর-তত্ত্বাদি কঠিন বিষয় লইয়া আর সময়ক্ষেপে প্রয়োজন নাই। যাহা বলা হইল ইহাতেই সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ যে একটা অযুক্ত কল্পনা নয় তাহা প্রমাণত হইল ; কেন না প্রচ্ছন্ন শক্তিগুলি তমোগুণের, ইচ্ছাশক্তি রজোগুণের, সহজে শক্তিপ্রকাশ সত্ত্বগুণের ক্রিয়া দেখায়। আমাদের নিজের শরীর, মনোবৃত্তি এবং সমুদায় জগতে এই তিন গুণের ক্রিয়া যখন প্রকাশ, প্রকাশোন্মুখতার এবং অপ্রকাশের আকারে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, তখন নাম লইয়া বিবাদ করিয়া কি ফল ? আমরা নয় বলিলাম প্রকাশ, প্রকাশোন্মুখতা, অপ্রকাশ, তাঁহারা বলিলেন সত্ত্ব রজ ও তম, বস্তুতঃ তো একই হইল।

'নবযুগ' শব্দের প্রয়োগ সিদ্ধ করিতে গিয়া আমায় এতগুলি কথা বলিতে হইল, অথচ এখনও মূল বিষয়ে পঁহুছায় নাই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি এই চারিযুগ সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের ক্রিয়া এই মাত্র আমি উল্লেখ করিয়াছি। এ যে আমার নিজের মনঃকল্পনা নয় শাস্ত্রসিদ্ধ ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধ তাহার প্রমাণ *।

---

* প্রভবন্তি যদা সত্ত্বে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
তদা কৃতযুগং বিদ্যাৎ জ্ঞানে তপসি যদ্রুচিঃ ॥
যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু ভক্তির্ভবতি দেহিনাম্।
তদা ত্রেতা রজোবৃত্তিরিতি জানীহি বুদ্ধিমন্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য ত্রেতাদি যুগ সত্ত্বাদিগুণের লক্ষণ দ্বারা নির্ণীত হয়। কাল এক অখণ্ড,তাহাতে কোন ভিন্নতা নাই। যে সময়ে যে গুণ নরনারীতে প্রকাশ পায়, সেই গুণের দ্বারা সে সময়কে সেই যুগ বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুণসমূহ কোথাও অবিমিশ্র থাকিতে পারে না, সুতরাং সকল সময়েই সকল গুণের লক্ষণ থাকিবে। তবে যে সময়ে যে গুণের প্রাধান্য প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা যুগনির্ণয় করিতে হইবে। প্রধান ব্যক্তিগণ বলিতেছি :এই জন্য যে, তাঁহারাই যুগের প্রবর্ত্তক। মনে হইতে পারে, ইহা আমার নিজের কল্পনা। এ যে কল্পনা নয় তাহার প্রমাণ শাস্ত্র। দ্বাপরযুগের অন্তভাগে কলির প্রবেশ। দ্বাপরযুগে রজ ও তম এ দুই গুণের ক্রিয়া ছিল। দ্বাপরের শেষে তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করিল, এজন্য তমোগুণপ্রধান কলি প্রবেশাধিকার লাভ করিল। যুগও জনসমাজের শীর্ষদেশে স্থিত রাজার শাসনাধীন তাহা ভাগবত একটী আখ্যায়িকা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রাজা যদ্‌গুণবিশিষ্ট প্রজাও যে তদ্‌গুণবিশিষ্ট হয়, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশে এখন আচার ব্যবহারের কি প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে ইহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভাগবতের আখ্যায়িকাটী এই :—যুধিষ্ঠিরের সিংহা-

---

যদা লোভস্ত্বসন্তোষো মানোদম্ভোঽথ মৎসরঃ।
কর্ম্মণাং চাপি কাম্যানাং দ্বাপরং তদ্রজস্তমঃ॥
যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্।
শোকো মোহো ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ॥

ভাঃ ১২ স্ক, ৩ অ, ২৭—৩০ শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনে উপবিষ্ট তৎপৌত্র পরিক্ষিৎ তাঁহার রাজ্যে কলির প্রবেশ হইয়াছে ইহা শ্রবণ করিয়া তন্নিগ্রহার্থ দিগ্বিজয়ে বাহির হন। নানাদেশ জয় করিয়া করগ্রহণ করিতেছেন, ইত্যবসরে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, একটী গাভী রোদন করিতেছেন, আর এক পদে বিচরণশীল বৃষভ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। এক জন বৃষল (পতিতশূদ্র) এই গোমিথুনকে নিষ্ঠুররূপে তাড়না করিতেছে। পরিশেষ জানিতে পাইলেন, গাভী পৃথিবী, বৃষভ ধর্ম্ম, বৃষল কলি। তপ, শৌচ, দয়া, সত্য ধর্ম্মের চারি পাদ। তিন পাদ বিনষ্ট হইয়াছে, এক পাদ সত্য অবশিষ্ট আছে। এই এক পাদ যাহাতে বিনষ্ট হয় তাহারই জন্য কলি তাঁহার তাড়নায় প্রবৃত্ত। এতদ্দর্শনে পরিক্ষিৎ যখন খড়্গোত্তোলন করিয়া কলির বধে উদ্যত হইলেন, তখন সে তাঁহার শরণাপন্ন হইল, কোন্ কোন্ স্থানে সে তাঁহার রাজ্যে স্থিতি করিবে, তজ্জন্য স্থান যাচ্ঞা করিল। প্রথমতঃ তিনি দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, অসন্নারী, এবং পশুবধস্থান, তৎপর পুনরায় প্রার্থনা করাতে স্বর্ণ তাহার বাসস্থান নির্ণয় করিয়া দিলেন। পরিক্ষিতের সময়ে কেন কলি এই সকল স্থান অধিকার করিয়া চিরদিনই বাস করে। বৈদিক সময়ে দ্যূতক্রীড়াদির অধর্ম্মপ্রভাব ঋগ্বেদে পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। যে সকল ব্যক্তি এই সকল অধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ভগবৎপরায়ণ হন, তাঁহারা কলির প্রভাবাধীন নহেন; তাঁহারাই জনসমাজের শীর্ষদেশে স্থিত। উন্নতিকাঙ্ক্ষী বিশেষতঃ নরপালকে ভাগবৎ এই সকল অধর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। একই সময়ে সাত্ত্বিকাদি ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে আশ্রয় কবিয়া যুগসকল অবস্থান করে, ইহাই শাস্ত্রের ভাবার্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বগুণাদির অনুসারে যুগনির্ণয় হয় ইহা বুঝা গেল, কিন্তু নবযুগ কাহাকে বলে এবং তাহার অভ্যুদয় কাল কোন্ সময়ে হয়, ইহা দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রে কালকে যুগ ও কল্পে বিভক্ত করা হইয়াছে। সত্ত্বাদি গুণানুসারে যেরূপ যুগ নির্ণীত হয়, কল্পও সেই প্রকার নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং এ দুই ভিন্ন নামে উক্ত হইলেও বস্তুতঃ এক। ভিন্ন ভিন্ন কল্পের ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদিনির্ণয় করিতে গিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—

সঙ্কীর্ণে তু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।

এক কল্প গিয়া আর এক কল্প যখন প্রবৃত্ত হইবে তাহার মধ্যবর্ত্তী কালে (যুগসন্ধি, কল্পসন্ধিতে) সরস্বতী ও পিতৃগণের প্রভাব উপস্থিত হয়। এই মধ্যবর্ত্তী কালে সন্ধিকালকে অতিক্রম করিয়া কল্পান্তরে বা যুগান্তরে প্রবেশ করিবার উপযোগী যে সকল নবভাবের অভ্যুদয় হয়, সেই নবভাব লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতার বিষয়-মধ্যে 'নবযুগ' শব্দ নিবিষ্ট হইয়াছে। এই নবযুগের অভ্যুদয় সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞানচর্চ্চা এবং পিতৃগণ অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে যে অধ্যাত্মসম্পদ্ লাভ হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। আমরা যে সময়ে বাস করিতেছি, এ সময়ে সরস্বতী অর্থাৎ বিদ্যাচর্চ্চা এবং পিতৃগণের যে প্রাদুর্ভাব ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি। বিদেশ হইতে জ্ঞানচর্চ্চা এদেশে প্রবেশ করিয়া কি যে সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে এবং সে বিপ্লবে প্রাচীন সমাজ যে যায় যায় হইয়াছে তাহা আর আমরা কে না জানি? পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) এদেশে আসিয়া লোকের মনকে ভগবদর্চ্চনাবন্দনা হইতে বিরত করিয়াছে। যাঁহাকে জানিতে পারা যায় না, তাঁহার আবার পূজা বন্দনা কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি কোথায় আছেন, কিরূপ তিনি, কে জানে? আমরা তাঁহার স্তবস্তুতি করিলে তিনি কি আমাদের খোঁজ লন? ঈশ্বরে বিশ্বাস টলিয়া গিয়া আবার নূতনভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপিত না হইলে দেশের দুর্গতিবারণ হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এটি সঙ্কীর্ণ কাল (Transitory Period), একাল অতি ভয়ানক। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে নীতির বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত যুবকগণ গোপনে সমাজবিরোধী অনেক প্রকার অসদাচরণ করিতেছে, অথচ বাহিরে তাহারা সমাজের সুহৃদ্ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। তাহাদের কপটাচারে নীতি সঙ্কটাপন্ন, সমগ্র জাতি মিথ্যাবাদী এই অপবাদ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। এক জন প্রধান ইংরেজ (Macaulay) অনেক দিন পূর্ব্বে এদেশীয়গণকে মিথ্যাবাদী অপবাদে অপবাদগ্রস্ত করিয়াছেন, আর এক দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান পদারূঢ় ব্যক্তি (Tawney) এজাতিকে মিথ্যাবাদীর চূড়ামণি (Monumental liar) আখ্যা অর্পণ করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতানুরাগী উদারচেতা হইয়াও সমগ্র জাতিকে এরূপ অপবাদগ্রস্ত করিলেন কেন? তাঁহার সংস্কৃতাধ্যাপক কোন কালে মিথ্যা বলেন না, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি যখন একটী পারিবারিক দুর্ঘটনাসম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়া উহা গোপন করিলেন তখন সেই উদারচেতা পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্থির করিলেন, যখন আমার পণ্ডিত মহাশয় মিথ্যা বলিতে পারেন, তখন এদেশে এমন ব্যক্তি কেহ থাকিতে পারে না, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে না। বিদ্যাচর্চ্চার তো এইরূপ ধর্ম্ম ও নীতির বিপ্লব উপস্থিত, অন্য দিকে কালমাহাত্ম্যে বাপপিতামহের দোহাই দেওয়া শিক্ষিতগণের মধ্যে বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের বেদবেদান্ত, ব্রহ্মজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতুল্য তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ শতমুখে উহার প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু এদেশের কোন্ শিক্ষিত যুবক বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করেন, ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করেন, পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় প্রবৃত্তিবাসনাজয়পূর্ব্বক প্রতিদিন ব্রহ্মে চিত্তসমাধান করিয়া থাকেন? মুখের প্রশংসায় পিতৃপুরুষগণ তুষ্ট হইবেন, না তাঁহারা যাহা ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা তাঁহাদের কুপুত্র হইয়া কুলে কলঙ্ক আনিয়া তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হইব, ইহা কি সম্ভব? মুখে তাঁহাদের নাম লইয়া যদি তাঁহাদের মত না হই, তাহা হইলে বিদেশীয়গণই বা কেন আমাদিগকে ধিক্কারদান করিবেন না? বিদ্যাচর্চ্চা হউক, আরও বিদ্যাচর্চ্চা হউক, পিতৃপুরুষগণের গুণবাদ বাড়ুক আরও বাড়ুক, কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চা অবিদ্যায় পরিণত না হয়, পিতৃপুরুষগণের গুণবাদ মৌখিক না হয়, এদিকে দৃষ্টি রাখা তো দেশীয় সকল ব্যক্তির পক্ষেই কর্ত্তব্য। বিদ্যাচর্চ্চা ও পিতৃপুরুষগণের গুণবাদ কি প্রকারে ভারতের গৌরবের হেতু হইতে পারে, এখন তাহারই আলোচনা করা যাউক।

'নবযুগে' সমাজের অগ্রণীগণমধ্যে এমন কি নবভাব প্রবেশ করিয়াছে যদ্দ্বারা ভারতের গৌরবের পুনরুদ্ধার হইতে পারে, এখন তাহাই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। এ 'নবযুগের' নব ভাব 'নব সন্ন্যাস।' শ্রীমচ্ছঙ্কর একজন যুগপ্রবর্ত্তক (epoch-makin) মহাত্মা। বিলুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানের পুনরুদ্ধার তাঁহা কর্ত্তৃক সাধিত হইল। তিনি পরিষ্কার করিয়া সকলকে বুঝাইলেন সন্ন্যাস বিনা ব্রহ্মসংস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিতি কখন হয় না। তিনি যে সন্ন্যাসের প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহাতে গৃহে থাকিয়া কেহ সন্ন্যাসী হইবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার সম্ভাবনা নাই, কেন না তাঁহার মত এই, গৃহে থাকিলেই কর্ম্মানুষ্ঠান অপরিহার্য্য, কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে গেলেই ব্যস্ততা চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। এরূপ অবস্থায় নিয়ত ব্রহ্মচিন্তা ব্রহ্মে স্থিতি কি প্রকারে সম্ভব? তাঁহার মতে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য বিদ্বৎসন্ন্যাসী ছিলেন না বিবিদিষাসন্ন্যাসী ছিলেন। যাঁহারা বিদ্বৎসন্ন্যাসী তাঁহাদের ব্রহ্মে স্থিতি হইয়াছে, তাঁহারা গৃহত্যাগী ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, যাঁহারা বিবিদিষাসন্ন্যাসী তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনপরায়ণ, গৃহে বা বনে সদাচারে বাস করিয়া অপরিত্যক্তকর্ম্মা। শ্রীমচ্ছঙ্করের সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ ও সন্ন্যাসের মত তাঁহাকে কোন কোন আচার্য্যের কটাক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিয়াছে। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য তাঁহাকে 'সন্ন্যাস পাষণ্ডের' প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া অত্যন্ত ধিক্কার করিয়াছেন। এরূপ কঠোর বাক্যে তাঁহাকে আক্রমণ করার আমি অনুমোদন করি না, এজন্য গীতাভাষ্যে আমায় বলিতে হইয়াছে শ্রীমচ্ছঙ্করকে এরূপে নিন্দা করিয়া শ্রীমদ্বল্লভ আপনাকে পণ্ডিতমণ্ডলীতে নির্ব্বল্লভ করিয়াছেন। সে কথা যাউক, সমস্ত কর্ম্মত্যাগকথন হইতে পারে না। সন্ন্যাসীর ভিক্ষাচর্য্যা, অজগরব্রতাবলম্বীর অশন-চর্ব্বণ গলাধঃকরণ, এমন কি মানসিক চিন্তা ও অনুধ্যান এ সকলই কর্ম্মমধ্যে গণ্য। যোগাচার্য্য এজন্যই অনুগীতায় বলিয়াছেন বাহিরের কর্ম্মত্যাগ করিয়া যিনি নিষ্ক্রিয়, তিনিও ক্রিয়াবান্। কেন না মন বুদ্ধি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলে নিয়ত তাঁহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিয়াছে। কর্ম্মের অপরিহার্য্যত্বদর্শন করিয়াই তিনি বলিলেন 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্' কর্ম্মেতে কৌশলই যোগ। এ কৌশল কি? কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম না করা। কর্ম্ম না করা কি? কর্ম্মের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখা। ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিলে কর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? প্রবৃত্তি হইবে ঈশ্বরানুরাগে। ঈশ্বরানুরাগ নিরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিকে তাঁহার আদেশপালনে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, সুতরাং আদেশপালনভিন্ন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার আর কোন কারণ বিদ্যমান থাকিবে না। এইরূপে এই ভূমির উপরে 'নবযুগের নবসন্ন্যাস' নিরাপদে অবস্থিত। 'নব' এই শব্দদ্বারা শ্রীমচ্ছঙ্কর প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাস হইতে ইহা পৃথক্ হইতেছে, অথচ যোগাচার্য্যপ্রদিষ্ট পথে এই সন্ন্যাস স্থাপিত হওয়াতে প্রাচীন ভূমির সহিত ইহার সম্বন্ধ রক্ষা পাইতেছে। যোগাচার্য্যের নিগূঢ় হৃদয়ের ভাব অনুবর্ত্তন করাতেও এ সন্ন্যাস 'নবসন্ন্যাস' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

'নবসন্ন্যাসে' শ্রীমচ্ছঙ্করপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসের সহিত দৃশ্যতঃ আর একটি বিরোধ সকলের দৃষ্টিতে পড়িবে। জ্ঞানে সমুদায় জগৎ মিথ্যা হইয়া উড়িয়া না গেলে ব্রহ্মে স্থিতি হয় না, জগৎ ব্রহ্মে স্থিতির বাধা জন্মায়। সুতরাং তিনি জগৎ মিথ্যা স্বপ্নবৎ কিছুই নয়, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এখানেও অন্যান্য আচার্য্যগণের সহিত শ্রীমচ্ছঙ্করের বিরোধ। জগৎ ও জীবের সত্যত্ব বিষয়ে আমরা আংশিক ভাবে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অনুসরণ করি বটে কিন্তু সাধনের প্রথমাবস্থায় শ্রীমচ্ছঙ্করের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। বরং আমরা বলি সাধনের প্রথম ভূমিতে তাঁহার অনুবর্ত্তন না করিলে দ্বিতীয় ভূমিতে আরোহণ ও তথায় নিরাপদে বাস কখন সম্ভবে না। কি বলিতেছি একবার স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল। যখন ব্রহ্মের সহিত আত্মার যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন দেখি সংসার উহার প্রতিকূল। এসংসারকে বিদায় করিয়া দিতে না পারিলে ব্রহ্মযোগে যুক্ত হওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুতেই সম্ভব নহে। ভাগবত ভগবদনুরাগজনিত প্রবৃত্তি-যোগের প্রকাশক হইলেও তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছে, 'সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহম্।' ব্রহ্ম সত্তামাত্র, সত্তা ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ লক্ষণশূন্য ও নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্মকে সত্তামাত্রে ধারণ করা আমরা ব্রহ্মযোগের প্রথম সোপান বলিয়া গ্রহণ করি। ব্রহ্মসত্তাতে মন দৃঢ়রূপে স্থিতি না করিলে যোগ কখন নিরাপদ হয় না। ব্রহ্মের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, জগতের কি সম্বন্ধ, এ সকল চিন্তা করিলে সত্তামাত্রে তাঁহাকে ধারণ করা হয় না। স্রষ্টা পাতা পিতা মাতা ইত্যাদি সম্বন্ধ, দয়াময় প্রেমময় ইত্যাদি গুণ মনে উপস্থিত হইয়া সত্তা হইতে মন বিচলিত হইয়া যায়, সেই সকল সম্বন্ধ ও গুণে উহা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, ইহাতে বস্তুতে চিত্ত নিশ্চল হইয়া স্থিতি করে না। শ্রীমচ্ছঙ্কর ব্রহ্মবস্তুতে নিশ্চলভাবে স্থিতির জন্য ব্রহ্মকে জগজ্জীবসম্বন্ধবর্জ্জিত সত্তামাত্রে আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিলেন; এইরূপে উপস্থিত করিয়া নিবৃত্তিযোগের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। আমরা যদি প্রারম্ভে তাঁহার এই পথে না চলি, ব্রহ্মবস্তু আমাদের জ্ঞানগোচর হওয়া অসম্ভব হয়। অতএব বর্ত্তমান যুগের সাধকমাত্রেরই সাধনারম্ভে শঙ্করের অনুবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। পতঞ্জলি সমুদায় চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিয়া আত্মার আত্মাতে স্থিতি শিক্ষা দিয়াছেন, শ্রীমচ্ছঙ্কর সেই স্থলে ব্রহ্মেতে স্থিতি শিক্ষা দিয়া মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন। ব্রহ্মসত্তাতে ডুবিয়া গিয়া আর সমুদায় বিস্মৃত হওয়া স্বপ্নবৎ উড়িয়া যাওয়া শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত। এ নিবৃত্তিযোগ কিছু সামান্য নহে।

সত্তার ভিতরে ডুবিয়া গিয়া সমুদায় ভুলিয়া যাওয়া, এই অবস্থায় কি সাধকের চিরদিন স্থিতি হয়? ব্যাসপুত্র শুক তো নিবৃত্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কি চিরদিন এইরূপে ছিলেন? তিনি প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়া গৃহসংসারপরিত্যাগ করিলেন, হিমালয় অতিক্রম করিয়া মেরুপ্রদেশে গেলেন, আর কখন পিতার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তাহার কোন আশা ছিল না, অথচ সেই নির্জ্জনপ্রদেশে যখন তাঁহার যোগ গভীর হইতে গভীর হইল, তখন সেই ব্রহ্মসত্তার ভিতর হইতে যে স্বরূপসৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইল, তাহাতে তাঁহার চিত্ত ভগবদনুরাগে বিক্ষিপ্ত হইল, অনন্ত ঐশ্বর্য্যদর্শনে ব্যাকুল হইল, ভক্তি আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। যিনি সকল ক্রিয়া হইতে বিরত হইয়াছিলেন, এখন ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইল। এ অবস্থায় আর তিনি নির্জ্জনবাসী হইয়া থাকিতে পারিলেন না, পিতার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ভগবল্লীলাপ্রধান ভাগবতাধ্যয়ন করিলেন, পরিক্ষিৎ সন্নিধানে ঋষিগণের সভায় ভগবানের লীলাবর্ণনে প্রমত্ত হইলেন। এখানেই নিবৃত্তিযোগের পরিপাকে প্রবৃত্তিযোগের আরম্ভ। নিবৃত্তিযোগকে মূলে রাখিয়া প্রবৃত্তিযোগে সম্পন্ন হওয়া 'নবযুগের নবসন্ন্যাস'। নিবৃত্তিযোগ দ্বারা যাহার চিত্তনির্ব্বিকার হয় নাই, বাসনাশূন্য হয় নাই, ব্রহ্ম বিনা যাহার অন্য বিষয়ে রতি আছে, সে ব্যক্তি এই প্রবৃত্তিযোগে কখন অধিকারী হইতে পারে না। এই নবসন্ন্যাসের অর্থ প্রথমে সমস্ত ত্যাগ করিয়া আপনি নির্ব্বিকার হইবে, ব্রহ্মে চিত্ত স্থাপন করিবে; বিষয়ের মধ্যে বাস করিয়া চারিদিকে সংসার দ্বারা আবৃত থাকিয়াও তন্মধ্যে এমনই ভাবে স্থিতি করিবে যেন সংসার নাই, বিষয় নাই সমুদায় উড়িয়া গিয়াছে, এক ব্রহ্মই আছেন। যখন এই ভাব সিদ্ধ হইল, আমার বলিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই থাকিল না, তখন ব্রহ্মের আদেশ হইল, এখন যাও সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে এই পথে আন, তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার সংসারনির্ম্মাণ কর। সন্ন্যাসশব্দের অর্থ কি? সম্পূর্ণরূপে ন্যাস, সমুদায় ভগবানে সম্যক্‌প্রকারে অর্পণ। আমি নিবৃত্ত হইয়াছি, সংসারের অতীত হইয়াছি, আমার আবার সংসার কি? ইত্যাদি ভাবও আর এক্ষণে রক্ষা করিবার অবকাশ ভগবান্ তাঁহার রাখিলেন না, দশ জন সংসারীর ন্যায় সংসারের মধ্যে বাস করিতে তিনি তাঁহাকে আদেশ করিলেন। ভগবান্ যখন তাঁহাকে সংসারে যাইতে আদেশ করিলেন, তখন তাহার বিরুদ্ধে চিরদিন নিবৃত্তিপথে থাকিবার নির্ব্বিন্ধপ্রকাশকরা তাঁহার পক্ষে আত্মাভিমান, সুতরাং সে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তিনি সংসারে ফিরিলেন। একালে যে সকল সাধক বাহিরে একদিনের জন্যও সংসারত্যাগ করেন নাই, চির দিন সংসারমধ্যেই আছেন, তাঁহারাও প্রথমাবস্থায় সংসারকে বন করিয়া লইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নির্লিপ্তভাবে স্থিতি করিতেছিলেন।

বসন্ বিষয়মধ্যেঽপি ন বসত্যেব বুদ্ধিমান্।
সংবসত্যেব দুর্ব্বুদ্ধিরসৎসু বিষয়েষ্বপি॥

"বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষয়মধ্যে বাস করিয়াও বিষয়েতে বাস করেন না। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি বিষয়সকলমধ্যে কেবল অসৎ বিষয়সমূহেতেই বাস করে।" এই ন্যায়ানুসারে তাঁহারা অন্য দশজন সংসারীর ন্যায় অসদ্বিষয়ে স্থিতি না করিয়া বিষয়মধ্যে থাকিয়াও বিষয়েতে বাস করেন নাই, ব্রহ্মকে লইয়াই সংসারারণ্যে বাস করিয়াছেন। এ বিষয় আমি এবারই অন্য বক্তৃতায় বিস্তৃত বর্ণন করিয়াছি, এখানে সে বিষয়ের আর পুনরুল্লেখ না করিয়া অদ্যকার বিষয়টি ভাল করিয়া পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবৃত্তিযোগ দ্বারা অন্য বাসনা নিবৃত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তিরূপ প্রবৃত্তিযোগে যাঁহার প্রবেশ হইয়াছে তাঁহার আর বিপৎ-ক্লেশ-দুঃখ-রাশির প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত থাকে না, তিনি এমনই ভাবে ঈশ্বরের হইয়া গিয়াছেন যে, ভগবান্ তাঁহাকে কষ্ট পরীক্ষার ভিতরেই ফেলুন, দুঃখযন্ত্রণাই দিন, কিছুতেই তাঁহার মন বিচলিত হয় না। বরং তিনি বলেন, "আমার প্রতি, প্রভো, তোমার কি দয়া! আমার সব গিয়াছে তাহাতে আমার কি? তুমিই তো আমার সব হইয়াছ।" ভক্তের মুখের কথা এই—

দিশতু স্বারাজ্যং বা বিতরতু তাপত্রয়ং বাপি।
সুখিতং দুঃখিতমপি মাং ন বিমুঞ্চতু কেশবঃ স্বামী॥

"তিনি আমায় স্বারাজ্যই দিন, বা তাপত্রয়ই দিন, সুখেই রাখুন, বা দুঃখেই রাখুন, কালভয়বারণ প্রভু যেন আমায় পরিত্যাগ না করেন।"

ক্ষোণীপতিত্বমথবৈকমকিঞ্চনত্বং
নিত্যং দদাসি বহুমানমথাপমানম্।
বৈকুণ্ঠবাসমথবা নরকে নিবাসং
হা বাসুদেব মম নাস্তি গতিস্ত্বদন্যা॥

"আমায় পৃথিবীপতিই কর, বা একমাত্র অকিঞ্চন কর, প্রতিদিন বহু মানই দাও বা অপমানই দাও, বৈকুণ্ঠে রাখ বা নরকে রাখ, হা সর্ব্বান্তরাত্মা, তোমা বিনা আমার অন্য গতি নাই।" যাঁহার চিত্ত এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাঁহার আর কিছুতেই বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি সংসারে সাধারণ সংসারীর ন্যায় বিচরণ করেন, তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি-ধন অতি সাবধানে তিনি লুকাইয়া রাখেন। কি জানি বা পৃথিবীর চক্ষু তাহার উপরে পড়ে এ জন্য তিনি অতি সাবধান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাত্মা কবিরের সম্বন্ধে আখ্যায়িকা আছে, যখন তিনি মহাসাধু ব'লয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিলেন, লোকে তাঁহাকে সম্মান দিতে লাগিল, তখন তিনি তাঁহার সেই খ্যাতি লুকাইবার জন্য একটী বেশ্যার হাত ধরিয়া প্রকাশ্য পথে বেড়াইতে লাগিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী যে সময়ে বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক দেববিগ্রহের সন্নিধানে ক্ষীরভোগ দেখিয়া বাসনা করিয়াছিলেন, এই ক্ষীরের স্বাদ পাইলে এইরূপ ক্ষীর আমার সেবিত বিগ্রহকে দিতাম। পরক্ষণে তাঁহার মনে এই বলিয়া ধিক্কার আসিল, ক্ষীরের স্বাদগ্রহণে তাঁহার লোভ হইয়াছে। তিনি এক বৃক্ষতলে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। রজনীতে পূজারী স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া বিগ্রহের ধড়ার নিম্নে একখানি ক্ষীর পাইলেন। তখন চিৎকার করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,"কোথায় রইলে মাধবেন্দ্র পুরী, তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর করেছেন চুরী।" তিনি ক্ষীর ভোজন করিলেন বটে, কিন্তু রজনী থাকিতে থাকিতেই তথা হইতে পলায়ন করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা ইহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "অভিমানভয়ে পুরী যায় পলাইয়া।" বাস্তবিক এ সকল আখ্যায়িকা এই দেখাইয়া দেয়, ভক্তগণ আপনাদের ভক্তিসম্পদ্ জনচক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিতে সর্ব্বদা যত্নবান্। এ দেশে অনেক সাধক এই জন্য অবধূত-বেশধারণ করেন, অর্থাৎ বাহিরে এমন বেশে থাকেন, যাহাতে লোকে তাঁহাদিগকে পাগল মনে করিয়া থাকে। শুকদেবসম্বন্ধে ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রী ও বালকেরা পাগল মনে করিয়া তাঁহার গায়ে ধূলা দিতেছে, নিষ্ঠীবননিক্ষেপ করিতেছে। একালে অত দূর করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। সংসারীর বেশে সংসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস করিলেই যথেষ্ট। অন্যত্র কপটাচরণ নিষিদ্ধ, কিন্তু এখানে কপটাচরণ নিষিদ্ধ নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এ বিষয়ে সম্মতি দেন। কম্‌ট বলেন, আপনার উদরপূর্ত্তি যাহাতে হয়, তন্মাত্র আপনার জন্য রাখিয়া পরার্থ সমুদায় দিতে হইবে। ভাগবতও সেই কথা বলেন,

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্ ।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥

"যে পরিমাণে জঠরভরণ হয়, দেহিগণের তৎপরিমাণে অধিকার। এতদপেক্ষা অধিক যে আপনার বলিয়া অভিমান করে, সে ব্যক্তি চোর,দণ্ডের যোগ্য।" মিল কম্‌টের এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সর্ব্বস্ব পরের জন্য দিতে হইবে, আপনি কিছু ভোগ করিবে না, ইহা ন্যায়সিদ্ধ নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি সংসারে সৈনিক পুরুষের ন্যায় বাস করিবে। যুদ্ধ হইতে অবসরকালে যথেচ্ছ সম্পদ্ ভোগ করিবে, কিন্তু যাই রণভেরী বাজিয়া উঠিবে, কোথায় থাকিবে স্ত্রী পুত্র পরিবার, কোথায় থাকিবে সম্পদ্, তখনই সে সকল ছাড়িয়া যুদ্ধে নির্লিপ্ত পুরুষের ন্যায় চলিয়া যাইবে। স্পেন্সার বলেন, পরার্থ সমুদায় দিয়া যে ব্যক্তি এ সংসারে সর্ব্বত্যাগী হইতে চায়, তাহার সে সর্ব্বত্যাগিত্ব কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। কেন না সংসার সর্ব্বত্যাগী দেখিতে পাইলে তাহাকে এমনই করিয়া সকল যোগাইবে যে, তাহার সর্ব্বত্যাগিত্ব কিছুতেই দাঁড়াইবে না। কি জানি বা সন্ন্যাসভঙ্গ হয়, এজন্য সন্ন্যাসীর পক্ষে অতি কঠিন নিয়ম। দুজন সংন্যাসী একত্র বাস করিলে কি জানি বা প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়, শিষ্যসংগ্রহে প্রবৃত্তি জন্মে, এ কারণ দুজন সংন্যাসীরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একত্র বাস নিষিদ্ধ। নবযুগে নবসংন্যাসী নবীন অবধূতবেশ-ধারণ করিয়া সংসারীর ন্যায় সংসারে বাস করিবেন; অথচ অন্তরে সর্ব্বদা ব্রহ্মে স্থিতি করিবেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা এক বার দেখা যাউক।

পূর্ব্বকালে জনক প্রহ্লাদ প্রভৃতি ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের পর তাঁহার আদেশে সংসারে থাকিয়া রাজ্যপালনাদি গুরুভারের কার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়াছেন। রাজ্যাদিতে তাঁহাদের আপনাদের কোন প্রয়োজন ছিল না, ঈশ্বরের আদেশপালন কেবল উহার উদ্দেশ্য ছিল। যেখানে আপনার বলিবার জন্য কিছুই নাই, কেবল প্রভুর আদেশপালনের জন্য সকল, সেখানে বিষয় দ্বারা মনের বিকার কিছুতেই হয় না, নির্ব্বিকার চিত্তে সাধক সংসারে বিচরণ করেন। এই আদেশপালনজন্য সংসারে স্থিতি, সংসারের সকল প্রকারের কর্ত্তব্যনির্ব্বাহ, ইহা প্রবৃত্তিযোগের অন্তর্গত। সন্ন্যাসের পর প্রবৃত্তিযোগের আরম্ভ। সন্ন্যাস দুই প্রকার। এক কার্য্য করিয়া তাহা ঈশ্বরেতে সমর্পণ; আর এক দেহ মন প্রাণ চিন্তাদি সমুদায় অগ্রে ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়া তাঁহার আদেশে তাঁহার ইচ্ছামত সেই সকলের ব্যবহার। দ্বিতীয় সন্ন্যাসের অবস্থা ভক্তগণ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—গোবিক্রয় করিলে গোস্বামী যেমন তাহার তৃণজলাদির বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন, তেমনি ভক্ত আপনার দেহাদি ভগবচ্চরণে বিক্রয় করিয়া তাহার অন্নপানাদি সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন। নব সন্ন্যাসী ঈশ্বরের আদেশে সংসারে বাস করিতেছেন, তাঁহার সকলই ঈশ্বরের চরণে সমর্পিত, তিনি আর কিসের জন্য চিন্তা করিবেন। অন্য দশ জন সংসারীর নিকটে সংসার যেরূপ তাঁহার নিকটে সংসার সেরূপ নহে। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বত্র নিয়ত তাঁহার ইষ্টদেবতার লীলা দেখিতেছেন। সংসার যে তাঁহারই লীলাক্ষেত্র। স্ত্রী পুত্র পরিবার বন্ধু বান্ধব সকলের মধ্যে তিনি শ্রীহরির লীলা দেখিতে পান। ইহারা তাঁহার চিত্ত কোথায় ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, না ইহারা প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁহাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া দিতে সহায় হয়। অন্তরে বাহিরে তাঁহার হরি, তিনি আর কিছু দেখেন না, তাঁহারই বিচিত্র লীলা দেখেন। তিনি বৈকুণ্ঠও জানেন না, স্বর্গধামও জানেন না, জানেন কেবল ভক্তবৎসলকে। যেখানে তিনি সেখানেই তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম, সেখানেই তাঁহার স্বর্গনিকেতন, সেখানেই স্বর্গের যোগী সাধু ভক্তবৃন্দ। অবধূত নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্য যে বাহিরের সন্ন্যাসত্যাগ করিয়া গৃহী হইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, উহা কেবল এই দেখাইবার জন্য যে, অন্তরে সন্ন্যাসরক্ষা করিয়া তিনি বাহিরে গৃহধর্ম্মপালন করিবেন। 'নবযুগের নবসন্ন্যাসের' বিধি এই,—নরনারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হইয়া ঈশ্বরের আদেশে গৃহের সমুদায় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন, আপনারা নির্ব্বিকারচিত্ত থাকিয়া ঈশ্বরের প্রভুত্বাধীনে সংসারে বাস করিবেন। সংসার তাঁহাদিগের যোগের বিঘ্ন কিছুতেই উৎপাদন করিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগকে পরিবারবন্ধনে সংসারে বাস করিতে আজ্ঞা করিলেন, তাঁহার আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে গিয়া তাঁহারা বিঘ্নদ্বারা উপদ্রুত হইবেন কেন? "ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি" আমার কথা যদি না শোন বিনাশ পাইবে, পরমাত্মার এ কথা তাঁহারা কি কখন অগ্রাহ্য করিতে পারেন? তাঁহারা বলেন, আমরা যোগ ভক্তি কি কিছুই জানি না, আমরা জানি কেবল ভগবান্‌কে। আমি ভক্ত, এ অভিমান এজন্যই তাঁহাদের হয় না। তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমিক, তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ, সুতরাং তাঁহাদের এরূপ ভাব হইবে না তো কি হইবে? ঈশা নানক চৈতন্য প্রভৃতি এই ভাবে ভাবুক হইয়া ঈশ্বরে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। অতএব এইভাবে ভাবুক হইয়া সকলে নবসন্ন্যাসী হউন, তাঁহাদের জীবনের মূল একমাত্র ভগবান্ হউন, তাঁহাদের কৃতার্থতার আর অবধি থাকিবে না।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও নববিধান প্রচারকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিবিধ জন্ম। *

অসম্মিলনের সম্মিলন, এই ভাবে দীক্ষিত হইয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। যতক্ষণ অসম্মিলন সম্মিলনে পরিণত না হয়, ততক্ষণ এ নিমিত্তই মনে শান্তি অনুভব-করি না। প্রথম প্রথম যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই, তখন এ ভাব প্রবল ছিল না, বরং সম্মিলনাপেক্ষা অসম্মিলনের দিকে চিত্তের গতি প্রবল ছিল, কেন না ইহাতে নিজধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, অন্য ধর্ম্মের হীনতা সেই মহত্ত্বকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে, এইটি মনে হইয়া একটি গর্ব্ববিমিশ্র আনন্দ জন্মিত। আজ মনে করিতে বড়ই লজ্জা হয়, অপর ধর্ম্মের দোষদুর্ব্বলতা যেখানে দেখিতাম, সেখানে আজ তাহার গূঢ় মহত্ত্ব দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। নিজ-গুণে জীবনে ঈদৃশ মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এ কথা বলিতেছি না, বিধানের গুণে—নববিধানের গুণে এ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার-করিতেছি। বেদান্ত এ দেশের ধর্ম্মবিজ্ঞান। এ বিজ্ঞা-নের বিরোধে ব্রাহ্মসমাজে আজ পর্য্যন্ত অপরাধ চলিতেছে, সেই অপরাধের কথঞ্চিৎ নিষ্ক্রয় হয়, তাহারই জন্য আজ আপনাদের নিকটে উপস্থিত। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সোঽহমস্মি" "তত্ত্বমসি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জীবের পুনরাগমন ইত্যাদি বিষয়ে পরিষ্কার ভাষায় প্রতিবাদ রহিয়াছে। এ সকল প্রতিবাদ মূলশূন্য এ কথা বলিতেছি না। সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন

---

* অষ্টাসপ্ততিতম মহোৎসবোপলক্ষে উপাধ্যায়প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকদিগের অবিচারে বেদান্তের বিরুদ্ধে যে সকল নিন্দা দৃঢ়মূল হইয়া রহিয়াছে তাহারই প্রতিবাদের জন্য এ সকল কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিবে, ইহাতো ভগবানেরই অভিপ্রায়, কিন্তু এ সকল প্রতিবাদের উপযোগী কথাগুলির মধ্যে এমন কি সত্য নিহিত আছে, যাহার জন্য ইহারা কোন কালে বিলুপ্ত হইবার নহে ; তাহার উদ্ধারের জন্য এত দিন যত্ন হয় নাই, এক্ষণে সে যত্ন উপস্থিত। মানুষের নিজ ইচ্ছায় এ যত্ন উপস্থিত হয় নাই, যথাসময় বিধান সে যত্ন উপস্থিত করিয়াছেন, তাই আমাদের মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের শেষ জন্মোৎসবে যখন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই এবং শেষ উপহার অর্পণ করি, তখন প্রতিজ্ঞা ছিল

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥

পরলোকসম্বন্ধে বেদান্তের এই কথায় তৎপ্রচারিত মতের সঙ্গে বেদান্তের মিলন প্রদর্শিত হইবে। বেদান্তের পারলৌকিক তত্ত্ব সমুদায় আয়ত্ত হইয়াছে, এ কথা বলিতেছি না, যত দূর হইয়াছে তাহাই বলিবার জন্য অদ্য অগ্রসর। জীবজন্ম বিষয়ে এত দিন যে বিরোধ চলিয়া আসিয়াছে, সে বিরোধ যদি কথঞ্চিৎ ঘুচিয়া থাকে, তজ্জনিত আনন্দ নিজে ভোগ করিয়া অপরকে তাহার ভাগী করিতে কেনইবা ইচ্ছা হইবে না।

গীতার সমন্বয়ভাষ্য যখন লিখি, তখন যে সকল তত্ত্ব চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল, উপযুক্ত প্রমাণ বিনা সে সকল সিদ্ধান্তরূপে সাধারণের নিকটে উপস্থিত করি নাই, কেবল আভাসমাত্র নিবদ্ধ করিয়াছি। গীতার পর ভাগবত, ভাগবতের পর মূল বেদান্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। অসম্মিলন নয় সম্মিলন—বিধানের এই মূল তত্ত্ব বেদান্তে নিয়োগ-করিয়া কি ফললাভ হইয়াছে, নানা আকারে তাহা ইতঃপূর্ব্ব সকলকে অবগত করিয়াছি। পুনর্জ্জন্মের মত লইয়া সাধারণের সঙ্গে যে বিরোধ চলিয়াছে, তাহার নিঃসংশয় মীমাংসা করিতে পারি নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আমি যে উত্তর দিতাম তাহাতে না আমি আপনি তুষ্ট হইয়াছি না অপরকে তুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইনি গীতার সমন্বয়ভাষ্যকার সুতরাং এ সম্বন্ধে ইনি অবশ্য বিশেষজ্ঞ, ইহা মনে করিয়া যাঁহারা নিকটস্থ হইয়াছেন, তাঁহারা পরিষ্কার কথায় বলিয়া গিয়াছেন, ইঁহাকে আমরা যাহা মনে করিয়াছিলাম, ইনি তাহা নন। তাঁহা-দের এ কথায় আমার মন ক্ষুব্ধ হয় নাই, কেন না ভাষ্যরচনা করিয়া আমি নিখিলশাস্ত্রের পারগমন করিয়াছি, ইহা আমি মনে করি না। এখনও শিখিবার অনেক অবশিষ্ট আছে, ইহা তখনও জানিতাম এখনও জানি। গীতাভাষ্য যখন লিখি সে সময়ে বেদান্তের বিশেষ সমালোচনা করি নাই। সংস্কৃত বেদান্তসমন্বয়ের সমাপনান্তে আশা করা যাইতে পারে, বেদান্তের বিশেষ আলোচনা হইয়াছে, সুতরাং আর কি নূতন তত্ত্ব প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু তাহাও নয়। এই আর এক দিন বেদান্তের অবতরণিকা লিখিতে গিয়া যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহাতে জানিতে পাইলাম, বেদান্ত জীবের ত্রিবিধ জন্ম সিদ্ধ করিয়াছেন, চতুর্থ জন্ম বেদান্তে নাই। এত দিন মনের মধ্যে বেদ ও বেদান্তে যে বিরোধ ছিল সে বিরোধ সহসা ঘুচিয়া গেল। বেদান্ত বলিতেছেন, পিতৃদেহে জীবের বীজরূপ প্রথম জন্ম, মাতৃজরায়ুতে দ্বিতীয় জন্ম, মৃত্যুতে তৃতীয় জন্ম। মৃত্যুর পর কি পিতৃদেহে বীজরূপে কি মাতৃজরায়ুতে ভ্রূণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে আর জন্ম নাই, বৃত্তিরহিত বা বৃত্তি লইয়া আত্মার স্থিতি হয় এবং তদনুসারে তাহার বিবিধ গতি ঘটে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি বেদান্ত পরিষ্কার ভাষায় এ কথা বলিয়া থাকেন, তবে এত দিন এ দেশে পণ্ডিতদের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিপরীত মত কেন চলিয়া আসিয়াছে ? বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে, এ উত্তর দিয়া পার পাইবার উপায় নাই। এক শ্রীমচ্ছঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবাধীন হইয়াছিলেন তাঁহার বিরোধী সম্প্রদায়গণ ইহা বলিয়াছেন প্রমাণও দিয়াছেন, কিন্তু সকল আচার্য্যই কি জীবজন্মবিষয়ে সে ধর্ম্মের কুহকে পড়িয়াছিলেন ? ব্রহ্ম-ভিন্ন স্বতন্ত্র জীব নাই, এ কথার প্রতিবাদ অনেকে করিয়াছেন, এবং এই প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধমত নিরস্ত হইয়াছে, জীবের জন্ম নাই উপাধির সঙ্গে যোগই তাহার জন্ম, এ কথায় সকল আচার্য্যই এক মত, শঙ্করও এ কথা বলেন কিন্তু কোনও আচার্য্যওতো স্পষ্ট এ কথা বলেন নাই মৃত্যুর পর আত্মা ইহলোকে আসে না, দেহের উপাদান সকলের আগমন হইয়া থাকে। ভ্রূণ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে উহাতে আত্মার প্রবেশ হয় তৎপূর্ব্বে নহে। যে আত্মার প্রবেশ হয়, উহা কোথা হইতেও আইসে না, কেন না আত্মার স্থিতি নিত্যকাল প্রাজ্ঞেতে (পরাত্মাতে)। দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিশ্লিষ্ট হয়। আধুনিক মতে শ্মশানে প্রতিদিনের পিণ্ডদানে দেহবিশিষ্ট হইয়া জীব পিতৃলোকে প্রবেশ করে, প্রাচীন মতে অগ্নিই তাহার সমস্ত দেহের একত্র যোজনা করেন ; দেবী অসুনীতি স্বর্গে তাহার প্রকৃষ্ট তনুনির্ম্মাণ করেন। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন :—"(প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত)* আত্মা উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ তাহার পশ্চাতে উৎক্রমণ করে।

---

* প্রাজ্ঞ (পরাত্মা) হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া আত্মা উৎক্রমণ করে না, কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা বিজ্ঞানময়, সুতরাং সে বিজ্ঞানকে লইয়াই নিষ্ক্রমণ করে। বিদ্যা কর্ম্ম এবং পূর্ব্ব প্রজ্ঞা তাহাকে সম্যক্ আপনার অনুরূপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই তৃণজলৌকা যেমন তৃণের অন্তভাগে গমন করিয়া অন্য আশ্রয় আশ্রয়-করে এবং সেখানেই আপনাকে উপসংহৃত করে, তেমনি এই আত্মা এই শরীরকে ছাড়িয়া এবং অচেতনাবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্য আশ্রয়কে আশ্রয়-করত সেখানে আপনাকে উপসংহৃত করে। ["তাই যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণখণ্ড লইয়া অন্যনবতর কল্যাণতর রূপ (প্রস্তুত) করে, তেমনি এই আত্মা এই শরীরকে ছাড়িয়া এবং অচেতনাবস্থা অতিক্রম করিয়া পৈত্র্য বা গান্ধর্ব্ব, বা দৈব বা প্রাজাপত্য, বা ব্রাহ্ম বা অন্যান্য ভূতগণের অন্য নবতর কল্যাণতর রূপ (গ্রহণ) করে।

"সেই এই আত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বময়—বিজ্ঞানময় মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময় জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, সর্ব্বময়, তৎ-যৎ-এতৎ-এবং-ইহাময় এবং উহাময়। সুতরাং যে যেমন করিয়াছে যেমন আচরণ করিয়াছে সে তেমনি হয়, সাধুকর্ম্মকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপ হয়, পুণ্যকর্ম্মে পুণ্য হয়, পাপকর্ম্মে পাপ হয়। পুরুষকে কামময় বলা হইয়া থাকে। তাহার কামনা যেমন সে তেমনি ক্রিয়াশীল হয়। সে যেমন ক্রিয়াশীল হয় তেমনি ক্রিয়া করে। যে ক্রিয়া করে সে তাই হয়।

ইহারাই পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে সেই সময় "ভারাক্রান্ত শকট যেরূপ শব্দ করিতে করিতে চলে তেমনি শরীরস্থ আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার আলিঙ্গনে আক্রান্ত হইয়া শব্দবিশেষ প্রবৃত্ত হয়। যে কালে এইটি হয় সে কালে পুরুষের উর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"উক্ত অর্থে এই শ্লোক ঃ—[আত্মা] যে কর্ম্মসহকারে পরলোকে আগমন করে তাহার লক্ষণ মন, কেন না যাহাতে ইহার মন নিরতিশয় আসক্ত তাহাতেই সে আসক্ত হয় ইহলোকে যে কোন কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মের অন্ত পাইয়া সে লোক হইতে পুনরায় এই লোকে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত আইসে *। যে ব্যক্তির কামনা আছে [তাহার সম্বন্ধে এই নিয়ম। অনন্তর যে ব্যক্তির কামনা নাই সে ব্যক্তি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম আত্মকাম। তাঁহার প্রাণ সকল উৎক্রমণ করে না। ব্রহ্মসহ অভিন্ন হইয়া তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

"উক্ত মর্ম্মে এই শ্লোক – ইহার হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত হইয়া আছে সে সকল যখন খসিয়া পড়ে, তখন মর্ত্ত্য অমৃত হয়, এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। তাই মৃত সর্পের নির্ম্মোক বল্মীকে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন শয়ান থাকে তেমনি এই [মৃত] শরীর শয়ান থাকে আর ব্রহ্মই এই অশরীর অমরণশীল প্রাণের প্রাণ হন তেজের তেজ হন †।" বৃহদারণ্যকের ‡ এই কথাগুলির বিশেষ আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে,জীব দেহস্থ নয় চিরদিনই পরমাত্মস্থ। সৃষ্টির দিনে পরমদেবতা বলিয়াছিলেন "এই জীবাত্মার সঙ্গে প্রবেশ করিয়া আমি নামরূপ অভিব্যক্ত করিব" সেই দিন হইতে জীবকে

---

* "কর্ম্মণ ইতি। পুনঃ কর্ম্মকরণায়। পুনঃ কৃত্বা ফলসঙ্গবশাৎ পুনরমুং লোকং যাতীত্যেবং"। ভাষ্যকার এরূপ বলাতে লোকলোকান্তর ভ্রমণ সুস্পষ্ট বুঝাইতেছে।

† প্রাণ হন তেজ হন—প্রাণস্য প্রাণঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ এই বিধিতে।

‡ বক্তৃতাকালে ভাবমাত্রে এই সকল কথা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছিল, এখন উহার পুনরুদ্ধার কালে বৃহদারণ্যকের সে অংশের অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। প্রমাণসম্বন্ধে সর্ব্বত্র এইরূপ সংযোগ বুঝিয়া লইতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া সর্ব্বত্র তাঁহার নিত্য একত্র বাস। মাণ্ডুক্য উপনিষৎখানি সমুদায় উপনিষদের তত্ত্ব অল্প কথায় বিবৃত করিয়াছেন। এই উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাজ্ঞ (পরাত্মা) কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া জীবের বাস, জাগৎ ও স্বপ্নাবস্থায় জীবের সহিত ইন্দ্রিয়াদির যে সম্বন্ধ অনুভূত হয় উহা অভিনিবেশবশতঃ তাই সুষুপ্তাবস্থায় প্রজ্ঞানঘনরূপে প্রাজ্ঞে উহার স্থিতি হয়। "আত্মা বিজ্ঞানময়, সুতরাং সে বিজ্ঞানকে লইয়াই নিষ্ক্রমণ করে" এখানে যে এ কথার উল্লেখ হইয়াছে মাণ্ডুক্য উপনিষদে তাহারই প্রতিধ্বনি। আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋগ্বেদে অজোভাগ উল্লিখিত হইয়াছে! দেহেন্দ্রিয়ের প্রতি অভিনিবেশবশতঃ যদিও জীবাত্মা আপনাকে পরাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিয়া শোকে মোহে অবসন্ন হয়, তবুও কিন্তু এ অবস্থা তাহার স্বাভাবিক অবস্থা নয় বলিয়া সে আপনি কে তদ্বিষয়ে জ্ঞানোদয়মাত্র তাহার শোকোপনয়ন হয়। বিজ্ঞানময় আত্মা যখন পরলোকে গমন করে তখন তাহার সঙ্গে কি যায়? বিদ্যা কর্ম্ম এবং পূর্ব্ব প্রজ্ঞা। বিদ্যা কর্ম্ম এবং পূর্ব্বপ্রজ্ঞা সঙ্গে গিয়া কি হয়? তদনুযায়ী জীবনলাভ হয়। ঋগ্বেদ বলিতেছেন, অচিরে এ জীবন লাভ হয়, বেদান্ত কি তাহার বিপরীত কিছু বলিয়াছেন? কৈ বিপরীত কোথায় বলিয়াছেন, উৎক্রান্ত আত্মা "এই শরীরকে ছাড়িয়া এবং অচেতনাবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্য আশ্রয়কে আশ্রয়" করে, এ কথা বলাতে বেদের সহিত উহার বিরোধ ঘটিতেছে না। এ আশ্রয় কি? পৈত্রাদিরূপ। পৈত্রাদিরূপ গ্রহণের সম্ভাবনা হইল কিরূপে? আত্মা বাহিরের শরীর ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন যে সে বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়। তত্তৎ সামর্থ্য থাকাতে চক্ষুরাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভাবনা এখনও সকলই যে তাহাতে আছে। দেহ ত্যাগ-করিয়াই কি সে সম্পন্ন হয়? কখনই নহে। যদি হইত তাহা হইলে কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময় ইত্যাদি বিশেষণ তাহায় থাকিত না, সাধু অসাধু ইত্যাদি প্রভেদ তখনও তাহাতে উল্লিখিত হইত না। সে এখনও নিষ্ক্রিয় নয় ক্রিয়াশীল, তাই সে যেমন করে তেমনই হয়।

পরলোকগত আত্মার অবস্থা নিরভিলাষ ও সাভিলাষ-ভেদে দুই প্রকার। একটি শ্লোকে সাভিলাষ আর একটি শ্লোকে নিরভিলাষ আত্মার গতি উল্লিখিত হইয়াছে। নিরভিলাষ আত্মার গতি সম্বন্ধে ভ্রম হয় নাই, বরং অনেকে উহার এতদূর নিয়োগ করিয়াছেন যে পরলোক ও ইহলোকের একত্বসত্বেও দেহভঙ্গ না হইলে ওটির প্রয়োগ হয় না একথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যেমন নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন "তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও দেহপাত পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রতিবন্ধবশতঃ বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি তাহাই না হইত তাহা হইলে জ্ঞান জন্মিবামাত্রই দেহপাত ঘটিত।" জীবিতাবস্থাতেও শরীর থাকিয়াও শরীর নাই এরূপ ভাব অনেক সাধকের উপস্থিত হয়, ইহা দেখিয়া কোন কোন আচার্য্য দেহবান্ ব্যক্তিতেও ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। সাভিলাষ আত্মার গতি-সম্বন্ধে যে শ্লোকটি উক্ত হইয়াছে ঐটির নিযোগে ভ্রম জন্মাতেই বেদ ও বেদান্তে বিরোধ ঘটিয়াছে। "তদেযশ্লোক" ঃ—উক্ত বিষয়ে শ্লোক এই—বেদান্তে যেখানেই এ কথার উল্লেখ হইয়াছে সেখানেই যে বিষয়টি বলা হইয়াছে সেই বিষয়টির সার শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে, শ্লোকের মধ্যে উক্ত বিষয়টিকে অতিক্রম করিয়া অন্য কোন বিষয় নিবদ্ধ হয় নাই। এখানেও এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইটি বুঝিতে না পারিয়া এই শ্লোকটি হইতে বেদ ও বেদান্তের বিরোধী কুমতের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্লোকস্থ 'মন' শব্দটি বিদ্যা কর্ম্ম এবং পূর্ব্বপ্রজ্ঞার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত। বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা থাকে কোথায়? মনে। এই বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞানুসারে আত্মার রূপপরিগ্রহ হয়। পরলোকে এ রূপপরিগ্রহ মানস, তাই যাহার মন যেরূপ তাহার সেইরূপ রূপপরিগ্রহ হয়। পুরাণে মানস-পুত্র মানসী কন্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বীজ হইতে যেমন দেহের উৎপত্তি হয়, সেখানে তাহা নাই। আছে কি? মন। সেই মন হইতে পুত্রকন্যা প্রাপ্তি ঘটে। পুত্রকন্যাপ্রাপ্তির অর্থ এই যে, এক জন যখন অপর আর এক জনের ভাবাপন্ন হয়, তখন সে তাহার পুত্র বা কন্যা হইয়া থাকে। শ্লোকে সাধারণ ভাবে মন এই শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, যাহার মন যেমন সে সেইরূপ পৈত্রাদিরূপ ধারণ করে অর্থাৎ তদ্ভাবাপন্ন হয়। শ্লোকে মনকেই লক্ষণ বলা হইয়াছে এই জন্য যে, পরলোকে কে কি হইবে এক মনের দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়। "ইহলোকে যে কোন কর্ম্ম করে তাহার অন্ত পাইয়া" এ অংশের সহিত তৃণ জলৌকার দৃষ্টান্তটি অতি সুন্দররূপে সংযুক্ত। ইহলোকে যে কোন ব্যক্তি যাদৃশ দেহেন্দ্রিয়মনোযুক্ত ছিল তাহার সেরূপ হইবার কারণ কর্ম্ম বা প্রাণশক্তি। দেহ ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ পরিত্যক্ত হইল, এখন রহিল মন। মন রহিল কেন? এখনও ক্রিয়াশক্তির বিচ্ছেদ হয় নাই, তাই উহার বিলোপ হইল না। এ ক্রিয়াশক্তি বেদান্তে মুখ্য প্রাণ, তাই বেদান্তে মুখ্য প্রাণের উৎক্রমণের কথা আছে। কেবল এই পর্য্যন্ত নহে, অকাম ব্যক্তিরও অস্তিত্বের বিলোপ হয় না তাই দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "অশরীর অমরণশীল প্রাণের প্রাণ ব্রহ্মই হন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেজই (জ্ঞানালোকই) হন।" আচ্ছা মনই যদি বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞার আধার এবং তাহা হইতেই বিবিধরূপ পরিগ্রহ হয় তাহা হইলে ইহলোকে "যে কোন কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মের অন্ত পাইয়া" এ কথা বলা হইল কেন ? দেহেন্দ্রিয় মনোযুক্ত জীবের তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা যে কর্ম্মের উপযোগী, সে কর্ম্মের অন্ত না হইলে আর পৈত্র্যাদিরূপ হইতে পারে না। তৃণজলোকা তৃণের অন্তভাগে গমন না করিলে যেমন আশ্রয়ান্তরে আপনাকে উপসংহৃত করে না, এস্থলেও তাহাই বুঝিতে হইবে। দেহবিমুক্ত আত্মা যখন বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, তখন তাহার সম্বন্ধে যে

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।

এ বাক্যের পূর্ণ পরিমাণে প্রয়োগ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি ?

বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞানুসারে দেহবিমুক্ত আত্মার বিবিধরূপগ্রহণ হইবে এবং তত্তল্লোকে বিচরণ ঘটিবে, ইহা বুঝিতে পারা গেল, কিন্তু চন্দ্রলোক হইতে বৃষ্টিধারায় পৃথিবীতে আসিবার যে কথা আছে, সে কথাটা কি * ? চন্দ্রলোকে কাহারা যায় ? কর্ম্মিগণ। কর্ম্মিগণের প্রথম গতি কোথায় ? পিতৃলোকে।

---

* কৌষীতকী উপনিষদে মৃতব্যক্তিমাত্রের চন্দ্রলোকে গমন বর্ণিত আছে। উহার মতে সূর্য্য নহে কিন্তু চন্দ্রই স্বর্গের দ্বার, সুতরাং পৃথিবীতে আসা বা স্বর্গে গমন উভয়ই চন্দ্র হইতে হয়। যাহারা সেই চন্দ্রকে অতিক্রম করে, তাহারা আর পৃথিবীতে আসে না, যাহারা তাহাকে অতিক্রম করে না তাহারা বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে কীটপতঙ্গ মনুষ্যাদি হয়। এখানে সংক্ষেপে যাহা উক্ত হইয়াছে অন্যান্য উপনিষদে তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই উপনিষদে ব্রহ্মলোকে গমনের যে বিস্তৃত বৃত্তান্ত আছে অন্যান্য উপনিষদে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃলোকে গমন করিয়া অবশ্য তাহারা পৈত্ররূপ প্রাপ্ত হয়। পৈত্ররূপপ্রাপ্তিহইলেই মোক্ষার্থে যত্ন অবশ্যম্ভাবী *। অন্যথা সে রূপ ধারণ বিফল। এই যত্নে পরাত্মালিঙ্গিত আত্মা ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিযুক্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণ অন্ন হইয়া চন্দ্রে গমন করে। সেখানে সেই অন্ন দেবগণের ভোগ্য হয়। ভোগদ্বারা যখন উহারা ক্ষয় পায়, তখন অব্যাকৃতাবস্থা উপস্থিত হয়। এই অব্যাকৃতাবস্থা আকাশ অনন্তর আকাশ হইতে বায়ু,—বায়ু হইতে বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে পতন, পৃথিবীতে পতন হইয়া অন্নাকার ধারণ, সেই অন্ন পুরুষাগ্নিতে হুত হইয়া যোষাগ্নিতে জন্মগ্রহণ। যখন জন্মগ্রহণ হয় তখন বীজমধ্যে অমরাংশ ছিল কি ? ছিল বৈকি ? প্রাণই সেই অমরাংশ। প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ। এই ইন্দ্রিয়গণ দেবতা, এবং গর্ভস্থ বামদেব তাঁহাদিগেরই জন্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এখানে বামদেব আত্মা, তিনি অজ তিনি জন্মিলেন না, কিন্তু দ্রষ্টা হইয়া সকলই দেখিলেন। তিনি ছিলেন কোথায় ? সেই জায়মান দেহে নয়, কিন্তু পরাত্মাতে।

এখানে সকলেই দেখিতে পাইবেন "তত্তু সমন্বয়াৎ" আমরা এই বেদান্তসূত্রের বলে এক স্থানে যাহা উল্লিখিত হয় নাই অন্য স্থান হইতে তাহা আনিয়া অনুক্ত বিষয়ের আমরা পূরণ করিয়াছি। এরূপে পূরণ না করিলে যথার্থ তত্ত্ব কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইত না। এইরূপে পূরণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি আত্মার লোকলোকান্তরে ভ্রমণ এবং দৈহিক ইন্দ্রিয়গণের পৃথিবীতে পুনরাগমন হইয়া জন্ম-জন্মান্তরসিদ্ধ হয়। আমরা আমাদের এই দেহকে অতি তুচ্ছ মনে

---

* "এতদ্ধজমান উভয়মেব ভবতি মর্ত্ত্যং চৈবামৃতঞ্চ। তস্য প্রাণা এবামৃতাভবন্তি শরীরং মর্ত্ত্যম্। শ, শ, ভা, ১০। ১১। ১।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি। আমাদের মনে হয়, ইহার সহিত আমাদের যোগ হঠাৎ হইয়াছে, ইহার যেন কোন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত নাই। এ দেহের প্রত্যেক বিন্দুর সহিত লক্ষ লক্ষ যুগের সম্বন্ধ আছে, এ কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয় না। একটি জীবের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তৎস্মৃতিতে লক্ষ লক্ষ জন্মের কথা প্রতিভাত হওয়া আমাদের নিকটে রূপক, কিন্তু সেরূপক যে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে প্রতি-ষ্ঠিত ইহা আমাদের মনেও আসে না। জন্মিয়াই স্তন্যপানাদি ক্রিয়া যে শত শত বর্ষে দেহের ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে, এ কথায় কি আমরা বিশ্বাস করি? একটি জীবদেহের উৎপত্তি মহারহস্যে পূর্ণ ঋষিগণ দিব্য চক্ষে ইহা দেখিয়াছিলেন, তাই আজ বিজ্ঞানবিদেরা সেই রহস্যের উদ্ঘাটনে তাঁহাদের সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিয়া-ছেন। রাজাধিরাজ ঈশ্বরের তনয় আত্মা দেহের অধীন নহে কিন্তু উহার দ্রষ্টা, যখনই সে অধীন হয় তখনই তাহার তনয়ত্ব আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, এ কথা সত্য, কিন্তু দেহের সমুচিত ব্যবহারে সে যে প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্য আপনার অয়ত্তাধীন করিয়া লইতে সমর্থ হয়, ইহাতে কি আর কোন সংশয় আছে? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে আমরা তুচ্ছ মনে করি, মাতৃগর্ভস্থ বীজে উহাদিগের প্রকাশ এবং সে প্রকাশে দেবগণের প্রকাশ আমাদের নিকটে অলীক অত্যুক্তি, কিন্তু দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণের স্বাধীন ক্রিয়া দেবস্পর্শে দেবত্বপ্রাপ্ত দেব-গণের দ্বারা নিয়ত নিষ্পন্ন হইতেছে এ কথা কি অস্বীকার করিতে পারি? বিজ্ঞানবিদ্গণ ইহাকে সংস্থানসম্ভূত-স্মৃতি (Organic memory) নামে অভিহিত করিতে পারেন, কিন্তু স্মৃতি বলিলেই উহাতে দেবত্বের সংক্রমণ ঘটিতেছে। দেহপিণ্ডে প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশ যে বহুলক্ষবর্ষের ইতিহাস বিজ্ঞানচক্ষে আনিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত করে, আজ কাল বিজ্ঞানপ্রধান সময়ে ইহা আর অযুক্ত অনুমান নহে প্রত্যক্ষ ব্যাপার। দেহের সূক্ষ্ম বা অসূক্ষ্ম একটি উপাদানেরও বৃথা ক্ষয় হয় না, স্থলবিশেষে সূক্ষ্ম ও অসূক্ষ্ম উপাদানের পুনঃ পুনঃ আগমন হয় বেদোপনিষৎ এ কথা বলিয়া বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন কে ইহা বলিবে? বেদান্তে ইন্দ্রিয়গণের এত প্রাধান্ত কেন? তাহাদেরই পুনরাগমনের বর্ণনা কেন? বেদান্তের এই প্রাচীন বাক্যটি তাহার কারণ প্রদর্শন করে।

করণৈঃ কারয়িতাস্তঃ পুরুষঃ।

অন্তরস্থ পরমপুরুষ ইন্দ্রিয়গণের যোগে কারয়িতা। তিনি এই সকলের দ্বারা আমাদের কর্তৃত্বের সর্ব্বতোমুখী গতি রুদ্ধ করেন বলিয়াই ইন্দ্রিয়গণ আমাদের বশে নহে, উহারা স্বয়ং ভগবানের বশে অবস্থিত। আমরা তাঁহার বশ না হইলে কখন তাহাদিগের উপরে আধিপত্য করিতে পারি না। মধু ব্রাহ্মণ এ জন্যই প্রকৃতি, অন্তর্য্যামী এবং জীব এ তিনের একত্বে ব্রহ্মের সহিত একত্ব বর্ণন করিয়াছেন। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, শরীরকে তুচ্ছ করিয়া কেহ যে যোগী হইবেন, ব্রহ্মের সহিত এক হইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। স্বয়ং ব্রহ্ম যাহার প্রতি এত আদর করেন, তৎপ্রতি অনাদরকে উচ্চ ধর্ম্ম মনে করা যে ভ্রম, ইহা অল্পদিনের মধ্যেই সকলেরই প্রতীতির বিষয় হয়।

চন্দ্রলোক হইতে পুনরাবৃত্ত দেহোপাদানসমূহ ভাল বা মন্দ আচরণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, উপনিষদের এ কথা শুনিবামাত্র নিরতিশয় অযুক্ত বলিয়া কাহার না প্রতীত হয়? এ সকল উপাদান আসিয়া হয় কি? উপনিষৎ বলিতেছেন—"ব্রীহিযব ওষধি বনস্পতি তিল মাষ হয়।" যে সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণী এই গুলিকে ভোজন করে তাহাদিগের দেহগত হইয়া ইহারা বীজাকার ধারণ-করে। সেই বীজকেই ঐতরেয় পিতৃদেহে জীবের প্রথম জন্ম বলিয়াছেন এবং মাতৃগর্ভে ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ এবং আত্মাকে উহাদের দ্রষ্টা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এইটি জীবের দ্বিতীয় জন্ম। এখন কথা হইতেছে, যবাদি ভোজ্য সামগ্রীর মধ্যে সত্ত্বাদি গুণের তারতম্য আছে কি না? এবং সে তারতম্য প্রাণশক্তি হইতে উদ্ভূত হইতেছে কি না? এক প্রাণশক্তি ঈদৃশ তারতম্য ইবা কেন উপস্থিত করিল? অবশ্য দেহের ভাল মন্দ আচরণ এরূপ তারতম্যের কারণ, এ ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? আচরণে দেহের ক্রিয়া ভিন্ন হয়, ভিন্ন ক্রিয়া হইতে উপাদানসমূহের ভিন্ন গুণপ্রাপ্তি হয় ইহা কি প্রত্যক্ষ নয়? ভিন্ন গুণের উৎপত্তি রাসায়নিক প্রক্রিয়া ইহা আর আজ কাল কাহার অবিদিত নহে। যে প্রাণী যে গুণযুক্ত সে প্রাণী তদ্গুণযুক্ত আহার্য্য ভোজন করিয়া থাকে, সুতরাং তত্তদ্যোনিসম্ভূত প্রাণিগণকে উপনিষৎ যে প্রকার অবধারণ করিয়াছেন সেরূপ অবধারণ করা কাহারও পক্ষে অসম্ভব নহে। উপনিষদে যে কথাটী সংক্ষেপে নিবদ্ধ হইয়াছে, অন্যান্য স্থলে উক্ত বিষয়গুলির তাহাতে সন্নিবেশ না করিলে উহার প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম না হইয়া কি যে অনিষ্ট হইয়াছে, এখন উহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

তদয় ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশোহয়ত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রযোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য * ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশোহয়ত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

---

* ব্যাখ্যাতৃগণ এখানে 'যে' পদে অনুশয়িগণ করিয়াছেন, আমরা শতপথ ব্রাহ্মণের কথায় 'প্রাণাঃ' করিয়াছি। মূল বেদান্তে অনুশয়িশব্দ কোথাও নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে ত্রিবিধ জন্মবিষয়ে আমাদের বক্তব্য বলিবার কিছু দিন পর এক জন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পুনর্জন্মবাদ বাদ দিলে হিন্দুধর্ম্ম বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে, কেন না পুনর্জন্মবাদ বাদ দিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকের সকল ভয় চলিয়া যাইবে, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিবে, কেন না লোকে যে ধর্ম্মকর্ম্ম করে সে কেবল ইহলোকে বা কষ্ট পাইতে হয়, এই ভয়ে। সে ভয় চলিয়া গেলে আর রহিল কি?

সুতরাং আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, এ শব্দ পরবর্ত্তী সময়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। বেদান্তের প্রকৃত অর্থ করিতে গেলে বেদান্ত যে সকল শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সকল গ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যত্ন করা সমুচিত। পরবর্ত্তী চিন্তাপ্রধান সময়ের শব্দগুলি আমাদিগকে বেদান্ত হইতে বিভ্রান্ত করিয়া বিপথে লইয়া যায়। বেদান্ত প্রত্যক্ষ শাস্ত্র। অন্তরাত্মার সহিত যোগবশতঃ যে সকল সত্য ও তত্ত্ব ঋষিগণের অন্তশ্চক্ষুতে প্রতিভাত হইয়াছে, সেইগুলি তাঁহারা বেদান্তে প্রবচনাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী চিন্তাপ্রধান সময়ে যে সকল তত্ত্ব ও সত্য প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি প্রত্যক্ষ শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত নহে, এজন্য উহাদিগকে অনুমান বলে। প্রত্যক্ষশাস্ত্রকে শ্রুতি ও অনুমানের শাস্ত্রকে স্মৃতি বলে, স্মৃতির ব্যবহৃত শব্দকে শ্রুতির অর্থগ্রহণে নিয়োগ এজন্যই আমরা বিধিসিদ্ধ মনে করি না। আমরা বেদান্তের তত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া এজন্য কোথাও তৎপরবর্ত্তী সময়ের ব্যবহৃত শব্দকে প্রমাণ ব'লয়া উপস্থিত করি নাই। সকলে দেখিতে পাইবেন, আমরা অনুশয়িশব্দের প্রত্যাখ্যান করিয়া শতপথ ব্রাহ্মণের উক্ত প্রাণশব্দ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। এরূপ করাতে ঐতরেয় এবং প্রশ্নোপনিষৎ প্রভৃতি যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের উক্তি যথাযথ মিলিয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি তত্ত্বার্থিগণ ভালরূপে উপনিষৎসকল পাঠ করিয়া জীবতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবেন, এরূপ করিলে আর ভ্রমে পড়িবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর্য্যঋষিগণের সন্তানের মুখে ঈদৃশ কথা শুনিয়া বড়ই ক্ষোভ হয়, তাই আমরা ইহার উত্তরে বেদান্তসমন্বয়ের অবতরণিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশ তুলিয়া দিলাম। ইহার পর যেন আমাদিগকে ঈদৃশ অবিশ্বাসের কথা শুনিতে না হয় ইহাই আমাদিগের আত্মীয়বর্গের নিকটে প্রার্থনা।

"আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিবে। ব্রহ্ম স্বয়ং শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, জীবকে তাঁহার সহিত এক হইতে গেলে তাহাকেও অপাপবিদ্ধ হইতে হইবে, বেদান্তের এ উক্তি আমাদিগের নিকটে অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়। এই এক স্বরূপ লইয়াই জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ যখন স্বাভাবিক তখন এ প্রভেদ কোন কালে তিরোহিত হইবার নহে, ইহা সহজে আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। বেদান্ত যদি জীবের শুদ্ধত্ব অপাপবিদ্ধত্ব বিনা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যস্বীকার না করেন, তাহা হইলে বেদান্তের ঐক্য-বাদ—ব্রহ্মের সহিত একত্ব,—কথার কথা হইয়া উঠে। শ্রীমদ্রামানুজ এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সে সিদ্ধান্ত আমাদিগকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে *। ব্রহ্মের সহিত একত্বানুভব সমগ্র

* "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি ব্রহ্মণি নানাত্বং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তং তদসৎ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানি শান্ত উপাসীত" ইতি তন্নানাত্বানুসন্ধানস্য শান্তিহেতুত্বোপদেশাৎ। তথাহি সর্ব্বস্য জগতস্তদুৎপত্তিস্থিতিলয়কর্ম্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্র শান্তির্বিধীয়তে অতো যথাবস্থিতদেবতির্য্যঙ্ মনুষ্যস্থাবরাদিভেদভিন্নং জগৎ ব্রহ্মাত্মকমিত্যনুসন্ধানস্য শান্তিহেতুতয়াঽভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্ব-প্রসঙ্গঃ। এবং তর্হি "অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি কিমুচ্যতে? ইদমুচ্যতে 'যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি" ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মণি যা প্রতিষ্ঠাভি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তের উদ্দেশ্য এজন্যই উহাতে ভেদদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে। যখন ব্রহ্ম এবং তাঁহাতে নানা বিষয় নিত্য বিদ্যমান আছে, তখন এই নানাত্বকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া 'নাই করিয়া ফেলা' কি প্রকারে সম্ভবে, এইটি মীমাংসিতব্য বিষয়। নানাবিষয়ে মনের অভি-নিবেশবশতঃ ব্রহ্ম হইতে চিত্তের যে বহির্মুখগতি হয়, এই গতি যোগের অন্তরায়। এই বহির্মুখগতি নিবারণ-করিয়া ব্রহ্ম সহ জীবের অবিরোধভাবে স্থিতি যোগে আকাঙ্ক্ষাণীয়। সাধক যখন ব্রহ্মের প্রেরণানুবর্ত্তী হইয়া দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন করেন, তখন তাঁহার চিত্ত এক ব্রহ্মেতেই স্থিতি করে, তখন আর উহা বহির্মুখ হয় না, সাধক ব্রহ্মেতে আনন্দানুভব করেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া উপনিষৎ বলিয়াছেন,

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বেদাদির অনুশীলন বা অন্য কারণে সাধকের চিত্ত যখন অল্প-মাত্রও ব্রহ্ম হইতে অবসৃত হয় তখন তাহার ভয় উপস্থিত হয়।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি।

কি জানি বা পাপাদি বিরোধী বিষয় দ্বারা ব্রহ্মযোগের অণুমাত্র বিচ্ছেদ হয়, এ ভয় যখন সাধকে স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়, তখন সেই ভয়ই পাপপ্রবৃত্তিনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট কারণ। কি জানি বা ব্রহ্মের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে বেদান্তবিৎ সাধকের চিত্তে এ ভয়ের বিদ্যমানতা-সত্ত্বে পাপে নিপতন কি প্রকারে সম্ভবিবে? পাপে পতনের সম্ভাবনা সত্ত্বে তাহা হইতে নিবৃত্তি জীবের শুদ্ধতা এবং সেই শুদ্ধতাই

হিতা তস্মাবিচ্ছেদে ভয়ং ভবতীতি। যথোক্তং মহর্ষিভিঃ "যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে। সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া" ইত্যাদি। ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদ এব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে পাপস্পর্শবর্জ্জিত করিয়া রাখে। এই আপেক্ষিক শুদ্ধত্ব ও অপাপবিদ্ধত্ব যখন জীবে সম্ভবপর তখন বেদান্তসিদ্ধ মোক্ষ—ব্রহ্মের সহিত একত্ব—আর অসম্ভব রহিল কোথায় ?"

মূল কথা প্রায় সকলই বলা হইল, এখন কর্ম্মসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। উপনিষদের মতে কর্ম্ম আত্মার না দেহের ? বৃহদারণ্যক বলিতেছেন ;—"অনন্তর কর্ম্মনিচয়ের দেহ এইটি [সামান্য] [সেই দেহ সামান্য] এই সকল কর্ম্মের উক্‌থ [উত্থানকারণ] ; কেন না এই [দেহ সামান্য] হইতে এই সকল কর্ম্ম উত্থান করে। এই [দেহ সামান্য] ইহাদের সমান। কেন না এইটী সকল কর্ম্মের সঙ্গে সমান। এইটি ইহাদের ব্রহ্ম (অন্তর্ভাবক)। কেন না এইটি সকল কর্ম্ম ধারণ করে। সেই এই [নামরূপ কর্ম্ম] তিনটি হইয়া একটি—এই দেহ, দেহ এক হইয়া এই তিনটি [নামরূপ কর্ম্ম]। সেই এই [তিনে এক একে তিন] অমৃত, সত্য দ্বারা আচ্ছন্ন। প্রাণই অমৃত। নাম ও রূপ সত্য, তদ্দ্বারা প্রাণ আচ্ছন্ন।" এ স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে দেহ—নাম-রূপ-ও-কর্ম্মের সমষ্টি, দেহ লইয়াই নাম-রূপ-ও-কর্ম্মের স্থিতি। নাম-রূপ-কর্ম্মও সত্য, দেহও সত্য কর্ম্মের কারণ প্রাণ নিত্যকাল স্থায়ী। সত্য কি ? নাম ও রূপ। নিত্যকাল স্থায়ী কি ? প্রাণ। প্রাণ—ক্রিয়াশক্তি বা কর্ম্ম, ইহা সমগ্র জগদ্রূপ দেহব্যাপী। ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া কদাপি বিনাশ পায় না উহা ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে, সুতরাং উপনিষৎ উহাকে অমৃত বা অবিনাশী বলিয়াছেন। আমরা যাহা করি, তাহা কর্ম্ম, তাহার কোন কালে বিনাশ হয় না। এ কথা বলা কিছু অযুক্ত নয়। আত্মার উপাধি প্রাণ, এই উপাধি যোগেই আত্মার বাহিরে প্রকাশ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণেরই বিশেষ বিশেষ সংস্থান, এ জন্য উপনিষদে প্রাণ শব্দে ইন্দ্রিয় বুঝায়। ইন্দ্রিয়গণের আধার দেহ। উপনিষৎ যদি দেহকে কর্ম্মের আধার বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভোগের নিমিত্ত জীবের দেহবত্তা এ কথায় কোন আপত্তি হইতে পারে না, কেন না উহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আত্মা দেহবিহীন চৈতন্য, সংযোগ বিনা উৎপত্তি হয় না, সুতরাং তাহার উৎপত্তি নাই এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত। চৈতন্যের দ্রষ্টৃত্ব স্বভাবসিদ্ধ সুতরাং সংযোগোৎপন্ন দেহের উহা দ্রষ্টা উপনিষদের এ কথা আমরা অমান্য করিতে পারি না। দেহ ইন্দ্রিয়-ও-মনোযুক্ত হইয়া আত্মা ব্যক্তিত্ব লাভ করে, আত্মা কিন্তু ইহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র। গীতা তাই বলিয়াছেন,

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে ॥

দেহেন্দ্রিয় মন—প্রকৃতির বিকার, ইহাদের হইতেই সকল প্রকার ক্রিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু আত্মা মূঢ়তাবশতঃ মনে করে আমিই এ সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা। এই কর্ত্তৃত্বাভিমানের ফল এই হয় যে, সে আপনাকে দেহেন্দ্রিয়মন মনে করে। আত্মার বন্ধন এ জন্যই হইয়া থাকে। আত্মা ও প্রাণ এ দুইয়ের তত্ত্ব প্রকাশক, সাংখ্য দর্শন। সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ এ উভয়কে কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি ও বেদান্তের প্রাণ সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও বেদান্তের জীব একই। প্রকৃতি ও প্রাণের ক্রিয়া—জগৎ, দেহ জগতের ক্ষুদ্রাংশ। আত্মা—চৈতন্য-মাত্র, অনন্ত চৈতন্যে উহার নিত্য স্থিতি। প্রকৃতি বা প্রাণ জীবের ভোগ্য। প্রকৃতি ও প্রাণযোগেই উহার বহিঃপ্রকাশ। প্রাকৃতিক ক্রিয়া বা কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দেহপ্রাপ্তি, ব্রহ্ম ও তাঁহার জ্ঞানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার স্বভাবে স্থিতি। যদি ইহাই তত্ত্ব হয় তাহা হইলে দেহের সংসরণ বা গমনাগমন, আত্মার লোক লোকান্তরে বিচরণ এ মতে সায় দেওয়াতে কোন আপত্তি হয় না।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা শুনিতে ভাল, কিন্তু আমাদের কথা যে বেদান্তসিদ্ধ এটি দেখাইতে না পারিলে আমাদের কথা কথামাত্রে পর্য্যবসন্ন হইবে। বৃহদারণ্যক শতপথ ব্রাহ্মণের অন্ত-ভাগ, আমরা সেই শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে আমাদের উক্তি সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিব। যাঁহারা জ্ঞানাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের আর প্রত্যাবর্ত্তন হয় না, প্রত্যাবর্ত্তন হয় কর্ম্মীর। কর্ম্মীর আত্মা কি? তনু কি? যজ্ঞ।

এষ হ বৈ যজমানস্য অমুষ্মিন্ লোকে আত্মা ভবতি যদ্যজ্ঞঃ। স হ সর্ব্বতনুরেব যজমানো অমুষ্মিন্ লোকে সম্ভবতি যএবং বিদ্বান্ নিষ্ক্রত্যা যজতে। ১১। ১ ৮। ৬।

যজ্ঞের আহুতিই কর্ম্মীর আত্মা।

এষা হ বা অস্যাহুতি রমুষ্মিন্ লোকে আত্মা ভবতি। স যদৈবংবিদস্মা-ল্লোকাৎ প্রৈতি অথৈতমেবাহুতিরেতস্য পৃষ্ঠে সত্যাহ্বয়তে—অহং বৈ তইহা-আস্মীতি। তথাহ্বয়তি তস্মাদাহুতির্নাম। ১১। ২ ২। ৩।

যজ্ঞ কর্ম্মীর আত্মা বলাতে জীব বা পুরুষ কর্ম্মীর আত্মা নহে, কর্ম্মীর আত্মা প্রাণসমূহ। শতপথ ব্রাহ্মণ তাহাই বলিয়াছেন,

উভয়ে হৈতদগ্রে প্রজাপতিরাস—মর্ত্ত্যং চৈবামৃতং চ, তস্য প্রাণা এবামৃতা আসুঃ শরীরং মর্ত্ত্যং স এতেন কর্ম্মণৈতয়াবৃতৈকধাজরমমৃতমকুরুত। তথৈ বৈতদ্যজমান উভয়মেব ভবতি মর্ত্ত্যং চৈবামৃতং চ, তস্য প্রাণা এবামৃতা ভবন্তি শরীরং মর্ত্ত্যং স এতেন কর্ম্মণৈতয়াবৃতৈকধাজরমমৃতমাত্মানং কুরুতে। ১০। ১। ৪। ১।

ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত আত্মা মনকে লইয়া লোকলোকান্তরে বিচরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, ক্রিয়াপ্রধান প্রাণ সংসরণ করে, এ বিষয়ে এই সকল প্রমাণে আমাদের মনে কোন সংশয় নাই। আত্মার লোক লোকান্তরে বিচরণে ভাষ্যকারের সম্মতি আমরা তাঁহার ভাষ্যতেই ["উক্ত অর্থে এই শ্লোক"—ইহার টিপ্পনী দেখ] দেখিতে পাই, আমরা যাহাকে প্রাণ বলিয়াছি, তিনি তাহাকে অনুশয়ী বলিয়াছেন, এ প্রভেদ প্রভেদ কি না ইহা একটি বিচার্য্য বিষয়। দেহারম্ভক ভুক্তা· বশিষ্ট কর্ম্ম অনুশয়। পুণ্য কর্ম্ম ও পাপ কর্ম্ম যদি অনুশয় হয়, তবে উহার আধার আত্মা নহে প্রাণ এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণই নাই, কেন না প্রাণকে বিনা আত্মাকেতো আর উপনিষৎ কর্ম্মের আধার বলেন নাই। মূল বিষয়ে ভাষ্যকারের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই, এই পর্য্যন্ত জানিলেই আমাদের সন্তুষ্টি আর আমরা অধিক চাই না।

এই কর্ম্মিগণ প্রথমে পিতৃলোকে গমন করে, সেখান হইতে আকাশে * আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গিয়া অন্ন হয়। এই অন্ন দেবগণ ভোজন করিয়া নিঃশেষ করিলে পুনরায় আকাশত্বপ্রাপ্তি হয়। পিতৃলোকে যাঁহাদের বাস তাঁহারা স্থূল দেহধারী নহেন, তাই হরিবংশ বলিয়াছেন

অমর্ত্ত্যাঃ পিতৃগণাস্তেবৈ পুত্রাঃ প্রজাপতেঃ।

পিতৃলোকে গিয়া কর্ম্মিগণের পৈত্ররূপ অমৃতত্বসাধক, তাই

---

* বৃহদারণ্যকে আকাশের কথা না থাকিলেও ছান্দোগ্যে আছে, অতএব সেই অনুক্ত কথাটী এখানে সংগৃহীত হইয়া তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইল। উৎক্রমণ কালে সমুদায় প্রাণ যেমন একপ্রাণ হয়, তেমনি পিতৃলোক হইতে চন্দ্রে যাইবার পূর্ব্বে ভূতগণ এক ভূতাকাশ হয়। চন্দ্রে গিয়া আবার সমুদায় ভূত স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া অন্ন হয়। তৈত্তিরীয় এবং অন্যান্য উপনিষদের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার আলোচনা করিলে এখানকার তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের অন্ন হইবার উপযোগী বিশ্লিষ্ট অংশ চন্দ্রলোকে অন্নত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পিতৃলোক কিছু সামান্য নহে যোগভ্রষ্টগণের পুনরায় যোগিত্বলাভ এখানেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। গীতায় যোগভ্রষ্টগণের উত্তম লোকে গিয়া যোগিকুলে জন্ম হইবার যে কথা আছে উহা সেই এই পিতৃলোক এবং তৎপরবর্ত্তী উৎকৃষ্টলোক। আত্মা সোপাধিক না হইলে পরাত্মার সহিত অবিভক্তভাবে স্থিতি করে, তাই উহাকে মনউপাধি বা প্রাণোপাধিরূপে উপনিষদে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। মনউপাধি আত্মার লোকলোকান্তরে এবং প্রাণোপাধি-আত্মার পিতৃলোকে গমন হইয়া থাকে। প্রাণোপাধি আত্মা ভূতাত্মা সুতরাং পৈত্ররূপ গ্রহণকালে উহার ভূতাংশ বশ্লিষ্ট হইয়া আকাশে একত্ব-লাভ করে এবং সেই ভাবে চন্দ্রে গিয়া অন্নাকারে পরিণত হয়। সেখানে পুনরায় আকাশত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে আবার প্রাণসমূহের অবতরণ হয়। উপনিষদের প্রথমেই চন্দ্রলোকে গমন বর্ণিত থাকিবার কারণ এই প্রতীত হয় যে, সকল আত্মাই প্রথমে পিতৃরূপ ধারণ করিয়া শ্রদ্ধাগ্রহণ করেন, পরে উপযোগিতানুসারে গন্ধর্ব্বাদি রূপধারণপূর্ব্বক তত্তল্লোকবাসী হন। যাঁহারা মনোনিবেশপূর্ব্বক উপনিষৎ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণগুলি পাঠ করিবেন তাঁহাদিগের নিকট এই সকল তত্ত্ব প্রতিভাত হইবে, সুতরাং তাঁহারা আপনারা তত্ত্ব সংগ্রহ করিবেন এই আশা করিয়া আমরা বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিতেছি।

উপসংহারে একটি বিষয়ের উপরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ নিতান্ত প্রয়োজন। মাণ্ডুক্য উপনিষদ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এ উভয় অবস্থার মধ্যে আত্মার উল্লেখ করেন নাই উহার উপাধিমাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ করিবার কারণ কি? আত্মার স্বরূপে স্থিতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর পরাত্মাতে স্থিতি এ দুই ভিন্ন নয় একই। কোন পদার্থ স্বরূপতঃ কি তাহা না জানিলে, সে পদার্থই জানা হয় না, এ জন্ত মাণ্ডুক্য আত্মাকে প্রজ্ঞানঘনরূপে প্রজ্ঞ বা পরাপ্রকৃতিসহ একীভূত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এ উভয়ের জ্ঞান যাহাতে ঘনীভূত হইয়া বিদ্যমান সেই জীবাত্মা। স্বরূপতঃ তাহার স্থিতি পরাত্মাতে, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতে তাহার স্থিতি অভিনিবেশ বশতঃ *। যদি এ কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি পরাত্মার উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য উপনিষদের তত্ত্ব প্রকাশে এত প্রয়াস পাইবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, এই এক উদ্দেশ্য যে, আত্মা ও পরাত্মা যুগপৎ আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবেন। সাধারণতঃ লোকে দেহেন্দ্রিয়সহ আত্মাকে এক করিয়া দেখে। জাগ্রৎ অবস্থাতে যখন বহির্জগতের প্রতি এবং স্বপ্নাবস্থাতে যখন অন্তর্জগতের প্রতি নিজের অভি-নিবেশ হয়, তখন আর চিত্ত হইতে আত্মাকে কেহ পৃথক্ করিয়া লইতে পারে না, আত্মাকে চিত্তবৃত্তি বলিয়াই সকলের প্রতীতি

---

* এক সময়ে এক জন বন্ধু কেশবচন্দ্রকে মন ও আত্মার বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি অতি সহজে মন ও আত্মার তত্ত্ব তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, আমাদের এই হস্ততল ও হস্তপৃষ্ঠ, দুই কিছু স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু হস্ততলের অঙ্গুলিসকল সঙ্কুচিত করিয়া সকল বস্তু ধরিতে পারা যায়, হস্তপৃষ্ঠ দ্বারা সেরূপ করিতে পারা যায় না, মন ও আত্মার এইরূপ একত্বেও স্বতন্ত্রতা। এ দৃষ্টান্তটি অতি সুন্দর। আত্মার যে দিক্ পরাত্মার দিকে সে দিক্ হস্তপৃষ্ঠ, আর যে দিক্ বিষয়ের দিকে সেটি মন. মনোহস্তৈবং চক্ষুঃ. এই মন প্রতিবিষয়গ্রহণে সমর্থ। বিষয় দুই প্রকার—পার্থিব ও আত্মিক। আত্মার যখন কেবল আত্মিক জগতের সহিত সম্বন্ধ, তখনও মনের প্রয়োজন, কেননা আত্মিক বিষয়সমূহ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পার্থিব বিষয়গুলি জ্ঞানাকারে যখন আত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত তখন তদ্গ্রহণ প্রয়োজন বলিয়া পর-লোকেও মন আত্মার উপাধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। এই প্রতীতি আত্মা নহে, আত্মা সে প্রতীতি হইতে স্বতন্ত্র তাহার স্থিতি নিরন্তর পরাত্মাতে, সাধক যাহাতে এইটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, সমুদায় উপনিষদের সেই দিকে যত্ন। আজ উপনিষদের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া যদি আমাদের এই লাভ হইয়া থাকে যে, আত্মা ও পরাত্মা যুগপৎ উপলব্ধির বিষয় একটিকে ছাড়িয়া আর একটির উপলব্ধি কোন কালে হয় না, তাহা হইলে আমাদের প্রযত্নের ফললাভ হইল। এরূপে উপলব্ধি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎকে বা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া ফেলে এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, কেন না এতদবস্থায় পরাত্মার প্রাধান্যবশতঃ তিনিই দেখান তিনিই শুনান ইত্যাদি প্রতীতি আত্মাতে উপস্থিত হয়। ইহাতে এই হয় যে জগৎ পরাত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া সাধকের প্রতীতির বিষয় হয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র ভাবে উহার প্রতীতি হয় না। পরাত্মাতে বাস করিয়া নবাভিব্যক্ত আত্মা তাঁহার বলে শরীরের দুর্জ্জাতিত্বদোষ অপনয়ন করে, ইহাই উহার মহত্ত্ব। এই মহত্ত্ব শরীরে অভিনিবেশবশতঃ অনুদ্ভিন্ন থাকে, সে আপনার অশক্তি অনুভব করিয়া শোকগ্রস্ত হয়। এ শোক তাহার চির দিন থাকিবার নহে কেন না সে অতিসত্বর আপনাতে ভগবানের মহিমা ভগবানের নিয়মন অনুভব করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইবে। এরূপ উপলব্ধি এবং যুক্তি যখন সত্য, তখন তাদৃশ উপলব্ধিতে ও যুক্তিতে আত্মা সত্যের রাজ্যে বাস করিল, অসত্যের নহে। যখন এইরূপই হইল তখন এই সত্য উপলব্ধির নিমিত্ত উপনিষদের পন্থাবলম্বন সকল সাধকের পক্ষে শ্রেয়ের কারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

KESHUB—THE RECONCILER OF PURE HINDUISM AND PURE CHRISTIANITY.

Friends and brethren,

Keshub was much misunderstood, you all know, in his life time. It was very natural to expect that his departure from this world would rectify personal prejudices and help the clear understanding of him through his utterances. It seems that the time has not as yet come, when these, the results of his many-sided character, could be studied with advantage. What to him was as clear as noonday is daily being mystified by interpretations led by individual bias and peculiar turns of mind. There are many who confidently assert that Keshub in his latter days became a Hindu, and if death had not cut his life short, he would be seen in these days walking in the streets barefooted and wrapped in *gairik* as a veritable Hindu mendicant. There are others who class him among the orthodox Christians and say that it was pride and fear of losing popularity that stood in the way of his being formally baptised and admitted into a Christian Church. Even his friends do him injustice and unwittingly help others to write and say things about him which never entered into Keshub's thought. Keshub a Hindu, Keshub a Christian, is not the same person to his judges. He is a Hindu in the Beadon Park and a Christian in the Town Hall, exclaim his critics tauntingly. The man must have changed his colours answering the environments in which he happened every now and then

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

to be. 'To reconcile pure Hinduism and pure Christianity', Keshub, the chief Apostle of the New Dispensation, declared, was one of the objects of the New Dispensation. How far he succeeded in reconciling these two in his life, we cannot leave entirely to his friends to bear witness unto, and to his critics to judge. Verily we are concerned this evening with his sayings—sayings particularly connected with his utterances in the Town Hall and in other remarkable places, but, unless illustrated by the evolution of his inner life, his sayings can hardly be well understood. In order to make more clear what he spoke publicly, we have occasionally quoted from his English writings, but have not touched his Bengali sermons and prayers, containing his latest thoughts and beliefs, simply because they are not accessible to English readers. In addressing his audience in English, he brought Christ so prominently before them that the Hindu element in him seemed for the time being to have left him, though to a discerning eye it was clear that the underlying current flowed purely from a Hindu source. Let us then begin with his Hindu side

Born of Hindu parents and brought up in the lap of Vaishnavism, it was not at all strange that Keshub grew in Hindu thoughts and ideas from the earliest period of his life. His illustrious grandfather, Ram Kamal Sen, with his strong common sense, could foresee the future of Keshub, while yet in his teens, almost infallibly, and bequeathed unto him the sweet name of Hari as a legacy most precious. This legacy Keshub never

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

forsook, even when English education helped him out of the superstition and blind faith of popular Hinduism. As he grew in wisdom, the venerable Rishis of old blessed him with spiritual gifts, and from them he learnt to worship the Spirit-God, who to him was Father, Mother, Friend, the Riches and Comfort of life. It was not a vain flow of rhetoric when he exclaimed—"Richer far than gold and silver is the doctrine of the Spirit-God they (our venerable ancestors) have bequeathed unto us as a heavenly legacy."(194p*). His gratitude towards them for this priceless legacy knew no bounds. "A God", he feelingly declares, "not of clay or stone, not fashioned by mortal hands, not spun of delusive fancy, but the real Spirit-God, immanent in the universe and in the inmost soul, that God, recognised all over India as Brahma, has been revealed to us by our forefathers. Ye venerable Rishis and devotees of ancient India !—at your holy feet modern India lays humble tribute of gratitude for this priceless legacy." (194p.). He was conscious that "In India more than in any other country, in the Hindu scripture more than in any other scripture, have the attributes of the Spiritual Divinity been elaborately and minutely depicted." (192-3p-p.). To tell the truth, he sought not the Infinite, the Eternal in any other country or in any other scripture save in his own. Not only the Divine attributes but also the loving relations of God to man, were revealed to him through national resources. Unlike Raja Ram Mohan Ray, he drank deep the sweet nectar of inebriation from the golden cup

* Lectures in India : Second Edition.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of Purana, and was not slow in acknowledging thus his immense debt to it :—"The Theists, individually and as an organized community, have not only revived the worship of the Spirit-God of the ancient Aryans, but are found to be possessed in a great measure of the sentiments and feelings of later idolatry. It is not to be denied that Puranic or idolatrous India has, with all her prejudices and superstitions, and her vast pantheon peopled with millions of divinities, contributed to throw upon the Spirit-God of Aryan India such charming colours as have made Him peculiarly dear to modern Theists.........Out of evil cometh good, out of idolatry has been extracted the sweetness of Theism." (197-8p.p). The influence of Vaishnavism under which he was brought up, sweetened his heart and fitted him to appreciate 'the devoted Vaishnava', eschewing errors and accepting what was good in him. "The worshippers of Rama and Krishna, whatever their errors, have worshipped their gods with hearts full of devotional feelings. The devoted Vaishnava lives in the midst of an overflow of deep sentiments. Personal feeling towards a visible and personal divinity, the warmest sentiments of gratitude, the sweetest feelings of love, filial tenderness, and friendly communion abound in the heart of the Hindu idolater. And this exuberance of devotional sentiments our Puranic ancestors have taught us. Their errors and prejudices we pity, their idolatry and superstition we shun as darkness, but their intense love, reverence and faith we gratefully honour and imitate." (198-9p.p.). He thus rejoices in the happy union

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of the Veda and the Purana :—"Fellow Theists, ye have done well in accepting the Spirit-God of the ancient Hindu, and the tender heart of the later Hindu. Let us rejoice that Providence has enabled us to do this. Let us rejoice that we are not roaming through a desert of dreary rationalism of dreamy idealism, with an unseen and shadowy vastness overhanging us, but that we are marching to the kingdom of love with a Real and Personal God fixed in the depths of our affections." (200p.).

What brought on this marvellous change in the life of one, from whom the secular education in schools and colleges, the burning seat of scepticism and rationalism, should have wiped off even the best influences of religious ancestors ! The Vedic Rishis, with the rise of the morning sun, sang glory unto the Unseen Quickener of his understanding, imagining Him to reside in that great luminary. This man, to whom the Spirit-God was ever present from the dawn of his religious life, heard a voice from within which urged him to pray. He did not seek Him, from Whom this voice came, in the outside, but directly went into the heart and saw Him there. In the act of offering prayers he found, Hinduism and Christianity, nay all religions of the world were one. His faith in the Spirit-God differed not from the faith in the Holy Spirit. To him the Spirit-God of the Aryan Rishis and the Holy Spirit of the Christian Scripture was one identical Personality. "Well then" said he, "let it be proclaimed that in the natural course of progress in this country, a small band of Spirit-worshippers have sprung

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

up, who can love the Invisible and Unknowable One with all the passionate love of an idolater. It will not do to say that these Theists simply love God. No they can love the Unseen and Intangible Spirit as warmly, as tenderly, as the idolater loves the tangible idol and the visible incarnation. Into the heart of the Indian Theists the Holy Spirit has come as a charming Personality, and his advent is being celebrated by hundreds of men and women in this land with all the poetry of enthusiastic love." (200-1p.p.).

Now, Keshub, the worshipper of the Spirit-God of his forefathers, saw with clear eye that Monotheism could not be strictly adhered to, if there remained war among the Gods of diverse nationalities, worshipped under different appellations—appellations showing but broken fragments of divine attributes. Like Raja Ram Mohun Roy he sought the identity of the Godhead everywhere, and in the end arrived at the grand synthesis of the New Dispensation. "God is the grandest and sublimest synthesis", he said, "the harmony of all truth and the unity of all goodness. He is One Person, around Whom gather various attributes. Thirty three millions of divinities, the endless permutations and combinations of these varied attributes, are the multiplicity of theology, to which the unscientific polytheist pays homage. But the scientific monotheist worships the Supreme One amid His many attributes and manifestations. Monotheism represents the science of religion, the philosophy of God-consciousness, the logic of synthesis. Polytheism is anarchy and chaos in religion ; it is the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

death of science, of logic and philosophy. If you stop at analysis, and deal only with broken fragments of divine attributes, you are as disloyal to science as you are to theology. Carry back these fragments into the indivisible unity of the Divine Person, and you have vindicated both science and religion." (355-6p-p.).

To Keshub God was all in all. He was alone to the Alone, and in the Alone he sought and found what he wanted. When he says,—"There was none to advise me or show me the right path : there was none to say—'Go to Jesus'—'Go to Paul'. I was left to myself, single-handed. I was to work against tremendous odds, to conquer my weaknesses, and sins. Prayer was my only shield and buckler, and faith the only key which I had in my hand to open the portals of heaven." (263p.)—he faithfully gives an outline of his inner life. It will be doing him great wrong, if we say that he like Philip asked any prophet to show him the Lord. If any one among us says that God, being 'more or less unknown to us', must be sought in some one of the prophets, he at once preaches a strange doctrine. Keshub touches the inmost chord of our heart when he proclaims :—"The doctrine of the Unknowable argues not knowledge but lamentable ignorance. If the highest philosophy of the age tells us, I do not know, I cannot know, it will never be possible to know, then I say knowledge and ignorance are convertible terms, and the ultimate destination of all pilgrims of science is a heaven of darkness, doubt, and death. While Europe says God is unknowable, Asia proclaims distincly and emphatically a knowable

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

God. Nay Asia goes farther, and says, I see God." (466p.). Equally have we been startled to hear some one of us say that Christ is our Saviour, Sanctifier and Comforter. "Can Christ," asks Keshub, "save the world ? Can he break the fetters of sin and iniquity? Sanctification belongs to the Holy Spirit alone. The Son has other functions, great and important, but to save the sinner is not one of these." (413p.) To tell the truth, we knew not prophets when spiritual life first dawned upon us. We knew God alone, Who subsequently revealed them to us. Hear what Keshub says :—"To each man, saint or sinner, the Holy Spirit speaks directly as the Indwelling Teacher. There is no light for us, in heaven or on earth, unless God becomes our Teacher and Guide. Can books or pulpits enlighten us? Can the wisest and best of men sanctify us in the absence of God's voice? Nay, who but the All-merciful Saviour selects and commends proper books and men for our guidance? It is a fatal mistake to suppose that books and men of our own choice are to be accepted first in order that they may lead us to God. It is not they that bring us to Him, it is He who brings us to them. None cometh to prophets and scriptures, but through the Holy Spirit. Into His hands we primarily resign ourselves, and to Him alone we look for all aids essential to our salvation. He then puts in our hands such books and introduces us to such men as may help our spiritual growth, constantly guiding us by His voice, and enabling us to distinguish between truth and error, and eschew evil ways." (163p.)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

This fact of Keshub's life—the fact of his being led to prophets and scriptures by the Spirit-God himself,—brings us to an all important question—the question of linking Hinduism with Christianity in Divine Humanity. "Magnify the God of India, ye Indians. Accept the living gospel 'I am' in which ancient India and modern Europe are one, in which Hindu Theism and pure Christianity are identified. It is the conscious realization of the Ever-present Divinity that will achieve the salvation of India and all mankind." (161p.) When Christ declared 'I and my Father are one', and thus boldly asserted his identity with the Godhead, he taught the doctrine of Divine Humanity and was one with the Hindu Rishis of old, particularly with Krishna. "You will find on reflection", says Keshub, "that the doctrine of divine humanity is essentially a Hindu doctrine, and the picture of Christ's life and character I have drawn is altogether a picture of ideal Hindu life. Surely, the idea of absorption and immersion in the Deity is one of those ideas of Vedantic Hinduism which prevail extensively in India. From the highest sage to the humblest peasant, millions of men in this land believe in the pantheistic doctrine of man's identity with the Godhead. The most illiterate man is heard to say he and the Lord are one! The doctrine of absorption in the Deity is India's creed, and through this idea, I believe, India will reach Christ." (300p.)

After the discovery of the connecting link of Hinduism and Christianity the question arises, what does Keshub mean by pure Hinduism and pure Christianity?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Was there originally any impurity in the religion of the Aryan Rishi or in that of Christ? Keshub spoke not so much of their original impurity as of the gross pantheism of the later Hindus, and of the man-God of the later Christians. Both of these must be avoided before Hinduism and Christianity could be reconciled. When Keshub said—"The earliest scriptures of our nation are full of pantheism" he meant that extreme subjectivity which carried our forefathers into the vortex of pantheism; otherwise in his latest writings we would not meet with such expressions (in Yoga: or communion with God) as these: —"The Vedic poet was all objective; external nature was his road to the Deity. The Vedantist is all subjective; his way to the Unseen lies through the depths of his inner nature. His is the higher order of yoga; nay his is yoga strictly so called, for he seeks no external medium or help and wholly withdraws from matter. He simply unites spirit with Spirit, the little self with the Great Self. Like his Vedic forefather he too has his errors. If the Vedic worshippers sometimes ran too far towards Nature-worship, the Vedantic philosopher is at times carried away by extreme subjectivity into the vortex of pantheism." "The Hindu sage realizes this union only during meditation, and he seeks unconscious absorption in his God, with all his faults and short-comings about him," (101p.)—this could be said of Hathayogis who tried to accomplish yoga by violence before all desires opposed to it were extinct. Of Christ he said: "Will he not fulfil the Indian scripture? I am reminded of the passage in the Gospel in which he says,—'I am not

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

come to destroy but to fulfil.' The Mosaic dispensation only? Perhaps the Hindu dispensation also. In India he will fulfil the Hindu dispensation." (300p.). The Hindu absorption in God was unconscious, but Christ's was concious absorption in the Father. By developing unconscious absorption into the conscious absorption Christ fulfils the Hindu dispensation. That this was Keshub's idea of the fulfilment of dispensations we distinctly see from his following words:—"A new dispensation, therefore, has been sent unto us which presents to us not indeed a new and singular creed but a new development of by-gone dispensations. The Divine message sent to India, far from clashing with anything communicated to man by God in ancient times, fulfils all that has been said before. It comes not to destroy, but to fulfil the law and the prophets. And while it is a consummation of the teachings of the past it sows the seed of future dispensations. The light we see in our country today is only the dawn of brighter and fuller light yet to come. As time rolls on, higher dispensations of saving truth will be revealed by Providence here and in other countries. In diverse languages and diverse ways will the Lord yet speak to the different nations of the world, through special messages, in the fulness of time, and the word of God shall go on adapting and developing itself according to the altered circumstances and new requirements of progressive humanity." (155-6 p.p.).

We have taken into consideration the reconciliation of Hinduism and Christianity in the Spirit-God and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Holy Spirit, in Yoga and Divine Humanity, but their reconciliation in the Son, still remains to be considered apart. In 'Yoga: or Communion with God' we see it written :—"We see in the earliest, or Vedic period, communion with God in Nature; this is objective yoga. Then we have in the Vedantic period communion with God in the soul; this is subjective yoga. Thirdly, in the Puranic period we find communion with God in History or with the God of Providence: this is Bhakti or Bhakti yoga. A little reflection will discover an analogy at once striking and suggestive. Here, in Hindu theology, is a trinity which manifests a wonderful family likeness to the Christian Trinity. The only difference is in the order of development. In all other respects the coincidence of idea and sentiment is most remarkable. In Christianity we have the Father, the Son and the Holy Spirit; in Hinduism we have the Father, the Holy Spirit and then the Son. These three ideas represent the different modes of divine manifestation, and characterize three distinct periods in the history of Hinduism." After the perusal of these lines it is clear that the reconciliation of Hinduism and Christianity in the Son is not connected with simple yoga but with Bhakti yoga or communion with God in History. The Son is called in the Hindu Sastras Bhagavan or Divinity incarnate in man, resplendent with glory, wisdom, heroism, beauty, renunciation, renown and other divine virtues. The Son is God-man or God manifest in man. "Here man remains man and God is only superadded to his nature" (297p.).

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

People in this country saw only Divinity in incarnations, though these incarnations in plain language told them that in the state of *yoga* they were completely absorbed in the Great Spirit, but in ordinary state they were as other men. What they told of their humanity, having nothing extraordinary about it, exerted no influence upon their followers. It was reserved for Jesus of Nazareth to reveal unto the world true Humanity or the Religion of Humanity. In ingrafting Divinity on Humanity he has justly entitled himself to the honour of being accepted as *the* Son of God, the universal reconciliation of all prophets and *avatars*. Are not all prophets and Godmen the sons of God, in as much as they are born of the Spirit? To this Keshub answers raising objection himself:—"Why then should single out Jesus and represent him as *par excellence* the Son of God? Why not a son? Why *the* son emphatically? Because Christ announced himself as such. This is our brief answer.........Each was verily *a* son of God, and a worthy son too, but not *the* Son of God."

In giving to Christ the central position of universal reconciliation, did Keshub merge all prophets and Godmen in him? Hear what he says on this point:—"Behold a whole family of saints and prophets, all united with each other and united in the Lord! Not only is Christ there, but there are also Moses and Elias, and all the Jewish prophets of olden times, and Paul and all the apostles. And Chaitanya, too, the blessed prophet of Nudia, and the immortal Sakya Muni, and Confucius and Zoroaster too. All our masters are

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

there assembled. Seated on smaller thrones they surround the throne of the Great Spirit, whose glory is in them and in whose glory they dwell. Oh blessed confraternity of disembodied souls! How they all shine in the light of the Central Sun and reflect His glory! Celestial spirit-forces animated by the Supreme Spirit! None lives apart, none can live apart from God. In Him they live and move and have their being." (329p). And again:—"Behold the central figure of the divine son. The radii of all human races and nationalities from the remotest parts in the circumference of humanity converge and meet in him. He attracts all into himself and reconciles all in a common fellowship with himself and with his God. Lo! from the uttermost parts of the earth and from the most divergent sects the broader and more advanced souls of each church march under their respective scriptures, till they reach the centre and rally under the banner of the universal atonement which Jesus holds triumphantly in his hand. Look at that grand march of all the religious denominations of the earth, Christians, Hindus, Buddhists, Mahomedans. Each has its distinctive badge and colours, each is led by its own trusted chief, each keeps to its own national music, each is marshalled in its own material order, each is true to its own historic tradition. Each retains to its peculiar virtues, but is freed from its peculiar errors and impurities. And thus the sanctified and reformed churches move out of their respective sects, and press onward in their variegated colours to the central church of reconciliation. Here

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

they are united in that Kingdom of heaven which knows no sect and inculcates no sectarian dogma, whose cardinal doctrines are the love of God and the love of man, and which unifies all mankind in one man, even Jesus Christ, the Son of God. And Jesus welcomes all the chiefs of all sects, for they dwelt in him, the eternal Logos and with him they again fraternize." (456p.)

Now in this universal reconciliation—the reconciliation of all in the eternal Logos, whose last evolution is the Son of God—Hinduism and Christianity are perfectly reconciled. "The Hindu, too, like the Christian, believes in the continued evolution of the Logos, and its graduated development through ever-advancing stages of life. The Purans speak of the different manifestations or incarnations of the Deity in different epochs of the world's history. Lo! the Hindu Avatar rises from the lowest scale of life through the fish, the tortoise, and the hog up to the perfection of humanity. Indian Avatarism is, indeed, a crude representation of the ascending scale of Divine creation. Such precisely is the modern theory of evolution." (392 p.) The Logos in the Hindu scripture is the first-begotten (*jatamagratah—purvajah*) Purusha, and by implication the Son, as the Father is said to have showed the eternal seed *chit* in the womb of Nature or the Creative Force. The saints, prophets and avatars are but so many fragments of this Purusha. These fragments—the fragments of divine attributes, are said to have united in Krishna to form the perfect Purusha or avatari. When identifying Jesus with the eternal Logos Keshub says :—"Verily in

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Socrates was Christ, as the Fathers held; and in Confucious too was Christ, and in Buddha and in Nanak and in Chaitanya, and in Paul, and in Luther was he. In him they are all reconciled, and their broken lights unite to form the perfect Logos, the Word of God." (456-7 pp.)—it does not sound strange in the ears of those who are well acquainted with the Pauranic literature. The difference of Hinduism and Christianity in the Logos theory is that in the former the identity of the Son with the Logos is implied, in the latter it is distinct and fully developed. Hinduism representing the upper half of religion is always concerned with Divinity, while Christianity representing the lower half is primarily concerned with Humanity. What was implied in Hinduism concerning the Son is fully developed in Christianity, and thus it is that the latter fulfils the former.

In drinking the blood and eating the flesh of Christ, Christianity, it might seem, has parted company with Hinduism. No, not even in this we have any reason to think, that the spirit of Hinduism is against this doctrine. "You Hindus," says Keshub, "know already that it is a sacred thing to eat, and that there is religion even in eating and drinking. Do you not bless and magnify the God of rice before you take your daily meals? Do you not sanctify your rice before eating it? Then sanctify it more perfectly, and thoroughly spiritualize it in the name of Jesus Christ. The eucharist is not to you, Hindus, a foreign custom, the Lord's supper is not an outlandish supper. The feast to which Christ invites

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

you is truly oriental, and one congenial to your tastes and traditions. Substitute rice for bread and water for wine, and realize a holy man's flesh and blood in those things before you taste them, and you have a national holy communion, at once Hindu and Christian. As you eat your daily rice let it go into the system as the very flesh of Christ and be assimilated to your flesh. Will you disgrace your ancestors by eating your meals as the beasts eat them? Are you so carnal that you see nothing heavenly in eating? To your Aryan minds does not your daily food suggest the bread of life, and will you not gather life eternal from bread and rice? Show that Divinity presides at your dinners, and that every supper you eat is the Lord's supper. Prove to the world by your life and character that what you eat is not ordinary food but the very flesh and blood of saints, the righteousness and piety of the son of God." (463-4 pp.). In the Vedic and the Pauranic period the eating and the drinking were sacred *jajna*. The Vedanta calls God the bread of life (*annyasyannam*). The Purana in the text *Annam Brahma raso Vishnur bhunkte bhokta Janardanah*,—enjoins the realization of Divinity in the rice and drink, and even in the person who eats and drinks them. To what a great abuse this eating and drinking had been subjected in the Tantric period, on the pretext of realizing Siva, Sakti and Bhairava in them, every one in this country is aware of. We abhor such an abuse, but cannot dispense with the realization of Divinity or Divine Force in our daily meals. When to this is added the realization of Christ's

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

blood and flesh in rice and water what a grand union of Divinity and Humanity is effected. We cannot do without Christ's blood. The spirit of martyrs which is foreign to this country, cannot enter into our being if we do not assimilate the holy blood of Christ to our system. "It is such examples of martyr devotion which are calculated to dispel from our minds all cowardice, fickleness, and inconstancy, and to make us feel that truth is dearer than life itself. No doubt it is martyr blood that has nourished the precious seed of divine truth planted by Jesus, till it has become a mighty tree, whose wide-extended branches overshadow a vast extent of the habitable globe, and whose fruits are enjoyed by myriads of men and women in various parts of the world. Honour, all honour to Jesus, who so nobly set the example of self-sacrifice for truth, and to that devoted band of martyrs who, by imitating his example, extended the kingdom of truth and conferred lasting benefits on the world." (10 p.). Read these words of Keshub and say whether Hindus can disregard the Christians' Eucharist. What this drinking of Christ's blood means will be evident from the following :—"A word of praise I must also offer unto the blessed Son of God, for he too has made me what I am. His sacrificial blood, freely given unto a wicked world, has gone into my life-blood. While I was in the mother's womb, I drank that precious blood, and grew in stature and strength. Let me remark by the way, I speak metaphorically. That is to say, I was born to learn and practise forbearance, of which Jesus furnished so eminent an example. Forbear

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and forgive—that was the watch-word of Christ's life, and those who have drunk his spirit cannot but enjoy the sweetness of forgiving love." (353 p.). That this is not an arbitrary exposition will appear from the very words of Jesus himself:—"He that eateth my flesh and drinketh my blood, hath eternal life." (John, 6-54). "It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing: the words that I have spoken unto you, are spirit, and are life (6-63)."

If Christ is the universal reconciliation, not only saints and prophets but sinners also are reconciled to God through the atoning blood of Christ. "Once for all in history the blessed atonement was consummated by Christ. The consummation was complete and absolute. Christ has offered himself as an atonement for all flesh and for all eternity. It is done, it is done. He has given his precious blood for all of us, whether we believe it or not. Whether we be Hindus or Mahomedans, disciples or even enemies of Christ, he has shed his atoning blood for each one of us. We have only to apply it to ourselves. He has done his work, let us do ours. Let us all believe that he has died for you and me, and the atonement on our side is completed." (454p.) Now the question is, does it lie in the power of a sinner to apply this atoning blood to himself? No, it is not in the power of a sinner, not even of the son, but it is in the power of the Holy Spirit. "Now all humanity must be raised up to heaven in order that the purpose of Providence, the redemption of mankind, may be fully achieved. Jesus Christ has shown us the way. But

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

where is the power to follow? The son of God may set an example, but who is there among us that can imitate? The Gospel reveals the light of heaven, but alas! the world is blind. Who will make the blind see? Who will make the deaf hear? If Christ's life is unto us a book of salvation, verily it is a sealed book, and none can read it save he into whose hands the Holy Ghost has delivered the key. There is no salvation without the Holy Ghost. Even Christ prince of glory though he be, is absolutely powerless.........He may teach, he may reveal, he may show the way, but he can never give us the power of overcoming sin. The way to do it—that is Christ. The power to do it,—that is the Holy Ghost... ...In vain does Christ with a thundering voice say unto us.—Rise and follow me. Nothing is possible unless the Holy Spirit touches the heart. Would you kneel and weep at Christ's feet? You may weep for ages, your lamentations will be fruitless. Christ is but an example in history, an objective portraiture of faithful sonship. To convert it into a subjective force something else is needed......It is only the Holy Spirit that can convert outward truth into inward purity. It is this Spirit that makes Christ, otherwise a mere historical character, a sanctifying power within us. Know ye not that millions say to Christ Lord, Lord, and yet their hearts are not converted? But as soon as the Holy Ghost quickens the hearts, even the most degraded and wicked sinner accepts Christ and is saved (413-4pp). For this very reason Christ himself said,—"No one comes unto me, except it were given unto him of my Father."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(John 6-65). If no one can approach the Son except the Father draws him to the Son, why then Christ is accepted as the mediator? Touching this point Keshub says:—"It is a strong material organism within which the animal man dwells. Take off the outer shell of this animal man, you find humanity. As you penetrate deeper you find Jesus encased in humanity. Lo! within Jesus is concealed the Holy Spirit, and as you go deep into the Holy Spirit you discover at last the Invisible Supreme Essence. Is not then Christ a mediating link between man and God? In the Inmost recesses of every man's soul is the Supreme God. But there is no going to this secret sanctuary except through that pure sonship which environs and encloses it. None can reach Divinity except through the character and disposition of the son inherent in him. In this sense Christ is our mediator. He is the only way. There is no back-door to heaven. If you would go to God, go not as a thief and a robber, but straight through the appointed way. If you go not through the son you have no access to the Father. If you have wandered away in disobedience, return to obedient sonship and you are reconciled to the Father. Through sonship alone we are accepted by the Father." (410 p.).

Accepting Christ as the only way—the way of returning to obedient sonship—we have come to a point whence we may with great advantage consider the importance of the Holy Spirit. When Christ said 'I and my Father are one', was he not one in the Holy Spirit? "The dove of God's spirit descends upon him in inspirations and he enters

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

into communion with his Father. Divine life courses through his arteries, and his thoughts, words and actions are only streams that flow from the Fountain of inspiration. The will of the son and the will of the Father are thus identified in inspiration. The son and the Father are made one in the Holy Ghost." (149p.). "When Jesus came out of the water of the Jordan, in which he was baptized, he beheld strange transfiguration in the sky above. The heavens were opened and a dove was hovering overhead in which was the Holy Ghost......To see in an instant the very God of the universe in a flying bird, not only as an inspiring vital force, but as a blazing personal Divinity, is a feat of spiritual perception to which only the Son of God was equal." (Yoga: or Communion with God). The universal reconciliation of saints and prophets in Christ, as alluded above, is effected by the Supreme Spirit himself:—"All martyrs and prophets abide with the Lord, and when we abide with Him they abide in us with Him." (248p). "See how the holy prophets and saints above are sitting around the Father's throne, the Queen Mother's throne, and enjoying the bliss of communion in the blessed synthesis of Divine Force. Blessed are they, a holy family in which all disputes and conflicts are lost and broken lights commingled in the unity of a Central Personality!" (341-2 pp.). That the application of Christ's atoning blood to the life of every individual is possible only through the Holy Spirit, has been already pointed out. The question that yet remains to be solved is, does the reconciliation of pure Hinduism and pure

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Christianity effect something new, or simply is the permutation and combination of different elements? When it is told that in humanity is found Christ encased, and in Christ is concealed the Holy Spirit, and in going deep into the Holy Spirit the Invisible Supreme Essence is at last discovered, we naturally come to the conclusion that the Hindu *yoga*, which is primarily concerned with the Invisible Supreme Essence, when made one with Christ's *yoga* 'ye in me', includes in it, not only all the sons of God—sons because led by the Spirit, but all men and women, nay all creatures in heaven and earth. Thus the Kingdom of Heaven preached by Christ is realised when pure Hinduism and pure Christianity become one. "For the kingdom of God" says Paul, "is not eating and drinking but righteousness, and peace and joy in the Holy Ghost." (Rom 14-17). "That is heaven", says Keshub, "where we go during prayer and meditation, and enjoy, in the serene presence of the loving God, the unspeakable sweets of communion. That is heaven where the soul enjoys the company of all departed saints. In fact heaven means only that exalted attitude of the soul in which it feels and realises the nearness of God, and is drawn by spiritual affinity towards all departed prophets wherever they may happen to be. Where the saints are that have gone away from this world who knows? But that their spirits live on earth in one sense who can deny? They are within us. They live today in me, in you, and in men. Their wisdom and love, their power and purity live in us. Wherever the Lord is, there His saints abide. Wherever

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

He manifests Himself, there they are sure to be present in spirit. When therefore we hold communion with God in the inner sanctuary, we are surrounded by all celestial spirits, whether we know them or not; and as the light of His beaming countenance fills us with holy radiance, the goodness and devotion and purity of their lives pour into us through Him, and altogether we feel we are in the land of the saints above. Rest assured that heaven is not lo! here, lo,! there, but within." (247-8 pp.). "Like the various sections of the political community, the different sects in the religious world have important purpose to subserve, and are destined in various ways to contribute to the general welfare of the race. Therefore none can be ignored, none can be crushed, but all must be represented and included in a comprehensive organization, a Kingdom of Heaven, which will meet the requirements and supply the wants of all classes, and promote universal fellowship, good will and peace." (437 p.)

Thus when heaven is on earth, and the Kingdom of Heaven is established, because of the fusing of the Hindu Yoga and Christ's Yoga into one, the Religion of Harmony of the New Dispensation appears as the third Dispensation—the Dispensation of the Spirit. So long as the Hindu Yoga and Christ's Yoga remained separate, the Religion of Divinity and the Religion of Humanity worked out their respective functions independently. They could not meet, they could not converge, they could not become one. In the fulness of time, the Dispensation of the Spirit has appeared, and under its

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"central banner' are advancing all broad-hearted men of all churches, shaking hands with each other, and establishing that spiritual fellowship and that Kingdom of Heaven which Christ predicted. Here none is ignored, none is crushed, but all are represented and included in a comprehensive organization, which meets the requirements and supplies the wants of all classes and promotes universal fellowship, good-will and peace. Here no one sect reigns to the exclusion of others. 'It is not a Jew or Gentile, but Jew and Gentile, Asiatic and European, Eastern and Western, old and new, Moses and Jesus, Law and Grace, the harmonious union of all phases of faith and character." (437 p). It is not concerned with things that are 'purely personal, local, and contingent' in great men, but is ever mindful of what is 'divine 'and universal' in them. Under its reign 'The Hindu can no longer remain confined in his dark secluded temple, nor can the Christian any longer shut himself up in his little dingy church and shun the light of day. The Hindu must mix with the Yavana and the Christian must associate with the heathen.' (445 p.)

Ye nations on earth, come under the central banner of the New Dispensation, held in the hand of the New Man—the larger Christ, the atoning Christ, the revealed Logos, the first begotten Purusha, whose will is Jesus, head is Socrates, heart is Chaitanya, soul is the Hindu Rishi, right-hand is the philanthropic Howard. Fling away your sectarian hatred, ye Christians, seeing that you cannot do without Hindu *yoga*, you cannot know

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

as much as can be known of the Absolute, the Infinite, the Invisible Supreme Essence, and you cannot love the Lord to inebriation as the sweetest Friend of your heart, unless you sit at the feet of the Indian Rishis. Ye Hindus, hate not Jesus as a *mlechchah*, but allow him to pour into you his atoning blood—the filial obedience, which brings back the rebels against the will of the Father, and awakens the sleeping son in every man, nay more, binds together all the saints, prophets and God-men that went before Jesus or came or will come after him, bringing to light their hidden sonship in addition to the different elements of Divine character they reflect. Follow not this religion or that, but follow the Religion of Harmony and be a man of the New Dispensation. Know ye not, ye men of the New Church, that in you is 'the blood of all the saints and all the prophets'? You can worship no other God but the God of Harmony, Pray unto Him as did Keshub pray :—

"Lord, I would worship Thee and love Thee as Eternal Harmony. I have addressed Thee as Father and Mother, as Friend and Guide, as Saviour and Comforter, and though I have found joy and peace in abund ance in approaching Thee in these relations, I have attained only partial sanctification. My character, O my God, has all the imperfections of fragmentary faith, incomplete devotion and one-sided piety. Thou art not only perfection, but perfection in all things. Thou art the harmony of all truth and all goodness. If then Thou art my master and ideal and my pattern, I must follow Thee, and humbly strive to be as perfect as Thou art

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

perfect. So, Jesus, Thy Son, said, and so may it be with us all. Grant that we may not place before us broken human ideals of virtue for imitation, and grant that we may not follow this man or that man, this favourite teacher or that loved saint as our special proclivities dictate or our interest incline; grant that I and my brethren of the New Church may never be content with half truths and half goodnesses and little bits and patches of the white garment of holiness as the only possible human consummation of godly life; but grant, O Thou infinite Holiness, that we may learn to desire Thee and realize Thee in all things, and ever press onward to that perfect harmony of character which is in Thee. How all truths shine in Thee, how all graces adorn Thy beautiful face. The Jew's justice, the Christian's love, the Hindu's *yoga*, the Buddhist's *nirvana*, the Vaishnava's rapture, the Sakta's self-conquest, the ascetic's self-sacrifice, the philanthropist's usefulness, the scientist's wisdom, the householder's economy, the statesman's constitutionalism, all find in Thee their highest perfection and their most charming reconciliation. Thou art philosopher and poet and artist, Thou art Creator, King and Judge, Thou art Father and Son, Mother and Daughter, Husband and Wife, all in one. Thou art truthfulness and mercy, strictness and sweetneess, conscience and conciliation, absolute work and rest, noisy civilization and serene all-absorbing communion, man's sternness and woman's tenderness, the child's playfulness and the gravity of age, all united in one harmonious whole. As I look

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

on Thy beautiful harmony, my God, I am fascinated and my heart pants for its attainments. Father of Harmony, graciously hear my humble prayer, and make me a child of harmony at Thy feet. Deliver me from contradictions and littlenesses, and grant that I may be immersed in the deep sea of Thine eternal harmony." Amen.

"Ye sons and daughters of India, let faith and hope fill your souls and hearts. Rejoice for the good and golden age of beatific vision is coming. Yes, the time is coming when not only will the Living God reveal Himself to man's immediate vision in all parts of the world, but the disembodied saints and prophets in heaven will hold communion with men in their hearts. All mankind shall then sit at the feet of Christ and other masters, and every Christian and every Hindu shall draw fresh inspiration from the Living God, and gather life and wisdom from the examples of those saints and martyrs, those Rishis and Yogis who were the glory of primitive Christian Europe and ancient India. Then shall there be a joyful and festive union of heaven and earth, and they shall talk with each other, and dance together before the throne of God Almighty. The Lord our God shall reconcile all our differences, and make this very earth of ours a heaven, a heaven indeed. The reign of the Supreme Mother shall be proclaimed and established throughout the world amid universal rejoicings, and many nations with myriad voices and diverse instruments shall sing that sweet name, Mother, which bringeth comfort to the sinner's heart and salvation to every trusting child. Let the trumpet proclaim the advent of the true God, at once the light and joy of the world, in whom both science and faith rejoice. And as His holy light dawns upon our beloved country, may millions in one united chorus sing His love! The Lord cometh. Therefore rejoice, O Zion!" (343 p.).

A paper read by Pandit Gour Govind Roy Upadhyaya, New Dispensation Church, at the Albert Hall, on Thursday the 19th July, 1900.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.